NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

B. Ed. Spl. Ed. (M.R./H.I./V.I.)-ODL

PEDAGOGY OF TEACHING BENGALI

শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ

A-5 (Part-IV)

B. Ed. Spl. Ed. (M. R. / H. I. / V. I)-
ODL Programme

AREA - A

A - 5 (PART IV)

PEDAGOGY OF TEACHING BENGALI

(শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ)

NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY

A COLLABORATIVE PROGRAMME OF
NETAJI SUBHAS OPEN UNIVERSITY
AND
REHABILITATION COUNCIL OF INDIA

AREA - A
COURSE CODE - A - 5 (PART IV)
PEDAGOGY OF TEACHING BENGALI

Chairman	**Prof. Subha Sankar Sarkar,** Vice Chancellor, Netaji Subhas Open University, Kolkata-64
Convenor	**Prof. Atindranath Dey,** Director, School of Education, Netaji Subhas Open University, Kolkata-64
Course Writers	
Unit - 1	Dr. Sujata Raha
Unit - 2	Dr. Sujata Raha
Unit - 3	Adopted from the B. Ed. ODL SLM and partly revised by Smt. Swapna Deb
Unit - 4	Smt. Baishali Basu
Unit - 5	Smt. Baishali Basu
Editor	Dr. Pabitra Sarkar
Processing	
General and Format Editing	Ms. Swapna Deb
In-house Processing In-charg	Ms. Swapna Deb

The Self Instructional Material (SIM) is prepared keeping conformity with the B.Ed.Spl. Edn.(MR/HI/VI) Programme as prepared and circulated by the Rehabilitation Council of India, New Delhi and adopted by NSOU on and from the 2015-2017 academic session.

All rights reserved. No part of this work can be reproduced in any form without the written permission from the NSOU authorities.

Mohan Kumar Chattopadhyay
Registrar

Netaji Subhas Open University

From the Vice-Chancellor's Desk

Dear Students, from this Academic Session (2015-17) the Curriculum and Course Structure of B. Ed.- Special Education have been thoroughly revised as per the stipulations which featured in the Memorandum of Understanding (MoU) between the Rehabilitation Council of India (RCI) and the National Council for Teacher Education (NCTE). The newly designed course structure and syllabus is comprehensive and futuristic has, therefore, been contextualized and adopted by NSOU from the present academic session, following the directives of the aforesaid national statutory authorities.

Consequent upon the introduction of new syllabus the revision of Self Instructional Material (SIM) becomes imperative. The new syllabus was circulated by RCI for introduction in the month of June, 2015 while the new session begins in the month of July. So the difficulties of preparing the SIMs within such a short time can easily be understood. However, the School of Education of NSOU took up the challenge and put the best minds together in preparing SIM without compromising the standard and quality of such an academic package. It required many rigorous steps before printing and circulation of the entire academic package to our dear learners. Every intervening step was meticulously and methodically followed for ensuring quality in such a time bound manner.

The SIMs are prepared by eminent subject experts and edited by the senior members of the faculty specializing in the discipline concerned. Printing of the SIMs has been done with utmost care and attention. Students are the primary beneficiaries of these materials so developed. Therefore, you must go through the contents seriously and take your queries, if any, to the Counselors during Personal Contact Programs (PCPs) for clarifications. In comparison to F2F mode, the onus is on the learners in the ODL mode. So please change your mind accordingly and shrug off your old mindset of teacher dependence and spoon feeding habits immediately.

I would further urge you to go for other Open Educational Resources (OERs) - available on websites, for better understanding and gaining comprehensive mastery over the subject. From this year NSOU is also providing ICT enabled support services to the students enrolled under this University. So, in addition to the printed SIMs, the e-contents are also provided to the students to facilitate the usage and ensure more flexibility at the user end. The other ICT based support systems will be there for the benefit of the learners.

So please make the most of it and do your best in the examinations. However, any suggestion or constructive criticism regarding the SIMs and its improvement is welcome. 1 must acknowledge the contribution of all the content writers, editors and background minds at the SoE, NSOU for their respective efforts, expertise and hard work in producing the SIMs within a very short time.

Professor (Dr.) Subha Sankar Sarkar
Vice-Chancellor, NSOU

B. Ed. Spl. Ed (M. R. / H. I. / V. I)-
ODL Programme

AREA - A

A - 5 (PART - IV)

PEDAGOGY OF TEACHING BENGALI

(শিক্ষাবিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ)

First Edition : August, 2017

Printed in accordance with the regulations and financial assistance of the
DEB-UGC, Government of India

A - 5 (PART -IV) PEDAGOGY OF TEACHING BENGALI

একক - ১	❒	বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতি	9-32
একক - ২	❒	পাঠ্যক্রম ও পরিকল্পনা	33-84
একক - ৩	❒	বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের কৌশল ও পদ্ধতি	85-178
একক - ৪	❒	সংশোধনী শিক্ষণ	179 -199
একক - ৫	❒	মূল্যায়ন	200-224

শিক্ষা বিজ্ঞানের আলোকে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ

একক ১ ❐ বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রকৃতি

গঠন

১.১ প্রস্তাবনা

১.২ উদ্দেশ্য

১.৩ ভাষা শিখনের মূলনীতি

১.৩.১ শিখন কী?

১.৩.২ ভাষা শিখনের নীতিসমূহ :

১.৩.৩ ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ভাষা শিক্ষার নীতিগুলি হল

১.৩.৪ থর্নডাইক প্রবর্তিত শিখনের অপ্রধান নীতিগুলি হল

১.৩.৫ ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য নীতিগুলি হল

১.৪ ভাষা শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

১.৪.১. ভাষা শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক নীতি

১.৪.২. ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান

১.৪.৩. কর্ম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান

১.৪.৪. সহজ থেকে জটিল বিষয়ে এবং জানা থেকে অজানা স্তরে যাওয়ার নীতি

১.৪.৫. মানসিক সামর্থ্য ও চাহিদার নীতি

১.৫ মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

১.৫.১. মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য

১.৫.২. বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

১.৬ বিশেষ শিক্ষা-প্রয়োজন অভিসারী শিশুর মাধ্যমিক শ্রেণিতে বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

১.৬.১. বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিশুর বাংলা ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যে

১.৬.২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা

১.৬.২.১ শিক্ষার্থীদের আদর্শ ভাষা চর্চায় উৎসাহিত করা

১.৬.২.২ শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ

১.৭ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার

১.৭.১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সমস্যা

১.৭.১.১ বাংলা ভাষা শিক্ষার বিবিধ সমস্যা

১.৭.১.২ বাংলা সাহিত্য শিক্ষার বিবিধ সমস্যা

১.৭.২ বাংলা ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার সমস্যা প্রতিকারের উপায়

১.৭.২.১ বাংলা ভাষা শিক্ষার সমস্যা প্রতিকারের উপায়

১.৭.২.২ বাংলা সাহিত্য-শিক্ষার বিবিধ সমস্যার প্রতিকারের উপায়

১.৮ আসুন, সংক্ষেপ করি

১.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১.১ প্রস্তাবনা

'ভাষ্'-ধাতুর অর্থ কথা বলা—তার সঙ্গে 'আ' প্রত্যয় যুক্ত করে ভাষা শব্দটি সৃষ্টি হয়েছে। একমাত্র মানুষ সেই প্রাণী যার ভাষা আছে। ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ভাষা। মানব মনে সুখ-দুঃখ আনন্দ-বেদনা, ক্রোধ-হর্ষ প্রভৃতি যে সব ভাব জাগে বিভিন্ন উপায়ে তাঁরা তা অন্যের কাছে প্রকাশ করেন। কান্নার মাধ্যমেই অবোধ শিশু তার মনের কথা মা-কে জানাতে চায়। সাধারণভাবে সকল মানুষই কথাবার্তার মধ্য দিয়েই মনের ভাব প্রকাশ করে। এই কথাবার্তার প্রধান মাধ্যম হল ভাষা। এই ভাষার সঙ্গে মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের নিবিড় সম্পর্ক আছে। মূলত ভাষা হল মানুষের বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত কতকগুলি ধ্বনিগত প্রতীকের সমষ্টি। আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে 'মনের ভাব প্রকাশের জন্য, বাগ্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত ধ্বনির দ্বারা নিষ্পন্ন, কোনো বিশেষ জনসমাজে ব্যবহৃত স্বতন্ত্রভাবে অবস্থিত তথা বাক্যে প্রযুক্ত শব্দসমষ্টি কে ভাষা বলে।' অর্থাৎ ভাষা হল বিশেষ বিশেষ বস্তু বা ভাবের প্রতীক। ভাষার একটি সামাজিক উপযোগিতা আছে। ভাষাই সামাজিকতার বন্ধনকে সুদৃঢ় করে। সমাজে মেলামেশা করতে গেলেও সচরাচর যে ভাষার প্রয়োজন হয় তা হল মাতৃভাষা। মাতৃভাষা জাতীয় ও বংশগত ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক। 'মাতৃভাষা' ঘরের ভাষা বা জন্মের পর প্রথম ভাষা নয়, তা আসলে একটি ভাষার মান্য বা আদর্শ (standard) রূপ। মাতৃভাষাতেই শিক্ষা ও সাহিত্যচর্চা সর্বাধিক সম্ভব। সুতরাং

সাহিত্যের সঙ্গেও ভাষার অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক—সে সম্পর্ক অতি নিবিড় ও ঘনিষ্ঠ। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা—এই বাংলা ভাষা আমাদের সম্পদ। বাংলা ভাষাতে রচিত সাহিত্য আজ বিশ্বের দরবারে স্থান পেয়েছে। বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের প্রাণের সম্বন্ধ, মনের সম্বন্ধ, অনুভূতির সম্বন্ধ, আনন্দ বেদনার সম্বন্ধ। এ ভাষা ও সাহিত্যের সঙ্গে আমাদের জীবনের যোগ—তা আমাদের জীবনের অঙ্গ।

১.২ উদ্দেশ্য

আলোচ্য এককটি পাঠের পর আপনি—

- শিখন কথাটির স্পষ্ট অর্থ অনুধাবন করতে পারবেন;
- শিখনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারবেন;
- শিখনের ক্ষেত্রে নীতি নির্ধারণের প্রয়োজনীয়তা অনুধাবন করতে পারবেন;
- ভাষা শিখনের মূল নীতিগুলি স্মরণ করতে পারবেন;
- শিখনে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির গুরুত্বের কথা উপলব্ধি করতে পারবেন;
- ভাষা শিখনে মনোবৈজ্ঞানিক নীতির গুরুত্ব ও প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- শিশুর ঘরের ভাষা আদর্শ ভাষা না হলে, তাকে আদর্শ ভাষা শেখানোর উপায়গুলি ভাবতে পারবেন।
- 'মাতৃভাষা'র সংজ্ঞা জানতে সমর্থ হবেন;
- মাতৃভাষা তথা আদর্শ বাংলাভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি জানতে সমর্থ হবেন;
- মানবজীবনে মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারবেন;
- 'বিশেষ শিক্ষা'র সংজ্ঞা জানতে সমর্থ হবেন;
- 'বিশেষ শিক্ষা' কাদের জন্য প্রয়োজন তা উপলব্ধি করতে পারবেন;
- মাধ্যমিক স্তরে 'বিশেষ শিক্ষা'র ক্ষেত্রে বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব উপলব্ধি করে ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে সমস্যাগুলি চিহ্নিত করতে পারবেন;
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সমস্যার প্রতিকারের উপায় নিরূপণ করতে পারবেন;
- এই সমস্যার প্রতিকারে শিক্ষকের ভূমিকা উপলব্ধি করতে পারবেন।

১.৩ ভাষা শিখনের মূলনীতি

১.৩.১ শিখন কী?

আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শিখন একটি তাৎপর্যবহ গুরুত্বপূর্ণ শব্দ। 'শিখন' কথাটির সহজ অর্থ হল শেখা। মনোবিজ্ঞানের ভাষায় 'শিখন' হল একটি প্রক্রিয়া যার সাহায্যে ব্যক্তি নতুন আচরণ সম্পন্ন করার দক্ষতা অর্জন করে। আমাদের চার পাশে ছড়িয়ে থাকা পরিবেশ সর্বদা পরিবর্তনশীল। পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজন করার জন্য প্রয়োজন আচরণের পরিবর্তন করা। শিখন হল এমন এক ধরনের মানসিক প্রক্রিয়া যা পরিবেশ বা বাহ্যিক উদ্বোধক দ্বারা সৃষ্টি হয়। আমাদের পরিবেশকে মানুষের অভিজ্ঞতার মধ্যে গ্রহণ করাই শিখন। তাই শিখন ও মানবজীবনের পরিবেশ এক সক্রিয় সংযোগে আবদ্ধ।

শিখন প্রক্রিয়া শুরু হয় শৈশব থেকে এবং মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তা স্থায়ী হয়। মানব জীবনে এই শিখন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিখনের ফলে নতুন অবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিবিধানের ক্ষমতা আয়ত্ত হয়, কার্যসাধনের দ্রুততা বাড়ে, কর্মকুশলতা উন্নত হয়। ব্যাপক অর্থে সকল জ্ঞান, সকল কার্য কৌশল, সকল অভ্যাস, সকল প্রতিন্যাস—সবকিছুই শিখনের ফল।

বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ম্যাকডুগাল বলেছেন—'উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করাই হল শিখন।'' ক্রো অ্যান্ড ক্রোর মতে ''শিখন হল অভ্যাস, মনোভাব গঠন ও জ্ঞান অর্জনের প্রক্রিয়া।'' বিভিন্ন মনোবিজ্ঞানীর মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে একথা বলা যায়—''যে মানসিক প্রক্রিয়া অতীত অভিজ্ঞতা ও প্রশিক্ষণের প্রভাবে আচরণ ধারার পরিবর্তনের মাধ্যমে ব্যক্তির মানসিক বিকাশ ঘটিয়ে তাকে পরিবর্তনশীল পরিবেশের সঙ্গে সার্থকভাবে অভিযোজনে সাহায্য করে, তাই হল শিখন।''

শিখনের নীতিসমূহ :

- **সচেতনতা** : শিক্ষা যদি সচেতন উদ্দেশ্যমুখী প্রক্রিয়া হয় তাহলে শেখা বা শিখনের নীতি হবে সচেতনতা। শিক্ষার্থীর সচেতনতা ব্যতিরেকে শিখন অসম্ভব। সচেতনতা ব্যতিরেকে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না।
- **উদ্দেশ্যমুখীনতা** : শিখনের অন্যতম নীতি হল উদ্দেশ্যমুখীনতা উদ্দেশ্যহীনভাবে কাজ করলে কাজের পরিণতি যেমন তৃপ্তিদায়কহয় না তেমনি উদ্দেশ্যহীন শেখার কার্যকারিতা থাকে না। প্রয়োজন উদ্দেশ্যমুখী প্রচেষ্টার।
- **একাগ্রতা** : একাগ্রতা শিখনের অন্যতম নীতি। একাগ্র চিত্তে কিছু শিখলে জটিল দুরূহ বিষয়কে সহজে আয়ত্ত করা যায়।
- **সক্রিয়তা** : শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা ছাড়া কোনো শিখনই সুসম্পন্ন হয় না।
- **অনুশীলন** : অনুশীলনের ফলে কঠিন বিষয় শিক্ষা সহজ হয়ে আসে তার ফলে শিখন স্মৃতিও অভ্যাসে দীর্ঘস্থায়ী হয়।

১.৩.২ ভাষা শিখনের নীতিসমূহ :

মনের ভাব প্রকাশের মাধ্যমে বা বাহন হল ভাষা। ভাষার প্রকাশের দুটি ক্ষেত্র আছে—মানুষের অন্তরের জগৎ ও বাইরের জগৎ। ভাষার কাজ উভয় সম্পর্কিত; হৃদয়কে ব্যক্ত করা ভাষার কাজ—মানুষের সমস্ত কর্ম ও সৃষ্টিতে ভাষার ভূমিকা অপরিহার্য, ভাষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে জানতে পারে—তাই ভাষা মানুষের পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। ভাষা শিক্ষার নীতিগুলি আলোচনার পূর্বে ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি জানা প্রয়োজন। মনে রাখতে হবে, বিদ্যায়তনে ভাষা শিক্ষা মূলত লিখিত ভাষার শিক্ষা।

এই ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি হল—

- বর্ণ সমষ্টির সঙ্গে সার্থক পরিচয় সাধন;
- আত্মপ্রকাশের উৎকৃষ্ট মাধ্যমটিকে আয়ত্ত করতে সাহায্য করা। তারা যাতে সঠিকভাবে পড়তে পারে, বুঝতে পারে, লিখতে পারে এবং কথা ও লেখায় যথাযথভাবে নিজেকে প্রকাশ করতে পারে;
- শিক্ষার্থীর মানসিক, আবেগমূলক ও নৈতিক বিকাশে সহায়তা করা;
- পঠন-পাঠনের অভ্যাস তৈরি করা;
- পাঠাভ্যাস ও পাঠদক্ষতা সৃষ্টির পথকে প্রশস্ত করা;
- কল্পনাশক্তির পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করা;
- হৃদয়মূলক প্রতিভার বিকাশে সহায়তা করা;
- শিক্ষার্থীর মধ্যে সাহিত্য বিশ্লেষণ ও রসাস্বাদনের ক্ষমতা, উন্নত রুচিবোধ ও সৌন্দর্যবোধ সৃষ্টি করা;
- চরিত্রগঠনে এবং সামাজিক ও আত্মিক গুণাবলীর বিকাশে সহায়তা করা;
- প্রগতিশীল ও স্বাধীন চিন্তাধারার সঙ্গে পরিচিতি ঘটানো;
- সামাজিক মূল্যবোধের বিকাশসাধনে সহায়তা করা।

১.৩.৩ ভাষাশিক্ষার উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে ভাষা শিক্ষার নীতিগুলি হল—

✡ **থর্নডাইক প্রবর্তিত চেষ্টা ও ভ্রান্তির নীতি :**

থর্নডাইক বলেছেন যে, চেষ্টা ও ভ্রান্তির মধ্যদিয়েই শিশুরা সবকিছু শেখে। তাঁর ‘চেষ্টা ও ভ্রান্তি’র তত্ত্বটির ওপর ভিত্তি করে শিখনের তিনটি প্রধান ও পাঁচটি অপ্রধান সূত্র গঠন করেছেন। মাতৃভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে এই সূত্র বা নীতিগুলির বিশেষ উপযোগিতা রয়েছে। থর্নডাইকের শিখনের প্রধান সূত্রগুলি হল—

- **প্রস্তুতির সূত্র** : এই সূত্র বা নীতির মূল বক্তব্য হল—কোনো কিছু শিখতে হলে শিক্ষার্থীর মানসিক প্রস্তুতি থাকা প্রয়োজন। মানসিক প্রস্তুতি শিক্ষার্থীকে ভাষা শিক্ষার কাজেও বিশেষ আগ্রহী করে তোলে। প্রস্তুতি না থাকলে যেমন কোনো কাজই সার্থক হয় না, তাই ভাষা শিক্ষাকে সার্থক করতে গেলেও প্রস্তুতির প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে প্রস্তুতির নীতিটি বিশেষ ভাবে

কার্যকর। তবে সামাজিক পরিবেশের চাপে প্রতিটি স্বাভাবিক শিশু এই শিক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারে।

- **অনুশীলনের সূত্র** : এই সূত্রের মূল কথা হল অনুশীলন বা ক্রমাগত অভ্যাস করা। ভাষার মূল গঠন এবং বর্ণের যথাযথ উচ্চারণ প্রক্রিয়াকে আয়ত্ত করতে গেলে এই নীতিই অধিকতর কাম্য। বর্ণের মডেল (কাঠের অথবা প্লাস্টিকের) এবং উচ্চারণ প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে মুদ্রিত বই থেকে সিডি, ভিডিও, রেডিও, টেলিভিশন ও কম্পিউটার—সবই ব্যবহার করা সম্ভব।

- **ফললাভের সূত্র** : এই সূত্রটির মূল বক্তব্য হল কোনো কাজের দ্বারা শিক্ষার্থীর মনে সন্তোষ ('আমি পেরেছি!') সৃষ্টি হলে, সেই কাজের ফল স্থায়ী হয়, আর কোনো কাজের দ্বারা যদি তার মনে বিরক্তির সৃষ্টি হয়, তাহলে সেই কাজের ফল ক্ষণস্থায়ী হয়। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও এই নীতিটি সমানভাবে কার্যকর।

১.৩.৪ থর্নডাইক প্রবর্তিত শিখনের অপ্রধান নীতিগুলি হল—

- বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার নীতি
- দৃষ্টিভঙ্গি বা মনোভাবের নীতি
- আংশিক কর্মের নীতি—
- সাদৃশ্যের নীতি—
- সাদৃশ্যমূলক সঞ্চালনের নীতি

এই নীতিগুলিরও ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা বর্তমান।

১.৩.৫ ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে অন্যান্য নীতিগুলি হল

- **অনুবর্তন বাদ** : পাভলভের অনুবর্তনবাদের মূল কথা হল শিক্ষার্থী ও বিষয়বস্তুর মধ্যে সংযোগসাধন করা অর্থাৎ শিক্ষার্থী ও তার বিষয়বস্তুর মধ্যে সম্পর্ক সাধিত হলে শিখন প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হবে এটিই অনুবর্তনবাদের মূল কথা। এটিও ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে সমানভাবে কার্যকর নীতি। এই নীতি শিক্ষকের সক্রিয়তার ওপর নির্ভরশীল।

- **অন্তর্দৃষ্টিমূলক তত্ত্ব** : কোনো সমস্যার সমাধান করতে হলে ঐ সমস্যার সমগ্র রূপটি আগে উপলব্ধি করতে হবে, তার খণ্ড খণ্ড অংশগুলিকে নিয়ে বিচার বিবেচনা করা চলবে না, কারণ এতে সমাধানের পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। অপরদিকে সমগ্র সমস্যাটির পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা তার বিভিন্ন অংশগুলির মধ্যে একটা সম্পর্ক খুঁজে বের করার চেষ্টা করি তাহলে সমস্যা সমাধানের পথ সহজেই আবিষ্কার করা সম্ভব। এই হঠাৎ আবিষ্কার করাকেই গেস্টাল্টবাদীরা নাম দিয়েছেন অন্তর্দৃষ্টিমূলক তত্ত্ব। ভাষা ও সাহিত্যের সন্ধি

সমাস, কারক এবং কবিতা, ছোটোগল্পের ক্ষেত্রে এই নীতির প্রয়োগ সর্বাধিক ফলপ্রসূ। এই নীতির সাহায্যে কোনো বিষয় সম্পর্কে শিক্ষার্থীর প্রকৃত মানসিক উপলব্ধি ঘটে, ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যা গুরুত্বপূর্ণ।

● **ফিল্ড থিয়োরি** : কার্ল লিউইনের 'ফিল্ড থিয়োরি'র বক্তব্য হল শিখনের ক্ষেত্রে দু'প্রকার শক্তি কাজ করে যথাক্রমে সদর্থক ও নঞর্থক। শিক্ষার্থীকে যা নির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হতে সাহায্য করে সেগুলি সদর্থক, লক্ষ্যে পৌঁছবার পথে অন্তরায় সৃষ্টিকারী শক্তি হল নঞর্থক। এই উভয়প্রকার শক্তির সমন্বয়ে যে মনোবিজ্ঞানমূলক ফিল্ড তৈরি হয় সেটিই শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে শিখনমূলক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে।

উপরিউক্ত নীতিগুলি ছাড়াও ভাষা শিখনের ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য শিক্ষাদানের নীতি, কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি, মনোবৈজ্ঞানিক নীতি ব্যবহারও বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। তবে একথা মনে রাখা দরকার যে, কোনো নীতিই শাশ্বত নয় বা সর্বত্র সুপ্রযুক্ত নয়। শিক্ষার্থীকে স্বাধীনভাবে, আনন্দের সঙ্গে গ্রহণে উজ্জীবিত হওয়ার শিখন নীতি শিক্ষককেই অবস্থা অনুযায়ী রচনা করতে হয় যা একান্তই ব্যক্তি-নির্ভর।

১.৪ ভাষা শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি

শিখন বা শেখা একটি জটিল মানসিক প্রক্রিয়া। শিখনের কতকগুলি ভিত্তি আছে। যেমন—দার্শনিক ভিত্তি, মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি, জীববৈজ্ঞানিক ভিত্তি, সমাজ বৈজ্ঞানিক ভিত্তি ইত্যাদি। এখানে মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপরেই আলোকপাত করা হয়েছে। শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তির কথা আলোচনা করতে গেলে চারটি ভিত্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য। এই চারটি ভিত্তি হল—

(ক) পরিণমন (Maturation)
(খ) আগ্রহ (Interest)
(গ) মনোযোগ (Attention)
(ঘ) সামর্থ্য (ability)

লক্ষ্য করলে দেখা যায় প্রতিটি ক্ষেত্রেই মানুষের মনের সঙ্গে বিশেষ যোগাযোগ আছে। আর শিখনের সঙ্গেও মানুষের মনের একটা দৃঢ় বন্ধন আছে। মনই প্রকৃতপক্ষে মানুষের সকল কার্যধারাকে চালিত করে। মনোবিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয় ও মানুষের মন। উপরের বিষয়গুলিও মন সম্পর্কিত বলেই এগুলিকে একত্রে বলা হয় শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি।

১.৪.১. ভাষা শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক নীতি—

মানবশিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকে তার দৈহিক চাহিদাগুলি প্রকাশ করার জন্য কান্না, হাসি, নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গি, মুখের ভাব ইত্যাদি অভাষিক আচরণ করে। বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে শিশু ভাষার সাহায্যে চাহিদা, আনন্দ, বেদনা ইত্যাদি প্রকাশ করে। শিশুর মনের ভাব প্রকাশের অন্যতম বাহন হল ভাষা। শিশুর পিতা-মাতা ও শিক্ষকই তাকে গড়ে তুলতে সাহায্য করে। সেক্ষেত্রে শিশুর ভাষার বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিশুশিক্ষার ক্ষেত্রে মনোবিজ্ঞানের প্রভাব শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াকে এক নতুন পথে

পরিচালিত করেছে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এরূপ কতকগুলি মনোবৈজ্ঞানিক নীতির উপর শিক্ষাবিদরা বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। নীতিগুলি হল—

১.৪.২. ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান

মনোবিজ্ঞানের মতে মানুষের ইন্দ্রিয়সমূহ হল মনের প্রবেশদ্বার। এই ইন্দ্রিয়গুলির মাধ্যমেই বহির্জগতের শিক্ষণীয় বিষয়গুলি আমাদের মনের মধ্যে প্রবেশ করে। শিশুদের কাছে আবার অন্যান্য ইন্দ্রিয় অপেক্ষা দর্শনেন্দ্রিয় এবং শ্রবণেন্দ্রিয়ের আবেদন সর্বাপেক্ষা বেশি। সেইজন্য মাতৃভাষার অন্তর্ভুক্ত কোনো পঠনীয় বিষয় শিশুর কাছে এমনভাবে উপস্থাপন করা প্রয়োজন যাতে তার দর্শনেন্দ্রিয় ও শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে ঐ বিষয়ের আবেদন সরাসরি তার মনের মধ্যে গিয়ে পৌঁছোয়। এই নীতি অনুযায়ী মাতৃভাষা শিক্ষাদানে শিক্ষককে ছবি, মডেল, ফিল্ম-প্রজেক্টার রেডিও, সিডি-প্লেয়ার, টেলিভিশন, অভিনয়, সরব পাঠ, আবৃত্তি ও গল্পকথন গান প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণের উপর জোর দিতে বলা হয়েছে।

১.৪.৩. কর্ম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান:

যে কোনো বিষয়ে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রচলিত বক্তৃতা পদ্ধতি শিশুর মানসিকতার ক্ষেত্রে ক্লান্তিকর ও পীড়াদায়ক। তাই শিক্ষার্থীরা যাতে কর্মে অংশগ্রহণের মাধ্যমে এবং অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে পাঠ গ্রহণ করতে পারে সে বিষয়ে বিশেষ নজর দেওয়া দরকার। শিশু মন কৌতূহলী। অজানাকে জানা, অচেনাকে চেনা, বিভিন্ন বস্তুকে স্পর্শ করে নাড়াচাড়া করে দেখা তাদের সহজাত প্রবৃত্তির অন্তর্ভুক্ত। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে শিশুর এই সহজাত প্রবৃত্তিকে কাজে লাগাতে হবে। শৈশবে বস্তু ও খেলার সামগ্রী সহযোগে শব্দ ও বাক্যগঠন রীতি যাতে আয়ত্ত করতে পারে তার চেষ্টা করতে হবে। বাল্যে অর্থাৎ ছয় থেকে বারো বছর বয়সের শিক্ষায় অনুসন্ধান ও গঠনমূলক কাজের উপর গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। এই ক্ষেত্রে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষাদানের সময় অঙ্গভঙ্গি সহ ছড়া ও কবিতার আবৃত্তি, ছবির সাহায্যে গল্প রচনা, নাট্যাভিনয় প্রভৃতির সাহায্য গ্রহণ করতে হবে। কৈশোরে অর্থাৎ বারো থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষা শেখাবার সময় বিচার, বিশ্লেষণ, আবিষ্কার ও সৃজনমূলক প্রতিক্রিয়াসমূহের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

১.৪.৪. সহজ থেকে জটিল বিষয়ে এবং জানা থেকে অজানা স্তরে যাওয়ার নীতি:

ভাষা বিবর্তনশীল। প্রতি মুহূর্তে নানা পরিবর্তন ও ঘষা-মাজার পর আজ এতটা সহজ ও সাবলীল পর্যায়ে পৌঁছেছে। আজ যারা শিক্ষার্থী তারা আজকের ভাষা ও সামাজিক সমস্যার সঙ্গে পরিচিত। সুতরাং বর্তমানের ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে অতীতের দিকে, সহজ ও পরিচিত জ্ঞান ও শব্দ ব্যবহার থেকে জটিল চিন্তা ও শব্দব্যবহারের দিকে, যাত্রা করতে হবে। পাঠক্রম ও পাঠ্যসূচিতে সেই অনুযায়ী পরিবর্তন আনতে হবে।

মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ে যাওয়ার নীতি, বিশেষ থেকে সাধারণ বিষয়ে যাওয়ার নীতি, সমগ্র থেকে অংশে যাওয়ার নীতি, অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে যুক্তি নির্ভর জ্ঞানে যাওয়ার নীতি এবং মনস্তত্ত্বসম্মত পথ থেকে যুক্তিসম্মত পথে যাওয়ার নীতি ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অবশ্যই অবলম্বন করা দরকার। ভাষা ও

সাহিত্য শিখনে এইসব নীতির কার্যকারিতা অপরিসীম। এর সঙ্গে সহজ থেকে অপেক্ষাকৃত জটিল ও অপরিচিত শব্দ ব্যবহারের ক্রমটিও রক্ষা করা দরকার।

১.৪.৫. মানসিক সামর্থ্য ও চাহিদার নীতি :

ব্যক্তি শিক্ষার্থীর মানসিক সামর্থ্য ও চাহিদার প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার বিষয় এবং শিক্ষাদানের প্রক্রিয়া নিরূপণ করতে হবে। তা না হলে শিখনে মনোযোগ বা আগ্রহ কোনোটাই বাড়ে না।

ভাষা শিক্ষাদানের সময় প্রয়োজন মতো উপরের নীতিগুলি প্রয়োগ করতে পারলে ভাষা শিখন সার্থক ও সুন্দর হয়ে উঠবে।

১.৫ মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা :

মাতৃভাষা মানুষের অন্তরের ভাষা। মানুষের চিন্তা, অনুভব ও তার অভিব্যক্তির সর্বোত্তম মাধ্যম হল এই মাতৃভাষা। শুধু তাই নয়, সারাজীবন সামাজিক, বৈষয়িক ও বিদ্যাচর্চার কাজে তাকে এই ভাষা মুখে ও লেখায় ব্যবহার করতে হবে। তারই উপর অনেক সময় ব্যক্তির সামাজিক স্বীকৃতি ও সাফল্য নির্ভর করবে। তাই বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। আমাদের মাতৃভাষা বাংলা। মনে রাখতে হবে, শিক্ষায় 'মাতৃভাষা'র অর্থ মান্য বা আদর্শ (standard) ভাষা। কোনো উপভাষা নয়। তাই একথা বলা যায় যে, শিক্ষার্থীকে বাংলা ভাষায় দক্ষ করে তোলাই মাতৃভাষা শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যগুলিকে সাধারণভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

- গ্রহণমূলক
- অভিব্যক্তিমূলক
- রসসঞ্চারমূলক
- সৃজনাত্মক

এই লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে **মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি** লিপিবদ্ধ করা যায়—

১.৫.১ মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি

- **সফলভাবে বর্ণের সঙ্গে পরিচিত করানো:** শিক্ষার ভাষার বর্ণগুলির পৃথক পৃথক প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো প্রয়োজন, কারণ বর্ণের সকল পরিচয়ের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে সঠিক উচ্চারণ। সেই সঙ্গে বর্ণের সমন্বয়ে কীভাবে শব্দের লিখিত রূপ গড়ে ওঠে তা দেখানো।
- **ভাষার ওপর দখল আনা:** মান্য চলিতের মৌখিক ও লিখিত রূপকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।
- **পঠনাভ্যাস সৃষ্টি করা:** পাঠে আনন্দ পেলেই পঠনাভ্যাস তৈরি হওয়া সম্ভব। মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্য বিষয় পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠে তৃপ্তি আনা সম্ভব।

- **মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন:** শিক্ষার্থীর মানসিক, প্রাক্ষোভিক ও নৈতিকসত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন।
- **যুক্তিপূর্ণ চিন্তন ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটানো:** মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্তিপূর্ণ চিন্তন-ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং তা যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হয়।
- **সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশ সাধন:** মাতৃভাষাতেই মানুষের সৃজনক্ষমতার সর্বাধিক বিকাশ ঘটে, তাই সৃজনাত্মক ক্ষমতার, বিকাশ সাধনের জন্য মাতৃভাষার যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন।
- **সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধন:** মানুষের সামাজিক সত্তার বিকাশ সাধনের জন্য মাতৃভাষার চর্চা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক সৃষ্টিতে, সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করতে সমধর্মী করে তোলার প্রয়োজনে মাতৃভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রূপে কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫' এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-কে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছেন। সপ্তম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যপুস্তকে তাঁরা মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে একটি রেখাচিত্রে বিন্যস্ত করেছেন—

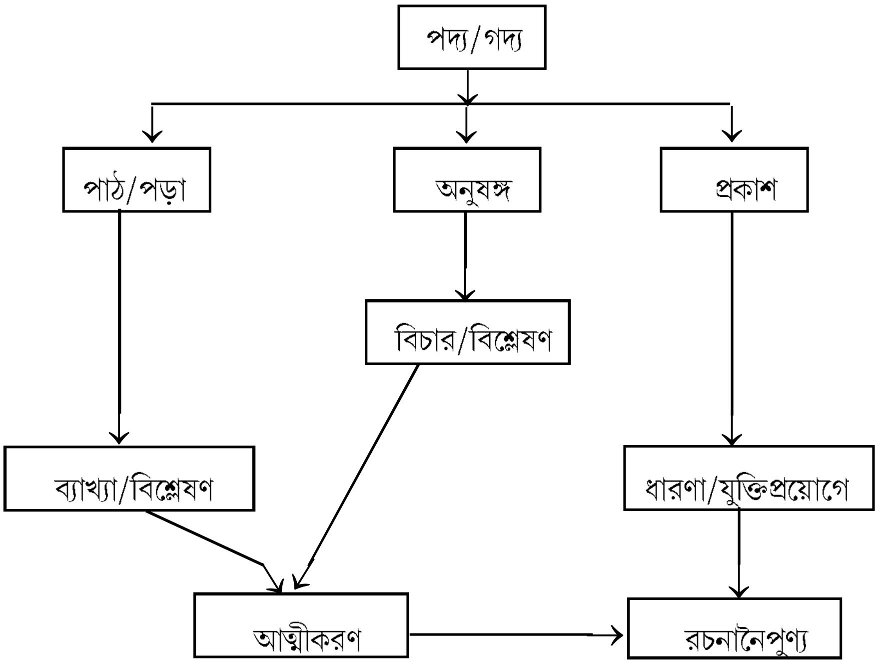

(সূত্র: সাহিত্যমেলা/বাংলা/সপ্তমশ্রেণি)

রেখাচিত্রটিকে অনুসরণ করলে উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—

- সঠিকভাবে পাঠ করা

● ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে আত্মীকরণ করা

● ধারণা ও যুক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে রচনার নিপুণতা অর্জন করা।

আলোচিত সমস্ত উদ্দেশ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করা যায়, যেগুলির কিছু উপবিভাগ আছে। প্রধান ভাগগুলি হল—

● আচরণধর্মী উদ্দেশ্য

● বিকাশধর্মী উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে বিষয়টি এভাবে পরিষ্কার করা যায়—

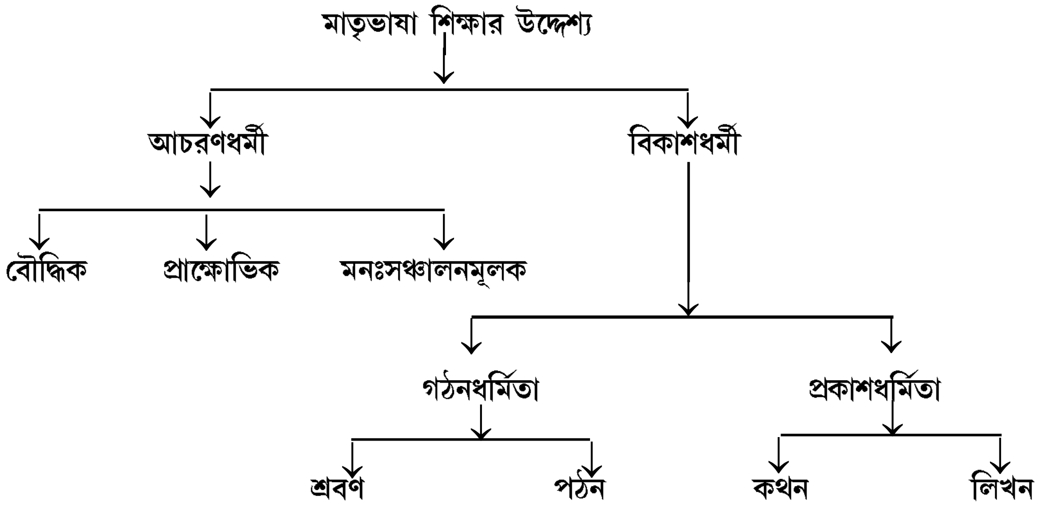

১.৫.২. বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

বিশ্বের এক বৃহৎ সংখ্যক মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। তাই মাতৃভাষা শিক্ষার গুরুত্বের অনুষঙ্গেই আসে বাংলা ভাষা শিক্ষার গুরুত্ব।

❖ **মাতৃভাষা রূপে বাংলা** : সারা পৃথিবীতে ২৫০ মিলিয়ন মানুষ বাংলা ভাষায় কথা বলে, এর মধ্যে ১৬০ মিলিয়ন লোকের বাস বাংলাদেশে, প্রায় ৮৫ মিলিয়নের বাস ভারতবর্ষে।

এই প্রসঙ্গে কিছু প্রয়োজনীয় তথ্য জেনে নেওয়া যাক্—

● সারা পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে বাংলা ভাষার স্থান পঞ্চম।

● বাংলা বাংলাদেশের জাতীয় ও সরকারি ভাষা

● ভারতে এটি স্বীকৃত অষ্টম তপশিলের ভাষা

● পাকিস্তানের স্বীকৃত দ্বিতীয় ভাষা

- ভারতে পশ্চিমবঙ্গ, ও ত্রিপুরার প্রধান প্রশাসনিক ভাষা, অসম ও ঝাড়ঘন্ডের অন্যতম প্রশাসনিক ভাষা।
- সিয়েরা লিওনের অন্যতম সরকারি ভাষা।

অতএব বাংলাভাষা শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট। মাতৃভাষা হিসেবে বাংলাভাষার গুরুত্ব সময়ের প্রেক্ষিতে ক্রমবর্ধমান। বাংলা ভাষা-ভাষী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাও বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নরূপঃ—

(১) **বাংলা-ভাষী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি :**

আগেই বলা হয়েছে, সিয়েরা-লিওনের মতো দেশেও বাংলা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। ২০১৩ সালে কর্ণাটকে শিক্ষাক্ষেত্রে বাংলা সরকারি ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নিউইয়র্ক এবং লন্ডনের প্রাথমিক বিদ্যালয়েও বাংলা শিক্ষার অন্যতম ভাষা। ভিন্ন রাজ্য ভিন্ন দেশে ছড়িয়ে থাকা বাংলাভাষী মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা প্রয়োজন।

(২) **যোগাযোগের দ্রুততা এবং সহজগম্যতা :**

দ্রুতগতিসম্পন্ন যানবাহন এবং যোগাযোগের মাধ্যমের অগ্রগতি দেশ-কালের সীমা ছাড়িয়ে মানুষকে অনেক কাছাকাছি এনে দিয়েছে। বাংলা ভাষা মানুষের যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

(৩) **প্রযুক্তির অগ্রগতি :**

প্রযুক্তির উন্নতি মানুষকে উন্নততর জীবনের পথ দেখিয়েছে। প্রযুক্তির হাত ধরে বাংলা সফট্ওয়ার ওই ই-ভাষা তথা প্রযুক্তির ভাষা বোঝার জন্য মোবাইল ট্যাবলেট ইত্যাদিতে বাংলার প্রাথমিক পাঠও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

(৪) বাংলা গান ছাড়াও বাংলা কবিতা নাটক চলচ্চিত্রের বাংলা সিডি, ভিডিও ইত্যাদি এখন বহুল পরিমাণে লভ্য। অর্থাৎ উচ্চ বিনোদনের উৎস হিসেবেও বাংলা শেখা গুরুত্বপূর্ণ।

(৫) **পরিভাষার উন্নতি :**

বাংলা পরিভাষার উন্নতি, সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাংলা পাঠকে বিস্তৃতি দান করেছে। এ কারণেও বাংলা ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

(৬) **উচ্চশিক্ষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহারঃ**

বর্তমানে উচ্চশিক্ষায় বাংলা ভাষা তথা বাংলা পাঠ্য-পুস্তকের ব্যবহার ক্রমবর্ধমান। তাই প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে যথাযথভাবে শেখা অত্যন্ত প্রয়োজন।

(৭) **বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়ঃ**

বাংলা ভাষার সাহিত্য সম্ভার রত্নাভান্ডারের সঙ্গে তুলনীয়। এই রত্নাভান্ডারের মণিমুক্তোর স্পর্শ নেওয়ার জন্য বাংলা ভাষার চর্চা অত্যন্ত জরুরি।

(৮) **বাংলা শব্দভান্ডারের সঙ্গে পরিচিতি :**

স্বতঃস্ফূর্ত ও সমৃদ্ধ ভাষণ ও লিখনের জন্য বাংলার শব্দভান্ডার বিভিন্ন শ্রেণির সঙ্গে নিজেকে সমৃদ্ধ করেছে। এই শব্দ ভাণ্ডারের সঙ্গে সঠিকভাবে পরিচিত হওয়ার জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষাতাত্ত্বিক, মনোবৈজ্ঞানিক, সমাজতাত্ত্বিক সব ক্ষেত্রেই চিন্তন আনন্দ ও প্রকাশক্ষমতার বিকাশের জন্য বাংলা ভাষা শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

১.৬ বিশেষ শিক্ষা-প্রয়োজন অভিসারী শিশুর মাধ্যমিক শ্রেণিতে বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য :

১.৬.১. বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিশুর বাংলা ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য

পাঠ্য বাংলা ভাষা আমাদের মাতৃভাষার আদর্শরূপ। বিদ্যালয়ে পাঠ্যভাষা শিক্ষার কাজ শুরু হয় প্রাথমিক স্তরে। মাধ্যমিক স্তরেও বিদ্যালয়ে বাংলা শেখানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বাংলা ভাষা শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিশুর ভাষা শিক্ষার প্রতি দৃষ্টি রেখে আলোচনা করা হল।

১। বাংলা ভাষার সঠিক আয়ত্তীকরণে নিচের দক্ষতাগুলি অর্জন করা:

(ক) **শোনা** : বালা ভাষার অন্তর্গত বিভিন্ন শব্দ, শব্দাবলি, বাগ্‌ধারা, বাক্যাংশ, বাক্য ভালো করে শোনা। শোনার ফলে উচ্চারণ, ছন্দ, যতি, লয়, বিন্যাস ও শৈল্পিক বিকাশ সম্বন্ধে আমরা সচেতন হই।

(খ) **বলা** : বাংলা বলার ক্ষেত্রে শোনার যাবতীয় দক্ষতার বিজ্ঞানসম্মত ও পরিমিত অনুশীলন হয় এবং তার ফলে আমাদের ভাষার মৌখিক বিকাশ (উচ্চারণ, বাগ্‌বন্ধ) নির্ভুল ও সুন্দর হয়ে ওঠে।

(গ) **পড়া** : বাংলা পাঠে বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করার জন্য শিশু শিক্ষার্থীদের সক্ষম করে তোলা। বিভিন্ন প্রকার বাংলা পাঠে অনুরাগ সৃষ্টি করা। এখানেও বলার দক্ষতাগুলি সমৃদ্ধ হয়।

(ঘ) **লেখা** : বাংলা লেখার ক্ষেত্রে উপরোক্ত তিনটি দক্ষতার যথার্থ প্রয়োগে উৎসাহিত করা। নির্ভুল বানানে ও বাক্যরচনায় দক্ষ করে তোলা।

২। বাংলা ভাষা শেখানোর মাধ্যমে ছাত্রজীবনের শিক্ষা, জীবন ও সাহিত্য—এ তিন বিষয়ে সুসামঞ্জস্য বিকাশ সাধন করা।

৩। শিক্ষার্থীর সৃজনশীল মননের মৌলিকতা ও বিচিত্র সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করা।

৪। বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও ব্যাপকতা সম্বন্ধে ছাত্রছাত্রীদের সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করা।

৫। শিক্ষার্থীর মানসিক শক্তির ভাষাচর্চার মাধ্যমে বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।

৬। শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তি আর সুকুমার ও নান্দনিক উপাদান সমূহের যথাযথ চর্চায় অনুপ্রাণিত করা।

৭। শিক্ষার্থীর নৈতিক, সামাজিক, প্রাক্ষোভিক ও আধ্যাত্মিক চেতনায় যথার্থ অনুশীলনে উজ্জীবন সাধন করা।

৮। শিক্ষার্থীর ভাষা প্রকাশের অভ্যাসে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণ বোধ সঞ্চার করা।

৯। শিক্ষার্থীর স্বাধীন চিন্তা ও ভাব প্রকাশে ভাবাচর্চার অবদান সম্পর্কে অবহিত করা।

১০। শিক্ষার্থীকে ভাষা ও সাহিত্যের শিল্পিত রূপ সম্বন্ধে সর্বদা অবহিত, উদ্ভাসিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলা।

১.৬.২. বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চা

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় বিদ্যালয়ে কোন্ কোন্ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যকে প্রাধান্য দেওয়া হবে সে বিষয়ে পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত পাঠক্রমে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত আছে। শিশু শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম ভাষা হিসেবে বাংলার গুরুত্বের কথা স্মরণে রেখেই এ পাঠক্রমের উদ্দেশ্যও লক্ষ্যগুলির অনুসরণ ও অনুশীলন আবশ্যিক। পর্ষদ কর্তৃক প্রকাশিত প্রশিক্ষণ সহায়িকাতেও এ বিষয়টিকে গুরুত্ব দিয়েই বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্যগুলি নির্ণয় করা হয়েছে। তদনুযায়ী বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিশুর মাধ্যমিক শ্রেণিতে বাংলা শেখানোর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি বিবৃত করা যায়:

১.৬.২.১ শিক্ষার্থীদের আদর্শ ভাষা চর্চায় উৎসাহিত করা:

আদর্শ ভাষা চর্চায় নীচের উপাদানগুলি থাকবে:

(ক) স্পষ্ট ও ধ্বনি ভিত্তিক উচ্চারণ;

(খ) অর্থ ও ভাবসঙ্গতি রক্ষা;

(গ) বাক্যের শ্রেণি অনুসারে স্বর ভঙ্গিতে সঙ্গতিসাধন—

(ঘ) পাঠে ও কথনে সর্বাঙ্গীন শ্রুতিমাধুর্য;

(ঙ) স্বাধীন ও স্বচ্ছন্দ প্রকাশ;

(চ) বাংলা ব্যাকরণের মূল নীতি ও বিভিন্ন বাগ্‌-বিধির সঙ্গে পরিচয় ও চর্চা;

(ছ) সুসংবদ্ধ, সহজ ও স্বাভাবিকভাবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মৌখিক ও লিখিত চর্চা;

(জ) শিক্ষার্থীর শ্রবণশক্তি ও পাঠ সামর্থ্যের সুসমঞ্জস্য সমন্বয় সাধনে অনুরাগ ও নিষ্ঠার প্রেরণা।

(ঝ) বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিচিত্র গঠনমুখী ধারার প্রতি শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ ও যথাযথ অনুশীলনে উৎসাহ প্রদান।

(ঞ) প্রতিদিনের আনন্দ, দুঃখ, বেদনা ইত্যাদি সূক্ষ্ম অনুভূতির সহজ ও স্বচ্ছন্দ ভাবে বাংলায় মৌখিক ও লৈখিক প্রকাশ।

(ট) অভিক্ষেপণ কার্যাবলী (Project activities), পর্যবেক্ষণ (Observation) ইত্যাদির মাধ্যমে অনুশীলিত বিষয়ের প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণনা করা ও শেখার অভ্যাস করা।

(ঠ) কোনো বিষয়ে বাংলায় বলা ও লেখার সামর্থ্য অর্জন;

(ড) বাংলায় যুক্তিপূর্ণভাবে তত্ত্ব ও তথ্য উপস্থাপন ও আলোচনা করা;

(ঢ) বাংলায় অভিধান, শব্দকোশ সঠিকভাবে ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা।

১.৬.২.২ শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধ

শিক্ষার্থীদের ভাষা ও সাহিত্যের অন্তর্নিহিত মূল্যবোধগুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের অনুশীলন। এ বিষয়ে নীচের উপাদানগুলি বিবেচিত হবেঃ

(ক) শ্রবণ চর্চা;

(খ) দর্শন চর্চা;

(গ) পাঠ চর্চা;

(ঘ) লেখা চর্চা;

(ঙ) মার্জিত ও শিষ্ট ভাষা ও সাহিত্য প্রকাশ;

(চ) সাবলীল ও জড়তাহীন ভাষা-চর্চা;

(ছ) ভাষা প্রকাশ ও ভাষা প্রয়োগে যথার্থ উদ্দীপনা সঞ্চার;

(জ) বিনোদনমূলক ভাবনা ও ভাষার সম্মিলন চর্চা;

(ঝ) দ্রুত অথচ সুবোধ্য ও যুক্তিপূর্ণ ভাষা অনুশীলন

(ঞ) সৃষ্টিশীল ও সৌন্দর্যময় ভাষাবোধের অনুশীলন।

প্রসঙ্গত বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিশুদের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলায় দক্ষ করতে দু'একটি বিষয়ে গুরুত্ব দিতে হবে—

- যথাযথ পরিবেশ ও আগ্রহ সৃষ্টি করা
- মনোযোগ ও উৎসাহ সঞ্চার করা
- অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা-ব্যবস্থায় অভিন্ন ও অনুকূল আবহ রক্ষা করা

মাতৃভাষা, প্রথম ভাষা ও প্রারম্ভিক শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি পারস্পরিক সম্পর্কযুক্ত। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে তা সর্বাংশে সত্য ও প্রযুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয়।

১.৭ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সমস্যা ও প্রতিকার

১.৭.১. বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার সমস্যা :

পশ্চিমবাংলায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা আজও অনেকটা অবহেলিত। এই অবহেলায় ভাষাতাত্ত্বিক, সমাজতাত্ত্বিক মনোবৈজ্ঞানিক ও অর্থনৈতিক কারণ বর্তমান। কারণগুলি অনুসন্ধানের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বিবিধ সমস্যার কথা উল্লেখ করা যায়।

১.৭.১.১ বাংলা ভাষা শিক্ষার বিবিধ সমস্যা :

- মৌলিক, সৃজনাত্মক, বিশ্লেষণধর্মী বাংলা ভাষার চর্চা যথেষ্ট শক্তিশালী নয়। বর্তমানে লোকমুখে পথেঘাটে যে বাংলা ভাষা প্রচলিত সেই ভাষা এক মিশ্র ভাষা।
- বাংলা ভাষা পাঁচটি উপভাষা অঞ্চলে বিভক্ত। ছাত্রছাত্রীদের জন্মগত এবং ঘরের ভাষা হল উপভাষা। কিন্তু বিদ্যালয়ে তারা প্রথিত বাংলা শেখে। শিক্ষকের ভাষায় অনেক সময় আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্য থাকে, এবং সেই ভাষায় অঞ্চলের সব শিক্ষার্থীকে শিক্ষাদান করা হয়। মান্য বা প্রথিত বাংলায় শিক্ষা দেওয়া হয় না। অথচ মান্য /প্রথিত বাংলাই শিক্ষার্থীর শিখনের ভাষা।
- বাংলা বানানের সংস্কার বারবার হলেও বিকল্প বানান, যুক্তবর্ণের যথার্থ পরিচিতির অভাব বাংলা ভাষা শিক্ষার একটি বড় সমস্যা। এ সম্বন্ধে শিক্ষকদের অজ্ঞতাও এক সমস্যা।
- বাংলা বানানের সঙ্গে অনেক সময়ই উচ্চারণের পার্থক্য থাকে, এছাড়া একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ যেমন 'খোলা' শব্দটি উচ্চারণের সময় 'খ্যালা' অর্থাৎ 'এ' বর্ণ 'এ্যা' হিসেবে উচ্চারিত হয়। অথচ 'খেতাব' 'খেচর' শব্দগুলির ক্ষেত্রে 'এ' বর্ণটি 'এ' হিসেবে উচ্চারিত হয়। শিক্ষার্থীর বানান লেখায় এই অসংগতির প্রভাব পড়ে, তাই বানান ভুল হয়।
- প্রাথমিক শিক্ষা থেকে উচ্চশিক্ষা পর্যন্ত বাংলা ভাষার চর্চার ক্ষেত্রে একটি বড়ো সীমাবদ্ধতা হল পরিভাষার অপ্রতুলতা। নতুন নতুন বিষয় বাংলায় অন্তর্ভুক্ত হলেও যথাযথ পরিভাষা রচিত হয়নি।
- অভিবাসনের ফলে বাংলা ভাষা-ভাষী কিন্তু উপভাষা-অঞ্চলের মানুষ এক দেশ থেকে অন্য দেশে এসেছেন। ফলে পূর্ববঙ্গের ভাষার উপর পশ্চিমবঙ্গের ভাষার প্রভাব পড়েছে, আবার পশ্চিমবঙ্গের ভাষার উপর পূর্ববঙ্গের ভাষার প্রভাব পড়েছে। এই বিমিশ্রণ শিক্ষার্থীদের শিখনে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে।
- সাহিত্য পাঠকে পাঠকক্ষে চিত্তাকর্ষক করে তুলতে পারেন এমন যোগ্য শিক্ষক সুলভ নয়। তাতেও শিক্ষার্থীর রস গ্রহণে বাধা ঘটে।
- বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় খুব বেশি সময় বরাদ্দ থাকে না। ফলে যথাযথ শিক্ষার জন্য সময় পাওয়া যায় না। তাছাড়া অনেক বিষয়ের চাপে মাতৃভাষা বাংলা ভাষা শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীরা বিশেষ মনোযোগী হয় না।
- ভাষা শিক্ষার জন্য উপযুক্ত উপকরণের অভাব বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই দেখা যায়, ফলে ভাষা শিক্ষা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে না।
- গণমাধ্যমগুলিতে বাংলা বানানের বিভিন্নতা, ভাষার মিশ্ররূপ বাংলা ভাষার ওপর ইংরাজি ও হিন্দি ভাষার আগ্রাসন শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষা শিক্ষার উচ্ছার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলেছে।
- উচ্চ জীবিকার ভাষা নয় বলে অভিভাবকরা সন্তানদের বাংলা ভাষা শিক্ষা সম্বন্ধে তেমন আগ্রহী নন। সমাজ-মনস্তত্ত্বগত এই কারণটিও বাংলা ভাষা শিক্ষায় অন্তরায়।

১.৭.১.২ বাংলা সাহিত্য শিক্ষার বিবিধ সমস্যা :

বাংলা সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সমাজ পরিবেশ, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য প্রভৃতির সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। সেই কারণে বিদ্যালয়ে বাংলা সাহিত্যের যথাযথ শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। কিন্তু সেক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা যায়, যেমন—

- বাংলা সাহিত্য গভীরভাবে পাঠ করার জন্য যে সময় প্রয়োজন, বিদ্যালয়ে সময় তালিকায় ততটা সময় বরাদ্দা করা থাকে না।
- বিদ্যালয় পাঠ্যপুস্তকে নিম্নলিখিত ত্রুটিগুলি দেখা যায়—

  —পাঠ্য পুস্তকের সংকলিত কবিতা/গদ্য শিক্ষার্থীর মানসিক বয়সের উপযোগী সর্বদা হয়না।

  —পাঠ বিন্যাসে কালাতিক্রমণ ত্রুটি ঘটে—

  —পাঠ্য পুস্তকে ছাপার মান, ছবির মান শিক্ষার্থীদের মনোযোগী না হলে তারা সাহিত্য পাঠে আকর্ষণ হারায়।
- সহায়ক পাঠ নির্বাচন ও অনেক সময় দায়সারা হয়। ফলে শিক্ষার্থীদের পাঠস্পৃহা জাগে না।
- বর্তমানে শিক্ষা অনেকটাই প্রয়োজন ভিত্তিক। তাই পরীক্ষার প্রয়োজনের বাইরে অতিরিক্ত সাহিত্য পাঠে শিক্ষার্থীরা আগ্রহী হয় না।
- বর্তমানে কম্পিউটার, ইন্টারনেট, ভিডিও গেমের জগতে সময় কাটানোর জন্য শিক্ষার্থীরা সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হয় না।
- অনেক ক্ষেত্রে অভিভাবকদের বাংলা পাঠ সম্বন্ধে উদাসীনতা শিক্ষার্থীদের বাংলা সাহিত্য শিক্ষার অন্তরায়।
- বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি যেভাবে জীবিকার বহুল সুযোগ এনে দেয় বাংলা সাহিত্য ততটা সুযোগ দিতে পারে না। তাই প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য শিক্ষা অনেকটাই পিছিয়ে পড়ে।
- ইংরেজি সারা পৃথিবীতে স্বীকৃত যোগাযোগের ভাষা। ইংরেজি ভাষাকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাংলা ভাষাকে অবহেলা করা এক ধরেনর অভ্যাসে পর্যবসিত হচ্ছে। তাই বাংলা সাহিত্য শিক্ষাও অবহেলিত হচ্ছে।
- এই সার্বিক অবহেলার ফলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রাচীন ইতিহাস জানার প্রবণতা ক্রমক্ষীয়মান। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের সম্মান এনে দিয়েছে—একথা আজকের প্রজন্মের কাছে অনেকটাই অজানা। বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, মধুসূদন, নজরুলের হাত ধরে যে বাংলা সাহিত্য তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মাণিক হয়ে নীরেন্দ্রনাথ, শঙ্খ ঘোষ, সুনীল, শীর্ষেন্দু প্রভৃতির অবদানে সমৃদ্ধ হয়েছে, আজকের বাঙালি শিশু-কিশোর সেই রত্ন আকরের সন্ধানে আগ্রহী নয়, মূলত বাংলা বাষা সাহিত্য চর্চায় শিক্ষার্থীর সমস্যা ত্রিমুখী—

১। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্য সম্বন্ধে তার নিজস্ব চেতনার অভাব ও অনীহা।

২। সে সম্বন্ধে তার অভিভাবকের ভ্রান্তি ও অনীহা—

৩। শিক্ষকের সীমাবদ্ধতা ও অনীহা।

এই সমস্যা ও অনীহাগুলি দূর করতে পারলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ধারাকে আরও উন্নত করা যাবে।

১.৭.২ বাংলা ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার সমস্যা প্রতিকারের উপায়

১.৭.২.১ বাংলা ভাষা শিক্ষার সমস্যা প্রতিকারের উপায় :

'বাংলা ভাষা' শিক্ষার সমস্যাকে দুইভাগে ভাগ করে নিম্নলিখিতরূপে দেখানো যায়—

- মান্য বা প্রথিতভাষা বলার সমস্যা—অনাগরিক, অমধ্যবিত্ত, উপভাষী শিশুদের জন্য মান্য চলিত বাংলা ঘরের ভাষা নাও হতে পারে। যদিও পাঠ্যসূচিতে এ বিষয়টি খুব একটা উল্লেখিত হয় না তবু এ বিষয় শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ দেবেন এমনই বাঞ্ছনীয়। মান্য বাংলা বলতে না পারার জন্য শিক্ষকেরা ছাত্রছাত্রীদের তিরস্কার করবেন না।
- ক্লাসে কবিতা ও গল্প বলে ছাত্রছাত্রীদের সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট করতে হবে।
- বাংলা ভাষা শেখানোর প্রধান একটি উপায় হল নানা বিষয়ে বাংলা গ্রন্থপাঠে উৎসাহ দেওয়া। সৃজনধর্মী সাহিত্য ও আলোচনা দুয়েরই পাঠ ভাষা শিক্ষার সহায়ক।
- পরিভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে শিক্ষককে সচেতন প্রয়াস নিতে হবে।
- বানান এবং উচ্চারণ—উভয় ক্ষেত্রের শিক্ষা শৈশব থেকেই দেওয়া প্রয়োজন।
- বিদ্যালয় সময় তালিকায় ভাষা শিক্ষার জন্য অধিক সময় বরাদ্দ করা প্রয়োজন; যাতে ভাষা শিক্ষার ভিত্তি শক্ত হয়।
- ভাষা শিক্ষা সহায়ক আকর্ষক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে, প্রতিলিপির ব্যবহার বিশেষত ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত উপযোগী ভূমিকা গ্রহণে সক্ষম।
- শিক্ষার্থীকে অভিধান ব্যবহারে অভ্যস্ত করে তোলা অবশ্য প্রয়োজন।
- বাংলা ভাষা শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত হলে গণমাধ্যমের ভুল বানান শিক্ষার্থীরা সহজেই শনাক্ত করতে পারবে, তার দ্বারা, নেতিবাচকভাবে প্রভাবিত হবে না।
- সরকারি কাজকর্মে বাংলা ভাষার বহুল ব্যবহার হওয়ার প্রয়োজন, তাহলেই সমাজের সর্বস্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।
- ভাষার মর্যাদা বৃদ্ধিতে এবং কার্যকর ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষককে আরও মনোনিবেশ করতে হবে।

- বাংলা ভাষা শিক্ষায় উন্নততর প্রযুক্তির ব্যবহার এবং উন্নততর প্রযুক্তিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার— এই দুই বিষয়ে শিক্ষককে অভিজ্ঞ হতে হবে এবং তিনি সেই অভিজ্ঞতার সঞ্চালক ঘটাবেন শিক্ষার্থীদের প্রতি।
- বাংলা ভাষা শিক্ষকের পেশাগত প্রশিক্ষণ ও নবায়ন প্রয়োজন।

১.৭.২.২ বাংলা সাহিত্য-শিক্ষার বিবিধ সমস্যার প্রতিকারের উপায়

শিক্ষার্থীদের বাংলা সাহিত্য পাঠে আগ্রহী করে তোলার জন্য যথাযথ সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজন। বাংলা সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে নানা প্রকার সমস্যা থাকলেও শিক্ষককে তার প্রতিকার অনুসন্ধান করতে হবে। যেমন—

- বিদ্যালয়—সময় তালিকায় সাহিত্য শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করতে হবে।
- পাঠ সংকলন গ্রন্থ ও সহায়ক পাঠ গ্রন্থগুলির নির্বাচন, সংকলন, মুদ্রণ, চিত্রণ প্রভৃতি সম্বন্ধে যত্নশীল হতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা বাংলা সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হয়ে ওঠে।
- পরীক্ষাভিত্তিক পড়াশোনার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের বাংলা সাহিত্য পাঠে মনোযোগী করার জন্য নৈর্ব্যাক্তিক প্রশ্নের সংখ্যা কমিয়ে বোধমূলক প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।
- অভিভাবকদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য শিক্ষক-অভিভাবক সম্মেলনের ব্যবস্থা মাঝে মাঝে করা প্রয়োজন।
- বাংলা সাহিত্য যে জীবনের সঙ্গে যুক্ত সাহিত্য পাঠের ফলে জীবন সম্বন্ধে জ্ঞান ও বোধ যে সমৃদ্ধ হয়, বাংলা সাহিত্যও যে বাস্তব জগতের দর্পণ এবং ইতিবাচক মূল্যবোধের উৎস একথা শিক্ষার্থীদের বোঝানো শিক্ষকেরই দায়িত্ব। বর্তমানে পরিবেশ বিদ্যার পাঠ নেওয়া আবশ্যক। রবীন্দ্রনাথ, বিভূতিভূষণ জীবনানন্দের সাহিত্য সেই পরিবেশ বিদ্যার পাঠকে আনন্দদায়ক করে তুলতে সক্ষম—একথা বুঝতে পারলে শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বাংলা সাহিত্য পাঠে আগ্রহী হবে।
- বর্তমানে জীবিকার সুযোগ ও পন্থা দুই-ই বৃদ্ধি পেয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিদ্যার জীবিকা জগতে এখন চাহিদার তুলনায় যোগান বেশি, সেই তুলনায় মানবীয় বিদ্যায় চাকরির সুযোগ বৃদ্ধি পাচ্ছে,— একথা শিক্ষার্থীদের বোঝানো শিক্ষকেরই দায়িত্ব। সাহিত্য পাঠকে জীবিকার সঙ্গে যুক্ত করলে শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহ বাড়বে। প্রকাশনা, সাংবাদিকতা, অনুবাদকর্ম ইত্যাদির কথা ছাত্রছাত্রীদের বলা যেতে পারে।
- পাঠ্য বিষয়ের বাইরেও শিক্ষার্থীদের বাংলা-সাহিত্য পাঠের অভ্যাস তৈরি প্রয়োজন। এক্ষেত্রে শিক্ষক ভালো গ্রন্থের একটি তালিকা প্রস্তুত রাখতে পারেন।
- সাহিত্যানুশীলন মূলক কার্যাবলি—যেমন বিতর্ক সভা, অভিনয়, আবৃত্তি, দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ, তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রভৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মাতৃভাষাও সাহিত্যের প্রতি আরও মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়তা করবে।

- শিক্ষার্থীদের সাহিত্যভিত্তিক 'প্রজেক্ট' নির্মাণে আগ্রহী করে তুলতে হবে। এর মাধ্যমে তারা সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখনে মনোযোগী হবে।
- শিক্ষার্থীদের ভালো কবিতা ও গদ্যের অংশ মুখস্থ করতে উৎসাহ দেওয়া উচিত।
- শ্রেণিকক্ষে 'মিনি লাইব্রেরি' গঠনে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ ও সহায়তা দেওয়া প্রয়োজন।
- অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মাধ্যমে অন্য ভাষা ও বিষয়ের শিক্ষা কার্যকর হতে পারে। আবার অন্য ভাষা ও বিষয় শিক্ষার মাধ্যমে বাংলা সাহিত্য পাঠে আগ্রহী করে তোলা যায়। বাংলার তথা ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পড়ানোর প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে-বাইরে' উপন্যাসের কথা উল্লেখ করলে শিক্ষার্থীরা বইটি পাঠে আগ্রহী হয়ে উঠবে।

সর্বোপরি একথা বলা যায় যে, বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষকের বিষয় জ্ঞান, পেশাগত দক্ষতা এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি আন্তরিক ভালোবাসা থাকা একান্ত প্রয়োজন। এই জ্ঞান, দক্ষতা, ও ভালোবাসা ক্রমশ শিক্ষার্থীদের মধ্যে সঞ্চালিত হলে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা সার্থক হয়ে উঠবে।

১.৮ আসুন, সংক্ষেপ করি

- ভাষার মাধ্যমে মানুষ মনের ভাব প্রকাশ করে। ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ভাষা।
- বাংলা ভাষার সঙ্গে আমাদের প্রাণের যোগ, হৃদয়ের ও মনের সম্বন্ধ। মাতৃভাষা বাংলা আমাদের জীবনের অঙ্গ।
- শিখন কথাটির সাধারণ অর্থ হল শেখা। শিখন প্রক্রিয়া শুরু হয় শৈশবে—আমৃত্যু তা চলতে থাকে।
- বিশিষ্ট মনোবিজ্ঞানী ম্যাক্‌ডুগালের মতে—"উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী উপায় নির্বাচন করার ক্ষমতা অর্জন করাই হল শিখন।"
- শিখনের প্রধান নীতিগুলি হল— (১) সচেতনতা, (২) উদ্দেশ্যমুখীনতা, (৩) একাগ্রতা, (৪) সক্রিয়তা, (৫) অনুশীলন।
- ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যগুলি হল—
  — বর্ণ সমষ্টির সঙ্গে সার্থক পরিচয় সাধন ও তার লিখনের পরিপূর্ণ দক্ষতা অর্জন।
  — পঠন-পাঠনের অভ্যাস ও পাঠ দক্ষতার বিকাশ সাধন
  — শিক্ষার্থীর মানসিক, নৈতিক ও সর্বাঙ্গীণ বিকাশ সাধনে সহায়তা করা।
- ভাষা শিক্ষার নীতিগুলি হল—

—থর্নডাইক প্রবর্তিত চেষ্টা ও প্রাপ্তির নীতি—যার প্রধান সূত্রগুলি হল—প্রস্তুতির সূত্র, অনুশীলনের সূত্র, ফললাভের সূত্র।

—অন্যান্য নীতিগুলি হল— অনুবর্তন বাদ, অন্তর্দৃষ্টিমূলক তত্ত্ব, ফিল্ড থিয়োরি।

- ভাষা শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক নীতিগুলি হল—

—ইন্দ্রিয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান।

— কর্ম ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের মাধ্যমে শিক্ষাদান

— সহজ থেকে জটিলে এবং জানা থেকে অজানার স্তরে নিয়ে যাওয়া

—মানসিক সামর্থ্য ও চাহিদার নীতি প্রভৃতি।

- মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি হল—

— সফল ভাবে বর্ণের সঙ্গে পরিচিত করা ও তার লিখনের শিক্ষাদান।

— শব্দ প্রয়োগের ও বাক্যরচনার উপর দখল আনা

—পঠনের অভ্যাস সৃষ্টি করা

—মানসিক প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন

—সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশ সাধন

— সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধন প্রভৃতি।

বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাগুলি হল—

- বাংলা ভাষী মানুষের সংখ্যা বৃদ্ধি, প্রযুক্তির অগ্রগতি, যোগাযোগের দ্রুততা, পরিভাষার উন্নতি, উচ্চশিক্ষায় বাংলা পাঠ্যপুস্তকের ব্যবহার, বাংলা শব্দ ভান্ডারের সঙ্গে পরিচিতি প্রভৃতি।
- বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিশুর বাংলা শেখানোর প্রধান উদ্দেশ্য হল—

— তাদের মধ্যে শোনা, বলা, পড়া, লেখা (LSRW) এই চারটি দক্ষতার বিকাশ সাধন

— শিক্ষার্থীর সৃজনশীল মননের মৌলিকতা ও বিচিত্র সম্ভাবনার সার্থক রূপায়ণে সহায়তা করা।

—বাংলা ভাষার ঐশ্বর্য, সৌন্দর্য ও ব্যাপকতায় ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্বুদ্ধ করা—

—শিক্ষার্থীর কল্পনা শক্তি ও নান্দনিক সুকুমার বৃত্তিগুলির যথাযথ চর্চায় অনুপ্রাণিত করা।

—শিক্ষার্থীকে ভাষা ও সাহিত্যের সৌন্দর্যে ও মানবিক মূল্যে সর্বদা অনুপ্রেরিত ও অনুপ্রাণিত করে তোলা প্রভৃতি।

- শিক্ষার্থীদের আদর্শ ভাষা চর্চায় উৎসাহিত করা।

- বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিশুদের প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা করতে হলে—
  — যথাযথ পরিবেশ ও আগ্রহ সৃষ্টি করতে হবে;
  —মনোযোগ ও উৎসাহ সঞ্চার করতে হবে;
  —অন্তর্ভুক্তি শিক্ষা-ব্যবস্থায় অভিন্ন ও অনুকূল আবহাওয়া রক্ষা করতে হবে।
- বাংলা ভাষা শিক্ষার বিবিধ সমস্যাগুলি হল—
  — বলার ক্ষেত্রে উপভাষার শিশুদের মান্য চলিত উচ্চারণের সমস্যা;
  — লেখায় যুক্ত বর্ণের সমস্যা, পরিভাষা সমস্যা, বানান ও উচ্চারণের সমস্যা প্রভৃতি।
- বাংলা সাহিত্য শিক্ষার বিবিধ সমস্যাগুলি হল—
  —পাঠ্য পুস্তক ও পাঠ্য বিষয় নির্বাচনে সমস্যা, বাংলা সাহিত্যের প্রতি শ্রদ্ধার অভাব—শিক্ষার্থীর পাঠে অনীহা, অভিভাবকের অনীহা শিক্ষকের অনীহা প্রভৃতি।
- বাংলা ভাষা সাহিত্য শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার প্রতিকারের উপায়গুলি হল—
  —পাঠ্য বইয়ের বাইরে সাহিত্য পাঠে উৎসাহ দেওয়া;
  —বাংলা ভাষার ইতিহাস সংক্ষেপে জানিয়ে বিবর্তনের ধারার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করা;
  —বাংলা ভাষার উপভাষাগুলি সম্বন্ধে জানিয়ে মান্য ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা;
  —বিদ্যালয় সময়-তালিকায় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য যথেষ্ট সময় বরাদ্দ করা;
  —আকর্ষণীয় শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা;
  —অন্য ভাষা ও বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করতে হবে;
  —সরকারি কাজে বাংলা ভাষার ব্যবহার বাড়াতে হবে;
  —শিক্ষককে দক্ষ হতে হবে, ভাষা-সাহিত্য শিক্ষায় উৎসাহ সঞ্চার করতে হবে।
  —পাঠ-সংকলন ও সহায়ক গ্রন্থগুলিকে শিক্ষার্থী বান্ধব হতে হবে;
  — নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের তুলনায় বোধমূলক প্রশ্নের সংখ্যা বৃদ্ধি করতে হবে;
  —অভিভাবকের সচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন;
  —বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাকে জীবিকার সঙ্গে অন্বিত করতে হবে;
  —গ্রন্থগার ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করে তুলতে হবে;
  —বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলন মূলক কার্যাবলির চর্চা বৃদ্ধি করতে হবে;
  —শিক্ষার্থীদের সাহিত্য ভিত্তিক 'প্রজেক্ট' নির্মাণে উৎসাহী করতে হবে, প্রভৃতি।

১.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন :

১। ১.১ শিখন বলতে কী বোঝায়?

১.২ শিখনের নীতিগুলি কী কী?

১.৩ ভাষা শিখনের নীতিগুলির নাম বলুন।

১.৪ ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি আলোচনা করুন।

১.৫ উদাহরণসহ ভাষা শিখনের নীতিগুলি আলোচনা করুন।

২। ২.১ শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তি বলতে কী বোঝায়?

২.২ শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক ভিত্তিসমূহের নামোল্লেখ করুন।

২.৩ ভাষা শিখনে মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণের তাৎপর্য কী?

২.৪ ভাষা শিখনে অনুসৃত দুটি মনোবৈজ্ঞানিক নীতির নাম লিখুন।

২.৫ ভাষা শিখনের মনোবৈজ্ঞানিক নীতিগুলি ব্যাখ্যা করুন।

৩। ৩.১ মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

৩.২ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ কিসের ওপর ভিত্তি করে নতুন পাঠক্রম তৈরি করেছেন?

৩.৩ মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে কয় ভাগে ভাগ করা যায় ও কি কি?

৩.৪ বাংলা ভাষা কোন্ কোন্ দেশের ও রাজ্যের প্রশাসনিক ভাষা?

৩.৫ বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব প্রসঙ্গে সংক্ষেপে লিখুন।

৪। ৪.১ বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষা শিক্ষার প্রধান চারটি উদ্দেশ্য কী কী?

৪.২ বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিক্ষার্থীর মাধ্যমিক শ্রেণিতে বাংলা ভাষা শেখানোর উদ্দেশ্যগুলি লিখুন।

৪.৩ শিশু শিক্ষায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য পাঠের উদ্দেশ্যগুলি বিবৃত করুন;

৪.৪ শিক্ষার্তীদের আদর্শ ভাষা চর্চায় চারটি উপাদানের নাম লিখুন।

৪.৫ বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতার মোকাবিলা কী ভাবে করবেন।

৫। ৫.১ অভিবাসনের সঙ্গে বাংলা ভাষা শিক্ষার সম্পর্ক কী?

৫.২ গণমাধ্যমগুলি কীভাবে বাংলা ভাষা শিক্ষার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলে?

৫.৩ প্রায়োগিক ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্য শিক্ষা পিছিয়ে পড়ার কারণ কী?

৫.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর তিনটি সমস্যার উল্লেখ করুন।

৫.৫ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে লিখুন।

১.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. তৃতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—২০০৫, এস.সি.ই.আর.টি প্রকাশিত।
২. এস.ই.সি.এম-০২। বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়।
৩. কনটেন্ট কাম মেথডোলজি অফ টিচিং বেঙ্গলি—বি.এড—ও.ডি.এল—নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ব বিদ্যালয় প্রকাশিত ২০১৩।
৪. ভট্টাচার্য পরেশচন্দ্র—ভাষা বিদ্যা পরিচয়, জয় দুর্গা লাইব্রেরী, ১৯৯৩।
৫. মজুমদার পরেশচন্দ্র—আধুনিক ভারতীয় ভাষা প্রসঙ্গে, দে'জ পাবলিশিং, ১৯৯৫।
৬. শ' রামেশ্বর—সাধারণ ভাষা বিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপণি-১৯৮৮।
৭. চক্রবর্তী বামনদেব—উচ্চতর বাংলা ব্যাকরণ, অক্ষয় মালঞ্চ, ২০০৩।
৮. মিশ্র সত্যগোপাল—বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি—সোমা বুক এজেন্সী—২০০১-২০০৩।
৯. মিশ্র সুবিমল—বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি, রীতা বুক এজেন্সী, ২০০৪।
১০. সেন মলয়কুমার—শিশু প্রযুক্তি বিজ্ঞান, সোমা বুক এজেন্সী, ২০০৪।
১১. পাল, ধর, দাশ, ব্যানার্জী—পাঠদান ও শিখনের মনস্তত্ত্ব—রীতা বুক এজেন্সী, ২০১০।
১২. চট্টোপাধ্যায় সুনীতিকুমার—বাংলা ভাষা প্রসঙ্গে—জিজ্ঞাসা, ১৯৭৫
১৩. সেন সুকুমার—ভাষার ইতিবৃত্ত—ইস্টার্ন পাবলিশার্স, ১৯৭৫।
১৪. সাহিত্য মেলা॥ বাংলা॥ সপ্তম শ্রেণি॥ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।
১৫. গুপ্ত অশোক, 'বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা'—সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৬।
১৬. সরকার পবিত্র—পকেট বাংলা ব্যাকরণ, আজকাল, ২০১২, বাংলা কীভাবে লিখবে, লতিকা প্রকাশনী, ২০১৭। ভাষা দেশ কাল, মিত্র ও ঘোষ—১৯৯৯। বাংলা ব্যাকরণ প্রসস্গ, দে'জ, ২০০৬।
১৭. রায় সুশীল—শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সী, ১৯৯৯-২০০০।
১৮. রাহা সুজাতা ও বসু বৈশালী—বাংলা শিক্ষণ পরিক্রমা, আহেলি পাবলিশার্স, জানুয়ারি, ২০১৫।
১৯. চট্টোপাধ্যায় কৌশিক—মাতৃভাষা শিক্ষণ বিষয় ও পদ্ধতি—রীতা পাবলিকেশন, মার্চ-২০১২।
২০. রাহা সুজাতা ও বসু বৈশালী—ভাষা শিক্ষণ তত্ত্ব—আহেলি পাবলিশার্স, মার্চ, ২০১৬।
২১. Cameron, Lynne–Teaching Languages to young Learner–Cambridge University Press-2001.
২২. Taba Hilda–Curriculum Development, Theory and Praction–New York-1962.
২৩. Hudson W.H. –An Introduction to the study of Literature–London-1961
২৪. Rohli A.L–The Techniques of Teaching English. Dhanapati Rai & Sons, Jullunder, Delhi, 1978.

একক ২ ❒ পাঠক্রম ও পরিকল্পনা

গঠন

২.১ প্রস্তাবনা

২.২ উদ্দেশ্য

২.৩ বাংলা পাঠক্রম নির্মাণের মূলনীতি :

২.৩.১ পাঠক্রম কী?

২.৩.২ পাঠক্রম নির্মাণের নীতি

২.৩.৪ প্রাক্-প্রাথমিক স্তর—

২.৩.৫ প্রাথমিক স্তর—

২.৩.৬ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর—

২.৩.৭ মাধ্যমিক স্তর—

২.৪ বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

২.৪.১ বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে বাংলা ভাষা শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

২.৪.২ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

২.৪.২.১ মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য

২.৪.২.২ মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য

২.৫ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষাদ ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান :

২.৫.১ শিক্ষার মাধ্যমে হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা:

২.৫.২ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা :

২.৫.৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা :

২.৫.৪ উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষা :

২.৫.৫ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (মাধ্যমিক/উচ্চ-মাধ্যমিক) পাঠ্যক্রমে বাংলা ভাষার স্থান :

২.৬ একক পরিকল্পনা : প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও নির্মাণ

২.৬.১ একক পরিকল্পনা **(Unit Planning)** :

২.৬.২ একক পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

২.৬.২.২ একক পরিকল্পনার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ

২.৬.৩ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার একক পরিকল্পনার ব্যবহার ও নির্মাণ
২.৬.৪ একক পরিকল্পনা নির্মাণ
২.৭ পাঠ পরিকল্পনাঃ প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও নির্মাণ (বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুসারে)
২.৭.১ পাঠ পরিকল্পনা কী?
২.৭.২ পাঠ পরিকল্পনার ধারণ প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব
২.৭.৩ পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণের নীতি—
২.৭.৪ পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণ (বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুসারে)
২.৭.৭ বাংলা কবিতার পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণঃ
২.৭.৮ বাংলা ব্যাকরণ : পাঠটীকা প্রণয়নঃ
৩.৪.১ শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা :
৩.৪.২ শিক্ষণ কৌশলের ব্যবহার ও উপযোগিতা :
৩.৪.৩ প্রশ্নকরণ :
৩.৪.৪ কৃষ্ণফলকের ব্যবহার
৩.৪.৫ কাজের পাতা
৩.৪.৮ ভাষা পরীক্ষাগার
৩.৫ বিশেষ শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব, প্রস্তুতি ও শিক্ষকের ভূমিকা
৩.৫.১ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ধারণা
৩.৫.২ শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি গুরুত্ব
৩.৫.৩ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্মরণীয় দিক
৩.৫.৪ শিক্ষাসহায়ক উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার
৩.৫.৫ শিক্ষকের ভূমিকা

২.১ প্রস্তাবনা

মনের ভাব প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ভাষা। ভাষা হল মানুষের চিন্তার ধ্বনি মাধ্যম প্রকাশ। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫-এ ভাষার সংজ্ঞা ও ভাষা-শিক্ষার লক্ষ্য প্রসঙ্গে বলা হয়েছে—‘‘ভাষা কোনো মানুষের আজীবন অভিজ্ঞাত সহবক্তাদের থেকে অর্জিত সংকেত নিয়ে স্মৃতির মজুত ভান্ডার গড়ে তোলে। ভাষার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে তার/তাদের জ্ঞান। ব্যক্তি মানুষের চিন্তা ও তার পরিচয় ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে

থাকে। তার প্রকাশ সাধিত হয় তার মাতৃভাষায়।...বিদ্যালয়ে ভাষা শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষার্থীদের এই সহজাত ভাষিক ক্ষমতাকে স্বীকৃতি দেওয়া জরুরি।"

ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম নির্ধারিত হয়। যে ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতা রাশির মাধ্যমে শিক্ষার্থী বিদ্যালয় জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্যকে স্পর্শ করতে পারে তাকেই বলা হয় পাঠক্রম। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রেও বর্তমানে জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯-এর নথির নির্দেশকে উদ্দেশ্য ধরে নিয়ে পাঠ্যপুস্তকের বিষয় ও অন্যান্য সাহিত্যানুশীলন মূলক কাজ নির্ধারণ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বাংলা ভাষার শিক্ষককে বুঝে নিতে হবে পাঠক্রম কাকে বলে? পাঠক্রম রচনার ভিত্তিগুলি কী এবং বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রম কেমন হবে?

পাঠক্রম শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নয়; পাঠক্রমকে বাস্তবায়িত করার জন্য প্রয়োজন কর্ম নির্দেশক মানচিত্র রূপ নীল নক্শা (Blue Print)। এজন্য বিবিধ পরিকল্পনা প্রয়োজন। ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য, নির্দিষ্ট পাঠের কাম্য সামর্থ্য সম্পর্কিত জ্ঞান (according to revised Bloom's Texonomy), নির্দিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান, শিশু মনস্তত্ব, পদ্ধতিগত কৌশল ও মূল্যায়নের ওপর ভিত্তি করে এই পরিকল্পনাগুলি করা হয়। ভাষা শিক্ষককে সংগত কারণেই পরিকল্পনাগুলি অবগত হতে হবে এবং হাতে কলমে করতে হবে। আলোচ্য এককটিতে বিস্তৃতভাবে পাঠক্রম ও পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পড়ার সঙ্গে সঙ্গে অগ্রগতিও বিচার করা যাবে। পরিকল্পনার বিভিন্ন ক্ষেত্রে একক পরিকল্পনা ও পাঠ পরিকল্পনা বিষয়েও বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হল।

তবে মনে রাখতে হবে, শিক্ষার 'ভাষা' বলতে বোঝায় কোনো ভাষার আদর্শ বা মান্য (standard) রূপ—কোনো উপভাষা নয়।

২.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা—

- শিক্ষায় 'ভাষা' বলতে কী বোঝায় বুঝতে পারবেন।
- পাঠক্রমের সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- পাঠক্রম রচনার বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাঠক্রম রচনার নীতিগুলি কার্যক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে পারবেন;
- বাংলা পাঠক্রম রচনার মূলনীতিগুলি বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্নস্তরের পাঠক্রমে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য নির্ণয় করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রচলিত পাঠক্রমের মূল্যায়ন করতে পারবেন;
- পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান ও গুরুত্ব বিশ্লেষণ করতে পারবেন;
- একক পরিকল্পনার সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন;

- একক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- একক পরিকল্পনার নির্মাণ করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার সংজ্ঞা বলতে ও লিখতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
- পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণ করতে পারবেন ও বিশেষ শিশুদের ক্ষেত্রে তা যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- উপযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণ করে তার যথার্থ প্রয়োগের মাধ্যমে পাঠদানকে চিত্তাকর্ষক ও আনন্দময় করতে পারবেন।

২.৩ বাংলা পাঠক্রম নির্মাণের মূলনীতি :

২.৩.১ পাঠক্রম কী?

ইংরাজি 'Curriculum' শব্দটির ল্যাটিন শব্দ 'Currere' শব্দ থেকে উৎপত্তি হয়েছে। 'Currere' শব্দের অর্থ হল 'দৌড়'। অর্থাৎ নির্দিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য দৌড়ের যে পথ তাই Curriculum ; বাংলায় তাকে বলা পাঠক্রম। পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছনোর পথ। ব্যক্তিজীবনের সর্বাঙ্গীণ ও সুষম বিকাশে সহায়তা করে যে অভিজ্ঞতাপুঞ্জের সমন্বয় তাকেই বলা হয় পাঠক্রম বা Curriculum।

যুগ পরিবর্তন ও সমাজের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার লক্ষ্য যেমন পরিবর্তিত হয়, পাঠক্রমের ধারণা ও প্রকৃতিও সেই অনুসারে পরিবর্তিত হয়। প্রকৃতপক্ষে, শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছনোর জন্য অর্থাৎ শিশুর সার্বিক দ্রুত বিকাশের জন্য কিছু কৃত্রিম পরিকল্পিত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়, যাকে বলা হয় পাঠক্রম। পাঠক্রম নির্মাণের সমস্যাগুলি চার প্রকার। সেগুলি হল—

- ➢ কাকে এবং কেন শেখাব?
- ➢ কী শেখাব?
- ➢ কীভাবে শেখাব?
- ➢ কোথায় শেখাব?

আধুনিক ধারণা অনুযায়ী উদ্দেশ্য (Objective) বিষয়বস্তু (Content) পদ্ধতি (Teaching Method) এবং মূল্যায়ণ (Ecaluation), এই চারটি হল পাঠক্রমের উপাদান। এদের ক্রিয়াশীলতার সমন্বয়ে পাঠক্রম রচিত হয়।

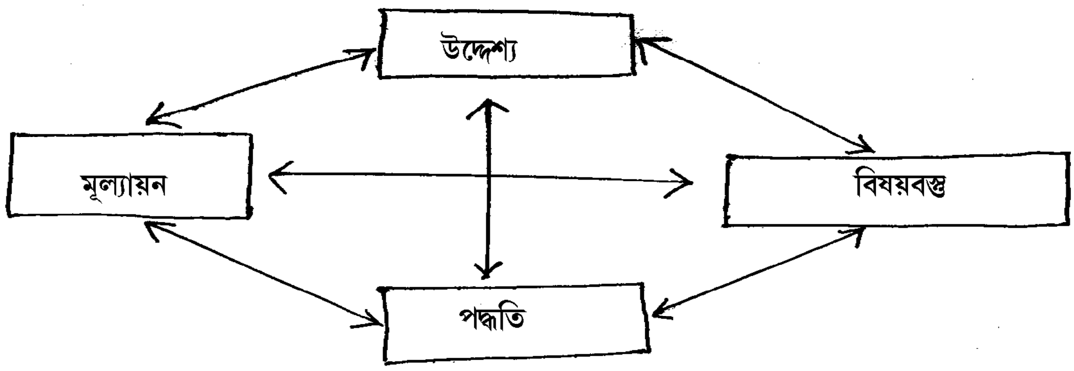

পাঠক্রমের উপাদান

২.৩.২ পাঠক্রম নির্মাণের নীতি

সাধারণভাবে পাঠক্রম নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু নীতি মেনে চলতে হয়। মূলত পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচনের ক্ষেত্রে নীতিগুলি অনুসরণ করা হয়।

প্রথমতঃ পাঠক্রমে উপাদান নির্বাচনের নীতিগুলি নিম্নরূপ—

(ক) **উদ্দেশ্যকেন্দ্রিকতার নীতি** : শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বিশ্লেষণ করে তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে পাঠক্রমের উপাদান নির্বাচন করতে হবে।

(খ) **শিশুকেন্দ্রিকতার নীতি** : শিক্ষার্থীর আগ্রহ, চাহিদা, বয়স, পরিণমনের স্তর (Level of Maturity) ইত্যাদি বিচার করে উপাদান সংগ্রহ করে বিন্যস্ত করতে হবে।

(গ) **সামাজিক চাহিদা পূরণের নীতি** : পাঠক্রমের বিষয়বস্তু সামাজিক চাহিদাপূর্ণ করে শিক্ষার্থীর জীবনোপযোগী করে তুলতে হবে। অর্থাৎ পাঠক্রম হবে জীবনকেন্দ্রিক তথা সমাজকেন্দ্রিক।

(ঘ) **সংরক্ষণের নীতি** : সভ্যতা ও জাতীয় কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রতীক সকল অভিজ্ঞতাকে পাঠক্রমের উপাদান হিসেবে নির্বাচন করে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

(ঙ) **সৃজনশীলতার নীতি** : শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা চরিতার্থ করা যাতে সম্ভব হয় এমন পাঠক্রম নির্বাচন করতে হবে।

(চ) **অগ্রমুখীনতার নীতি** : সমাজ ও শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎ যাতে শিখনের মাধ্যমে আরও সুন্দর হয়ে উঠতে পারে সেইভাবে পাঠক্রমে বিষয় নির্বাচন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ পাঠক্রমে উপাদান বিন্যাস সংক্রান্ত নীতিগুলি নিম্নরূপ—

(ক) **সমন্বয় নীতি** : পাঠক্রমের উপাদানগুলিকে শিক্ষার্থীর বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করে চয়ন করতে হবে।

(খ) **ক্রমবিন্যাস নীতি** : শিক্ষার্থীর পরিণমন, বিষয়বস্তুর কাঠিন্যমান ইত্যাদির ভিত্তিতে পাঠক্রমের বিষয় বিন্যস্ত করতে হবে।

তৃতীয়তঃ পাঠক্রমের ক্রিয়াগত নীতিগুলি নিম্নরূপ—

(ক) **কর্মকেন্দ্রিকতার নীতি** : সৃজনশীল ধারাবাহিক কাজের মাধ্যমে বিষয়বস্তু নির্বাচন করলে পাঠক্রম সফল হয়।

(খ) **পরিবর্তনশীলতার নীতি** : পাঠক্রমের মূল এককগুলি এমন ব্যাপকভাবে নির্বাচন করতে হবে যাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী, বিস্তারিত তথ্যাবলি সংযোজন করা যায়—

(গ) **বৈচিত্র্যের নীতি** : গতানুগতিক তথ্যভারাক্রান্ত পাঠক্রমের পরিবর্তে এক ঘেয়েমি মুক্ত বৈচিত্র্যপূর্ণ পাঠক্রম প্রয়োজন যা অবসর যাপনের শিক্ষা হয়ে উঠবে। শিক্ষার্থীর যথাযথ ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধন ঘটবে।

অতএব পাঠক্রম রচনার মূলনীতিগুলি ছকের মাধ্যমে নিম্নোক্ত রূপে দেখানো যায়—

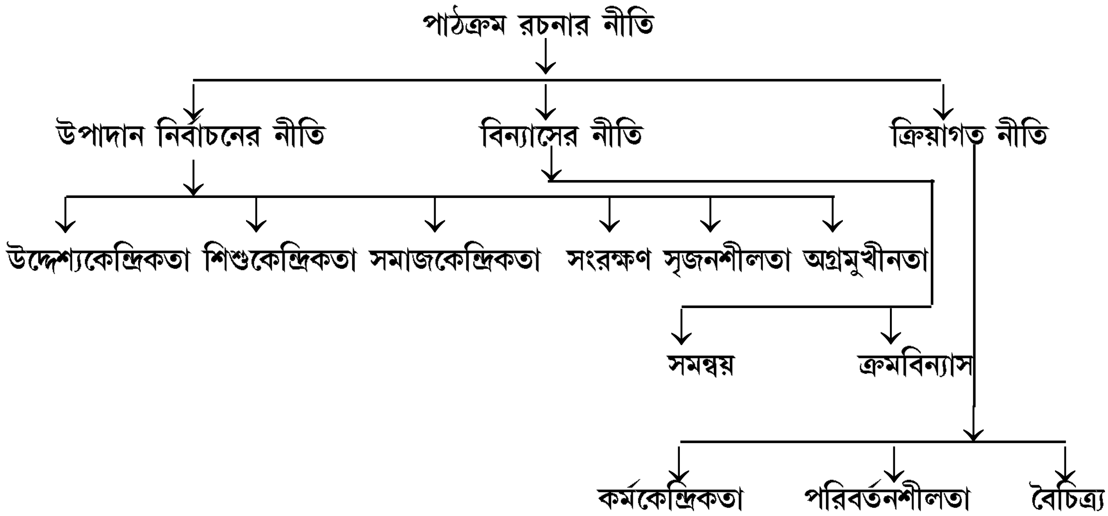

২.৩.৩ বাংলা পাঠক্রম নির্মাণের মূলনীতি :

জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এর ভিত্তিতে বলা যায় মাতৃভাষার (মান্য বাংলা) পাঠ্যক্রম কেবল Text Book এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে, জীবন ও সমাজের নানা প্রেক্ষিতের সাহচর্যে হয়ে উঠবে সম্পূর্ণ। গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ প্রাধান্য পাবে। আঞ্চলিক, বৈচিত্র্যপূর্ণ, কৃষ্টিগত ভাবনা ভাষাজ্ঞানকে প্রসারিত করতে সাহায্য করবে। তবে শিখে নিতে হবে সমাজের মূলস্রোতের মান্য ভাষা। ঐতিহাসিক কারণেই এই ভাষাকে ভাববিনিময়ের অভিন্ন মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।

সমাজের বৃহত্তর ক্ষেত্রে মুদ্রিত বিষয় পড়ে হৃদয়ঙ্গম করতে হবে; মতামত মৌখিক ও লিখিত আকারে প্রকাশ করতে হবে, আবেদনপত্র, চিঠি লিখতে হবে; ফলে শিখে নিতে হবে মান্য ভাষা। সেই উদ্দেশ্যকে স্মরণে রেখে পাঠ্যক্রম নির্বাচন করতে হবে।

পাঠ্যপুস্তকে নির্বাচিত পদ্য, গদ্যগুলির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষা ও সাহিত্যবোধ গঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে যাতে বিভিন্ন মূল্যবোধ জাগ্রত হয় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে।

পাঠ্যক্রম রচনার মূল নীতিগুলি স্মরণে রেখে বাংলা পাঠ্যক্রম নির্মাণ করতে হবে।

বাংলা পাঠ্যক্রম প্রস্তুতকরণের মূলনীতি হবে শিশুকেন্দ্রিকতা, বিজ্ঞানসম্মত এবং মনস্তাত্ত্বিক। ভাষা শিক্ষা ক্ষেত্রে বয়স, চাহিদা এবং পরিণমন অনুযায়ী পাঠ্যক্রমে স্তর বিভাজন করা হয়েছে। যেমন—

(ক) প্রাক্ প্রাথমিক স্তর

(খ) প্রাথমিক স্তর

(গ) নিম্ন মাধ্যমিক স্তর

(ঘ) মাধ্যমিক স্তর

২.৩.৪ প্রাক্-প্রাথমিক স্তর—

দুই থেকে পাঁচ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জীবনে প্রাক-প্রাথমিক পর্যায়।

আত্মপ্রকাশ, সামাজিকতা, ভাষা ব্যবহার সব কিছুরই ভিত্তি রচিত হয় এই পর্যায়ে। এই স্তরে লেখা ও কাজে শিশুকে উৎসাহ দিতে হবে। ছবির রং আর ছড়ার ছন্দ হবে এই বয়সে ভাষা শিক্ষার মাধ্যম। ভাষা শিক্ষা দিতে হবে গান ও আবৃত্তির মাধ্যমে। রূপকথা, জাদু, ইত্যাদি বিষয়ক গল্প বলতে হবে তাকে। মজা ও কৌতুকপূর্ণ সরস গল্পও বলা যায়। সাহিত্যের বিভিন্ন চরিত্রের অনুকরণে অভিযান, যুদ্ধযাত্রা, চিকিৎসা, রান্না করা ইত্যাদি খেলার মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা এগিয়ে যাবে।

শিশু যেন কোনও ভাবেই ভয় না পায়। তার জীবন করে তুলতে হবে আনন্দময়। খেলা ও অনুষ্ঠানের মাধ্যমে আনন্দময় পরিবেশে এই পর্যায়ে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তরকে অনেকে 'বইবিহীন' স্তর বললেও পুস্তক কিন্তু ব্যবহার করতে হবে। আগে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে, পরে বর্ণমালা শিক্ষা হবে। ভালো মুদ্রণে রঙিন সুন্দর বই এই স্তরে প্রয়োজন।

২.৩.৫ প্রাথমিক স্তর—

ছয় থেকে দশ বছর বয়স পর্যন্ত শিশুর জীবনে প্রাথমিক পর্যায়।

সামাজিকতা, আত্ম অভিব্যক্তি, সৃজনশীলতা এই বয়সে ধীরে ধীরে প্রকাশ পায়। অফুরন্ত জীবনীশক্তি সমন্বিত শিশুর প্রবণতাগুলিকে কেন্দ্র করে এই পর্যায়ে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। এই পর্যায়ে লেখার ওপরে

গুরুত্ব দিতে হবে। পাঠ্যপুস্তকের বাইরে ছোটদের উপযোগী পত্র পত্রিকা ও বই পড়ায় উৎসাহিত করতে হবে। নিজের মনের ভাব প্রকাশের বিভিন্ন পরিসর তাকে দিতে হবে। সুষ্ঠু উচ্চারণ, নির্ভুল বানান, শব্দের প্রতীক দ্যোতনা, ছন্দের বোধ ইত্যাদির ওপর এই পর্যায়ে গুরুত্ব দেওয়া হবে।

ছবি ও ছড়ার বই, বিভিন্ন ধরনের বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পের বই, গান, আবৃত্তি, অভিনয়ের মাধ্যমে এইস্তরে ভাষা শিক্ষা ঘটবে। পাঠদান হবে সরল ও আকর্ষণীয়। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করতে হবে।

প্রাথমিক পর্যায়ে শিশুকে ‘দেখো’ এবং ‘বলো’ পদ্ধতি, গল্প বলা পদ্ধতি, ধ্বনিসাম্য পদ্ধতি ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে।

দেখো এবং বলো পদ্ধতি—পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন ছবি দেখিয়ে শিশুকে বস্তু বা প্রাণীর নাম বলতে বলা হয় এবং সেইসঙ্গে নীচের লিখিতরূপ দেখানো হয়। এই ভাবে তৈরি হয় বর্ণের সঙ্গে, শব্দের সঙ্গে পরিচয় ও প্রতীক দ্যোতনা।

গল্প বলা পদ্ধতি—শিশু গল্প ভালোবাসে। গল্পের জাদুময় আকর্ষণ শক্তিকে ব্যবহার করে ভাষা শিক্ষাদান একটি প্রাচীন পদ্ধতি। শিক্ষামূলক গল্প, দৈনন্দিন জীবনের সঙ্গে অন্বিত গল্প, সরস গল্প, অভিযানমূলক গল্প যেমন নতুন মূল্যবোধ সৃষ্টি করে তেমনই শিশুর শব্দভান্ডার বৃদ্ধি করে। বৃদ্ধি করে কল্পনাশক্তি।

ধ্বনিসাম্য পদ্ধতি—প্রত্যেক বর্ণের উচ্চারণ স্থান নির্দিষ্ট হবার জন্য অনেকগুলি বর্ণের মধ্যে ধ্বনিসাম্য দেখা যায়। তাই বিভিন্ন শব্দের মধ্যে ধ্বনি সাম্য লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় শব্দ একটি ছন্দ ও লয়ের মাধ্যমে উচ্চারণেও ভাষাশিক্ষা হতে পারে। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অর্থবোধও যেন গৌণ না হয়ে পড়ে। যেমন, জল, ফল, চল, বল, দল ইত্যাদি।

২.৩.৬ নিম্ন মাধ্যমিক স্তর—

বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, সপ্তম এবং অষ্টম শ্রেণি হল নিম্ন মাধ্যমিক স্তর। এই সময় শিক্ষার্থী দ্রুত বয়ঃসন্ধিকালের দিকে এগিয়ে চলে। অনন্ত জিজ্ঞাসা, উদ্যম ও আকুলতা এই বয়সের লক্ষণ। শিক্ষার্থীর বয়সোচিত প্রকৃতি, প্রক্ষোভ ইত্যাদির কথা মনে রেখে পাঠ্যক্রম নির্মাণ করতে হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থী ভাষা শিক্ষায় অনেকটাই অগ্রসর হয়। এই পর্যায়ে তাকে সৃজনশীলতায় উৎসাহিত করতে হবে। এবং সহানুভূতির সঙ্গে তার সৃজনশীলতার প্রকাশ অর্থাৎ ছড়া, কবিতা, গল্প, প্রবন্ধগুলি বিচার করতে হবে।

পাঠ্যক্রমে সাহিত্যরস চর্চার বিষয়টি গুরুত্ব পাবে। বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট কবি, গল্পকার, প্রাবন্ধিক, নাট্যকারের রচনা পাঠ্যপুস্তকে রাখতে হবে। পরীক্ষা-প্রাধান্যকে অপসারণ করলে ভালো হয়। এই পর্যায়ে সহায়ক পাঠকে গুরুত্ব দিতে হবে। সরব ও নীরব পাঠ উভয়ই এই স্তরে প্রয়োজনীয়। তবে পাঠের দ্রুততা বৃদ্ধি করতে হবে।

সাধারণ সরল ব্যাকরণের পাঠ নিম্ন মাধ্যমিক স্তরে প্রয়োজন। যদিও 'নিপাতনে সিদ্ধ' ইত্যাদি এই স্তরে থাকবে না।

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় সাহিত্য অনুশীলন মূলক-কার্যাবলিকে গুরুত্ব দিতে হবে। আবৃত্তি, গান, নাটক অভিনয়, সাহিত্য পাঠ, ইত্যাদির মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা চলবে। চিত্রাঙ্কন ভাষা শিক্ষাকে প্রভাবিত করে। Herbert Read এই পর্যায়ে চিত্রাঙ্কনকে শিক্ষার ভিত্তিভূমি বলেছেন।

শিক্ষার্থীকে পাঠাগার ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে হবে। পড়ার অভ্যাসের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীর জ্ঞানতৃষ্ণা চরিতার্থতা লাভ করবে।

শিক্ষার্থীকে তাদের নতুন শেখা শব্দ, বাগ্‌ধারা, কাব্যাংশ, গল্প কিংবা নাটকের অংশ নোট বইতে সংগ্রহ করে রাখবে।

২.৩.৭ মাধ্যমিক স্তর—

নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা এই স্তরের অন্তর্গত। ভাষা ব্যবহারে শিক্ষার্থীরা এই স্তরে অনেক পরিণত, আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন। মনন ও চিন্তনের উৎকর্ষ সাধনের কথা ভেবে শিক্ষার্থীকে এই পর্যায়ে ভাষাশিক্ষা দিতে হবে। যুগচেতনা, জাতীয়তাবোধ, আন্তর্জাতিকতা ও অন্যান্য সামাজিক মূল্যবোধগুলি এই পর্যায়ে গুরুত্ব লাভ করবে।

শিক্ষার্থীর সৃজনশীল রচনার মাধ্যমে এবং কবিতা, গদ্য, নাটক ইত্যাদি পাঠের মাধ্যমে যাতে তাদের নান্দনিকতা বৃদ্ধি পায় সেদিকে দৃষ্টি দেওয়া দরকার। পাঠ্যপুস্তকের বিষয়গুলি সেই উদ্দেশ্যে চয়ন করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা উদাহরণ থেকে বিশ্লেষণের মাধ্যমে সূত্রে উপনীত হয়ে অর্থাৎ আরোহ পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষালাভ করবে। তাদের অনুবাদ চর্চার মাধ্যমে তাদের ভাষাদক্ষতা বৃদ্ধি করতে হবে। বাগ্‌ধারা, প্রবাদ প্রবচনের প্রয়োগ এইস্তরে গুরুত্ব লাভ করবে। দ্রুত পঠনের জন্য অনেকগুলি সহায়কগ্রন্থ ব্যবহার করতে হবে।

শিক্ষার্থীরা গ্রন্থাগারে গিয়ে আপন আগ্রহে যাতে প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিকদের লেখা পড়ে সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে। রবীন্দ্রনাথ, বঙ্কিমচন্দ্র, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ, মানিক, বুদ্ধদেব, জীবনানন্দ কিংবা আজকের শঙ্খ, শীর্ষেন্দু, সুনীল, শক্তিদের রচনা পড়ার তাই শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। শুধু তাই নয়, সাহিত্য সমালোচনায় ও নিজস্ব মতামত প্রকাশে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে হবে। সাময়িকপত্রগুলির সঙ্গে তাদের পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।

ভাষা শিক্ষার মাধ্যমে এইভাবে শিক্ষার্থীর বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক এবং সামাজিক বিকাশ ঘটবে।

বাংলা পাঠক্রম নির্মাণের মূলনীতিগুলি উপরে আলোচনা করা হল। প্রাক্‌প্রাথমিক স্তর থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলা পাঠক্রম রচনার মূলনীতিগুলি এখানে মূলতঃ আলোচনা করা হল।

এই নীতিগুলি অনুসরণ করে বিভিন্ন স্তরে বাংলা পাঠক্রম নির্মাণ করা হলে, পাঠক্রম শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশে সহায়তা করবে।

২.৪ বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

২.৪.১ বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে বাংলা ভাষা শিক্ষাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

প্রাথমিক এবং মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষা দেওয়ার প্রসঙ্গে মাতৃভাষার গুরুত্বকে সকল শিক্ষাবিদ্ একবাক্যে স্বীকার করেছেন। শিশুর প্রথম আহার্যের ভূমিকার সাথে তা সমতুল্য। পশ্চিমবঙ্গের অধিকাংশ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা। এই বিষয়টি মাথায় রেখেই সরকারি তরফেই বিদ্যালয় শিক্ষায় বাংলা ভাষার প্রতি যথেষ্ট গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। বাংলা ভাষা শিক্ষাক্ষেত্রে কীভাবে শিক্ষার্থীদের আত্মবিকাশে ও আত্মপ্রকাশে কার্যকর ভূমিকা পালন করবে সেদিকে নজর রাখা হয়েছে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচি পরিবর্তনের সাথে সাথে নবম ও দশম শ্রেণির পাঠ্যক্রমেও পরিবর্তন আনা হয়েছে। ২০১১ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকার কর্তৃক গঠিত 'বিশেষজ্ঞ কমিটি'-কে বিদ্যালয় স্তরের পাঠক্রম, পাঠ্যসূচি এবং পাঠ্যপুস্তকগুলির সমীক্ষা ও পুনর্বিবেচনার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল। সেই নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী নবম ও দশম শ্রেণির বাংলা সাহিত্যের বই 'সাহিত্য সঞ্চয়ন' প্রকাশ করা হল। 'সাহিত্য সঞ্চয়নে'র পাশাপাশি দ্রুত পঠনের জন্য একটি পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ এবং নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী রচিত একটি ব্যাকরণ গ্রন্থও শিক্ষার্থীদের পড়তে হবে। পাঠ্যসূচি গঠনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল—

- ছাত্রছাত্রীদের কাছে বাংলা ভাষাকে আরো সহজ ও আকর্ষক করে তুলে ধরার মধ্যেই রয়েছে বিষয়ের সার্থকতা।
- শিক্ষার্থীদের প্রেরণা জোগাতে বাংলা বিষয়টিকে সহজ ও আকর্ষক করার লক্ষ্যে যথোপযুক্ত মানসম্পন্ন বইয়ের প্রয়োজনীয়তা দূর করা।
- পাঠ্যপুস্তককে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সেই দিকে লক্ষ্য রাখা।
- পাঠক্রমের মূল বিষয়গুলি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যাতে ছাত্র-ছাত্রীদের সুবিধা হয়। তার জন্য বইটিকে যথাসম্ভব প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করা।
- ছাত্র-ছাত্রীদের কল্পনা শক্তিকে বিকশিত করা।
- মৌলিক ভাবা ও লেখার ক্ষমতাকে উৎসাহিত করা।

মাধ্যমিকের (নবম, দশম উভয়ই) পাঠ্যসূচির দিকে যদি চোখ রাখি তাহলে সেখানে যে যে বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়, তা হল—

(১) বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের সাহিত্য যেমন এই পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে তেমনি আধুনিক সাহিত্যিকরাও স্থান করে নিয়েছেন। বহু কবি-সাহিত্যিক, যাঁরা এখনও নতুন সৃষ্টি করছেন তাঁরাও উঠে এসেছেন এই পাঠক্রমে। যেমন—শঙ্খ ঘোষ, নবনীতা দেব সেন প্রমুখ।

(২) অন্য ধারায় নতুন লেখকদের সাথেও শিক্ষার্থীদের পরিচয় ঘটছে। যেমন—দশম শ্রেণিতে শ্রীপান্থর 'হারিয়ে যাওয়া কালি কলম'।

(৩) এই পাঠ্যসূচিতে অনুবাদ সাহিত্য তার বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে। বর্তমানে মৌলিক সাহিত্যের মতোই অনুবাদ সাহিত্য বিশেষ সাহিত্য মাধ্যম হিসেবে স্বীকৃতি পাচ্ছে। একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণির মতোই নবম-দশম শ্রেণির পাঠক্রমেও তা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যেমন—'ইলিয়াস' (নবম শ্রেণি) ; 'অসুখী একজন' (দশম)

(৪) শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়সের অনুপাতেই পাঠ্যপুস্তকে চিত্র সমাবেশ ঘটানো হয়েছে। যা পুস্তককে আরো আকর্ষণীয় করে তুলবে শিক্ষার্থীদের কাছে।

(৫) বাংলা ভাষার সাথে সাথে অন্যান্য ভাষার প্রতি আগ্রহ বাড়াতেও এই পুস্তক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে। একটি বিষয়ের সঙ্গে, ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষা ও বিষয়ের সংযোগ সাধন করবে।

(৬) তৃতীয় থেকে নবম শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহৃত ভাবমূল সমূহকে আরো প্রসারিত করা হয়েছে দশম শ্রেণিতেঃ

দশম শ্রেণির ভাবমূলের বিন্যাস

পাঠের নাম	**ভাবমূল**
১ম পাঠ	অনুভূতির জগৎ
২য় পাঠ	চারপাশের পৃথিবী
৩য় পাঠ	ইতিহাস ও সংস্কৃতি
৪র্থ পাঠ	সংস্কৃতিক বহুত্ব
৫ম পাঠ	স্বদেশ ও স্বাধীনতা
৬ষ্ঠ পাঠ	অভিজ্ঞতা ও বৈচিত্র্য
৭ম পাঠ	বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও মানবতা

২.৪.২ পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য

২.৪.২.১ মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য

মাতৃভাষা মানুষের অন্তরের ভাষা—একথা আমরা জেনেছি, কিন্তু এও অনস্বীকার্য যে মাতৃভাষা হল মানুষের অভিব্যক্তির সর্বোত্তম মাধ্যম। তাই বিদ্যালয় স্তরে মাতৃভাষা (অর্থাৎ শিক্ষা ও শেখার ভাষা)

শিক্ষাকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। শিক্ষার্থীকে মাতৃভাষায় দক্ষ করে তোলা মাতৃভাষা শিক্ষার মূল লক্ষ্য। এই লক্ষ্যগুলিকে সাধারণভাবে চারটি ভাগে ভাগ করা যায়—

- গ্রহণমূলক
- অভিব্যক্তিমূলক
- রসসঞ্চারমূলক
- সৃজনাত্মক

এই লক্ষ্যগুলিকে সামনে রেখে মাতৃভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—

- **সফলভাবে বর্ণের সঙ্গে পরিচিত করা** : শিক্ষার ভাষার বর্ণগুলির পৃথক পৃথক প্রতীক চিহ্নের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচিত করানো প্রয়োজন, কারণ বর্ণের সফল পরিচয়ের ওপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠে সঠিক উচ্চারণ।
- **ভাষার ওপর দখল আনা** : মান্য চলিতের মৌখিক ও লিখিত রূপকে সঠিকভাবে ব্যবহার করা ভাষাশিক্ষার তথা মাতৃভাষা শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।
- **পঠনাভ্যাস সৃষ্টি করা** : পাঠে আনন্দ পেলেই পঠনাভ্যাস তৈরি হওয়া সম্ভব। মাতৃভাষায় রচিত বিষয় পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠে তৃপ্তি আনা সম্ভব।
- **মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক বিকাশ সাধন** : শিক্ষার্থীর মানসিক, প্রাক্ষোভিক, নৈতিক সত্তার পরিপূর্ণ বিকাশ সাধনের জন্য মাতৃভাষার যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন।
- **যুক্তিপূর্ণ চিন্তন ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটানো** : মাতৃভাষা চর্চার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্তিপূর্ণ চিন্তন ক্ষমতার বিকাশ ঘটে এবং তা যথাযথভাবে অভিব্যক্ত হয়।
- **সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশ সাধন** : মাতৃভাষাতেই মানুষের সৃজন ক্ষমতার সর্বাধিক বিকাশ ঘটে, তাই সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশসাধনের জন্য মাতৃভাষার যথাযথ অনুশীলন প্রয়োজন।
- **সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধন** : মানুষের সামাজিক সত্তার বিকাশসাধনের জন্য মাতৃভাষার চর্চা প্রয়োজন, কারণ মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক-সৃষ্টিতে, সহযোগিতামূলক মনোভাব বৃদ্ধি করতে, সমমর্মী করে তোলার প্রয়োজনে মাতৃভাষা এক গুরুত্বপূর্ণ যোগসূত্র রূপে কাজ করে।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ 'জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা-২০০৫' এবং 'শিক্ষার অধিকার আইন-২০০৯'-কে ভিত্তি করে নতুন পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করেছেন। বাংলা পাঠ্যপুস্তকে তাঁরা মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলিকে একটি রেখাচিত্রে বিন্যস্ত করেছেন—

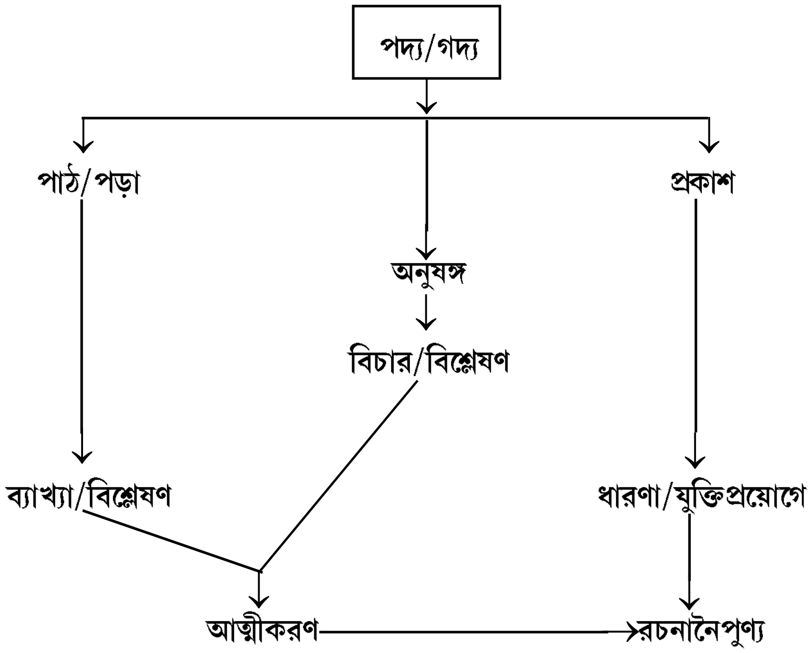

(সূত্র: সাহিত্যমেলা/বাংলা/সপ্তমশ্রেণি)

রেখাচিত্রটিকে অনুসরণ করলে উদ্দেশ্যগুলিকে নিম্নলিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করা যায়—

- সঠিকভাবে পাঠ করা
- ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে যথাযথভাবে আত্তীকরণ করা
- ধারণা ও যুক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে রচনায় নিপুণতা অর্জন করা।

আলোচিত সমস্ত উদ্দেশ্যগুলিকে বিশ্লেষণ করলে আমরা মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে প্রধান দুটি ভাগে ভাগ করতে পারি, যেগুলির কিছু উপবিভাগ আছে। প্রধান ভাগগুলি হল—

- আচরণধর্মী উদ্দেশ্য
- বিকাশধর্মী উদ্দেশ্য

নিম্নলিখিত রেখাচিত্রের মাধ্যমে আমরা বিষয়টি পরিষ্কার করতে পারি—

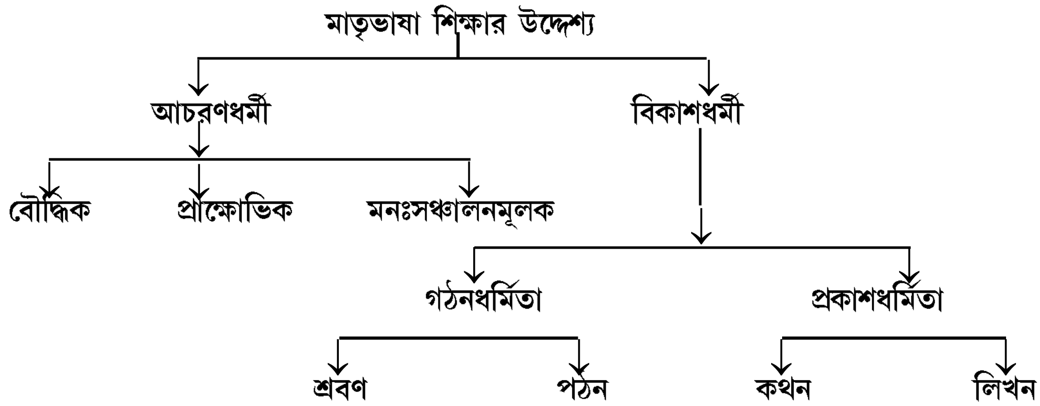

২.৪.২.২ মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্য

পশ্চিমবঙ্গে মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যগুলি বিচার করে সার্বিকভাবে মাতৃভাষা শিক্ষার লক্ষ্যগুলি নিম্নরূপ উল্লেখ করা যায়।

(১) **মাতৃভাষা অভিব্যক্তির সর্বোত্তম মাধ্যম** : মানুষের মনের ভাব প্রকাশিত হয় অভিব্যক্তির মাধ্যমে, যার বাহন ভাষা। সেই ভাষা যদি মাতৃভাষা হয় তাহলে মানুষের অভিব্যক্তি হয় স্বতঃস্ফূর্ত, যা আনন্দময় শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শর্ত।

(২) **সমাজ-গোষ্ঠী গঠন** : মাতৃভাষা সম-ভাষাভাষী মানুষদের মধ্যে এক ধরনের সমন্বয়ের বন্ধন তৈরি করে, যা ভাবনা-চিন্তার আদানপ্রদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

(৩) **শিখনের সহজতা**: মাতৃভাষা শিখন-সহায়ক, কারণ মাতৃভাষায় শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থী সহজেই তা অনুধাবন করতে পারে।

(৪) **জ্ঞান আহরণের সর্বোত্তম মাধ্যম**: মাতৃভাষার মাধ্যমে আহৃত জ্ঞান অত্যন্ত অনায়াসে শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করতে পারে।

(৫) **বৌদ্ধিক বিকাশের সহায়তা** : ভাষার প্রতিবন্ধকতা না থাকলে বৌদ্ধিক বিকাশ গতিপ্রাপ্ত হয়, এখানে মাতৃভাষা সর্বাপেক্ষা সহায়ক হতে পারে।

(৬) **সৃজনাত্মক আত্মপ্রকাশের সহায়ক** : শিক্ষার্থীর শিক্ষা তখনই সম্পূর্ণতা পাবে যখন সে অধীত শিক্ষাকে ভিত্তি করে নতুন সৃজনে সক্ষম হবে, এবং বলাই বাহুল্য মাতৃভাষার থেকে নতুন সৃজনের ভালো মাধ্যম আর কিছুই হতে পারে না।

(৭) **প্রাক্ষোভিক বিকাশের সহায়ক** : শিক্ষার্থীর অনুভব, অনুভূতির উদ্‌গতিসাধন শিক্ষার অন্যতম লক্ষ্য। শিক্ষার্থীর উদ্‌গতিসাধনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে মাতৃভাষা।

(৮) **মৌলিক চিন্তার সহায়ক** : মৌলিক চিন্তা-ভাবনার সাহায্যেই জ্ঞানচর্চার অগ্রগতি সম্ভব। মাতৃভাষার মাধ্যমে মৌলিক চিন্তার সুষ্ঠু প্রকাশ ঘটে।

(৯) **ধারণার স্পষ্টতা** : মাতৃভাষার নতুন কিছু শিখলে সেই নতুন ধারণ অধিগতি করতে শিক্ষার্থীর সুবিধা হয়।

(১০) **শিক্ষার সঙ্গে জীবনের মিলন** : শিক্ষার্থীর পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সংযোগরক্ষার সর্বোত্তম বাহন মাতৃভাষা, সুতরাং সমাজ থেকে, অভিজ্ঞতা থেকে যে শিক্ষা সে পায়—সেই শিক্ষার ক্ষেত্রে যেমন জীবন উপযোগী হয়, তেমনি নতুন শিক্ষাকে জীবনোপযোগী করতেও মাতৃভাষা ইতিবাচক ভূমিকা নেয়।

(১১) **আত্মপ্রত্যয় ও ব্যক্তিত্বের বিকাশ** : মাতৃভাষার যথাযথ শিখন শিক্ষার্থীকে আত্মবিশ্বাস জুগিয়ে ভাবপ্রকাশ সঠিকভাবে ঘটায়, ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে আত্মপ্রত্যয় আরও বৃদ্ধি পায়, যা তার ব্যক্তিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে সহায়তা করে।

(১২) **দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচয়** : দেশ-বিদেশের সাহিত্যকর্মের সঙ্গে পরিচয় শিক্ষার্থীর জ্ঞানের দিগন্ত বিস্তৃত করে। মাতৃভাষায় অনূদিত সাহিত্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থী সমৃদ্ধ হয়।

(১৩) **সময়ের অপচয় রোধ** : শিক্ষা মাতৃভাষায় দেওয়া হলে তা সহজে শিক্ষার্থীর অধিগত হয়। ফলে শিক্ষণ প্রাপ্ত হয় যা সময়ের অপচয় রোধ করে।

(১৪) **জনশিক্ষা** : শিক্ষাকে সর্বজনীন করে তোলার লক্ষ্য তখনই সফল হবে যখন সমাজের শিক্ষাবঞ্চিত জনগণ সহজে শিক্ষার অঙ্গনে আসতে পারবে, মাতৃভাষা যার সর্বোত্তম সহায়ক।

(১৫) **স্কুলছুটের হার কমানো** : শিক্ষার্থীকে শিক্ষায় আগ্রহী করে তুলতে পারলে স্কুলছুটের হার কমানো যাবে। শিক্ষায় আগ্রহ তৈরি করতে এবং আগ্রহ ধরে রাখতে মাতৃভাষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

(১৬) **জাতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচয় ও সঞ্চালন** : প্রত্যেক দেশের নিজস্ব ঐতিহ্য থাকে, যে ঐতিহ্য এক প্রজন্ম থেকে অন্য প্রজন্মে সঞ্চালিত হয়ে দেশের মর্যাদা এবং সার্বভৌমত্ব রক্ষা করে। মাতৃভাষা জাতীয় ঐতিহ্য সঞ্চালনার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

উপরের আলোচনা থেকে একথা বোঝা যায় যে, যে বর্তমানে বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য অত্যন্ত ব্যাপক ও বিস্তৃত। পরবর্তী অধ্যায়ে প্রতিটি স্তরের পাঠক্রম আলোচনার মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কতটা সফল হয়েছে তা উপলব্ধি করা যাবে।

২.৫ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান :

পূর্ববর্তী অধ্যায়ে বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরের পাঠক্রমে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বিস্তৃতভাবে আলোচনা করা হয়েছে। বর্তমান অধ্যায়ে পাঠক্রমে তার প্রতিফলনের মধ্য দিয়ে পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান বিচার করা যাবে। তার পূর্বে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন স্তরে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

২.৫.১ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাঃ

শিক্ষণে ব্যবহৃত ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম ভাষা বলা হয়। গান্ধিজী, রবীন্দ্রনাথের মতো প্রাজ্ঞ শিক্ষাবিদগণ বিভিন্ন সময়ে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মাতৃভাষার গুরুত্বর পক্ষে সওয়াল করেছেন। বাংলাভাষী মানুষদের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাংলাভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বাংলা সাহিত্যের বিপুল রত্নভান্ডার সহায়কের ভূমিকা পালন করে।

শিক্ষার স্তরকে প্রধানত তিনটি স্তরে ভাগ করা যায়—প্রাথমিক স্তর, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তর, উচ্চ শিক্ষার স্তর।

২.৫.২ প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা :

১। জন্ম থেকে শিশু মাতৃভাষায় অভ্যস্ত। তাই জীবনের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণের ক্ষেত্রে মাতৃভাষা তথা মান্য চলিত বাংলাভাষার গুরুত্ব অপরিসীম।

২। ভারতের মতো বিপুল জনসংখ্যার দেশে জনশিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অসীম। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের নব্বই শতাংশের বেশি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়। এদের অনেকেই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। বাংলা ছাড়া অন্য ভাষার সঙ্গে এদের পরিচয় প্রায় নেই বললেই চলে, তাই এদের শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকেই গ্রহণ করা উচিত।

৩। বাংলা ভাষায় বাংলাভাষী শিশুদের অনায়াস দখল থাকে, তাই শিক্ষার ক্ষেত্রে সময়ের অপচয় রোধ করা যায়।

৪। শিশু বয়সে বিদেশি ভাষা আয়ত্ত করা কষ্টকর। সেক্ষেত্রে বাংলাভাষায় শিক্ষা দিলে শিক্ষা আনন্দময় হয়ে ওঠে।

৫। বাংলাভাষার সঙ্গে পরিচয়ের স্বচ্ছতা পাঠকে গতি দেয়।

২.৫.৩ মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা :

১। এই স্তরে মাতৃভাষার সঙ্গে অন্য ভাষা শিক্ষা বাধ্যতামূলক। বাংলা ভাষার সঠিক ভিত্তি অন্য ভাষা শিক্ষার পথ সুগম করে।

২। এই স্তরে বিষয়ের সংখ্যা ও পরিধি ব্যাপ্তি পায়। বাংলা ভাষার মাধ্যমে অনায়াসে বিভিন্ন বিষয় অনুধাবন করা যায়, অনুবন্ধ প্রণালীতে এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সেতুবন্ধ সহজ হয়।

৩। এই স্তরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে আবেগের নানারকম বহিঃপ্রকাশ ঘটে। বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পাঠে এই আবেগের উদ্‌গতিসাধন সম্ভব।

৪। বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীর চিন্তনশক্তি, যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশসাধন সহজসাধ্য হয়।

৫। মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শিক্ষার্থীর সৃজনক্ষমতার বিকাশ ঘটায়।

৬। বাংলা সাহিত্য শিক্ষার্থীদের বাংলার ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় ঘটায়। শিক্ষার্থীদের মূল্যবোধের বিকাশ ঘটায়।

২.৫.৪ উচ্চ শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষা :

১। বিষয়কে গভীরভাবে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাভাষা সহায়ক হয়।

২। এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের সমন্বয়নে সাহায্য করে বাংলাভাষা।

৩। ভবিষ্যতের বৃত্তি নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের বাস্তবজ্ঞান বৃদ্ধি করতে বাংলাভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন।

৪। বাংলাভাষী সমাজের উপযুক্ত হিসেবে তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীর শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এছাড়াও সাধারণভাবে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষার আরো কিছু গুরুত্ব চিহ্নিত করা হয়—

১। শিক্ষার পরিধি বিস্তারের জন্য বাংলাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

২। উন্নত শিখন প্রতিক্রিয়ার জন্য বাংলাভাষা শিক্ষণ মাধ্যম হওয়া উচিত।

৩। আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে বাংলাভাষার সংরক্ষণ সম্ভব যদি এই ভাষাকে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করা হয়।

৪। শিক্ষণের মনোবৈজ্ঞানিক নীতি অনুসরণ করতে হলেও বাংলাকে শিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে গ্রহণ করার গুরুত্ব অস্বীকার করা যায় না।

৫। বর্তমানের শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার নির্মিতিবাদের গুরুত্ব অসীম। বাংলাভাষী শিক্ষার্থীদের এই প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করাতে হলে শিক্ষণের মাধ্যম হিসেবে বাংলাভাষাকে গ্রহণ করা প্রয়োজন।

৬। জীবনকেন্দ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে বাংলা মাধ্যমে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ।

৭। সঙ্গী শিখনের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা আলোচনা ও মত বিনিময়ের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

৮। দলগত শিখনে বাংলাভাষায় আলোচনা, পর্যালোচনা শিখন সহায়ক হয়ে ওঠে।

সারা পৃথিবীতে প্রায় ২৫০ মিলিয়ন মানুষ বাংলাভাষী। এই মানুষদের শিক্ষার সর্বস্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষা উপযোগী ভূমিকা গ্রহণ করে।

২.৫.৫ পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ (মাধ্যমিক/উচ্চ-মাধ্যমিক) পাঠ্যক্রমে বাংলা ভাষার স্থান :

পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় শিক্ষায় নতুন পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত হয়েছে। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ এবং শিক্ষার অধিকার আইন ২০০৯ নথিদুটিকে অনুসরণ করে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাদর্শের রূপরেখাকে অনুসরণ করে এই পাঠ্যসূচি প্রণয়ন করা হয়েছে। প্রতি শ্রেণিতে বাংলা বই-এর একটি ভাবমূল আছে। ‘হাতে-কলম’ বিভাগে আছে বিভিন্ন ধরনের সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন।

ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচি নিম্নরূপ—

ষষ্ঠ শ্রেণি

সূ চি প ত্র

এক
ভরদুপুরে
নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দুই
সেনাপতি শংকর
শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
মিলিয়ে পড়ো:
খোলামেলা দিনগুলি—শান্তিসুধা ঘোষ

তিন
পাইন দাঁড়িয়ে আকাশে নয়ন তুলি
হাইনরিখ্ হাইনে

চার
মন-ভালো-করা
শক্তি চট্টোপাধ্যায়
মিলিয়ে পড়ো: মেনি—কুমুদরঞ্জন মল্লিক

পাঁচ
পশু-পাখির ভাষা
সুবিনয় রায়চৌধুরী

ছয়
ঘাস ফড়িং
অরুণ মিত্র

সাত
কুমোরে-পোকার বাসাবাড়ি
গোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য
মিলিয়ে পড়ো: আমার ময়ূর—প্রিয়ম্বদা দেবী

আট
চিঠি
জসীমউদ্দিন

নয়
মরশুমের দিনে
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
মিলিয়ে পড়ো: খোড়া খিজির উৎসব—বিনয় ঘোষ

দশ
হাট
যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত

এগারো
মাটির ঘরে দেয়ালচিত্র
তপন কর

বারো
পিঁপড়ে
অমিয় চক্রবর্তী

তেরো
ফাঁকি
রাজকিশোর পট্টনায়ক

চোদ্দো
চিত্রগ্রীব
ধনগোপাল মুখোপাধ্যায়

পনেরো
আশীর্বাদ
দক্ষিণারঞ্জন মিত্র মজুমদার

ষোলো
এক ভূতুড়ে কান্ড
শিবরাম চক্রবর্তী

সতেরো
বাঘ
নবনীতা দেবসেন

আঠারো
বঙ্গ আমার জননী আমার
দ্বিজেন্দ্রলাল রায়
উনিশ
শহিদ যতীন্দ্রনাথ
আশিসকুমার মুখোপাধ্যায়
কুড়ি
ধরাতল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
মিলিয়ে পড়োঃ সেথায় যেতে যে চায়
বন্দে আলী মিয়া
একুশ
হাবুর বিপদ
অজেয় রায়
মিলিয়ে পড়োঃ না পাহারার পরীক্ষা—শঙ্খ ঘোষ

বাইশ
কিশোর বিজ্ঞানী
অন্নদাশঙ্কর রায়

তেইশ
ননীদা নট আউট
মতি নন্দী
গান: **আকাশভরা সূর্য-তারা**—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
ঝুমুর—দুর্যোধন দাস
উজ্জ্বল এক ঝাঁক পায়রা—বিমলচন্দ্র ঘোষ
চল রে চল সবে—
জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর

সপ্তম শ্রেণি

সূ চি প ত্র

প্রথম পাঠ

ছন্দে শুধু কান রাখো
অজিত দত্ত

মম চিত্তে নিতি নৃত্যে
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

পাগলা গণেশ
শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

দ্বিতীয় পাঠ

বঙ্গভূমির প্রতি
মাইকেল মধুসূদন দত্ত

মাতৃভাষা
কেদারনাথ সিং

একুশের কবিতা
আশরাফ সিদ্দিকী
একুশের তাৎপর্য
আবুল ফজল

তৃতীয় পাঠ

আত্মকথা
রামকিঙ্কর বেইজ
কুতুব মিনারের কথা
সৈয়দ মুজতবা আলি

আঁকা, লেখা
মৃদুল দাশগুপ্ত
আজি দখিন দুয়ার খোলা
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

খোকনের প্রথম ছবি
বনফুল

চতুর্থ পাঠ

কার দৌড় কদ্দুর
শিবতোষ মুখোপাধ্যায়

নোট বই
সুকুমার রায়

মেঘ-চোর
সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পঞ্চম পাঠ

দুটি গানের জন্মকথা

কাজী নজরুলের গান
রামকুমার চট্টোপাধ্যায়

আছেন কোথায় স্বর্গপুরে
লালন ফকির

ষষ্ঠ পাঠ

স্মৃতিচিহ্ন
কামিনী রায়

তুমি নির্মল করো মঙ্গল করে
রজনীকান্ত সেন

চিরদিনের
সুকান্ত ভট্টাচার্য

জাতের বজ্জাতি
কাজী নজরুল ইসলাম

সপ্তম পাঠ

ভানুসিংহের পত্রাবলি
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নীল অঞ্জনঘন পুঞ্জছায়ায়
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অষ্টম পাঠ

ভারততীর্থ
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাধীনতা সংগ্রামে নারী
কমলা দাশগুপ্ত

নবম পাঠ

রাস্তায় ক্রিকেট খেলা
মাইকেল অ্যানটনি

গাধার কান
শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

দিন ফুরালো
শঙ্খ ঘোষ

ভাটিয়ালি গান
ও আমার দরদী আগে জানলে

জাদুকাহিনি
অজিত কৃষ্ণ বসু

দশম পাঠ

পটলবাবু ফিল্মস্টার
সত্যজিৎ রায়

চিন্তাশীল
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

একাদশ পাঠ

দেবতাত্মা হিমালয়
প্রবোধকুমার সান্যাল

বই-টই
প্রেমেন্দ্র মিত্র

বই পড়ার কায়দা কানুন

অষ্টম শ্রেণি
সূ চি প ত্র

প্রথম পাঠ

বোঝাপড়া
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

অদ্ভুত আতিথেয়তা
— ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হারিয়ে (গান)
—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

চন্দ্রগুপ্ত
— দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

দ্বিতীয় পাঠ

বনভোজনের ব্যাপার
— নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

নিখিলবঙ্গ কবিতা সংঘ (মিলিয়ে পড়ো)
— নলিনী দাশ

সবুজ জামা
— বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

চিঠি
— মাইকেল মধুসূদন দত্ত

আলাপ (মিলিয়ে পড়ো)
—পূর্ণেন্দু পত্রী

তৃতীয় পাঠ

পরবাসী
— বিষ্ণু দে

পথচল্‌তি
— সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

একটি চড়ুই পাখি
— তারাপদ রায়

চতুর্থ পাঠ

দাঁড়াও
— শক্তি চট্টোপাধ্যায়

পল্লীসমাজ
— শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ছন্নছাড়া
— অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

পঞ্চম পাঠ

গাঁয়ের বধূ
— সলিল চৌধুরী

গাছের কথা
— জগদীশচন্দ্র বসু

হাওয়ার গান
— বুদ্ধদেব বসু

কী করে বুঝব
— আশাপূর্ণা দেবী

ষষ্ঠ পাঠ

পাড়াগাঁর দু-পহর ভালোবাসি
— জীবনানন্দ দাশ

আষাঢ়ের কোন ভেজা পথে
—বিজয় সরকার

নাটোরের কথা
— অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বাদেশিকতা (মিলিয়ে পড়ো)
— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

গড়াই নদীর তীরে
— জসীমউদ্দিন

সপ্তম পাঠ

জেলখানার চিঠি

— সুভাষচন্দ্র বসু

স্বাধীনতা

— ল্যাংস্টন হিউজ

আদাব

— সমরেশ বসু

ভয় কী মরণে

— মুকুন্দ দাস

অষ্টম পাঠ

হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়

— হীরেন্দ্রনাথ দত্ত

ভালোবাসা কি বৃথা যায় (মিলিয়ে পড়ো)

— শিবনাথ শাস্ত্রী

ঘুরে দাঁড়াও

— প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত

সুভা

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

নবম পাঠ

পরাজয়

— শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

মাসিপিসি

— জয় গোস্বামী

টিকিটের অ্যালবাম

— সুন্দর রামস্বামী

লোকটা জানলই না

—সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সহায়ক পাঠ

পথের পাঁচালি (আম আঁটির ভেঁপু)

— বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়

নবম ও দশম শ্রেণিতে দ্বিভাজিত পাঠ্যসূচির নিয়ম এবং পাঠ্যসূচি দেওয়া হল—

প্রথম ভাষা বাংলা : শ্রেণিভিত্তিক দ্বিভাজন

দ্বিভাজনের নীতি

১। দ্বিভাজনের ক্ষেত্রে পর্ষদের নির্দেশিকা অনুসারে বর্তমানে প্রচলিত পাঠ্যসূচির কোনো মৌলিক পরিবর্তন করা হয়নি। শুধু দুই শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বয়স, মানসিক সামর্থ্য ও বোধশক্তির ক্রমান্বয়ী অগ্রগতির দিকে লক্ষ রেখে প্রচলিত পাঠ্যসূচির অল্পবিস্তর পুনর্বিন্যাস করা হয়েছে। সামর্থ্যের স্তরবিন্যাস অনুসারে নম্বর বিভাজনেরও অল্পবিস্তর পুনর্বিন্যাস ঘটেছে।

২। প্রথম ভাষা বাংলার অবিভক্ত পাঠ্যসূচিতেও শ্রেণিভিত্তিক পাঠবিভাজন ছিল, তবে সেখানে পাঠসংকলন ও সহায়ক পাঠের বিষয় নির্বাচনে পাঠ্যরচনাগুলির কালানুক্রমিক বিন্যাসের ওপর জোর দেওয়া

হয়েছিল। কিন্তু বর্তমান বিভাজনে কালানুক্রমিকতার বদলে শিক্ষার্থীদের মানসিক সামর্থ্যের দিকে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখা হয়েছে। এজন্য পাঠবিন্যাসের ক্ষেত্রে ভাব ও ভাষার দিক থেকে যে রচনাগুলি অপেক্ষাকৃতভাবে কিছুটা কঠিন সেগুলি দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। তবে দুই শ্রেণিতেই ছাত্রছাত্রীরা যাতে জ্ঞানমূলক তথা তথ্যসন্ধানী সামর্থ্য, বোধমূলক সামর্থ্য এবং প্রয়োগমূলক সামর্থ্য অর্জনে পারদর্শী হয়ে উঠতে পারে পাঠ্যসূচির বিভাজনে সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে।

৩। নির্মিতির পাঠ্যসূচিতে লেখার ক্ষেত্রে বিভিন্ন প্রয়োগমূলক সামর্থ্য অর্জনের সুযোগ রাখা হয়। তবে নির্মিতির সব পাঠই সমতুল্য নয়। বাগধারা/বিরামচিহ্নের ব্যবহার, ভাবসম্প্রসারণ/ভাবার্থ কিংবা প্রতিবেদন রচনা/সভার কার্যবিবরণী রচনায় লেখার ক্ষেত্রে প্রয়োগসামর্থ্য প্রকাশের সুযোগ থাকলেও বিষয়গুলির চারপাশে একটা বিষয় বা রীতির নিবিড় নিয়ন্ত্রণ থাকে, নিয়ন্ত্রণের সেই গন্ডি অতিক্রম চলে না। পক্ষান্তরে প্রবন্ধ রচনার বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ থাকলেও কল্পনা, চিন্তাশক্তি এবং প্রকাশ ক্ষমতার স্বাধীনতাও থাকে প্রচুর। আর বঙ্গানুবাদে মূলানুগত্যের দায় থাকলেও সাবলীলতা ও স্বাচ্ছন্দ্যের প্রয়োজনে যে কিছুটা স্বাধীনতাও নেওয়া যায় সে কথা রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'অনুবাদচর্চা' বইতে উল্লেখ করেছেন। তবে দুই ক্ষেত্রেই ভাষিক দক্ষতার সঙ্গে মাত্রাবোধও জরুরি। সেইজন্য অনুশীলনের প্রকৃতির দিক থেকে নির্মিতির অন্য পাঠগুলির তুলনায় প্রবন্ধ রচনা ও বঙ্গানুবাদ একটু উন্নততর প্রয়োগ সামর্থ্যের নিদর্শন। এই দুটি সামর্থ্য উন্নততর বলেই এই দুটি বিষয় (বঙ্গানুবাদ ও প্রবন্ধ রচনা) দশম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাকিগুলি নবম শ্রেণিতে অন্তর্ভুক্ত।

৪। অবিভক্ত পাঠ্যসূচিতে ব্যাকরণের শ্রেণিভিত্তিক দ্বি-ভাজন করা হয়েছিল। এই দ্বিভাজনের মূলে ছিল বিভিন্ন পাঠের স্তরান্বয়ী (graded) বিন্যাসের নীতি। পর্যায়ের সদ্য-প্রণীত 'Framing of New syllabus – guidelines.Stage–I Bifurcantion Principle'—এও বলা হয়েছে:

"I. The bifurcated principle should be based on the fundamental concept of graded Secondary Syllabus. Only limited essential topics from IX may be included in class X as revision topics." সেজন্য ব্যাকরণের পাঠ্যসূচিতে নতুন কোনো পূনর্বিন্যাস না করে আপাতত পূর্বতন শ্রেণিবিত্তিক দ্বিভাজনই রক্ষা করা হয়েছে।

প্রথম ভাষা বাংলা : পাঠ্যসূচির শ্রেণিভিত্তিক দ্বিভাজন
নবম শ্রেণি

❖ **পাঠসংকলন**

পদ্যাংশ

১। পতিত হেরিয়া কাঁদে
২। ছেলের দল
৩। কবর

গদ্যাংশ

১। সাগর সংগমে (বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (পাঠ্যসূচির পুরোনো শিরোনামের বদলে উপন্যাসের মূল পরিচ্ছেদ নাম)

৪। জনমদুখিনির ঘর
৫। রবীন্দ্রনাথের প্রতি

২। ভাগীরথীর উৎস সন্ধানে
৩। বলাই
৪। মহেশ
৫। নোনা জল
৬। পরিবেশ দূষণ

❖ **সহায়ক পাঠ :**

পদ্যাংশ

১। দুরন্ত আশা
২। করমের যুগ এসেছে
৩। চম্পা
৪। দুঃখের কবি
৫। ফ্যান
৬। ক্ষুধা

গদ্যাংশ

১। সওগাত
২। খাজাঞ্চিবাবু
৩। দুধের দাম
৪। মুক্তির কাঁটা

ব্যাকরণ-নির্মিতি :

১। **ব্যাকরণ** : অবিভক্ত পাঠ্যসূচির ১, ২, ৩(ক), ৩(খ), ৪(ক), ৪(খ), ৪(গ), ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০ নং পাঠ

২। **নির্মিতি**: অবিভক্ত পাঠ্যসূচির ১৭, ১৮, ২০(ক, খ) নং পাঠ।

দশম শ্রেণি

❖ **পাঠসংকলন**

পদ্যাংশ

১। বিভীষণের প্রতি ইন্দ্রজিৎ
২। দুই বিঘা জমি
৩। পথের দিশা
৪। বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি
৫। উলঙ্গ রাজা

গদ্যাংশ

১। সভ্য ও অসভ্য
২। ঘর ও বাহির
৩। ছেঁড়া তার
৪। অগ্নিদেবের শয্যা
৫। হারুন সালেমের মাসি

❖ **সহায়ক পাঠ :**

পদ্যাংশ

১। মৃত্যুঞ্জয়
২। লোহার ব্যথা
৩। চিঠি
৪। স্বাগত

গদ্যাংশ

১। অসহযোগী
২। অযান্ত্রিক
৩। দেবতার জন্য
৪। বঙ্কুবাবুর বন্ধু

ব্যাকরণ-নির্মিতি :

১। **ব্যাকরণ** : অবিভক্ত পাঠ্যসূচির ১১(ক,চ), ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬ নং পাঠ।

২। **নির্মিতি**: অবিভক্ত পাঠ্যসূচির ১৯, ২০(ঙ) নং পাঠ।

সূত্র: পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষাদ

❖ **পশ্চিমবঙ্গ উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠ্যক্রমে বাংলাভাষার স্থান:**

উচ্চ-মাধ্যমিক বর্তমান পাঠ্যক্রমে বাংলা প্রথম ভাষা (ক)-কে যথেষ্ট গুরুত্ব ও মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। বাংলা ভাষার দিগন্ত বিস্তৃত করার একটি ইতিবাচক প্রয়াস এই পাঠ্যক্রমে লক্ষ করা যায়। পাঠ্যক্রম প্রণেতারা যে বিষয়গুলির প্রতি গুরুত্ব দিয়েছেন। সেগুলি হল—

- বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধ ভান্ডারের সঙ্গে পরিচিতি।
- বাংলা ছাড়া অন্যান্য ভারতীয় ভাষায় এবং বিদেশি ভাষায় রচিত সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিতি।
- বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য।
- সাহিত্যের আঙ্গিকগত বৈচিত্র্যের সম্বন্ধে ধারণা প্রদান।
- সাহিত্যের রসাস্বাদন।

➢ দ্বাদশ শ্রেণিতে একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব প্রদান করেছেন তা হল প্রবন্ধ রচনা। এ সম্বন্ধে একটি সুস্পষ্ট নির্দেশিকাও পুস্তকটিতে রয়েছে, তাতে বলা হয়েছে—

➢ রচনা লেখার বিষয়টি এক লাইনে না দিয়ে একটি মানস মানচিত্র এবং তথ্য সম্ভার দেওয়া হবে।

➢ মানস-মানচিত্রে দেওয়া ভাবনা বা তথ্যসম্ভার ক্রমানুসারে ব্যবহার না করে নিজের স্বাধীনতা অনুসারে কাজে লাগানো যাবে।

- লেখার সময় বিষয় এবং তথ্য অনুসারে মৌলিক চিন্তাভাবনার প্রতিফলন ঘটাই বাঞ্ছনীয়।
- লেখার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে মানস মানচিত্রে দেওয়া নেই অথচ বিষয় সংশ্লিষ্ট এমন কোনো নতুন ভাবনা বা তথ্য যেমন ব্যবহার করা যাবে তেমনই কোনো তথ্য বা ভাবনা পুনরুক্তিমূলক হলে তা পরিহার করা যাবে।
- মানস-মানচিত্রে দেওয়া কোনো একটি ভাবনা বা তথ্য বিষয়ে নিজের মনে অস্পষ্টতা থাকলে সেটিকে ভুলভাবে ব্যবহার না করে, এড়িয়ে যাওয়াই সমীচীন।
- প্রবন্ধের শৈলী, সৌন্দর্য, নিজস্বতা এবং পরিণিতিবোধ সবসময়েই বিশেষ গুণ বলে বিবেচিত হবে।
- নির্ধারিত শব্দসংখ্যার (কম বেশি ৪০০ শব্দ) কথা অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। এই নিয়ম ১০ শতাংশ শিথিলযোগ্য।

—সূত্র: সাহিত্যচর্চা

একাদশ শ্রেণি

সূ চি প ত্র

❖ **গল্প** :

১। কর্তার ভূত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২। তেলেনাপোতা আবিষ্কার — প্রেমেন্দ্র মিত্র
৩। ডাকাতের মা — সতীনাথ ভাদুড়ী

❖ **প্রবন্ধ** :

১। সুয়েজখালে : হাঙর শিকার — স্বামী বিবেকানন্দ
২। গ্যালিলিও — সত্যেন্দ্রনাথ বসু

❖ **কবিতা** :

১। নীলধ্বজের প্রতি জনা — মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২। বাড়ির কাছে আরশিনগর — লালন ফকির
৩। দ্বীপান্তরের বন্দিনী — কাজী নজরুল ইসলাম
৪। নুন — জয় গোস্বামী

❖ **আন্তর্জাতিক গল্প** :

১। বিশাল ডানাওয়ালা থুরথুরে বুড়ো— গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ

❖ **ভারতীয় কবিতা** :

১। শিক্ষার সার্কাস — আইয়াপ্পা পানিকর

❖ **পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ** :

১। গুরু — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দ্বাদশ শ্রেণি

সূ চি প ত্র

পর্ব : **এক**

❖ **গল্প** :

কে বাঁচায়, কে বাঁচে — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
ভাত — মহাশ্বেতা দেবী
ভারতবর্ষ — সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

❖ **কবিতা** :

রূপনারানের কূলে — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শিকার — জীবনানন্দ দাশ
মহুয়ার দেশ — সমর সেন
আমি দেখি — শক্তি চট্টোপাধ্যায়
ক্রন্দনরতা জননীর পাশে — মৃদুল দাশগুপ্ত

❖ **নাটক (যে-কোনো একটি) :**

বিভাব — শম্ভু মিত্র

নানা রঙের দিন — অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

❖ **আন্তর্জাতিক কবিতা :**

পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন

— বের্টোল্ট ব্রেখ্‌ট (অনুবাদ: শঙ্খ ঘোষ)

❖ **ভারতীয় গল্প :**

অলৌকিক — কর্তার সিং দুগ্‌গাল (অনুবাদ: অনিন্দ্য সৌরভ)

❖ **পূর্ণাঙ্গ সহায়ক গ্রন্থ :**

আমার বাংলা — সুভাষ মুখোপাধ্যায়

পর্ব : এক

❖ **প্রবন্ধ রচনারীতি :**

নির্দেশিকা ও নমুনা

বাংলা — ক পাঠক্রমের পূর্ণাঙ্গ পাঠ্যসূচি

❖ **গল্প :**

১. দুর্বুদ্ধি, বিদূষক, কর্তার ভূত — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

২. তেলেনাপোতা আবিষ্কার — প্রেমেন্দ্র মিত্র

৩. কে বাঁচায়, কে বাঁচে — মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

৪. স্বাধীনতা — তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

৫. ত্রাণকর্তা — আশাপূর্ণা দেবী

৬. পরশপাথর — পরশুরাম

৭. ডাকাতের মা — সতীনাথ ভাদুড়ী

৮. বন্য মহিষ — বনফুল

৯. ভাত — মহাশ্বেতা দেবী

১০. পশারিণী — সমরেশ বসু

১১. ভারতবর্ষ — সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

১২. অস্থায়ী পলায়ন — মতি নন্দী

১৩. লেখিকা — নরেন্দ্রনাথ মিত্র

১৪. শাজাহান আর তার নিজস্ব বাহিনী— সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

১৫. সম্পূর্ণতা — শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়

❖ **প্রবন্ধ** :

১. ভূত নাবানো — হুতোম
২. কমলাকান্তের জোবানবন্দী — বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
৩. কৌতুকহাস্য, নবযুগ, বিদ্যার যাচাই, সভ্যতার সংকট — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. জগতের শ্রেষ্ঠ বই — সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়
৫. ধঅনের নাম লক্ষ্মী — আব্দুল জব্বার
৬. গ্যালিলিও — সত্যেন্দ্রনাথ বসু
৭. রবি ঠাকুরের দল/ সহিষ্ণুতার ইতিহাস — অশীন দাশগুপ্ত
৮. নেতাজী — সৈয়দ মুজতবা আলি
৯. আম — কল্যাণী দত্ত
১০. ক্ষুদিরামের মা — কাজি নজরুল ইসলাম
১১. দামাস্কাসের গেট (অংশ) — নবনীতা দেবসেন
১২. সুয়েজখালেঃ হাঙ্গর শিকার — স্বামী বিবেকানন্দ
১৩. ঘরোয়া (অংশ) — অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর
১৪. সুরের কথা — প্রমথ চৌধুরী
১৫. হাসি — বিনয় ঘোষ
১৬. বাংলাদেশের যাত্রাভিনয় — শান্তিদেব ঘোষ

❖ **ভারতীয় গল্প** :

১. অলৌকিক — কর্তার সিংহ দুগ্‌গাল
২. বাচ্চা — ইসমত চুগতাই

❖ **আন্তর্জাতিক গল্প** :

১. বিশাল ডানাওয়ালা এক থুরথুরে বুড়ো (কলম্বিয়া) — গাবরিয়েল গার্সিয়া মার্কেজ
২. কেরানির মৃত্যু — চেকভ

❖ **কবিতা** :

১. বীরাঙ্গনা, সনেট (বটবৃক্ষ, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগার) — মাইকেল মধুসূদন দত্ত
২. বাড়ির কাছে আরশীনগর — লালন
৩. রূপনারানের কূলে/আজি বাংলাদেশের হৃদয় হত/ প্রাণ/ঝড়ের খেয়া/ আধোজাগা — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
৪. বিদ্রোহীর বাণী, অরুণকান্তি কে গা, দ্বীপান্তরের বন্দিনী — কাজী নজরুল ইসলাম

৫. শিকার, তিমিরহননের গান, আলোকপৃথিবী
— জীবনানন্দ দাশ
৬. বিনিময় — অমিয় চক্রবর্তী
৭. স্বহস্তে বাজাবে — বিষ্ণু দে
৮. বাবার চিঠি — বুদ্ধদেব বসু
৯. মহুয়ার দেশ — সমর সেন
১০. আমরা যাবো, পারাপার — সুভাষ মুখোপাধ্যায়
১১. দেশ দেখাচ্ছ অন্ধকারে — নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী
১২. তোমার মূর্তি আমি — অরুণ মিত্র
১৩. দ — শঙ্খ ঘোষ
১৪. নির্বাসন — অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত
১৫. আমি দেখি — শক্তি চট্টোপাধ্যায়
১৬. জিরাফ — ভাস্কর চক্রবর্তী
১৭. ক্রন্দনরতা জননীর পাশে — মৃদুল দাশগুপ্ত
১৮. নুন — জয় গোস্বামী
১৯. সাম্প্রদায়িক — মল্লিকা সেনগুপ্ত
২০. প্রিয়তমাসু — সুকান্ত ভট্টাচার্য

❖ **ভারতীয় কবিতা** :
১. শিক্ষার সার্কাস — আইয়াপ্পা পানিকর
২. ঈশ্বরের খোঁজে — মোহন ঠাকুরা

❖ **আন্তর্জাতিক কবিতা** :
১. পড়তে জানে এমন এক মজুরের প্রশ্ন
(ভাষান্তর: শঙ্খ ঘোষ) (ইউরোপ)— ব্রেখট
২. হুইটম্যান ঘাস (ভাষান্তর— বিষ্ণু দে)
(আমেরিকা) — ওয়ালট হুইটম্যান

❖ **পূর্ণাঙ্গ বই** :
১. গুরু — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
২. আমার বাংলা — সুভাষ মুখোপাধ্যায়

❖ **নাটক** :
১. আগুন — বিজন ভট্টাচার্য

২. বিভাব — শম্ভু মিত্র
৩. নানা রঙের দিন — অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়
৪. ইতিহাসের কাঠগড়ায় — উৎপল দত্ত
৫. ভুল রাস্তা — বাদল সরকার
৬. মঞ্চে চিত্রে — মনোজ মিত্র
৭. মাছি — মোহিত চট্টোপাধ্যায়

উপরের আলোচনায় সহজেই উপলব্ধি করা যায়, বর্তমানে বশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ স্থানে অবস্থান করছে। পাঠ্যসূচির পূর্বে তাদের নীতিগুলি থেকেই এ ধারণা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

২.৬ একক পরিকল্পনা : প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও নির্মাণ

২.৬.১ একক পরিকল্পনা (Unit Planning) :

শিক্ষাক্ষেত্রে একটি আধুনিক ধারণা। বর্তমানে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষাকে কার্যকর করতে একক পরিকল্পনা একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সেজন্য একক পরিকল্পনা সম্বন্ধে ধারণা থাকা অত্যন্ত প্রয়োজন।

সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণি শিক্ষণে যন্ত্রবিজ্ঞানের প্রভাব বৃদ্ধি পাচ্ছে। শিক্ষণ-শিখনে প্রযুক্তির ব্যবহার কাজ অপরিহার্য। তাই শিক্ষকতাকে ক্রমাগত দক্ষতামূলক কাজ (Skilled Work) হিসাবে বিবেচনা করা হচ্ছে। তাই যে কোনও নিষ্ঠাবান শিক্ষক শ্রেণিতে কোন্ কোন্ বিষয়, কখন কীসের সাহায্যে, কত সময়ে, কীভাবে উপস্থিত করবেন সেই সম্পর্কে পরিকল্পনা দরকার (Planning of teaching)। এই পরিকল্পনা তিন রকমের—

১। পাঠ্যক্রম পরিকল্পনা (Curruculum Planning), ২। পাঠ্য বিষয়াংশ বা একক সংক্রান্ত পরিকল্পনা (Unit Planning), ৩। পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Planning)।

বর্তমানে বিদ্যালয়ে বিভিন্ন শ্রেণিতে কী পড়ানো হবে বা পাঠ্যক্রম নির্বাচনে শিক্ষকদের কোনো ভূমিকা নেই অর্থাৎ Curriculum Planning করতে পারেন না কিন্তু প্রদত্ত পাঠ্য বিষয়গুলিকে শ্রেণি শিক্ষণের জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে উপস্থাপন করতে পারেন। একেই বলা হয় একক পরিকল্পনা (Unit Planning)।

২.৬.২ একক পরিকল্পনার ধারণা, গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে একক পরিকল্পনা বা একক পদ্ধতিতে পাঠ্য বিষয়ের সুচিন্তিত বিন্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা। শিক্ষার্থীদের কাছে তুলে ধরার জন্য পাঠ্য বস্তু বা অভিজ্ঞতা সমূহকে ইতস্ততভাবে ছড়িয়ে পরিবেশন না করে একটি সুচিন্তিত ক্রমবর্ধন প্রণালীর মাধ্যমে করলে শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য সার্থক হয়।

২.৬.২.১ একক পরিকল্পনার ধারণা:

"Unit of work is always planned for a longer period of time than its single class session–

Rivlin''. একক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ্যক্রমের পুনর্বিন্যাস করাকে বলা হয় একক পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনায় পাঠ্যবিষয়গুলিকে কোনও একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে একত্রিত করা হয়ে থাকে। পাঠ্যবিষয়ের গুণগত বৈশিষ্ট্য, শিক্ষার্থীদের আচরণগত বৈশিষ্ট্য বা পাঠ্য বিষয়, পাঠদানের পর শিক্ষার্থীর সম্ভাব্য প্রতিক্রিয়ার ভিত্তিতে সমগ্র পাঠ্যবিষয়কে কয়েকটি এককে ভাগ করা হয় এবং সেই এককটি কীভাবে কোনো কোনো শিক্ষা সহায়ক উপকরণের সাহায্যে কত সময়ে পড়ানো হবে তা শিক্ষক বিজ্ঞানসম্মতভাবে নির্ধারণ করেন। এই এক একটি ভাগকে একটি করে একক বলা যেতে পারে।

বিদ্যালয়ে বিশেষ সময়ের মধ্যে শিক্ষার্থীরা সমবৈশিষ্ট্য সম্পন্ন যেসব অভিজ্ঞতা অর্জন করে তাদের একক বলে। যেমন সপ্তম শ্রেণিতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিখনে সারা ফেব্রুয়ারি মাসে পড়াবার জন্য নির্ধারিত ভাষাসংক্রান্ত কবিতা, গদ্য, গানকে একত্র করে একটি একক বলা যেতে পারে। কারণ এক জাতীয় গদ্য, পদ্যের মধ্যে শিক্ষার্থী সহজেই অনুষঙ্গ স্থাপন করতে পারছে এবং তাদের বিষয়টি সম্পর্কে একটি সামগ্রিক ধারণা জন্মাচ্ছে।

২.৬.২.২ একক পরিকল্পনার গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও প্রকারভেদ

A unit of work includes the subject matter and the experiences pupil have during a given segment of a school year, provided all of these have a common core on onceness about them– একক সম্পর্কে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে Rivlin এরকমই বলেছেন। জাতীয় পাঠ্যক্রমের রূপরেখা ২০০৫-এও বিভিন্ন ধারায় সমধর্মী অভিজ্ঞতার সমাবেশের মাধ্যমে শিক্ষাকে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

একক পরিকল্পনা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে। সমধর্মী বিষয়গুলির মধ্যে অনুবন্ধ রীতিতে সম্পর্ক তৈরি করে পড়ালে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়; চিন্তন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; অবশেষে বিষয়ে সৃজনশীলতাও বাড়ে।

শিক্ষক সমগ্র এককটি কীভাবে ক'টা ক্লাসে পড়াবেন, কোন্ কোন্ উপকরণ ব্যবহার করবেন, শিক্ষার্থীদের প্রয়াসকে কীভাবে ব্যবহার করবেন তাও একক পরিকল্পনায় নির্ধারণ করা হয় বলে শিক্ষাপ্রক্রিয়া সার্থক হয়। শিক্ষণ-শিখন সম্যক হয়।

সুপরিকল্পিতভাবে উপস্থাপনের জন্য শিক্ষার্থীদের শিখন ও উদ্দেশ্য মুখী হয়। শিক্ষার্থীর বিষয় সম্পর্কে ধারণা ও বোধ চিরস্থায়ী হয়। এই প্রসঙ্গে মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত সপ্তম শ্রেণির একটি সাহিত্যমালা পুস্তকের শিখন পরামর্শের একটি অংশ উল্লেখ্য ''মনে রাখতে হবে ভাবমূল (Theme) মানে কিন্তু বিষয়ের এক ঘেয়ে পুনরাবৃত্তি নয়, তা একটি বিশেষ অভিমুখে গতিময় ঝোঁক। কিশোর মনের স্বাধীনতাকে সেই প্রকল্প ব্যাহত করে না, বরং উন্মুক্ত করে নতুন কল্পনা আর শিক্ষণের জগৎ।''

একক পরিকল্পনা দু'ধরনের হতে পারে—(১) বিষয় কেন্দ্রিক (Subject Centred Unit Planning), (২) শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক (Learner Centred Unit Planning)।

(১) বিষয়কেন্দ্রিক একক পরিকল্পনা—বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়গুলির সাদৃশ্যের কথা বিবেচনা করে এবং বিভিন্ন সাহিত্য অনুশীলন মূলক কাজকে যুক্ত করে যে একক পরিকল্পনা করা হয় তাকে বিষয় কেন্দ্রিক একক পরিকল্পনা বলা যায়। এই পরিকল্পনা আবার তিন রকমের হতে পারে—(ক) বিষয়ের মূল বক্তব্য কেন্দ্রিক একক পরিকল্পনা (Theme Type Unit Planning), (খ) সম্বন্ধযুক্ত একক পরিকল্পনা (Co-related Type Unit Planning), (গ) সমস্যামূলক একক পরিকল্পনা (Problem Type Unit Planning)।

(২) শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক একক পরিকল্পনা—শিক্ষার্থীদের মানসিক ক্ষমতা, মানসিক চাহিদা ও সামাজিক প্রয়োজনীয়তার ভিত্তিতে যে একক পরিকল্পনা রচনা করা হয় তাকে শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক বলা যায়। আবার সমচাহিদার ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন দলে ভাগ করে তাদের প্রকল্প (Project) দেওয়া যেতে পারে। একে বলা হয় দলভিত্তিক প্রজেক্ট একক (Group Project Unit)।

পৃথিবীর উন্নত দেশগুলিতে আর এক রকমের একক পরিকল্পনা করা হয় যেগুলির ভিত্তি জীবন ও পরিবেশ। এগুলিকে জীবন পরিবেশ ভিত্তিক একক পরিকল্পনা (Life Situation Unit Planning বলা হয়।

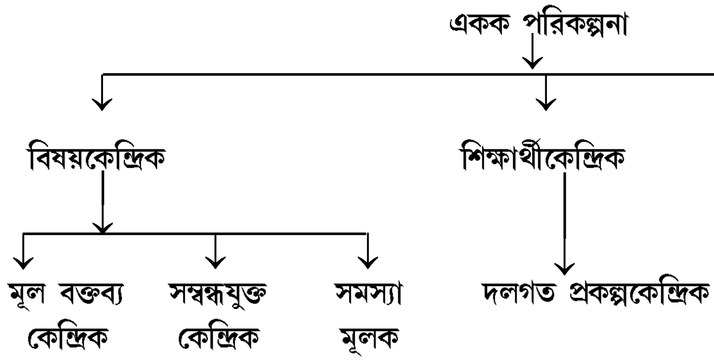

জাতীয় শিক্ষামূলক গবেষণা ও প্রশিক্ষণ সংস্থা (N.C.E.R.T) মূল বক্তব্য বিষয় কেন্দ্রিক একক পরিকল্পনার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও এই ধরনের একক পরিকল্পনা এবং তাতে সময়কে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন।

২.৬.৩ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার একক পরিকল্পনার ব্যবহার ও নির্মাণ

বিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য ব্যাপক। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'শিক্ষার হেরফের' প্রবন্ধে বলেছিলেন "আমাদের শিক্ষার সহিত জীবনের সামঞ্জস্য সাধনই এখনকার দিনের সর্বপ্রধান মনোযোগের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিন্তু এ মিলন কে সাধন করিতে পারে? বাংলা ভাষাও বাংলা সাহিত্য।"

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষণ-শিখন। বাংলার জন্য প্রায় প্রতিদিনই সময়তালিকায় বরাদ্দ থাকে নির্দিষ্ট পিরিয়ড। কেবল একখানি পদ্য, গদ্য সম্বলিত বইতে মাতৃভাষা পাঠ সীমাবদ্ধ নয়; সঙ্গে থাকে সহায়ক পাঠ, ব্যাকরণ, রচনা ও নির্মিতি, পত্র লিখন, ভাবসম্প্রসারণ, ভাবার্থকরণ, অনুবাদ এবং সাহিত্য অনুশীলন মূলক কাজ। বহুমুখী উদ্দেশ্যে এই

২.৬.৪ একক পরিকল্পনা নির্মাণ

বিষয়-বাংলা শ্রেণি-সপ্তম সময়—বাইশ পিরিয়ড শিক্ষক.

ক্রমিক সংখ্যা	একক	মূল এককের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন একাংশ	মূল ধারণা	শ্রেণিকক্ষের শিক্ষামূলক কাজ উপকরণ ইত্যাদি	শিক্ষার্থীদের কাজ	সময়
১.	মাতৃভাষা ও স্বদেশ চেতনা	ক) বঙ্গভূমির প্রতি মাইকেল মধুসূদন দত্ত	● স্বদেশ প্রেম ● বঙ্গভূমিকে অবহেলা করার জন্য অনুতাপ ● অমরত্বের প্রার্থনা	● সরবপাঠ, প্রশ্নকরণ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ● কবি পরিচিতি, ইওরোপের চার্ট ও মানচিত্র	● সরবপাঠ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনায় অংশগ্রহণ, ● কাজের পাতা সম্পূর্ণ করা	তিন পিরিয়ড
				পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ, পত্ররচনা	● ব্যাকরণ অনুশীলন ● পত্র রচনা করা	দুই পিরিয়ড
		খ) মাতৃভাষা কেদারনাথ সিং	● মাতৃভাষার প্রতি ভালো— বাসা ● মাতৃভাষা মানুষের আশ্রয়	● সরবপাঠ, প্রশ্নকরণ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ● কবি পরিচিতির চার্ট, সমকালীন বাঙালী কবি	● সরবপাঠ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনায় অংশগ্রহণ ●কাজের পাতা সম্পূর্ণ করা	এক পিরিয়ড
				পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ, সংলাপ রচনা	● ব্যাকরণ অনুশীলন ● সংলাপ রচনা করা	দুই পিরিয়ড
		গ) একুশের কবিতা আশরাফ সিদ্দিকী	● মা, মাতৃভাষা ও লোকসংস্কৃতি ● একুশের ফেব্রুয়ারীর আন্দোলনের ইঙ্গিত	● সরবপাঠ, প্রশ্নকরণ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা ● কবি পরিচিতি, ● ভাষা আন্দোলনের ছবি	● সরবপাঠ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনায় অংশগ্রহণ ● তথ্য সংগ্রহ (ভাষা আন্দোলন ও বাংলা গান)	তিন পিরিয়ড
				● পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ, ● ভাষা শহীদদের সম্পর্কে টীকা	● ব্যাকরণ অনুশীলন ● টীকা রচনা	দুই পিরিয়ড
		ঘ) একুশের তাৎপর্য আবুল ফজল	● ভাষা আন্দোলন ধারণা ও তাৎপর্য	● সরবপাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, প্রশ্নকরণ, গল্প বলা ● আন্দোলনের ইতিহাস ● ভাষা আন্দোলনের গান	● সরবপাঠ, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ ● ভাষা আন্দোলনের গান গাওয়া	এক পিরিয়ড
				পাঠ্যাংশের ব্যাকরণ	● ব্যাকরণ অনুশীলন	এক পিরিয়ড
		ঙ) নানান দেশে নানান ভাষা রামনিধি গুপ্ত	● মাতৃভাষা এবং তার গুরুত্ব	● সরবপাঠ, ব্যাখ্যা, বক্তৃতা, প্রশ্নকরণ ● কবি পরিচিতির চার্ট,	● সরবপাঠ, প্রশ্নোত্তর, আলোচনায় অংশগ্রহণ	এক পিরিয়ড
				● পাঁচটি কবিতা ও গদ্যের মধ্যে মিলিয়ে পড়া ● রচনা বা নির্মিতি	● পাঁচটি কবিতা ও গদ্যের সম্পর্ক রচনা ● মাতৃভাষা, স্বদেশচেতনা ইত্যাদি রচনা লেখা	দুই পিরিয়ড
		চ) গৃহীত প্রকল্প	● আন্তর্জাতিক ভাষা পরিবারের বাংলার অবস্থান	● শিক্ষক প্রকল্পের একটি খসড়া রূপরেখা দেবেন।	● তথ্যসংগ্রহ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত ● প্রকল্পের সুচারু উপস্থাপন	দুই পিরিয়ড
		ছ) সাহিত্য অনুশীলন	● আন্তর্জাতিক ভাষাদিবস পালন ● দেওয়াল পত্রিকা প্রকাশ	● শিক্ষার্থীদের নির্দেশনা দান ● সক্রিয় অংশগ্রহণ	● অনুষ্ঠান পরিচালনা ও উপস্থাপন	দুই পিরিয়ড

নানারকমের পঠন পাঠনকে সুসজ্জিত ও বিজ্ঞানসম্মত না করতে পারলে শ্রেণি শিক্ষার লক্ষ্য পূর্ণ হতে পারে না। তাই প্রয়োজন একক পরিকল্পনা।

বর্তমানে প্রচলিত মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রকাশিত সপ্তম শ্রেণির 'সাহিত্যমালা' বই-এর শিখন পরামর্শ বিশ্লেষণ করলেই বুঝতে পারা যায় একক পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা। সেখানে 'মাতৃভাষা ও স্বদেশ চেতনা', 'বিজ্ঞান মনস্কতা ও মনুষ্যত্ব' ইত্যাদি বিষয়গুলিকে কেন্দ্র করে গদ্যাংশ, পদ্যাংশ একসঙ্গে সাজিয়ে দেওয়া হয়েছে। বলা হয়েছে সঙ্গে উদ্ধৃত গানগুলি স্বাধীনতা দিবস, বর্ষামঙ্গল ইত্যাদিতে গাইতে হবে। 'হাতে-কলমে' অংশে সংযুক্ত হয়েছে পত্ররচনা, দিনলিপি লেখা, সংলাপ, মানস মানচিত্র ইত্যাদি। গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে প্রকল্পভিত্তিক ক্রিয়াকলাপে। ছবি আঁকা, গ্রন্থগার ব্যবহারের শিক্ষা সবই বিষয়কে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে। সবশেষে সংক্ষেপে একটি শিক্ষাবর্ষে পাঠপরিকল্পনার সম্ভাব্য সময়সূচিও দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ বিষয়কেন্দ্রিক একক পরিকল্পনা না করলে এই 'শিখন পরামর্শ' সার্থক হতে পারে না।

প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত বাংলা শিক্ষণ-শিখনে একক পরিকল্পনা করা অবশ্য প্রয়োজন।

পূর্ব পৃষ্ঠায় একক পরিকল্পনা নির্মাণের একটি নমুনা চিত্র দেওয়া হল।

২.৭ পাঠ পরিকল্পনা: প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও নির্মাণ (বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুসারে)

পাঠ পরিকল্পনা (Lesson Plan) কথাটি শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের পড়ানো বা পাঠদানের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া বিশেষ। এটি একটি বহুল প্রচলিত শব্দ। পাঠদানকে সার্থক ও সুন্দর করার জন্য পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণ অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এজন্য প্রথমেই পাঠ পরিকল্পনা কী তা জানা প্রয়োজন।

২.৭.১ পাঠ পরিকল্পনা কী?

''Lesson Plan is the title given to a statement of the achievements to be realised and the specific means by which these are to be attained as a result of the activities engaged in, during the period the class spends with the teacher''–''Progressive methods of Teaching in Secondary Schools''. এ N.L. Bossing পাঠপরিকল্পনা সম্পর্কে এভাবেই বলেছেন।

শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে উদ্দেশ্যকে স্পর্শ করার জন্য বিভিন্ন করণীয় বিষয়ের বিভাগই হল পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠটীকা। আলোচ্য সংজ্ঞা বিশ্লেষণ করে বলা যায় পাঠ পরিকল্পনার গুরুত্বপূর্ণ দিক তিনটি— ১। পাঠ পরিকল্পনার নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য থাকবে। ২। শিক্ষার্থীর সক্রিয়তার মাধ্যমে শিখন হবে। ৩। শিক্ষকের ভূমিকা গৌণ, কেবল নির্দেশকের। তবে একটি সুনির্দিষ্ট ছকে পরিকল্পনা করে শিক্ষক পাঠদানে প্রস্তুত হবেন।

Rayburn প্রথম ভাষা বা মাতৃভাষা পঠন পাঠন বিষয়ে বলতে গিয়ে উল্লেখ করেছেন—'Lessons must be prefared for there is nothing so fatal to a teachers' progress as unpreparedness.' যে কোনো পাঠদানের জন্য শিক্ষককে প্রস্তুতি নিতে হয়। আর কোনো বিশেষ শ্রেণিতে একটি নির্দিষ্ট সময়সীমায় শিক্ষক পাঠ্যক্রমের যে অংশটুকু ছাত্রদের কাছে পরিবেশন করতে পারেন ও শিক্ষার্থী আয়ত্ত করতে পারে তাই Lesson বা মোটামুটিভাবে পাঠ বলা যায়।

২.৭.২ পাঠ পরিকল্পনার ধারণা প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক ও ছাত্র উভয়েই উপকৃত হতে পারে। বিশিষ্ট জার্মান শিক্ষাবিদ ইয়োহান্ হার্বার্টের কাছ থেকে পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠ টীকার ধারণাটি এসেছে। তবে স্কিনার প্রথম বলেছিলেন যে ছোট ছোট এককে পরিবেশন করলে শিক্ষার্থীর শিখন আরও ভালো হয়। এই নীতির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে পাঠ পরিকল্পনা।

পাঠ পরিকল্পনার মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষণ-শিখনের উদ্দেশ্যও পদ্ধতি অবহিত হতে পারেন। পাঠ্যক্রমের প্রতিটি এককের উপ এককগুলিকেও সুন্দরভাবে বুঝতে সাহায্য করে পাঠ পরিকল্পনা। শ্রেণির অবস্থা নিয়ন্ত্রণে এনে শিখনকে কার্যকর করে পাঠ পরিকল্পনা। পাঠটীকা বা পাঠ পরিকল্পনায় প্রেষণা ও শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্যকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

পূর্বে বাংলা ভাষা সাহিত্য শিক্ষায় হার্বাট প্রণীত পঞ্চসোপান পদ্ধতি প্রচলিত থাকলেও বর্তমানে এই রীতি বাদ দিয়ে বেঞ্জামিন ব্লুমের করা Evaluation বা মূল্যায়ন-ধর্মী পদ্ধতিই অধিক প্রচলিত। ব্লুম তাঁর Taxonomy of educational objective (1856) তে শিখনের বৌদ্ধিক ক্ষেত্র (Cognitive Domain) ব্যাখ্যা করেন। পরবর্তীকালে এর সাথে Karathwhole এর আনুভূতিক ক্ষেত্র (affective domain 1964) এবং Harrow-এর সঞ্চালন মূলক ক্ষেত্র (Psychomotro Domain 1972) সংযুক্ত হয়। বর্তমানে এই উদ্দেশ্য আরও পরিবর্তিত এবং পরিমার্জিত হয়েছে।

বর্তমানে শ্রেণিতে পাঠদানের উদ্দেশ্যে যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে তার তিনটি স্তর আছে। যেমন

১। শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ (According to revised Bloom's Taxonomy).

২। শিখন অভিজ্ঞতা তৈরি

৩। শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন

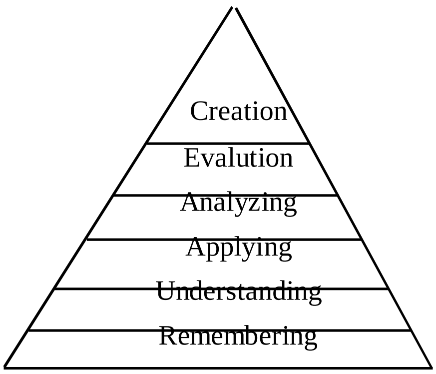

একবিংশ শতাব্দীর নিরিখে ১৯৯০ সালে একদল বিজ্ঞানী Lonin Anderson-এর নেতৃত্বে ব্লুমের Tax-onomy-র সংস্কার করেন। প্রতিটি ধাপ বা Level এর Noun Verb-এ পরিবর্তিত হয়েছে।

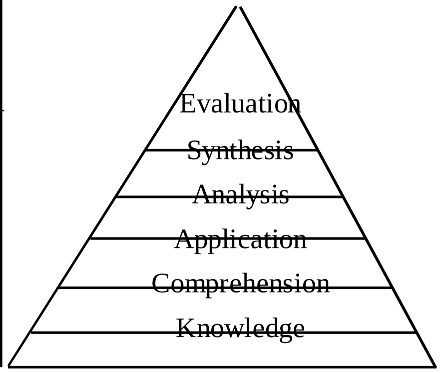

সংশোধিত চিত্র (New Version)

মূল চিত্র (Old Version)

২.৭.৩ পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণের নীতি—

সার্থক পাঠটীকা কয়েকটি নীতি বা বৈশিষ্ট্য অনুসরণে গঠন করা হয়:

- নতুন পাঠটীকা পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত হবে

- প্রতিটি একককে পাঠ বা Lesson-এর উপযোগী উপ-এককে ভাগ করে নিতে হবে।
- শিক্ষার্থীর আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে।
- শিক্ষক পাঠদানের সময় কোন্ কোন্ কৌশল অবলম্বন করবেন, কী কী সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করবেন, বোর্ডের কাজ, প্রশ্নগুলি কেমন হবে সবই পাঠটীকায় লিখবেন।
- সহজ সরল ভাষায় পাঠ পরিকল্পনা রচনা করতে হবে
- শিক্ষক পাঠ পরিকল্পনা রচনায় সময়ের দিকে নজর রাখবেন।
- পাঠটীকার প্রতিটি অংশের মধ্যে যেন সাযুজ্যপূর্ণ সম্পর্ক থাকে। কোনও অংশ যেন বিচ্ছিন্ন মনে না হয়।
- পাঠটীকায় যেন শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত বৈষম্য প্রাধান্য পায়। কোনও বিশেষ শিক্ষার্থীর কোনও সমস্যা যাতে দূরীকরণ করা যায় পাঠ পরিকল্পনায় তারও সুযোগ রাখতে হবে।
- উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ন অবশ্যই পাঠপরিকল্পনায় থাকবে।
- পাঠ পরিকল্পনায় মুক্ত চিন্তামূলক প্রশ্ন (Open ended question) এবং গৃহকাজ করতে হবে।

২.৭.৪ পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণ (বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুসারে)

পাঠ পরিকল্পনা ধারণা ও গুরুত্ব পর্যালোচনা করে একথা সহজেই অনুধাবন করা যায় যে, শ্রেণিকক্ষে পাঠদানকে সার্থক ও শিক্ষার্থীদের উপযোগী করে তোলার জন্য শিক্ষককে অবশ্যই পাঠ পরিকল্পনা করতে হয়। বিশেষ শিশু ও অন্তর্ভুক্তি শ্রেণির শিশুদের জন্য এই পরিকল্পনা আরও অধিক প্রয়োজনীয়।

অন্তর্ভুক্তি শ্রেণি ও বিশেষ শ্রেণির জন্যে সাহিত্য, ব্যাকরণ ও রচনার পাঠটীকা গঠন শিক্ষাদানের অন্যতম প্রধান কৌশল। এ কৌশল আলোচনার পূর্বাহ্নে পাঠটীকা কী, তার প্রয়োজনীয়তা ও প্রক্রিয়াগত প্রেক্ষিত প্রসঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

২.৭.৫ বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুসারে পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণের ক্ষেত্রে কিছু প্রাথমিক জরুরী বিষয়ের প্রতি অবশ্যই লক্ষ্য রাখতে হবে। যেমন—

১। পাঠদানের বিষয় কী?

২। বিশেষ পাঠ কী?

৩। বিশেষ পাঠের কতটুকু শিক্ষাদান করা হবে?

৪। বিদ্যালয়ের নাম কী?

৫। কোন্ শ্রেণি ও শাখার শিক্ষাদান করা হবে?

৬। শিক্ষার্থীদের গড় বয়স কত?

৭। শিক্ষার্থীদের লিঙ্গ (ছাত্র/ছাত্রী), সহশিক্ষা/একক শিক্ষা/বিভাজিত শিক্ষা/অন্তর্ভুক্ত শিক্ষা/বিশেষ শিক্ষা সংক্রান্ত তথ্যাবলি।

৮। কোন্ পর্বে শ্রেণি পাঠ দেওয়া হবে?
৯। শ্রেণি পাঠদানের সময়সীমা কত?
১০। শ্রেণি পাঠদানের সাধারণ ও বিশেষ উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী কী?
১১। পাঠদানের জন্য কী কী শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ ব্যবহৃত হবে?
১২। পাঠদানের প্রস্তুতিপর্বের কাজ কী হবে?
১৩। পাঠদানের উপস্থাপন ও অভিযোজন পর্বের কাজ কী কী হবে?
১৪। সমগ্র পাঠদানে প্রশ্নকরণ কীভাবে হবে?
১৫। শিক্ষাদানে সরব ও নীরব পাঠের ভূমিকা কী হবে?
১৬। শিক্ষাদানে সংকেতের ভাষার ভূমিকা কী?
১৭। শিক্ষাদানে গৃহকাজ দেওয়া ও দেখার গুরুত্ব কী করে পালিত হবে?

সাহিত্য পাঠ:

সাহিত্যপাঠের পাঠটীকা আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথম গদ্যপাঠের বিষয়ে আসা যাক।

২.৭.৬ বাংলা গদ্য পাঠ

বাংলা গদ্য পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণের ক্ষেত্রে উপরিউক্ত তথ্যের প্রাসঙ্গিকতার ভিত্তিতে নিচের বিষয়গুলি প্রয়োজন।

উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য:

বাংলা গদ্য-পাঠে সাধারণভাবে নিচের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি বিবেচ্য:

১। ভাষার সামগ্রিকবোধে শিক্ষার্থীকে উৎসাহিত করা।
২। ভাষাশিক্ষায় আনন্দলাভের মাধ্যমে শিক্ষায় শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তোলা।
৩। শিক্ষার্থীদের যুক্তি, চিন্তা, অনুভূতি ও বৌদ্ধিক শক্তির বিকাশে সহায়তা করা।
৪। ছন্দ, যতি, উচ্চারণ, আঙ্গিক ও ভাবের চর্চায় প্রাণিত শিক্ষাদান করা।
৫। গদ্য ও পদ্যের পার্থক্য বুঝিয়ে গদ্যলেখক সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের সম্যক আলোকিত করা।
৬। শব্দ, শব্দাবলি, বিশিষ্টার্থক শব্দ, বাগ্ধারা, বিশেষ বাক্যের প্রয়োগ ইত্যাদি বিষয়ে শিক্ষার্থীদের অনুশীলন চর্চায় উৎসাহিত করা।
৭। ব্যাকরণগত উপাদানের বিষয়ে শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণ করা।
৮। বিশেষ তুলনাত্মক ও বিশ্লেষণাত্মক বিষয়ে যুক্তিনিষ্ঠ আলোচনায় অনুপ্রাণিত করা।
৯। ভাষা-দক্ষতার বিভিন্ন উপায়-সম্পর্কে শিক্ষার্থীকে অবহিত করা।
১০। ভাষা-শৈলীর বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ দিকে শিক্ষার্থীকে অনুধাবন ও প্রয়োগে সচেতন করা।

কবিতা পাঠের মধ্যে যে কাব্যিক সুষমা থাকে কিছু কিছু গদ্যপাঠে সে-কবিতার সুষমার পরিচয় মেলে। সনিষ্ঠ শিক্ষক বাংলা গদ্যপাঠের পাঠ-পরিকল্পনায় এ বিষয়টি সযত্নে পাঠদানকালে অন্তর্ভুক্ত করেন। ফলে, বাংলা গদ্যপাঠও রসসঞ্চারে সমর্থ হয়।

বাংলা গদ্যপাঠের উপস্থাপন পর্বে পাঠটীকায় শিক্ষণীয় কিছু প্রশ্ন তুলে ধরা হয়। এই প্রশ্নগুলো অবশ্যই—

(১) সুনির্দিষ্ট হবে।

(২) পারম্পর্য রক্ষা করবে।

(৩) বিষয়ের কাঠিন্য ও সহজতা অনুসারে হবে।

(৪) সরল, সহজবোধ্য ও সংক্ষিপ্ত হবে।

(৫) সোজা থেকে কঠিন—এ ক্রম রক্ষা করবে।

(৬) জ্ঞান-সঞ্চারে অর্থবহ ও সঠিক হবে।

(৭) দ্ব্যর্থ ও বহুমুখী উত্তর অভিসারী কখনো হবে না।

(৮) বিভ্রান্তি সৃষ্টিমূলক প্রশ্ন না করাই ভালো।

(৯) গভীরতার সূচক হবে।

(১০) মূল্যায়ন-অনুগামী হবে।

অভিযোজন পর্বের প্রশ্নে বাংলা গদ্য পাঠটীকার নিচের বিষয়গুলি সাধারণভাবে বিবেচিত হতে পারে:

(১) উপস্থাপন পর্বে গৃহীত কয়েকটি প্রশ্নের প্রয়োজনে পুনরাবৃত্তি।

(২) বিষয়ের অন্তর্গত খুঁটিনাটি তত্ত্ব ও তথ্যের পুঙ্খানুপুঙ্খ পর্যালোচনা।

(৩) বিশ্লেষণমূলক প্রশ্নের আলোচনা।

(৪) মৌলিক চিন্তার বিজ্ঞানভিত্তিক বিন্যাস।

(৫) রসগ্রাহী তথ্যের স্বাদনা চর্চা।

(৬) বিষয়ের সাধারণ উপলব্ধি।

(৭) বিষয়ের আদর্শ সারাংশকরণ।

মনে রাখা দরকার, আদর্শ গদ্য পাঠটীকায় উপস্থাপন ও অভিযোজনের মাঝে সহজ ও অকৃত্রিম সেতুবন্ধনই একান্তভাবে প্রার্থিত। অন্তর্ভুক্ত শ্রেণি ও বিশেষ শিক্ষা প্রয়োজন অভিসারী শ্রেণি পাঠদান বাংলা গদ্যপাঠ পরিকল্পনা রচনায় আরও কয়েকটি অতিরিক্ত পাঠদান সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি সজাগ থাকা দরকার। সেগুলি হচ্ছে—

(১) শিক্ষার্থীদের কর্মপঞ্জিকৃত বিবরণ পত্র (Cumulative Record Card) নিয়মিত অনুধ্যান করা এবং ক্রম অনুসারে শিক্ষাদানে পাঠটীকা নির্ধারণ করা।

(২) শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগত প্রবণতা ও আগ্রহ বিবেচনা করে সে-অনুযায়ী পাঠটীকা প্রবর্তন করা।

(৩) শিক্ষার্থীাদের বাংলা গদ্যপাঠে উৎসাহ দেওয়া ও উদ্দীপনা আনার জন্যে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের মধ্যে

সম্পর্কযুক্ত বিভিন্ন ধরনের সহ-পাঠক্রমিক কাজের প্রবর্তন করা।

(৪) শিক্ষার্থীদের মাঝে স্বাভাবিক ও অনুকূল শিক্ষা আবহ বজায় রাখা ও বানানোর জন্যে পাঠটীকা প্রাসঙ্গিক করে তোলা।

(৫) শিক্ষার্থীদের বাংলা গদ্যপাঠ উন্নত করার জন্যে সংশ্লিষ্ট অধ্যায়ের অন্তর্গত কোনো কোনো উপাদানের অধিকতর তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক জ্ঞানলাভে উপযুক্ত অভিজ্ঞ ও জনপ্রিয় ব্যক্তিকে সহায়তায় সক্রিয় অনুরোধ রাখা।

(৬) আপাত শিক্ষা-প্রতিবন্ধক শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ সংক্রান্ত বাংলা গদ্য পাঠটীকার নানা খুঁটিনাটি বিষয়ে প্রাক-প্রস্তুতি পর্বের সুনির্দিষ্ট কার্যাবলি সম্পর্কে যথার্থ ও যথাবিধি অবহিত হওয়া এবং সে অনুযায়ী পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা।

বাংলা গদ্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মেরুদণ্ড। এ কারণে বাংলা গদ্যপাঠ শিক্ষার্থীদের ভালোভাবে অধিগত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাদের ঘনিষ্ঠ অনুরাগ ও ভালোবাসা জন্মাবে। অন্তর্ভুক্ত শ্রেণিতে এর নতুনতরো উৎসাহ ও উদ্দীপনা দেখা দেবে। আবার, বিশেষ প্রয়োজন-অভিসারী শিক্ষার্থীর শিক্ষায় গদ্যপাঠের শিক্ষাদানের বিষয়টি সহজ, স্বাভাবিক ও স্বচ্ছ শিক্ষার বাতাবরণ তৈরিতেও উল্লেখ্য ভূমিকা নেবে।

বাংলা গদ্য-পাঠের পরিকল্পনায় যুক্তি-চিন্তা-বিশ্লেষণের ত্রিবেণী সংগম ঘটাতে পারলে বাংলা শিক্ষাদান সার্থক হবার নিশ্চয়তা থাকবে। শিক্ষাদান ও শিক্ষাগ্রহণ উভয়ই হয়ে উঠবে প্রাণময়, আনন্দময় ও ঐশ্বর্যময়।

২.৭.৭ বাংলা কবিতার পাঠ পরিকল্পনা নির্মাণঃ

কবিতা মানুষের হৃদয়ের ভাষা, প্রাণের প্রকাশ। এর অনুভব অর্থের চেয়েও বেশি ব্যঞ্জনাময়। বাংলা কবিতায় একথাগুলি যথার্থ।

বাংলা কবিতার পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে নিচের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি স্মরণীয়:

১। কবিতার অন্তর্গত ভাব ও ভাবনা অনুভবের আলোকে উপলব্ধি।

২। কবিতার অন্তর্গত বিশেষ রূপকল্প আঙ্গিক, শৈলী, ব্যঞ্জনা ইত্যাদির সাথে গভীর পরিচয়।

৩। কবির জীবন ও সাহিত্যের সাথে পরিচয়।

৪। সমকালীন কবিতা সম্পর্কে জ্ঞান।

৫। কবিতার বিশেষ বিশেষ শব্দের প্রয়োগ অনুধ্যান।

৬। উচ্চারণ, যতিচিহ্ন, ছন্দ, লয়, রস, বিন্যাস ইত্যাদির প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রেখে কবিতার সরব পাঠ।

৭। বিশেষ ধারণামূলক শব্দঋদ্ধ কবিতার সহজ উপলব্ধি।

৮। কবিতার বিশেষ বিশেষ শব্দ বাক্প্রতিমা, পঙ্ক্তি বিষয়ে অনুরাগী দৃষ্টি আকর্ষণ।

৯। ভাষাগত পরিবর্তন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ।

১০। কবিতার দৃশ্যমান রূপবৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ।

১১। কবিতার স্বাধীন ও স্বতঃস্ফূর্ত স্বাদনা চর্চা।

বাংলা কবিতার পাঠ-পরিকল্পনা প্রণয়নের উপরেক্ত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি ছাড়াও, সার্থক শিক্ষাদানের জন্যে নীচের জিজ্ঞাসাগুলির সঠিক উত্তরও কাম্য।

(১) পাঠটীকার অন্তর্গত কবিতাটি কী ধরনের?

(২) কবিতাটির মূল বক্তব্য কী?

(৩) কবিতাটির ক্ষেত্রে নিচের উপাদানগুলির কোন্ কোন্‌টি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বেশি দৃষ্টি দিতে হবে?

(ক) ভাষা-ব্যবহার

(খ) উচ্চারণ শিক্ষা

(গ) ছন্দ শিক্ষা

(ঘ) শব্দ প্রয়োগ শিক্ষা

(ঙ) অনুবাদ চর্চার শিক্ষা

(চ) রূপকল্পের শিক্ষা

(ছ) রূপক ও প্রতীকের শিক্ষা

(জ) ব্যঞ্জনার শিক্ষা

(ঝ) ধারণার শিক্ষা

(ঞ) অনুভূতির শিক্ষা

(ট) রসজ্ঞানের শিক্ষা

(ঠ) বিশ্লেষণধর্ণী ও সৃজনাত্মক আলোচনার পরিসরে কবিতা-পাঠদান

(ড) তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে কবিতার রসাস্বাদন

(ঢ) বিশেষ নান্দনিক শব্দ, বাক্য, অনুপ্রাসগত ব্যঞ্জনার পুনরাবৃত্তি

(ণ) সবচেয়ে ভালো লাগা রূপকল্প, বাক্য, বাক্যাংশের নিবিড় চর্চা

কবিতা পাঠের জন্যে পাঠটীকায় প্রস্তুতি, আন্তরিক ও ভাবশুদ্ধ সরব পাঠ, উপকরণের অকৃত্রিম প্রয়োগ, শিক্ষক/শিক্ষিকার ব্যক্তিক কবিতাচর্চার পরিচয়, উপস্থাপনের অন্তর্গত প্রশ্নাবলির গভীরতা ও ব্যাপকতা, অভিযোজনে সতর্ক প্রয়াস ও প্রাণীন ভূমিকা—এসবই ঘনিষ্ঠ প্রয়াসের জন্যে বিবেচ্য। তাছাড়া, পাঠ-পরিকল্পনায় শিক্ষার্থীর অনুভূতি, আবেগ, প্রক্ষোভ ইত্যাদি মানসিক দিক যাতে যথোপযুক্তভাবে কবিতা পাঠের শিক্ষায় যথার্থ নিয়োজিত হয় সে কথা স্মরণ রেখেই বিষয়বস্তু জানা ও চর্চার কৌশল স্থির করা হয়।

আসলে, পাঠটীকা তৈরি ও সে-অনুসারে শিক্ষাদান যেভাবে কবিতায় অনুসৃত হয়, তার উৎসে একটি সত্যকে সবসময় স্মরণ এবং সে অনুযায়ী নিয়মনীতি স্থির করতে হয়। সেটি হচ্ছে—কবিতা বুঝবার জন্যে

নয়, বাজনার জন্যে। কবিতার পাঠটীকায় যে সব প্রশ্ন থাকবে তার সিংহভাগই এই সত্যের বাস্তবায়ন অভিসারী হবে। মনে রাখতে হবে, কবিতা ভাষা শিক্ষার জন্যে নয়, ভাষার অন্তরীণ ব্যঞ্জনা ও মাধুর্যের রসাস্বদনই তার সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন। অবশ্য, দুরূহ কোনো শব্দ, যার অর্থ গুরুত্বপূর্ণ, শিক্ষাদানের অন্তর্ভুক্ত হতেই পারে, তবে তার জন্যে অযথা বেশি সময় দেওয়া প্রার্থিত নয়। এটা ধরেই নেওয়া হয় যে, কবিতা-চর্চা সব শিক্ষার্থীর জন্যে নয়। যদি কিছু সংখ্যক ছাত্র-ছাত্রী কবিতা পাঠে উৎসাহী হয় এবং পাঠটীকা সে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যপূরণে সফল হয়, তবে তার সার্থকতা সন্দেহতীত।

নীচু শ্রেণির জন্যে বাংলা কবিতার পাঠটীকা প্রণয়নে নিচের বিষয়গুলো সম্পর্কে সচেতনতা প্রয়োজন—

(১) বিষয়বস্তুর দৈর্ঘ্য

(২) বিষয়বস্তুর কাঠিন্য

(৩) বিষয়বস্তুর বর্ণনা ও উপস্থাপনা

(৪) বিশেষ শব্দ/শব্দাবলি/বাক্যাংশ/বাক্যের স্বাদনিক আলোচনা

(৫) তুলনামূলক তথ্য বিশ্লেষণ

(৬) চিত্রকল্পের আলোচনা

(৭) আলংকারিক আলোচনা

(৮) ছন্দ-মিলের ব্যাখ্যা

(৯) নান্দনিক বৈভব সনাক্তকরণ

(১০) ব্যক্তিক সৃজনভাবনার প্রকাশনা ও সংযোজন।

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ শিক্ষা-প্রয়োজন অভিসারী ছাত্রী ও ছাত্র যাতে কবিতাপাঠের মাধ্যমে শিক্ষা অনুদ্যানে গভীরতর ভূমিকা নিতে পারে সে জন্যে কবিতার পাঠটীকায় নিচের বিষয়গুলি সম্পর্কে সবিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়ঃ

(১) শ্রবণশক্তির চর্চা

(২) দর্শনশক্তির চর্চা

(৩) বাক্‌শক্তির চর্চা

(৪) পঠনশক্তির চর্চা

(৫) লিখন শক্তির চর্চা

(৬) সংবেদনশীল মননের চর্চা

(৭) শিক্ষা সহায়ক উপকরণ বা প্রদর্শন ব্যবহারের চর্চা

(৮) অনুধাবনের চর্চা

(৯) রস-অনুভূতির চর্চা

(১০) শব্দ-ব্যঞ্জনার চর্চা

(১১) বিশ্লেষণ শক্তির চর্চা

(১২) কবিতা লেখার চর্চা

(১৩) কবিতা অনুবাদ চর্চা

উপরোক্ত চর্চার পাঠটীকা এমনভাবে প্রণয়ন করা উচিত যাতে উপরোক্ত শ্রেণির ছাত্র-ছাত্রীদের কবিতাপাঠের সময়সীমার পরিবর্তন বা পরিবর্ধন শিক্ষাদান-অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়, যেখানে নিজের উপাদানগুলি বর্তমান থাকে :

(১) আনন্দ

(২) স্বাধীনতা

(৩) মৌলিকতা

(৪) স্বতঃস্ফূর্ততা

(৫) সজীবতা

(৬) স্বচ্ছতা

(৭) পারস্পরিক ভাবনা ও ভাব-বিনিময়ে সুস্থতা

(৮) সামগ্রিক নান্দনিকতা

২.৭.৮ বাংলা ব্যাকরণ : পাঠটীকা প্রণয়নঃ

ব্যাকরণ ভাষার শরীরে। শরীরের যেসব অস্থি, মেদ, রক্ত, মাংস, ধমনী ও শিরা-উপশিরা, ভাষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণও সেরূপ। ব্যাকরণেই ভাষায় কাঠামো, শক্তি, প্রাণ, বর্ধন, গঠন ও বিন্যাস। ভাষার নব নব প্রকাশে ব্যাকরণেই নির্দেশ আর কার্যকারিতা। ভাষার সরলতা, দুর্বলতা, গ্রহণীয়তা, বর্জনীয়তা, রূপ, রস, সৌন্দর্য— সব কিছুরই কেন্দ্রবিন্দু ব্যাকরণ।

বাংলা ব্যাকরণে ভাষার উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সবকটিই বিদ্যমান। বাংলা ব্যাকরণের পাঠটীকায় নিচের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি বিবেচ্যঃ

১। ভাষার গঠনবৈচিত্র্য উপলব্ধি করতে শিক্ষার্থীর উৎসাহিত করা।

২। ভাষার শারীরবৃত্তের অন্তর্গত নিচের উপাদানগুলি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ ও বৃদ্ধি করাঃ

(ক) প্রকাশ-বিন্যাস ও বৈচিত্র্য

(খ) যতি, ছন্দ, লয়, অবস্থানগত প্রকৃতি ও পরিচয়

(গ) সূত্র ও উদাহরণের তর্কবিজ্ঞানভিত্তিক জ্ঞান ও চর্চা

(ঘ) বানান সংক্রান্ত বিধি-নিয়ম

(ঙ) বিশিষ্টার্থক, ভিন্নার্থক, সমার্থক শব্দ ও প্রয়োগ চর্চা

(চ) বাগ্‌ধারা পরিচয়

(ছ) ধ্বনিতত্ত্ব, সন্ধি, সমাস, বাক্যের বিভিন্ন শ্রেণি, একই শব্দের ভিন্ন ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ, প্রত্যয়, পদ, এককথায় প্রকাশ—এ সবের সঠিক ও যুক্তিনিষ্ঠ জ্ঞানচর্চা

(জ) ভাষা প্রকাশ ও ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন

(ঝ) ভাষার মাধ্যমে যুক্তি-চর্চা

(ঞ) ভাষার শুদ্ধ ও বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞান ও প্রয়োগ চর্চা

(ট) ভাষা নিয়ন্ত্রণ, সংযোজন, বিয়োজন, বিভাজন ও আত্মীকরণ চর্চা

(ঠ) ভাষার মাধ্যমে মৌলিক চিন্তাধারার স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ চর্চা

(ড) বিচার শক্তির পরিপুষ্টি ও উৎকর্ষ সাধন

(ঢ) ভাষাকে অবক্ষয়ের হাত থেকে রক্ষা করা

(ণ) শোনা, বলা, পড়া ও লেখা শুদ্ধভাবে চর্চা করা

(ত) সাহিত্যের রসবোধে উদ্দীপিত করা

(থ) সাহিত্য ও ভাষার মধ্যে আদর্শ মেলবন্ধন ঘটানো

(দ) ভাষার আঙ্গিক ও শৈলী চর্চায় নান্দনিক চেতনার চর্চা

(ধ) বিশ্লেষণ পটুত্ব অর্জনে ভাষার ভূমিকা অনুধাবন ও অনুশীলন

বাংলা ব্যাকরণের পাঠটীকা রচনায় পদ্ধতিগত শ্রেণীবিন্যাস জ্ঞান আবশ্যিক। যেহেতু ব্যাকরণ ভাষার ভিত কঠোর নীতি ও নিয়মের চর্চায় বিকল্পহীন, সে-কারণে ব্যাকরণ পাঠ-পরিকল্পনায় শ্রেণি অনুসারে ও প্রায়োগিক প্রয়োজনীয়তার নিরিখে নিজের পদ্ধতিগুলি বিবেচিত হয়:

(১) আরোহ পদ্ধতি ঃ দৃষ্টান্ত থেকে সংজ্ঞায় পৌঁছানোর পদ্ধতি। এ পদ্ধতি তর্কশাস্ত্রের অন্তর্গত।

(২) ‘শোনো ও বলো’ পদ্ধতি ঃ নীচের শ্রেণিতে এর সফল প্রয়োগে ব্যাকরণ পাঠদান আনন্দময় হয়।

(৩) ‘দেখো ও বলো’ পদ্ধতি ঃ এটি ভাষা ও ব্যাকরণ শিক্ষাদানে কার্যকর।

(৪) সূত্র পদ্ধতি ঃ ব্যাকরণের সূত্র আয়ত্তীকরণ ও প্রয়োগ বিষয়ে শিক্ষাদান। এতে সতর্কতা প্রয়োজন।

(৫) বিশ্লেষণ পদ্ধতি ঃ এ পদ্ধতি ভাষা বিশ্লেষণ ও ব্যাকরণ চর্চা।

(৬) প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি ঃ প্রসঙ্গের সতর্ক ও সনিষ্ঠ ভাষাভিত্তিক আলোচনা।

(৭) পাঠ্যপুস্তক অনুসরণ পদ্ধতি? ব্যাকরণ পাঠপুস্তকের মাধ্যমে ভাষাচর্চা।

ব্যাকরণ পাঠদানে শিক্ষা-উপকরণ খুব কার্যকর। এসব উপকরণ ভাষা শিক্ষাকে সহজতর করে তোলে।

অবশ্য, এতে পূর্বাহ্নেই সতর্কতা প্রয়োজন।

ব্যাকরণ পাঠটীকার অন্তর্গত প্রস্তুতি, উপস্থাপন ও অভিযোজন পর্বগুলিতে নীচের বিষয়গুলো বিবেচনা করা হয়ঃ

(১) আরোহ পদ্ধতি

(২) প্রশ্ন ও উত্তর পদ্ধতি

(৩) সহজ থেকে কঠিন প্রশ্ন

(৪) যথার্থ ও সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(৫) শিক্ষার্থীদের সংজ্ঞা তৈরি করতে উৎসাহদান

(৬) পুনরাবৃত্তি ও পুনরনুশীলন

(৭) বিষয়ের কাঠিন্য অনুসারে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার

(৮) স্তর বিভাজনের স্বাভাবিক পন্থা অবলম্বন

(৯) স্বাধীন চিন্তা, ভাবনা, যুক্তি ও বিশ্লেষণ শক্তির সম্যক চর্চা।

অন্তর্ভুক্ত শ্রেণি ও বিশেষ প্রয়োজন-অভিসারী শিশুদের মধ্যে বাংলা ব্যাকরণের পাঠটীকা প্রণয়নে নীচের বিষয়গুলো যত্নের সাথে বিবেচিত হয়ঃ

(১) আয়ত্তীকরণ ও চর্চার সামর্থ্য

(২) সময় সচেতনতা

(৩) আগ্রহ

(৪) মনোযোগ

(৫) বৌদ্ধিক বিচার বিশ্লেষণ ক্ষমতা

(৬) সহায়ক উপকরণ ঃ দৃশ্য/শ্রব্য

(৭) সাহচর্য

(৮) সহমর্মিতা

(৯) সংবেদনশীল মনোভাব

(১০) ধৈর্য ও উৎসাহ

(১১) প্রয়োগ মাধ্যম ঃ সৃজনাত্মক ও নান্দনিক বিভাগ

২.৭.৯ বাংলা রচনা ঃ পাঠটীকা প্রণয়ন

বাংলা রচনা শেখানোর জন্যে পাঠ-পরিকল্পনার কয়েকটি প্রাথমিক প্রস্তুতি বিষয়ে সচেতন হতে হয়। শিক্ষার্থীদের রচনা শেখানো পূর্বাহ্নে কয়েকটি বিষয়ে সুনিশ্চিত হতে হয়। এ বিষয়গুলি এভাবে শনাক্ত করা যেতে পারে ঃ

(১) শিক্ষার্থীর স্বাধীনতা

(২) শিক্ষার্থীর দৃশ্য ও শ্রাব্য উভয় অভিজ্ঞানের যাচাই

(৩) শিক্ষার্থীর পাঠচর্চা

(৪) শিক্ষার্থীর লিখনচর্চা

(৫) শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগ এবং চর্চা

(৬) শিক্ষার্থীর পাঠ্যপুস্তকের প্রতি আগ্রহ

(৭) শিক্ষার্থীর দ্রুতপঠনগত বইয়ে আকর্ষণ

(৮) শিক্ষার্থীর বাংলা ভাষা ও সাহিত্য অনুশীলনে বিদ্যালয় ও গৃহ পরিবেশ

(৯) শিক্ষার্থীর পছন্দসই রচনাবলি ও তাদের লেখকবৃন্দ

বাংলা রচনার পাঠ-পরিকল্পনায় নিচের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যগুলি সম্পর্কে চিন্তাভাবনা ও অনুধ্যান কাম্য:

(১) স্বাধীন ভাবনা, সৃজনশীল মননের প্রকাশ

(২) ভাষা-ব্যুৎপত্তির অনুশীলন

(৩) সাহিত্য-চর্চায় মৌলিকতা

(৪) অনুচ্ছেদ তৈরির পটুত্ব

(৫) ভাষা সাহিত্যের বিভিন্ন প্রকাশগত আঙ্গিকের আত্মীকরণ ও অনুশীলন

(৬) প্রকাশে নিজের বিষয়গুলি সম্পর্কে যত্ন নেওয়া:

(ক) স্পষ্টতা

(খ) স্বচ্ছতা

(গ) গভীরতা

(ঘ) অর্থপূর্ণতা

(ঙ) প্রাসঙ্গিকতা

(চ) যুক্তিগ্রাহ্যতা

(ছ) শুদ্ধতা

(জ) সরলতা

(ঝ) সংক্ষিপ্ততা

(ঞ) প্রাঞ্জলতা

(ট) স্বচ্ছতা

(ঠ) সাবলীলতা

(ড) ধারাবাহিকতা

(ঢ) গতিময়তা

(ণ) গীতিময়তা

(ত) তুলনামূলক প্রকাশচর্চা

(থ) শব্দ-প্রতিমা নির্মাণ

(দ) রূপকল্পের সম্যক অনুশীলন

বাংলা রচনা অনেক রকমের হতে পারে যেমন, বিজ্ঞানভিত্তিক, ইতিহাস-নির্ভর, প্রযুক্তিগত, ব্যক্তিক আত্মজৈবনিক, সাহিত্যিক, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ইত্যাদি। রকমফেরে রচনার পাঠটীকাও সে অনুসারে স্থির করা হবে। ছোটোদের জন্যে বাংলা রচনার পাঠটীকা প্রণয়নে বিষয়গুলি গুরুত্বপূর্ণ:

(১) আনন্দের সাথে রচনা ঃ মৌখিক/লিখিত

(২) দেখে দেখে রচনাচর্চা

(৩) শুনে শুনে রচনা-অনুশীলন

(৪) তাৎক্ষণিক রচনা ঃ মৌখিক/লিখিত

(৫) অভিজ্ঞতা অর্জনজাত রচনা ঃ মৌখিক/লিখিত

(৬) একক রচনা ঃ মৌখিক/লিখিত

(৭) সম্মিলিত/যৌথ/দ্বৈত রচনা ঃ মৌখিক/লিখিত

উচ্চতার শ্রেণিতে বাংলা রচনার পাঠ-পরিকল্পনায় প্রস্তুতি। উপস্থাপন ও অভিযোজন স্তরে যে সব প্রশ্ন রাখা হবে, সেগুলি নিচের উপাদানসমূহ দ্বারা ঋদ্ধ হওয়া প্রয়োজন।

(১) রচনা শেখার পূর্বজ্ঞানের পুনরাবৃত্তি

(২) ব্যাকরণগত শুদ্ধি

(৩) সঠিক শব্দ/শব্দাবলি, বাক্-ধারা, বাক্যগঠন

(৪) বাক্যের সরলতা, অর্থবোধ্যতা, সৌন্দর্য

(৫) যুক্তির চর্চা

(৬) সঠিক অনুচ্ছেদের মাধ্যমে বিষয়ের অনুধ্যান

(৭) চিত্রকল্প, নান্দনিক চেতনা, গভীরতা ও ঋজুতার প্রকাশ

(৮) তুলনাত্মক আলোচনা

(৯) রসময় ব্যঞ্জনা

প্রতিবন্ধী ও বিশেষ প্রয়োজনকাঙক্ষী ছাত্রছাত্রীদের জন্যে বাংলা রচনার পাঠ-পরিকল্পনায় সাধারণ অন্তর্ভুক্ত শ্রেণির পার্থক্যগুলি নিরসনের উদ্দেশ্যে নিচের বিষয়গুলি বিবেচিত হলে ভালো হয়:

(১) অধিকতর যত্ন ও উদ্যম, তত্ত্বাবধান ও পরিশ্রম

(২) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষায় অধিকতর পরিসর সৃজন ও সদ্ব্যবহার

(৩) ভালোবাসার সঙ্গে বিষয়ের নির্বাচন ও অনুশীলন

(৪) সংবেদনশীল আবহ সৃজন

(৫) আনন্দ ও স্বাধীন চেতনার স্বতঃপ্রণোদিত চিন্তায় উৎসাহ

২.৮ আসুন সংক্ষেপ করি

পাঠক্রম হল শিক্ষার লক্ষ্যে পৌঁছানোর পথ। শিশুর ভাষাগত দক্ষতার চর্চার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ও ধারণাশক্তির উন্নতি করা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার লক্ষ্য। এই উদ্দেশ্যে বাংলা পাঠক্রম রচনা করতে হবে।

পাঠক্রমের প্রধান চারটি উপাদান হল—(১) উদ্দেশ্য, (২) বিষয়বস্তু, (৩) পদ্ধতি, (৪) মূল্যায়ন। এই উপাদানগুলির মিথস্ক্রিয়াই পাঠক্রম।

পাঠক্রম রচনার প্রধান নীতি তিনটি— (১) উপাদান নির্বাচনের নীতি, (২) বিন্যাসের নীতি (৩) ক্রিয়াগত নীতি। বাংলা পাঠক্রম রচনার কয়েকটি স্তর বিভাজন করা হয়েছে। শিক্ষার্থীর বয়স, চাহিদা, মনস্তত্ত্ব পরিণমন এক্ষেত্রে বিবেচ্য হয়েছে।

প্রাক্ প্রাথমিক স্তর : ২ থেকে ৫ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু এই স্তরের অন্তর্গত। ভয়শূন্য আনন্দময় পরিবেশে ছড়ার ছন্দে, ছবি ও রঙের মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা দিতে হবে। গল্প বলা ও খেলা হবে ভাষা শিক্ষার মাধ্যম।

প্রাথমিক স্তর : ৬ থেকে ১০ বছর বয়স পর্যন্ত শিশু এই স্তরের অন্তর্ভুক্ত। সুষ্ঠু উচ্চারণ, নির্ভুল বানান, ছন্দবোধ, ছবি ও ছড়ার বই, বৈচিত্র্যপূর্ণ গল্পের বই, গান, আবৃত্তি ও অভিনয়কে ব্যবহার করতে হবে।

নিম্ন মাধ্যমিক স্তর : ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির শিক্ষার্থী এই স্তরের অন্তর্গত। শিক্ষার্থীর বয়ঃসন্ধি জনিত সমস্যাগুলি এই স্তরে ধীরে ধীরে দেখা যায়। সেই দিকে দৃষ্টি রেখে তাদের ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যমে সৃজনশীলতাকে গুরত্ব দিতে হবে। গ্রন্থাগার ও নোটবই ব্যবহারকে প্রাধান্য দিতে হবে। সরল ব্যাকরণ শিক্ষাকে প্রাধান্য দিতে হবে।

মাধ্যমিক স্তর : নবম ও দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীর কথা বিবেচনা করে এই পর্যায়ে তাদের মনন, চিন্তন, নান্দনিকতা, সৃজনশীলতা, সাহিত্যবোধ বৃদ্ধির জন্য কবিতা, নাটক পাঠদান করতে হবে। একাধিক সহায়ক গ্রন্থ পড়াতে হবে। শিক্ষার্থীদের অনুবাদ করা এবং ব্যাকরণ শিক্ষায় গুরুত্ব দিতে হবে। প্রবাদ-প্রবচন, বাগ্‌ধারার ব্যবহার ইত্যাদির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ভাষা শিক্ষা পরিণতি ও আত্মবিশ্বাস লাভ করবে।

বিদ্যালয় শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে পাঠক্রম ও পাঠসূচি গঠনের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণির পাঠ্যসূচি গঠনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে তা হল—

- শিক্ষার্থীদের কাছে বাংলা ভাষাকে আরও সহজ ও আকর্ষণীয় করে তুলে ধরার মধ্যেই রয়েছে বিষয়ের সার্থকতা
- পাঠ্যপুস্তকে তথ্যের ভার যাতে সাহিত্যের প্রকাশ ক্ষমতাকে কোনোভাবেই খর্ব না করে সে দিকে লক্ষ্য রাখা।
- পাঠ্যপুস্তকের মূল বিষয়গুলি শিক্ষার্থীরা যাতে সহজে বুঝতে পারে সেজন্য প্রাঞ্জলভাবে আকর্ষণীয় করে বইটি লেখার চেষ্টা করা
- শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তিকে বিকশিত করা।
- মৌলিক লেখার ক্ষমতাকে উৎসহিত করা।

মাধ্যমিক স্তরে (নবম, দশম শ্রেণি) পাঠসূচিতে নিম্নরূপ বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষিত হয়ঃ

- বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের পাশাপাশি আধুনিক সাহিত্যের লেখাও পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।
- এই পাঠ্যসূচিতে অনুবাদ সাহিত্য বিশেষ জায়গা করে নিয়েছে।
- এই স্তরেও পাঠ্যপুস্তকে ভাবমূল নির্ধারিত হয়েছে—যা দশম শ্রেণিতে আরও প্রসারিত হয়েছে।

মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্য চারটি—(১) গ্রহণমূলক, (২) অভিব্যক্তিমূলক, (৩) রসসঞ্চারমূলক, (৪) সৃজনাত্মক

মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল—

- সফলভাবে বর্ণের সঙ্গে পরিচিত করা;
- ভাষার ওপর দখল আনা;
- নির্ভূল লিখনে সামর্থ্য সৃষ্টি;
- পঠনাভ্যাস সৃষ্টি করা;
- মানসিকস প্রাক্ষোভিক ও নৈতিক বিকাশ সাধন করা;
- যুক্তিপূর্ণ চিন্তন ও অভিব্যক্তির প্রকাশ ঘটানো;
- সৃজনাত্মক ক্ষমতার বিকাশ সাধন;
- সামাজিক গুণাবলির বিকাশ সাধন প্রভৃতি

নীচের রেখাচিত্রের মাধ্যমে মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্যকে বলা যায়—

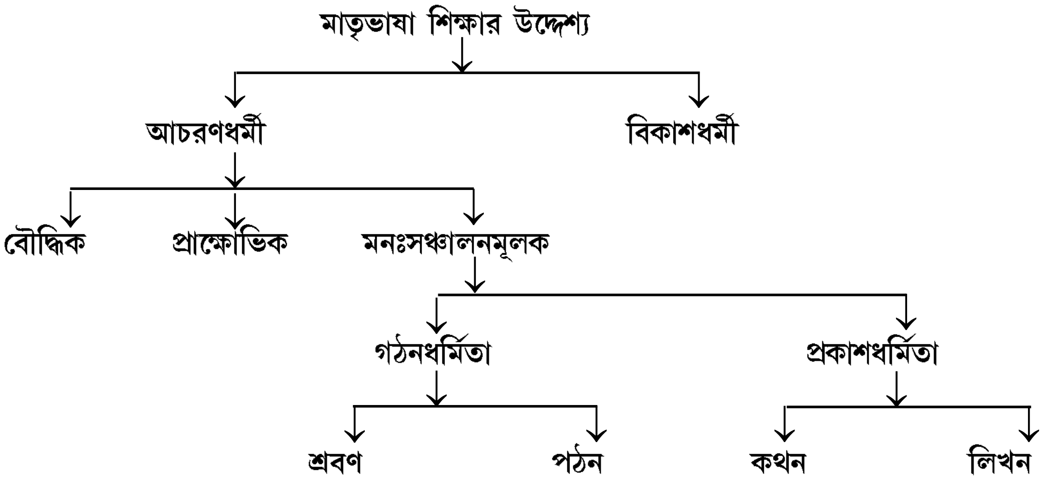

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ-মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান নির্ণয় করা অত্যন্ত জরুরি। এজন্য শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন স্তরে বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা আলোচনা করা প্রয়োজন।

প্রাথমিক স্তরে শিশুরা জীবনের প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ করে। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। পশ্চিমবঙ্গে নব্বই শতাংশের বেশি শিশু প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যায়, এদের অনেকেই প্রথম প্রজন্মের শিক্ষার্থী। এরা বাংলা ভাষাই একমাত্র জানে। তাই শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষাকেই গ্রহণ করা প্রয়োজন, মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার্থীদের চিন্তনশক্তি, যৌক্তিক ক্ষমতার বিকাশসাধনকে সহজসাধ্য করার জন্য বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া জরুরি।

বিষয়কে গভীরভাবে উপলব্ধি করে আয়ত্ত করার ক্ষেত্রে বাংলাভাষা সহায়ক হয়।

মাতৃভাষা তথা বাংলা ভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদান করলে শিক্ষার্থীর যৌক্তির ক্ষমতার বিকাশসাধন সম্ভব। সর্বোপরি, জীবনকেন্দ্রিক পাঠক্রমের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় শিক্ষায় নতুন পাঠ্যসূচি প্রবর্তিত হয়েছে। প্রতিটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকের জন্য একটি ভাবমূল (Theme) নির্দিষ্ট করা হয়েছে।

হাতে কলমে বিভাগে আছে সক্রিয়তা ভিত্তিক শিখন।

ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর পাঠ্যসূচি আলোচনা করলে দেখা যায় বর্তমান পাঠক্রমে বাংলাভাষার স্থঅন যথেষ্ট মর্যাদাপূর্ণ।

আধুনিক পাঠক্রমে একক পরিকল্পনা বা Unit Planning একটি গুরুত্বপূর্ণ ভাবনা—একক বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে পাঠক্রমের পুনর্বিন্যাস করাকে বলা হয় একক পরিকল্পনা। একক পরিকল্পনা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়াকে সার্থক করে তুলতে সাহায্য করে। সমধর্মী বিষয়গুলির মধ্যে অনুবন্ধ রীতিতে সম্পর্ক তৈরি করে পড়ালে বিষয়টি সম্পর্কে ধারণা স্পষ্ট হয়; চিন্তন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়; অবশেষে বিষয়ে সৃজনশীলতাও বাড়ে।

একক পরিকল্পনা মূলত ২ প্রকার—১। বিষয়কেন্দ্রিক, ২। শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক।

বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার বহুমুখী উদ্দেশ্যকে সফল করার জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষণ-শিখন। গ্রন্থে শিখন পরামর্শ যুক্ত করা হয়েছে। সেই শিখন পরামর্শকে সার্থক করতে হলে বিষয়কেন্দ্রিক একক পরিকল্পনা করা একান্ত আবশ্যক।

একটি উপযুক্ত একক পরিকল্পনা নির্মাণ করলে পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে একক পরিকল্পনার গুরুত্ব সহজেই বোঝা যাবে।

উদ্দেশ্যকে সার্থক করার জন্য শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে করণীয় বিষয়ের বিভাজনই হল পাঠ পরিকল্পনা বা পাঠটীকা।

দৈনন্দিন শ্রেণিশিক্ষা পরিচালনার জন্য যে প্রস্তুতি ও পরিকল্পনা তারই বিজ্ঞানসম্মত লিখিত রূপই হল পাঠটীকা। পাঠ পরিকল্পনা না থাকলে শ্রেণিশিক্ষা লক্ষ্যভ্রষ্ট হতে পারে। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায়, পাঠ পরিকল্পনা অন্যান্য বিষয়ের মতোই জরুরী। ইয়োহান হার্বার্টকে পাঠ পরিকল্পনার উদ্গাতা বলা হয়। বর্তমান পাঠ পরিকল্পনায় বেঞ্জামিন ব্লুম কৃত Taxonomic Table অনুসরণে শিখনের উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়।

বর্তমান পাঠ পরিকল্পনায় প্রধান তিনটি স্তর হল—

(ক) শিক্ষার উদ্দেশ্য নির্ধারণ। (ব্লুমের সংশোধিত ট্যাক্সোনমিক টেবিল অনুয়ায়ী)

(খ) শিখন অভিজ্ঞতা তৈরি

(গ) শিক্ষার্থীর আচরণগত পরিবর্তনের মূল্যায়ন

- সার্থক পাঠটীকায় কয়েকটি নীতি অনুসরণ করা হয়—

(ক) পাঠটীকা পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে রচিত হবে।

(খ) শিক্ষার্থীর আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে।

(গ) শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক কোন্ কোন্ পদ্ধতিদ, কৌশল, প্রশ্ন, উপকরণ ব্যবহার করবেন তা লিখতে হবে।

(ঘ) পাঠ পরিকল্পনার প্রতিটি অংশের মধ্যে সাযুজ্যপূর্ণ সমন্বয় থাকবে।

(ঙ) সময়ের দিকে দৃষ্টি থাকবে।

(চ) নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মূল্যায়ণ করতে হবে। মুক্ত চিন্তামূলক প্রশ্ন থাকবে।

বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুসারে পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে বিশেষ শিশুদের চাহিদার পাশাপাশি উপরের নীতিগুলির প্রতি দৃষ্টি রাখা প্রয়োজন।

২.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

১। পাঠক্রম কাকে বলা হয়?

২। পাঠক্রমের উপাদানগুলি কী কী?

৩। পাঠক্রম নির্বাচনের মূলনীতিগুলি কী কী?

৪। বাংলা পাঠক্রম নির্মাণের মূল নীতিগুলি কী কী?

৫। প্রাক্ প্রাথমিকস্তরে বাংলা পাঠক্রম কেমন হওয়া প্রয়োজন?

৬। প্রাথমিক স্তরে বাংলা পাঠক্রম নির্মাণের নীতিগুলি উল্লেখ করুন।

৭। প্রাথমিক স্তরে কোন্ কোন্ পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া যেতে পারে?

৮। নিম্ন-মধ্যবিত্ত স্তরে বাংলা পাঠক্রমে কোন্ কোন্ দিকে গুরুত্ব দিতে হবে?

৯। মাধ্যমিক স্তরে বাংলা পাঠক্রম কেমন হওয়া প্রয়োজন?

১০। মাধ্যমিক স্তরে বাংলা ভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য কী কী?

১১। ষষ্ঠ শ্রেণি থেকে অষ্টম শ্রেণির বাংলা পাঠ্যসূচি গঠনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

১২। মাধ্যমিক স্তরের পাঠ্যসূচিতে কোন্ কোন্ বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে?

১৩। মাতৃভাষা শিক্ষার প্রধান লক্ষ্যগুলি উল্লেখ করুন।

১৪। মাতৃভাষা (মান্য চলিত মৌখিক ও লিখিত বাংলা) শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

১৫। মাতৃভাষা শিক্ষার উদ্দেশ্য একটি ছকের সাহায্যে দেখান।

১৬। প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার প্রয়োজনীয়তা কোথায়?

১৭। মাধ্যমিক ও উচ্চ-মাধ্যমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে বাংলা ভাষার গুরুত্ব কতটা?

১৮। ষষ্ঠ, সপ্তম ও অষ্টম শ্রেণির ভাবমূল কী কী? তা উল্লেখ করুন।

১৯। নতুন পাঠক্রম অনুযায়ী উচ্চ-মাধ্যমিক পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান নির্ণয় করুন।

২০। বর্তমান পাঠক্রমে বাংলা ভাষার স্থান প্রসঙ্গে সংক্ষেপে লিখুন।

২১। একক কাকে বলা হয়?

২২। একক পরিকল্পনা বলতে কী বোঝায়?

২৩। শিক্ষণ পরিকল্পনা কয় প্রকার ও কী কী?

২৪। একক পরিকল্পনা শিক্ষণ শিখনে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

২৫। একক পরিকল্পনার প্রকারভেদের মূল ভিত্তিগুলি কী কী?

২৬। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার একক পরিকল্পনা কেন প্রয়োজন?

২৭। একক পরিকল্পনা বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাকে কীভাবে ফলপ্রসূ করতে পারে।

২৮। বাংলা ভাষা সাহিত্য পাঠদানে একক পরিকল্পনা করার ক্ষেত্রে কী কী বিষয়ে গুরুত্ব দেওয়া দরকার?

২৯। অষ্টম শ্রেণির উপযোগী একটি একক পরিকল্পনা নির্মাণ করুন।

৩০। পাঠ পরিকল্পনা কাকে বলে?

৩১। পাঠ পরিকল্পনা কেন করা হয়?

৩২। বর্তমান পাঠ পরিককল্পনার স্তরগুলি কী কী?

৩৩। সার্থক পাঠটীকা গঠনের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ নীতি অনুসরণ করা হয়?

৩৪। বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুযায়ী পাঠ পরিকল্পনা প্রণয়নের ক্ষেত্রে কোন্ কোন্ দিকে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন?

৩৫। গদ্যের পাঠপরিকল্পনা করার সময় কোন্ কোন্ দিকে গুরুত্ব দিতে হবে?

৩৬। কবিতার পাঠ পরিকল্পনা করার সময় কোন্ কোন্ দিকে গুরুত্ব দিতে হবে?

৩৭। ব্যাকরণ পাঠ পরিকল্পনা রচনায় কোন্ পদ্ধতিতে গুরুত্ব দেওয়া হবে?

৩৮। রচনা পাঠ পরিকল্পনা করার সময় কোন্ কোন্ দিকে গুরুত্ব দিতে হবে?

৩৯। পাঠ পরিকল্পনার বৈশিষ্ট্যগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪০। বিশেষ শিশুদের চাহিদা অনুসারে সপ্তম শ্রেণির উপযোগী একটি পাঠপরিকল্পনা রচনা করুন।

২.১০ তথ্যগ্রন্থ

১। জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—২০০৫

২। সাহিত্যমেলা।। বাংলা।। সপ্তম শ্রেণি।। পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

৩। এস.ই.সি.এম-০২।। বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি।। নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

৪। গুপ্ত অশোক, ‘‘বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা’’—সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলকাতা, ২০০৬।

৫। মিশ্র সত্যগোপাল, ‘‘বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি’’—সোমা বুক এজেন্সী, ২০০১-২০০৩

৬। মিশ্র সুবিমল, ‘মাতৃভাষা শিক্ষণ প্রসঙ্গে’—প্রবাহ প্রকাশন, নভেম্বর, ১৯৯৭।

৭। রাহা সুজাতা, বসু বৈশালী—বাংলা শিক্ষণ পরিক্রমা, আহেলী পাবলিশার্স, জুন, ২০১৪

৮। সেন মলয়কুমার ‘‘শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান’’—সোমাবুক এজেন্সী, বৈশাখ, ১৪১৩।

৯। রাহা সুজাতা, বসু বৈশালী—ভাষা শিক্ষণ তত্ত্ব, আহেলী পাবলিশার্স—২০১৬ মার্চ।

১০। সরকার পবিত্র—শিক্ষা ও চেতনা, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা-২০০৯।

১১। সরকার পবিত্র—বাংলা ব্যাকরণ প্রসঙ্গ, দে’জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০০৬।

১২। সরকার পবিত্র—বাংলা কীভাবে লিখবে, লতিকা প্রকাশনী, ২০১৭।

১৩। রাহা সুজাতা, বসু বৈশালী—ভাষা শিক্ষণের পদ্ধতি ও প্রয়োগ (বাংলা) আহেলী পাবলিশার্স, ২০১৬, আগস্ট।

১৪। রায় সুশীল—শিক্ষাতত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শন, সোমা বুক এজেন্সী, ২০১১-২০১২।

১৫। রায় সুশীল—শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সী, ১৯৯৯-২০০০।

১৬। Taba Hilda – Curriculum Development, Theory and Practice, Harcourt Brace, Jovanorich, New York-1962.

১৭। Zalis, Robert. S. Curriculum Principles and Foundations. Thomas, Y. Crowell Company, New York, 1976.

১৮। Stephens, J. M. Handbook of Classroom Learning, New York : Holt, 1965.

১৯। Cameron, Lynne, ‘‘Teaching Languages to Young Learner’’ Canbridge University Press, 2001.

একক - ৩ ❒ বাংলা ভাষা-সাহিত্য পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

গঠন

৩.১ প্রস্তাবনা

৩.২ উদ্দেশ্য

৩.৩ মৌলিক ভাষা দক্ষতার বিকাশ

৩.৩.১ শ্রবণ

৩.৩.২ কথন

৩.৩.৩ পঠন

৩.৩.৪ লিখন

৩.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার ও উপযোগিতা

৩.৪.১ শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা

৩.৪.২ শিক্ষণ কৌশলের ব্যবহার ও উপযোগিতা

৩.৪.৩ প্রশ্নকরণ

৩.৪.৪ কৃষ্ণফলকের ব্যবহার

৩.৪.৫ কাজের পাতা

৩.৪.৬ প্রতিকৃতি ও প্রতিরূপ

৩.৪.৭ দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ

৩.৪.৮ ভাষা পরীক্ষাগার

৩.৪.৯ ভাষা ক্রীড়া

৩.৫ বিশেষ শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব, প্রস্তুতি ও শিক্ষকের ভূমিকা

৩.৫.১ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ধারণা

৩.৫.২ শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলির গুরুত্ব

৩.৫.৩ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্মরণীয় দিক

৩.৫.৪ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার

৩.৫.৫ শিক্ষকের ভূমিকা

৩.৬ বিশেষ শিশুদের শিক্ষায় অনুবন্ধন প্রণালীর গুরুত্ব ও অনুবন্ধ স্থাপনে শিক্ষকের ভূমিকা

৩.৬.১ অনুবন্ধ প্রণালীর ধারণা

৩.৬.২ অনুবন্ধ প্রণালীর প্রকারভেদ

৩.৬.৩ অনুবন্ধ প্রণালীর উপযোগিতা এবং সীমাবদ্ধতা

৩.৬.৪ অনুবন্ধ প্রণালীর নীতি

৩.৬.৫ বিশেষ শিশুদের শিক্ষায় অনুবন্ধন প্রণালীর গুরুত্ব ও শিক্ষকের ভূমিকা

৩.৭ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতি : কবিতা শিক্ষাদান, গদ্য শিক্ষাদান, দ্রুতপঠন শিক্ষাদান, রচনা শিক্ষাদান, ব্যাকরণ শিক্ষাদান

৩.৭.১ কবিতা শিক্ষাদান

৩.৭.২ গদ্য শিক্ষাদান

৩.৭.৩ দ্রুতপঠন শিক্ষাদান

৩.৭.৪ রচনা শিক্ষাদান

৩.৭.৫ ব্যাকরণ শিক্ষাদান

৩.৮ আসুন সংক্ষেপ করি

৩.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

৩.১ প্রস্তাবনা

জীবকুলে মানুষই শ্রেষ্ঠ জীব বলে বিবেচ্য হয়ে থাকে। শ্রেষ্ঠত্বের নেপথ্যে অনেক কারণই হয়তো বিদ্যমান। তবে মূল একটা কারণ মনে হয়, মানুষই একমাত্র জীব যে তার ভাবনাকে অন্যের সামনে তুলে ধরতে সক্ষম। আর এই ভাবনাকে প্রকাশের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম হল ভাষা। ভাষার সাহায্যেই মানুষ জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সকল রকমের ধারণা মনে রাখে ও প্রয়োজনে তা ব্যক্ত করে। ভাষার মাধ্যমে মানুষের চিন্তার উৎকৃষ্ট ফসল যুগ-যুগান্তর ধরে সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আসছে। তাই ভাষা প্রয়োগের যথাযথ কৌশল আয়ত্ত করা খুবই প্রয়োজন। তা না হলে ব্যবহারিক জীবনে ভাষা প্রয়োগ সঠিক হয়ে ওঠে না।

ভাষা শিক্ষার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি স্বরূপ যার উল্লেখ করা খুবই জরুরী তা হল—

(অ) জানার জন্য শিক্ষা (Learning to Know)

(আ) কাজ করার জন্য শিক্ষা (Learning to do)

(ই) সকলের জন্য মিলে মিশে থাকার জন্য শিক্ষা (Learning to live together)

(ঈ) জীবনে কিছু হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা (Learning to be)

(উ) ব্যক্তিগত সামাজিক উত্তরণের জন্য শিক্ষা (Being to transform one self & Society)

জন্মের পর থেকে শিশু যে ভাষা পরিবেশে (language environment) বাস করে তা হল তার মাতৃভাষা। শিশুর বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তার বুদ্ধি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ ঘটতে থাকে এবং সেই সঙ্গে সে ধীরে ধীরে মাতৃভাষা আয়ত্ত করে থাকে। ভাষা আয়ত্ত করা আর ভাষায় দক্ষতা অর্জন করা দুটো এক বিষয় নয়। ভাষার দক্ষতা অর্জন বলতে শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখন ইত্যাদি ক্ষমতার পারদর্শিতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। বিশেষ করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রে যার গুরুত্ব অত্যন্ত বেশি। তাই ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের স্বরূপটি বোঝা, দক্ষতার প্রকার ভেদ সম্পর্কে ধারণা গঠন করাও একান্ত আবশ্যক।

৩.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে শিক্ষার্থীরা—

- ভাষাগত দক্ষতার সংজ্ঞা দিতে সক্ষম হবেন।
- ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষমতাগুলি সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- ভাষাগত দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করতে পারবেন।
- কথ্য ভাষা ও লেখ্য ভাষার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ করতে পারবেন।
- বিশেষ শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত হবেন।
- বিশেষ শিশুদের শিক্ষায় অনুবন্ধন প্রণালীর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবেন।

৩.৩ মৌলিক ভাষা দক্ষতার বিকাশ : শ্রবণ, কথন, পঠন ও লিখন

৩.৩.১ শ্রবণ

শ্রবণগত সামর্থ্য অর্জন একজন ভাষা শিক্ষার্থীর অত্যাবশ্যকীয় গুণ। জন্মের পর প্রথম যে দক্ষতায় একটি শিশু কুশলতা অর্জন করে তা হল দেখা ও শোনা। এর মাধ্যমেই তার পৃথিবীকে জানা। শিশুর পারিপার্শ্বিক

পরিবেশ ও তার পরিবারের মানুষদের মুখের কথা শুনেই প্রথম কথা বলা শুরু হয়। ধীরে ধীরে নানান বিষয়ের সঙ্গে বিভিন্ন শব্দের সম্পর্ক আবিষ্কার করে এবং শব্দোচ্চারণ করে। গবেষণায় লক্ষ্য করা গেছে একজন ব্যক্তির জীবনের অর্ধেক সময় ব্যয়িত হয় শ্রবণকার্যে। আর একজন শিক্ষার্থীর জীবনের শতকরা ৯০ ভাগ সময় কাটে শোনার কাজে। কিন্তু যে সমস্ত শিশুদের শোনার ক্ষেত্রেই অসুবিধা দেখা যায় তাদের তাহলে শেখা হবে না? এদের ক্ষেত্রে কী শ্রবণের কোনো প্রয়োজন নেই? এর উত্তরে বলতে হয় অবশ্যই প্রয়োজন আছে। বরং বেশি প্রয়োজন আছে। শৈশব থেকেই যদি কোনো শ্রবণ অক্ষম শিশুর অবশিষ্ট শ্রবণ ক্ষমতাকে কাজে লাগানো যায় এবং প্রয়োজনে শ্রবণ যন্ত্রের ব্যবহার করা যায় তবে সকল শিশুই শ্রবণে দক্ষ হয়ে উঠতে পারে। যদিও সব ধরণের শোনাকেই শ্রবণ দক্ষতা বলা চলে না। মনোযোগ সহকারে শোনাই আমাদের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু। তাই এখানে শ্রবণের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকগুলিই আলোচিত হবে এবং একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীকে কীভাবে শ্রবণ-প্রক্রিয়াটি বুঝতে সাহায্য করবেন এবং শ্রবণ দক্ষতা বিকাশের পথ নির্দেশ করবেন সেই দিকগুলি গুরুত্ব পাবে।

ক. শ্রবণের গুরুত্ব

‘A clear distinction must be made between listening and hearing. When we listen, we pay conscious attention to what is being said. A good listener learns a language quickly and efficiently. So it is very important to think of techniques which will enable learners to listen better and more efficiently.’ – Geeta Nagraj (2008)

শ্রবণের প্রকৃতি বুঝতে হলে তার দুটি দিক সম্পর্কে ধারণা অর্জন জরুরি।

(১) একপাক্ষিক শ্রবণ

(২) দ্বিপাক্ষিক শ্রবণ

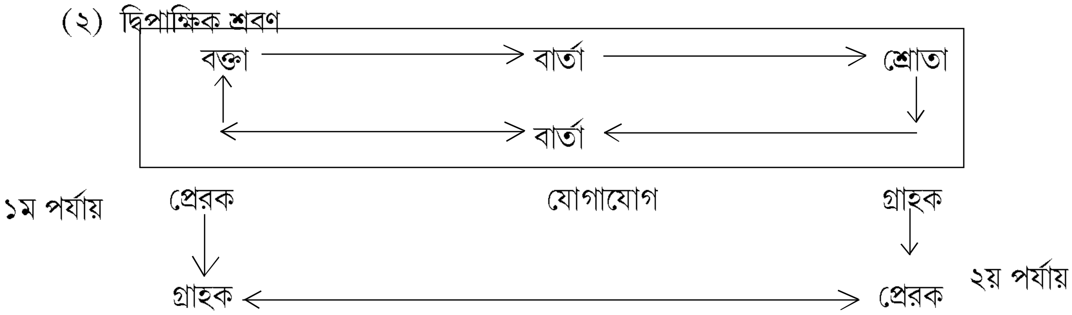

(১) এর উদাহরণ

- রেডিও, দূরদর্শন থেকে আগত শব্দ
- এয়ারপোর্ট, বাস টার্মিনাস, বড় শপিং মল, পুলিশের ঘোষণা
- টেলিফোন দপ্তরের রেকর্ড করা বক্তব্য
- রাজনৈতিক নেতা বা বিশিষ্ট মানুষজনের বক্তব্য
- শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের বক্তৃতা
- পরীক্ষার সময়সূচি শ্রবণ

২য় ক্ষেত্রের উদাহরণ

দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ যেখানে ঘটছে। বক্তা-শ্রোতা উভয়েই ভাবের আদান প্রদান করছে। পরিস্থিতির তারতম্যের ভিত্তিতে সেই শ্রবণের গুরুত্বেরও হেরফের হয়। শ্রোতাকে বক্তার অভিপ্রায় বুঝে উত্তর দিতে হয়।

খ. পরিস্থিতি বিশ্লেষণ

- প্রথমটিতে শ্রোতার লক্ষ্য থাকে বিশেষ বিশেষ তথ্য জানার দিকে। বক্তব্যের সামগ্রিক ধারণা গঠনের দিকে নয়।
- পূর্বজ্ঞানের ভিত্তিতে শ্রোতা প্রথমেই স্থির করবে কোন্ তথ্যগুলি তার জন্য প্রয়োজনীয় আর কোন্ তথ্যগুলি তার জন্য ততটা প্রয়োজনীয় নয়।
- সচেতনতা ও সনাক্তকরণ এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ।

পরিস্থিতি বিশ্লেষণ সাপেক্ষে

(১) কে—কাকে—কি—কখন—কোথায় ইত্যাদি [গল্পের কাহিনি]

(২) কে—কোন্ ফ্লাইট—আসছে/যাচ্ছে—কত নং গেট—ইত্যাদি [এয়ারপোর্ট]

(৩) ——কাজের জন্য——নং ডায়াল করুন। [টেলিফোনের রেকর্ড]

(৪) ——তারিখ——সময়ে——পরীক্ষা
——তারিখ——সময়ে——পরীক্ষা [পরীক্ষার সময়সূচি]

শ্রেণিকক্ষে বা শ্রেণিকক্ষের বাইরের নানা পরিস্থিতি বুঝিয়ে ছাত্রদের বুঝে নিতে বলুন এই বক্তব্যগুলির মধ্যে বিশেষ করে মনোযোগ দিয়ে শোনার বিষয় কোনগুলি?

বুঝিয়ে দিন যে দ্বিপাক্ষিক যোগাযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে শ্রোতার লক্ষ্য থাকে মূলতঃ সামগ্রিক মনোভাবটি অনুধাবনের দিকে ভাষার শরীরের দিকে নয়। বক্তব্য বোঝার অসুবিধে হলেই শ্রোতা বক্তার ভাষা ব্যবহারকে লক্ষ্য করে থাকে। উদ্দেশ্য অনুযায়ী, আগত বার্তার প্রকৃতি এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী শ্রবণকৌশল পৃথক হয়ে যায়। কোন্ কৌশলটি কোন্‌টির জন্য উপযুক্ত তা বুঝে নেবার জন্য শ্রোতার অনুশীলন প্রয়োজন।

গ. শ্রবণ প্রক্রিয়াটি বিশ্লেষণ

শ্রবণের আগের প্রস্তুতি

(১) কি শুনতে চলেছি তা বোঝা

(২) প্রয়োজনীয় পূর্বজ্ঞান

(৩) শোনবার ধরণ অর্থাৎ সামগ্রিক ধারণা অর্জন বা বিশেষ তথ্য জানা

শ্রবণের সময় ও পরে

(১) পূর্ব অনুমানের সঙ্গে মেলানো

(২) গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলিকে নির্বাচন করা গেল কিনা?

(৩) কোথায় ফাঁক রইল

(৪) সাহায্য গ্রহণ

শ্রবণের পরে

(১) নির্বাচিত শ্রবণ কৌশলের উপযুক্ততা বিচার

(২) বোধগম্যতার স্তর যাচাই

(৩) প্রয়োজনে কৌশল বদলের সিদ্ধান্ত

শ্রবণ কৌশল সম্পর্কিত ধারণা

(Top Down Strategy)	(Bottom Up Strategy)
তথ্য আহরণ কৌশল	ধারণা গঠন কৌশল
বিশেষ বিশেষ তথ্য সংগ্রহে মনোনিবেশ করা হয়	বার্তাটিকে বোঝার জন্য শব্দ, শব্দবন্ধ, বাক্যগঠন, ব্যাকরণবোধ ইত্যাদি বিশ্লেষণ করা হয়

ঘ. শ্রবণ দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা নানাবিধ

১। শ্রবণ যে একটি গুরুত্বপূর্ণ দক্ষতা সে বিষয়ে শিক্ষার্থীদের সচেতন করা।

২। কোথায় কোন ধরণের কৌশল ব্যবহার জরুরি তা বুঝতে পারা।

৩। কৌশল প্রয়োগে বোধগম্যতার মাত্রা যে বাড়ানো সম্ভব তা বুঝতে পারা।

৪। প্রেরিত বার্তার মধ্যে প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় অংশগুলিকে সনাক্ত করতে পারা।

৫। শ্রবণ দক্ষতার সঙ্গে মনোযোগ ও সক্রিয়তার সম্পর্কটিকে বুঝতে পারা।

ঙ. শ্রবণ দক্ষতা বিকাশের উপায়

১. শ্রবণ দক্ষতা

Given the importance of listening in language learning and teaching, it is essential for language teachers to help their students become effective listeners.

[The NCLRC, Washington, DC, 2004]

আপাতভাবে শ্রবণ প্রক্রিয়াটি চলাকালীন শ্রোতাকে নিষ্ক্রিয় মনে হলেও তাকে অনেক বিষয়েই সক্রিয় থাকতে হয়। যেমন—

(১) প্রেরিত বার্তাটির অর্থ উপলব্ধি করতে হয়

(২) পূর্বজ্ঞান ও ভাষাগত পারঙ্গমতাকে কাজে লাগিয়ে শ্রোতার বক্তব্যটিকে বিশ্লেষণ করতে হয়।

(৩) আগ্রহ ও মনোযোগ সহকারে বক্তব্যটিকে লক্ষ্য করতে হয়

(৪) কখনো বা শ্রোতার চাহিদা অনুযায়ী উত্তর দিতে হয়।

(৫) শিক্ষকের বক্তৃতা, রেডিওর খবর, ট্রেনের ঘোষণা, সিনেমা বা নাটকের সংলাপ, কবিতা পাঠ, শুভেচ্ছা বিনিময়ের শ্রবণের ধরন প্রতিক্ষেত্রেই পৃথক। তাই শ্রোতার প্রতিক্রিয়াও বিভিন্ন হতে বাধ্য।

২. শিক্ষকের ভূমিকা

(১) শ্রবণের প্রক্রিয়াটিতে সচেতনভাবে অংশগ্রহণ করতে বলবেন।

(২) বিদ্যালয়ে বা বাইরের যেকোনো শ্রবণ অভিজ্ঞতাকে মনোযোগ সহকারে বিশ্লেষণ করতে বলবেন।

(৩) কৌশল ব্যবহার করতে নির্দেশ দেবেন

(৪) সরব পাঠের সময় বই বন্ধ করে মনোযোগ দিয়ে শুনতে বলবেন।

(৫) শ্রুতলিখনের অনুশীলনে পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত বিষয় গ্রহণে উৎসাহিত করবেন।

(৬) দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে অজানা বিষয় অনুশীলন করাবেন।

(৭) গ্রামোফোন, টেপ রেকর্ডার ইত্যাদির ব্যবহারে উচ্চারণ, যতিপ্রয়োগ, কণ্ঠস্বরের ওঠানামার দিকগুলি বুঝিয়ে দেবেন।

৩. কাজের নমুনা

শ্রেণিকক্ষে ব্যবহারযোগ্য কাজের পাতার নমুনা—

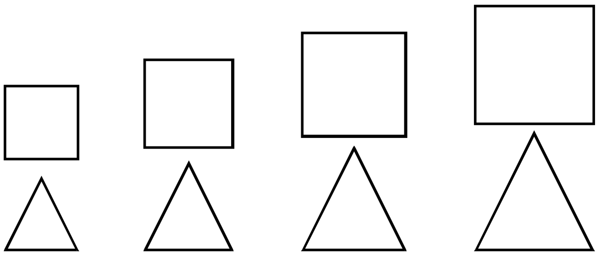

শিক্ষক কতগুলি বাক্য বলে নির্দেশ অনুযায়ী রঙ করতে বলবেন। যেমন—

(১) কালো ত্রিভুজটি সব থেকে ছোট

(২) হলুদ বাক্সটি সব থেকে বড়

(২) শিক্ষক কোন একটি অনুচ্ছেদ পাঠ করে বা রেকর্ডিং শোনাবেন। শিক্ষার্থীকে বলবেন এর মধ্য থেকে ক্রিয়া, বিশেষ্য ও ক্রিয়া বিশেষণগুলিকে আলাদা সারিতে তালিকাবদ্ধ করতে।

ক্রিয়াপদ	বিশেষ্য	ক্রিয়া বিশেষণ

(৩) একটি অনুচ্ছেদে কতগুলি সমোচ্চারিত ভিন্নার্থক শব্দ বার বার আসবে। কোন্ শব্দটি কতবার উচ্চারিত হলো তার সংখ্যা হিসেব করতে বলবেন। যেমন—

দীপ	বাড়ি	কোমল	স্বর
দ্বীপ	বারি	কমল	শর

(৪) অনুচ্ছেদটি শুনে শিক্ষার্থীদের ঘর ভরাতে বলবেন

নাম	সম্পর্ক	শ্রেণি	প্রিয় বিষয়	শখ
বরুণ		সপ্তম		
নবীন	মেজ			ফুটবল
শ্যামল			অংক	

(৫) ব্যাঙ্ক, পাশপোর্ট, জীবনপঞ্জি ইত্যাদি ফর্মপূরণ করতে বলবেন।

(৬) বংশ-তালিকা তৈরি করতে বলবেন। [নির্দেশ অনুসারে]

(৭) কোন গ্রাম/শহরের নক্সা তৈরি করতে বলবেন [নির্দেশ ভিত্তিক]

৩.৩.২ কথন

কথন বলতে সাধারণত কথা বলাকে বলা হয়। জন্মের পর বিভিন্ন শিশুর মধ্যে কথা বলার ক্ষমতার বিকাশ ঠিক একইভাবে ঘটে না। সাধারণতঃ সুস্থ সবল একটি শিশু মোটামুটিভাবে ছয় মাস পর থেকে দু-একটি অস্ফুট ধ্বনি উচ্চারণ করতে শেখে। বয়স বাড়ার সাথে সাথে বিভিন্ন ব্যক্তি কিংবা বস্তুবাচক বিচ্ছিন্ন শব্দসমূহ উচ্চারণ করার মধ্য দিয়ে শিশুর কথা বলার ক্ষমতার বিকাশ ঘটতে থাকে। ক্রমে ক্রমে ভাষা ব্যবহারের নিয়মিত চর্চার মাধ্যমে ভাব বিনিময় ও জীবনের সর্বস্তরে ভাষা প্রয়োগের দ্বারা শিশু ভাষা ব্যবহারে পারঙ্গম হয়ে ওঠে। কিন্তু সমস্যা হল শিশু তার পারিবারিক পরিবেশে যে ভাষায় অভ্যস্ত হয় সেটি তার স্থানীয় কথ্য ভাষা। কিন্তু সমাজের যে বৃহত্তর পরিবেশে তাকে বড়ো হয়ে উঠতে হবে, সকলের সঙ্গে মিলে মিশে কাজ করতে হবে সেই পরিবেশে চলে সর্বজনমান্য শিষ্ট চলিত ভাষা। কেননা সেই ভাষাই সমাজের মূল স্রোতের ভাষা। কথন দক্ষতা অর্জন বলতে সেই কথ্য ভাষারূপের দক্ষতা অর্জনকেই বোঝানো হয়ে থাকে। তবে এই প্রসঙ্গে একটা কথা বলা খুবই জরুরী তা হল কথা বলার দক্ষতা অর্জন করতে গেলে ভালোভাবে কানে শোনার অভ্যাস গঠন করতে হবে। অবশ্য শুধুমাত্র ভালো শোনার অভ্যাস গঠন হলেই যে ভালো কথা বলার দক্ষতা

অর্জিত হবে তা নয়। কারণ কথা বলার জন্য বাগযন্ত্রের সাহায্য প্রয়োজন। আর সেই বাগযন্ত্রেই যদি কোন সমস্যা থাকে অথবা শ্রবণে যদি কোনো সমস্যা থাকে তবে কথা বলার ক্ষেত্রেও সমস্যা দেখ দেয়। তবুও সকল প্রকার শিশুর শিক্ষাদানের জন্যই মানবজীবনে কথন দক্ষতা অর্জনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে পারা, সুন্দরভাবে কথা বলতে পারার বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করা, কথনের প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করতে পারা এবং সর্বোপরি কথন দক্ষতা বিকাশের উপায়গুলি জানা প্রয়োজন।

ক. গুরুত্ব

কথা বলতে পারা শিশুর জীবনের একটি স্বাভাবিক ঘটনা। (মূক শিক্ষার্থী ছাড়া) বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মাতৃভাষায় তার কথা বলা শুরু হয়। নিজের মনের মধ্যে জেগে ওঠা অসংখ্য কৌতূহল নিরসনের জন্য প্রিয়জনকে প্রশ্নের মাধ্যমে বিব্রত করতে থাকে। সামাজিক মেলামেশার পরিধি যত বাড়ে ততই ভাষা ব্যবহার ক্ষমতার উন্নতি ঘটে। বিভিন্ন গণমাধ্যম ও বিদ্যালয়ের শিক্ষা তার কথন দক্ষতার বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। কোন কোন ছাত্র বেশ গুছিয়ে কথা বলতে পারে। আবার কেউ বা বক্তব্যটিকে সঠিক ভাবে পৌঁছে দিতে পারে না। স্থান-কাল-পাত্র ভেদে যে কথা বলার ধরণে পার্থক্য এসে যায় সেটি ভাল ভাবে বুঝতে পারে না। যথাযথ কথনের দক্ষতার অভাবে পরিবেশের সঙ্গে সঙ্গতিবিধানে অসুবিধে হয়। একারণে বিদ্যালয়ে কথন দক্ষতা অভ্যাসের প্রয়োজন দেখা দেয়। বাড়িতে সে শুধুমাত্র পরিচিত মানুষজনের সঙ্গে কথা বলে কিন্তু বাড়ির বাইরের জগতেও নানান পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হবে তাকে। সেক্ষেত্রে বাচিক স্বনির্ভরতা অর্জন একান্তই কাম্য।

খ. প্রয়োজনীয়তা

সুন্দর কথা বলার কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে।

(ক) শ্রবণযোগ্যতা (Audibility)

(খ) স্পষ্টতা (Clarity)

(গ) কার্যকারিতা (Effectiveness)

(ঘ) অনায়াসভঙ্গি (Ease)

(ঙ) বাকপটুত্ব (Elocution)

(চ) অনর্গল বলা (Fluency)

(ছ) সৌন্দর্য বিধান (Elegance)

গ. শ্রবণ ও কথনের সম্পর্ক

১। ধ্বনিরূপ শনাক্ত করে	১। অর্থপূর্ণ ধ্বনিরূপ উৎপন্ন করে
২। বার্তা বা তথ্য শনাক্ত করে	২। বার্তা বা তথ্য প্রদান করে
৩। ভাষার অন্বয়গত কাঠামোকে বুঝতে চায়	৩। বক্তব্যকে ভাষার অর্থপূর্ণ কাঠামোতে প্রকাশ করে
৪। যথাযথ মনোভঙ্গিকে সনাক্ত করে	৪। যথাযথ মনোভঙ্গিকে প্রকাশ করার চেষ্টা করে
৫। আগত বার্তাটি থেকে বক্তব্যের ঝোঁক, ছন্দ এবং মেজাজটিকে ধরতে চায়	৫। বক্তব্যের ঝোঁক, মেজাজ এবং ছন্দকে যথোপযুক্ত ভাষা ব্যবহারে ফুটিয়ে তোলে।

অর্থাৎ বলাই চলে একটি দক্ষতার বিকাশে অন্য দক্ষতাটিও সমৃদ্ধ হয়।

ঘ. কথন দক্ষতার ক্ষেত্র

ঙ. কথন দক্ষতার প্রয়োজনীয়তা

১। কথন দক্ষতা গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগের মাধ্যম।

২। মনের ভাবকে সুন্দর, সুগ্রথিত ও সুবিন্যস্ত রূপে প্রকাশ করতে শেখায়।

৩। পরিমার্জিত রুচিশীল ভাষা প্রয়োগে উৎসাহী করে।

৪। রসাত্মক বাক্য ব্যবহারে দক্ষ করে।

৫। নিজস্ব কথনরীতি বা স্টাইল তৈরি করতে শেখায়।

৬। ভাষা প্রয়োগে স্পষ্টতা আনে।

৭। নির্ভুল উচ্চারণ, ব্যাকরণজ্ঞান ও নতুন নতুন শব্দপ্রয়োগের কুশলতা শেখায়।

চ. কথন দক্ষতা বিকাশের উপায়

১. কথন দক্ষতা বিকাশের উপায়

প্রকৃতিগত ভাবে কথন দুধরনের—

১) বিষয়ভিত্তিক (Subject Oriented) ঃ বক্তব্যকে প্রাধান্য দেয়

২) রীতিভিত্তিক (Form Oriented) ঃ বলার ভঙ্গিমা বা উপস্থাপনার রীতিকে গুরুত্ব দেয়।

ভাল বক্তা এই দুটি দিককেই মেলাতে পারেন। তার জ্ঞানের বিস্তৃতি ও অনুশীলন এই কাজটিকে সহজতর করতে সক্ষম। একারণে তার চারপাশে ঘটে চলা সবধরনের কথন ভঙ্গিকেই মনোযোগ সহকারে শোনার অভ্যাস করা উচিত।

২. ভাষাগত দক্ষতা

"Speaking activities are probably the most demanding for students and teachers in terms of the affective factors involved. Trying to produce language in front of other students can generate high level of anxiety. Students may feel that they are presenting themselves at a much lower level of cognitive ability than they really possess...."

[Tricia Hedge / 2008]

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে [বিশেষতঃ কথনে] শিক্ষার্থীদের আনুভূতিক ক্ষেত্রের সম্পর্কটিকে সুন্দর করে তুলে ধরা হয়েছে। শ্রেণিকক্ষে শিক্ষককে এমন অনেক শিক্ষার্থীর মোকাবিলা করতে হয় যারা বিভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। কেউ কেউ লাজুক, কেউ বা অতিরিক্ত উচ্ছ্বল, কেউ বা নিজেদেরকে ঠিক মেলাতে পারে না বলে গুটিয়ে রাখে। কারো কারো মধ্যে অন্যের সামনে অপমানিত হবার ভয় অনেক বেশী, কেউ বা খুব সাহসী, সব কাজেই এগিয়ে আসে। অনর্থক বেশী তাড়াহুড়ো করে সব গুলিয়ে ফেলে। কথনের সঙ্গে এর ঘনিষ্ঠ যোগ বর্তমান। দ্বিতীয় ভাষা তো বটেই প্রথম ভাষা শিক্ষার বিষয়ের দক্ষতা দেখাবার ক্ষেত্রে (বিশেষত কথনে) অনেক শিক্ষার্থীই ততটা স্বচ্ছন্দ নয়। ভাষা শিক্ষককে সচেতনভাবে এই শিক্ষার্থীদের অনুশীলনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. শিক্ষকের ভূমিকা

(১) শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি, ভাষাগত দক্ষতা, রুচি, সামর্থ্য বিচার করে কাজ (Task) নির্বাচন করবেন।

(২) কাজের বিষয়টির লক্ষ্য ও অর্জিত সামর্থ্যের ধারণাটি বুঝিয়ে বলবেন

(৩) সহায়কের ভূমিকায় থাকবেন। ত্রুটি ধরার চেষ্টা করবেন না।

(৪) নিজে আদর্শ কথনের নমুনা দেবার চেষ্টা করবেন। প্রয়োজনে টেপ রেকর্ডার, রেডিও, দূরদর্শনের প্রোগ্রাম দেখাতে পারেন।

(৫) বলার বিষয়টির জন্য প্রয়োজনীয় শব্দ ভাণ্ডারের জ্ঞান, ব্যাকরণের জ্ঞান এবং কী উদ্দেশ্যে বলা হচ্ছে বুঝিয়ে বলবেন। যাতে তারা উৎসাহী হয়।

(৬) প্রত্যেক ভাষারই কথা বলবার ধরণে তার নিজস্ব সমাজ-সংস্কৃতির নিয়মনীতির প্রভাব থাকে। সেদিকটি বুঝিয়ে বলুন।

(৭) শিক্ষার্থীদের প্রস্তুতির জন্য সময় দিন। যাতে তারা বক্তব্য বিষয়কে মনের মধ্যে সাজিয়ে নিতে পারে।

(৮) বলার বিষয় নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের স্বাধীনতা দিন। কখনো হালকা বিষয় কখনো বা ভারী বিষয় বেছে দিন।

(৯) কথনের সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন। অল্প সময় দিয়েই শুরু করা ভাল। (৫ মিনিট বা ৩ মিনিট)

(১০) নিজের মতামতকে প্রকাশের সুযোগ দিন। আত্মবিশ্বাস বাড়বে।

(১১) উৎসাহবাচক সমালোচনা করুন। ত্রুটির দিকগুলি নিয়ে পরবর্তী শ্রেণিতে আলোচনা করা যেতে পারে।

(১২) নিজেদের মূল্যায়নের সুযোগ দিন।

(১৩) প্রয়োজনে আলাদাভাবে শিক্ষার্থীদের উচ্চারণের ত্রুটি বা জড়তা সংশোধন করুন।

৪. দক্ষতা বিকাশের বিভিন্ন উপায়

১। কয়েকটি ছবি দেখিয়ে ঘটনাটি ভাষায় বলতে দিন।

২। ছড়া, স্তোত্র, কবিতা আবৃত্তি করানো যেতে পারে।

৩। গান শুনিয়ে গাইতে বলা যায়।

৪। মৌখিক প্রশ্ন-উত্তর পদ্ধতি ব্যবহার করা চলে।

৫। পরিস্থিতি বলে বিভিন্ন ভূমিকায় অভিনয় করানো যেতে পারে।

৬। পাঠ্যপুস্তকের বাইরের সাহিত্য পাঠে উৎসাহী করা চলে।

৭। তাৎক্ষণিক বক্তৃতা

৮। বিতর্ক

৯। কয়েকটি কার্ডে একটি গল্পের বিভিন্ন অংশ লিখে সেই ফাঁক ভরানো যেতে পারে। (সকলের প্রচেষ্টায়)

১০। যে কোনো ধরণের কথা বলার অভিজ্ঞতাকেই শিক্ষক কথন চর্চার অনুশীলনে ব্যবহার করতে পারেন।

৩.৩.৩ পঠন

ভাষাগত দক্ষতা অর্জনে পঠনের গুরুত্ব অপরিসীম। একটি ভাষা-পরিবেশে জন্মগ্রহণ করার সুবাদে কোনো ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার মাতৃভাষায় কথা বলতে শেখে এবং অন্যের কথা শুনে বুঝতে পারে। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যখন সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহত্তর জগতে প্রবেশ করতে চায় তখন তাকে পঠনের সাহায্য গ্রহণ করতেই হয়। শ্রবণ ও কথনের সঙ্গে বিধিবদ্ধ শিক্ষায় শিক্ষিত হবার প্রয়োজন ততটা নেই কিন্তু পঠন ও লিখন দক্ষতার বিকাশে বিধিবদ্ধ শিক্ষাগ্রহণ একান্তই আবশ্যিক। পঠনের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর জ্ঞানের পরিধি বাড়ে, ধীশক্তি, কল্পনাশক্তি, বিচারবোধের উন্মেষ ঘটে, যে কোন পেশার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞান আয়ত্ত করতে পারে, প্রক্ষোভিক বিকাশের গতিও সুসমঞ্জস হয়। এই এককটি পাঠ করে পঠন দক্ষতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা বুঝে নেওয়া যাবে এবং পঠন দক্ষতা বিকাশের উপায়গুলির সন্ধান পাওয়া যাবে।

ক. পঠনের গুরুত্ব

কোন একটি পাঠ্যাংশের পাঠ করার সময় আপনি নিজের অজান্তেই একটি সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়ে পড়লেন। এক্ষেত্রে আপনার সক্রিয়তা একান্তই কাম্য। Goodman (1967) এর ভাষায় এটি একধরণের ‘Psycholinguistic Guessing Game’। ভাষাভিত্তিক অনুমানের এই খেলায় আপনি আপনার পূর্বজ্ঞান সম্বল করে অর্থোদ্ধারে লিপ্ত হলেন।

—“From this Perspective, reading can be seen as a kind of dialogue between the reader and the text or even between the reader and the author.” (Widdowson/1979)

পঠনক্রিয়ায় দুটি ঘটনাই ঘটতে পারে —

(১) পড়ার সময় পাঠক নিজস্ব ব্যাখ্যার নিরিখে পাঠটিকে বিচার করতে পারেন

(২) লেখকের মূল ভাবনাটিকেও পাঠে প্রকাশ করতে পারেন

কবিতা আবৃত্তি বা সাহিত্য পাঠের মধ্যে এ ধরণের প্রয়াস লক্ষিত হয়।

খ. মাতৃভাষা শিক্ষায় পঠনের লক্ষ্য

১। মাতৃভাষার সুবিশাল জ্ঞান ভাণ্ডারের যে কোন বিষয় পড়তে পারা

২। উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠের প্রকৃতির পরিবর্তন করা

৩। সরবপাঠ, নীরবপাঠ ও আবৃত্তির দক্ষতা বৃদ্ধি

৪। ভাষাজ্ঞানের বিস্তার (শব্দভাণ্ডার, অন্বয়, ব্যাকরণ)

৫। পাঠের মাধ্যমে অর্থোপলব্ধি

৬। অর্জিত জ্ঞানকে তর্কবিতর্ক ও আলোচনায় প্রয়োগ করতে পারা

৭। পঠন প্রক্রিয়াটিকে বিশ্লেষণ করতে পারা

৮। পঠনের মাধ্যমে মূল্যবোধের বিকাশ।

গ. উদ্দেশ্য অনুযায়ী পাঠগত তারতম্য

পঠন একটি উদ্দেশ্য ভিত্তিক সক্রিয়তা। বিভিন্ন কারণে পাঠ করা হয়—

(১) কোন তথ্য জানার জন্য

(২) নিজের মনের কোনো প্রশ্নের উত্তর পাবার জন্য

(৩) নিছক আনন্দলাভের জন্য

(৪) পাঠ্যাংশের সমালোচনা করার জন্য

(৫) লেখাটি সম্পর্কে ধারণা নেবার জন্য

(৬) কোন তথ্য যাচাই-এর জন্য

(৭) কোন বিষয়কে খুঁটিয়ে বিচারের জন্য

পাঠের উদ্দেশ্য ঃ পাঠকের বিষয়বস্তু নির্বাচনে পঠন প্রক্রিয়া ও পঠন কৌশল গ্রহণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ প্রভাব ফেলে। এই বিচারে শিক্ষার্থীর প্রশ্নপত্র পড়ার ধরন, কবিতা পড়ার ধরন, সংবাদপত্র দেখার ধরন ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভারী লেখা পড়ার ধরনে তারতম্য আনে।

ঘ. সরব পাঠ ও নীরব পাঠ

যে পাঠে রব বা ধ্বনি সৃষ্টি হয় তাকে বলে সরব পাঠ। যে পাঠে রব বা ধ্বনির উদ্ভব হয় না তাকে বলে নীরব পাঠ। নিম্নশ্রেণিতে ভাষাশিক্ষার ক্ষেত্রে সরবপাঠ একান্ত অপরিহার্য। কারণ সে সময় তারা পাঠদক্ষতা অর্জন করে আদর্শপাঠের উপযুক্ত হয়ে ওঠে। যথাযথ পাঠের মাধ্যমে নির্ভুল উচ্চারণে ভাবনার প্রকাশ ঘটায়। ছেদ, যতি, বিরামচিহ্ন সহযোগে ভাবের সঠিক অভিব্যক্তি ঘটাতে শেখে। সঠিক আবৃত্তি ও সরব পাঠ উপলব্ধি ও রসাস্বাদনের জন্য অপরিহার্য। সরবপাঠে দক্ষতা অর্জনের পর উচ্চতর শ্রেণিশিক্ষণে নীরব পাঠের চর্চা চলে। অনেক বিষয় পড়তে গেলে নীরবপাঠ দক্ষতা একান্ত জরুরী।

ঙ. আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্য

(১) নির্ভুলতা — পাঠ্য বিষয়কে নির্ভুল ভাবে পড়তে পারা

(২) গতি — শিক্ষার মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট গতি বজায় রেখে পাঠ করতে পারা

(৩) উপলব্ধি — কোনো বিষয় পাঠ করে তার অন্তর্নিহিত ভাবটিকে বুঝে নিতে পারা। ভাষাপ্রয়োগ, শব্দচয়ন, ছন্দ, উপমা, অলংকার ও মাধুর্যটিকে বুঝে নিতে পারা

(৪) অভিব্যক্তি — পাঠ্যবিষয়ের মধ্যে যে ভাবনা, আবেগ, অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে তাকে কণ্ঠস্বরের ওঠানামা, প্রকাশভঙ্গির যথাযথ প্রকাশে মূর্ত করে তোলা।

চ. পাঠ্যপুস্তকের ভাষা ও পঠন

পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্বাচনে সাধারণত কোনো না কোনো সাহিত্যের অংশকে গুরুত্ব দেওয়া হয়। যেগুলি সাংস্কৃতিক বিচারে উচ্চপর্যায়ের সৃষ্টি বলা চলে। কথ্য ভাষার সঙ্গে নির্বাচিত পাঠ্যাংশের ভাষাগত তারতম্য লক্ষিত হয়। এক্ষেত্রে পাঠ্যাংশের তাৎপর্য উপলব্ধির জন্য শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণ ও বাক্যগঠনরীতির বুৎপত্তি অর্জনের প্রয়োজন হয়। সেগুলি বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন দেখা দেয়। শুধু পাঠ করলেই অর্থ বোঝা যায় না। কিন্তু অপেক্ষাকৃত দুর্বল শিক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে সাধারণ বিষয়ভিত্তিক রচনাকেও নির্বাচনের সময় বিচার করা উচিত।

ভাল পাঠক বলতে কাদের বুঝি ?

১। পাঠে আগ্রহী

২। উদ্দেশ্য বুঝে পাঠ করে এবং পাঠের মাধ্যমে উদ্দেশ্যকে খুঁজে পায়।

৩। বিষয় ভেদে পাঠরীতি বদল ঘটাতে সক্ষম

৪। পঠিত অংশের প্রয়োজনীয় তথ্যাদির সমন্বয় ঘটাতে সক্ষম

৫। শব্দ ব্যবহার, বাক্যগঠনরীতি, অন্বয়, ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য, ছন্দ, অলংকার নজর করে ভাব উপলব্ধির চেষ্টা করে

৬। প্রয়োজন মত কৌশল (Top Down Strategy এবং Bottom Up Strategy) ব্যবহারে সমর্থ হবে।

ছ. পাঠগত দক্ষতা অর্জনের উপায়

শিক্ষার্থী যাতে স্বনির্ভর হয় সেজন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর উপযুক্ত প্রশিক্ষণ। পাঠ-দক্ষতা ভাষা শিক্ষার আত্তীকরণে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। এই দক্ষতা ত্রিবিধ —

১) অর্জন দক্ষতা (Gathering Skills)

২) ধারণ ক্ষমতা (Storing Skills)

৩) পুনরুদ্রেক ক্ষমতা (Retrieval Skills)

অর্জন দক্ষতার সাহায্যে শিক্ষার্থী দ্রুততার সঙ্গে প্রয়োজনীয় তথ্য খুঁজে নিতে পারে, প্রয়োজনীয় অংশকে

সনাক্ত করে সংগ্রহ করে রাখতে পারে। প্রয়োজনে তাকে কাজে লাগাতে পারে। যেমন—অভিধান ব্যবহার।

ধারণ দক্ষতার সাহায্যে শিক্ষার্থী সংগৃহীত তথ্যকে সংরক্ষণ করে রাখতে পারে। স্মরণশক্তি সীমিত হলে মূল অংশগুলিকে নির্বাচন করার প্রয়োজন দেখা দেয়। বিষয়বস্তুর গুরুত্বপূর্ণ অংশকে বুঝে নিতে পারলে অপেক্ষাকৃত কম প্রয়োজনীয় বিষয়কে আলাদা করা সম্ভব। তারপর বক্তব্যের পারম্পর্য অনুযায়ী সেগুলোকে লিখে ফেলা সম্ভব। কোন্ বই পড়ে 'নোট' তৈরি করার ক্ষেত্রে এই ক্ষমতা কার্যকরী হয়।

পুনরুদ্রেক ক্ষমতা ঃ এই দক্ষতার সাহায্যে অর্জিত ধারণাগুলিকে যুক্তিনির্ভর ভাবে সাজিয়ে ফেলা সম্ভব। কোনো বিষয় পাঠের পর সারাংশ লিখন।

১. উদ্দেশ্য ভিত্তিক পাঠ

বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের যে সমস্ত গদ্য, পদ্য, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, নাট্যাংশ ইত্যাদি পড়তে হয় সেগুলি পড়ার জন্য পাঠের ধরনের বদল হয়। উদ্দেশ্য ভিত্তিক পাঠ তিন ধরনের —

(১) চর্বণা পাঠ

(২) স্বাদনা পাঠ

(৩) ধারণা পাঠ

- ধারণা পাঠ — কোনো কোনো পাঠ্যবিষয় পাঠের ক্ষেত্রে সাধারণ ধারণা অর্জনের প্রয়োজন বড়ো হয়ে ওঠে। একে বলে ধারণা পাঠ। যেমন—সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রের পাঠ কিম্বা দ্রুতপঠনের জন্য নির্বাচিত পাঠ্যাংশের পাঠ।
- কবিতা পাঠের ক্ষেত্রে রসাস্বাদনই মুখ্য বিষয়। কবিতার যথাযথ পাঠ তাই শব্দ, বাক্যগঠন, ব্যাকরণের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ নয়। কবির মূল অনুভূতিটিই এক্ষেত্রে অন্বিষ্ট। মন্ময় প্রবন্ধ ও আত্মজীবনী পাঠের ক্ষেত্রে এই ধরণের পাঠই কাম্য।
- কোনো কোনো প্রবন্ধ ও তর্কবিতর্কের আলোচনা পাঠের ক্ষেত্রে যুক্তি, বুদ্ধি, ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণের প্রয়োজন হয়। অনুপুঙ্খ বিচার সাপেক্ষেই এই ধরণের প্রবন্ধের অর্থ উপলব্ধি সম্ভব। এই কাজে চর্বনা পাঠ বিশেষ উপযোগী।

২. শিক্ষকের ভূমিকা

(১) পাঠের দক্ষতা অর্জনের দিকে শিক্ষার্থীর সচেতনতা গড়ে তোলা প্রয়োজন। কী পড়ছে তার থেকেও জরুরি কিভাবে পড়ছে সেই প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে পারা।

(২) বয়স, সামর্থ্য, শ্রেণি অনুযায়ী কাজের (Task) বিষয় স্থির করবেন।

(৩) বিভিন্ন ধরনের পাঠের অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ করতে চাইবেন।

(৪) পাঠ ভেদে কৌশল নির্বাচনের ভিন্নতার কারণ বুঝিয়ে দেবেন

(৫) শ্রেণির পাঠের বাইরের বই পড়ায় উৎসাহিত করবেন এবং পাঠের সময় সচেতন ভাবে পড়া শেষ করতে বলবেন।

(৬) পাঠসমাপ্তির পর বোধগম্যতার স্তর ও কৌশলগুলির উপযুক্ততা যাচাই করতে বলবেন।

৩. পাঠগত কৌশলের সমন্বয় সাধন

পাঠের আগের পরিকল্পনা

(১) কোন্ ধরণের বিষয় পাঠ করা হবে সেটি স্থির করা

(২) প্রয়োজনীয় ভাষাগত ও পরিপ্রেক্ষিতের ধারণা

(৩) পাঠ্যাংশের সামগ্রিক ধারণা না শব্দ, শব্দবন্ধের অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণ—সে সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ

পাঠের সময় ও পরের কাজ ঃ অর্থের ধারণা গঠন

১। পূর্বানুমান যাচাই

২। কোন্‌টি প্রয়োজনীয় আর কোন্‌টি ততটা প্রয়োজনীয় নয় তা বুঝে নেওয়া

৩। অর্থ বোঝার জন্য আবার পড়া

৪। প্রয়োজনে সাহায্যগ্রহণ

পাঠের পরবর্তী পদক্ষেপ ঃ বোধগম্যতার স্তর ও কৌশল নির্বাচনের মূল্যায়ন

১। কোনো একটি পাঠের ক্ষেত্রে অর্জিত সামর্থ্যের মূল্যায়ন

২। পাঠের বোধগম্যতার মাত্রা বিচার

৩। ব্যবহৃত কৌশলটির উপযুক্ততা বিচার

৪। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন সাধন

৪. মনে রাখবার বিষয়

পাঠ্যাংশ নির্বাচনের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর বয়স, শিক্ষাগত সামর্থ্য, ভাষাগত কাঠিন্য, প্রয়োজনীয় সময় ইত্যাদি দিকে লক্ষ্য রাখা জরুরি।

শিক্ষার্থীদের কাছে পাঠের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য যেন স্পষ্ট হয়। কাজের অর্থটি স্পষ্ট না হলে কাজে উৎসাহ পাওয়া যায় না।

প্রয়োজনে তাদের পছন্দসই বিষয় বেছে নেবার সুযোগ দেওয়া যেতে পারে। গ্রন্থাগার বা সংবাদপত্র থেকে পছন্দের কাজের বিষয় শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বেছে নিতে পারে।

যেখানে সরবপাঠে অসুবিধে নেই সেখানেই কেবল সরবপাঠ করানো উচিত। শ্রেণীকক্ষে নীরবপাঠে উৎসাহিত করাই ভালো। বরং বলা যায় 'পড়বার' সময় লক্ষ্য করে পড়। শিক্ষার্থীরা নিজেরাই বারবার পড়ে মর্মোদ্ধার করার চেষ্টা করবে।

শিক্ষকের সরবপাঠ অনেকসময় শিক্ষার্থীর মনে শব্দের উচ্চারণ ও শব্দবন্ধের প্রয়োগ সম্পর্কে প্রাথমিক ধারণা তৈরি করে (বিশেষতঃ প্রথম ভাষার ক্ষেত্রে) যা তাদের নিজস্ব চেষ্টাকে প্রভাবিত করতে পারে। নিজে পড়ার চেষ্টা করলে (প্রভাব ছাড়া) শব্দের থেকেও ভাবনাটি বোঝার দিকে সে বেশী গুরুত্ব দেবে তাতে পঠনের মূল প্রয়োজনটি সাধিত হবে।

৩.৩.৪ লিখন

মানুষের ভাব প্রকাশের মাধ্যম হল ভাষা। কথার মাধ্যমে ভাব প্রকাশের কাজটি কেবলমাত্র বর্তমান কাল ও সামনে উপস্থিত ব্যক্তিকে লক্ষ্য করেই ঘটতে পারে। অনির্দিষ্ট ব্যক্তি ও ভাবকালের উদ্দেশ্যে কোনো ভাব নিবেদন করতে হলে শুধুমাত্র মৌখিক ভাষায় তা করা সম্ভব নয়। তাই বলা যায় মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব, অনুভূতি, কল্পনা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বা অন্যের রচনা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যম হল লিখন। অন্যান্য দক্ষতার বিকাশের জন্য যেমন পরিকল্পিত অনুশীলন প্রয়োজন লিখন দক্ষতার বিকাশের জন্যও বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণীতে লিখন দক্ষতামূলক কার্যাবলীর অন্তর্ভুক্তি ঘটেছে। ভাষার লিখিত রূপ কতগুলি অর্থহীন রেখা বিন্যাসের সাহায্যে তৈরি বর্ণকে নিয়ে সৃষ্ট। প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব বর্ণমালা আছে। বিভিন্ন বর্ণের সংযোগে গড়ে ওঠে অর্থপূর্ণ এক একটি শব্দ। কতগুলি শব্দ মিলে গড়ে ওঠে অর্থময় এক একটি বাক্য। বর্ণ-শব্দ-বাক্য সহযোগে রচিত হয় ভাষার লিখিত রূপ। শিশুদের ভাষাগত দক্ষতা অর্জনের একটি বড় ক্ষেত্র জুড়ে রয়েছে লিখন শিক্ষা। সুন্দর হস্তাক্ষরের মধ্য দিয়ে লেখকের রুচিবোধ, সৌন্দর্যবোধের প্রকাশ ঘটে। আবার যে বক্তব্য, ভাব বা অনুভূতিকে তিনি এই হস্তাক্ষরের মাধ্যমে স্থায়ীরূপ দিতে চান সেটিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। আলোচ্য এককটির মধ্যে লিখন দক্ষতার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তার দিকটি আলোচনা করা হল। লিখন দক্ষতা অর্জনের প্রক্রিয়াটি কেমন তা জানার চেষ্টা করা হবে এবং কি উপায়ে লিখন দক্ষতার বিকাশ ঘটানো সম্ভব তাও জানার চেষ্টা থাকবে।

ক. লিখন দক্ষতা

"Writing is the result of employing strategies to manage the composing process, which is one of gradually developing a text. It involves a number of activities : setting goals, generating ideas, organizing information, selecting appropriate language, making a draft, reading and renewing it,, them revising and editing. It is a complex process which is neither easy nor spontaneous...."

[Tricia Hedge / 2008]

উপরিউক্ত অনুচ্ছেদে লিখন প্রক্রিয়াটিকে একটি সচেতন চিন্তন প্রক্রিয়া হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। বিভিন্ন কার্যাবলী এই প্রক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত।

(১) লক্ষ্যবস্তু স্থির করা

(২) ভাবনার রূপায়ন

(৩) তথ্যগুলির বিন্যাস

(৪) যথাযথ ভাষা নির্বাচন

(৫) লেখার খসড়া তৈরি

(৬) পড়া এবং পুনর্বিচার করা

(৭) পরিমার্জন ও সম্পাদনা

এই দিক গুলি বিচার করে বলা বাহুল্য যে লিখন একটি অত্যন্ত জটিল প্রক্রিয়া যা একেবারেই সহজ ও স্বতস্ফূর্ত ঘটনা নয়।

খ. রচনা-নির্মানের লক্ষ্যবস্তু

প্রত্যেক রচনা-নির্মানের লক্ষ্যবস্তু হল স্বচ্ছ এবং যথাযথ যোগাযোগ সাধন। এই বিষয়টিকে একটি রেখাচিত্রের সাহায্যে বোঝা যেতে পারে—

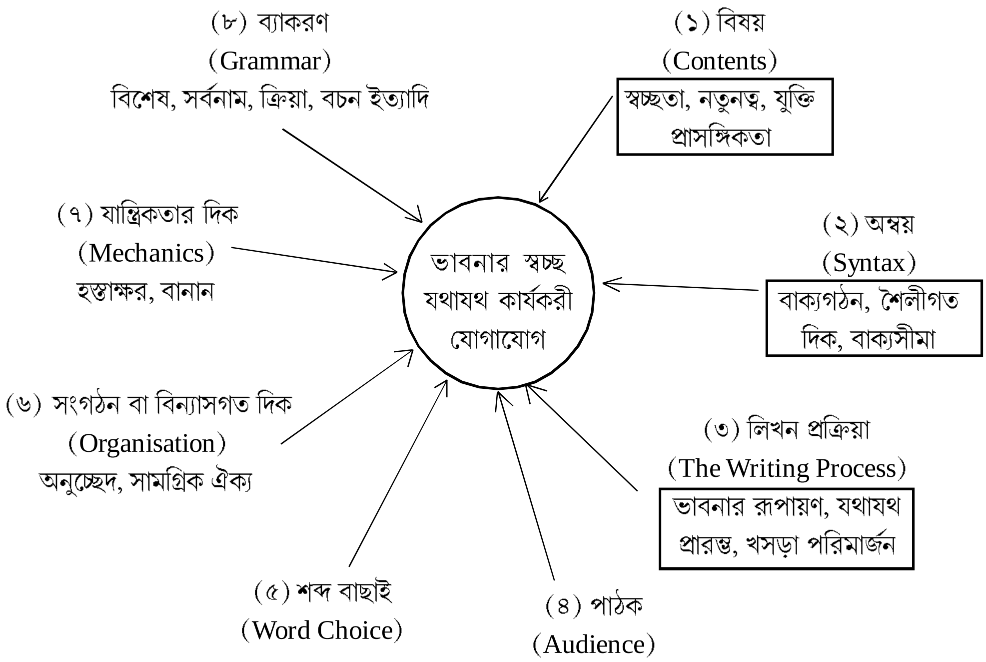

উপরের চিত্র থেকে স্পষ্টভাবেই লিখন দক্ষতার সঙ্গে জড়িত উপাদানগুলিকে চিহ্নিত করা যায়—

(১) বিষয় (২) অন্বয় (৩) লিখন প্রক্রিয়া (৪) পাঠকের চাহিদা (৫) শব্দ নির্বাচন (৬) সংগঠন (৭) যান্ত্রিকতা (৮) ব্যাকরণ

এছাড়াও প্রত্যেক ভাষার কথন লিখনে সমাজ-সংস্কৃতিগত নিয়ম কানুনের একটা পরোক্ষ প্রভাব থাকে। প্রত্যেক স্বাধীন বা মৌলিক রচনার ক্ষেত্রে তার প্রকাশ ঘটে থাকে।

গ. সৃজনশীলতা সত্তা

কথা বলার সুযোগ থাকলেও অনেক সময় লিখিত ভাবে মনের ভাব, অনুভূতি, মতামত প্রকাশের প্রয়োজন দেখা দেয়। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর মধ্যে যে সৃজনশীল সত্তা থাকে তার পরিপূর্ণ বিকাশের জন্য লিখন দক্ষতা একজন শিক্ষার্থীর অবশ্য শিক্ষণীয় সামর্থ্য। শিক্ষা গ্রহণের পর যে কোন পেশায় নিজেকে প্রস্তুত করার জন্য লিখন দক্ষতায় পারদর্শী হওয়া প্রয়োজন। শিক্ষাগত দক্ষতার মূল্যায়নে নিজেকে সক্ষম প্রমাণিত করার জন্য লিখন দক্ষতায় পারদর্শিতা অর্জন জরুরী। এছাড়াও বিভিন্ন আবেদনপত্র, দরখাস্ত, প্রতিবেদন, পত্র-পত্রিকার রচনা তৈরির কাজেও লিখন দক্ষতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে লিখন দক্ষতা অপরিহার্য অঙ্গস্বরূপ। বিদ্যালয় স্তরে যে ধরনের লিখনের অভ্যাস করানোর কথা ভাবা হয়েছে সেগুলি হল—

(১) গল্প লিখন (২) অনুচ্ছেদ রচনা (৩) পত্রলিখন (৪) বোধ পরীক্ষণ (৫) সারাংশ লিখন (৬) ভাব সম্প্রসারণ (৭) প্রবন্ধ রচনা (৮) মৌলিক রচনা (৯) শ্রুতি লিখন।

এ সমস্ত কার্যাবলীর সাহায্যে শিক্ষার্থীদের মধ্যে স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ ঘটাবার চেষ্টা করা হয়েছে।

ঘ. কথনের বৈশিষ্ট্য

লিখনের সঙ্গে কথনের সম্পর্ক অতি নিবিড়। কি উদ্দেশ্যে কাকে কথাটি বলা হচ্ছে তার প্রকৃতির উপর যেমন কথনের বৈশিষ্ট্য নির্ভর করে তেমনই কাকে উদ্দেশ্য করে কেন লেখাটি তৈরি হচ্ছে তার চাহিদার ভিত্তিতে লেখার বৈশিষ্ট্য বদলে যায়। সেই অনুযায়ী বাক্যগঠনরীতি, শব্দব্যবহার, ঝোঁক, মেজাজ, সমাজ-সংস্কৃতিক নিয়মনীতির চাহিদাটি রক্ষা করা হয়। কথনের ক্ষেত্রে যেমন শুদ্ধ উচ্চারণ, ব্যাকরণের জ্ঞান, ছন্দ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় লিখনের ক্ষেত্রে তেমনি বানানের শুদ্ধতা, ব্যাকরণের জ্ঞান, ছন্দ, অলংকার ইত্যাদির ঘনিষ্ঠ যোগ রয়েছে। কথনের ক্ষেত্রে যেমন ছেদ, যতি, বিরামচিহ্নের বিশেষ গুরুত্ব আছে লিখনের ক্ষেত্রেও তেমনি ছেদ, যতি, বিরামচিহ্ন প্রয়োগের বিশেষ ভূমিকা আছে। মনের ভাবকে যথাযথ ভাষায় গুছিয়ে মৌখিক ভাবে প্রকাশ করার মাধ্যম হল কথন আর মনের ভাবকে লিখিত আকারে সুন্দর সুবিন্যস্ত করে প্রকাশের মাধ্যম হল লিখন।

ঙ. লিখন দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা

১। স্বাধীন রচনাশক্তির বিকাশ সাধন।

২। কল্পনাশক্তি ও চিন্তাশক্তির বিকাশ সাধন।

৩। লিখনের প্রক্রিয়াটিকে বুঝতে পারা।

৪। লিখনের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলিকে সনাক্ত করতে পারা।

৫। ভবিষ্যৎ জীবনের উপযোগী নির্ভুল ভাষা ব্যবহারে স্বনির্ভর করে তোলা।

৬। নিজের জ্ঞান-বিজ্ঞানের ধারণাকে স্বাধীনভাবে প্রকাশ করতে পারা।

৭। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ ইত্যাদি সাহিত্য চর্চার উপযুক্ত হয়ে ওঠা।

৮। নির্ভুল বানান ও উচ্চারণের দক্ষতা অর্জন।

৯। ব্যাকরণ ও বাগধারা প্রবাদ প্রবচনকে স্বাধীন রচনায় প্রকাশ করতে পারা।

১০। সুন্দর, রুচিশীল হস্তাক্ষরের কুশলতা অর্জন করা।

চ. লিখন দক্ষতা বিকাশের ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা

১। যেহেতু লেখার মাধ্যমে মনের ভাব প্রকাশের প্রসঙ্গ আসছে সে কারণে সুন্দর হস্তাক্ষর শিক্ষার দিকে প্রাথমিক নজর দেওয়া প্রয়োজন। সুন্দর লিখনের তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের দিকে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবেন।

(ক) **স্পষ্টতা** (Legibility) — শব্দের মধ্যে বর্ণগুওলি পরস্পর থেকে নির্দিষ্ট দূরত্বে স্পষ্টভাবে সঠিক ও নিয়মিত আকার নিয়ে সজ্জিত থাকবে।

(খ) **দ্রুততা** (Rapidity) — খুব ধীরে ধীরে অনেকেই স্পষ্ট, সুন্দর করে লিখতে পারে কিন্তু লিখন দক্ষতার বিকাশের জন্য দ্রুততার সঙ্গে লেখার অভ্যাস গড়ে তোলা জরুরি। বয়স, শ্রেণি, ভাষাগত দক্ষতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই দ্রুততা বৃদ্ধি পাওয়া উচিত।

(গ) **সমরূপতা ও ব্যবধান** (Uniformity, Spacing) — ভাল হাতের লেখায় অক্ষরগুলির আকৃতি ও তাদের পারস্পরিক দূরত্ব একরূপ হবে। সেগুলি এক লাইন বরাবর এগোবে এবং পরবর্তী লাইনের সঙ্গে এক ধরণের ব্যবধান বজায় থাকবে।

এছাড়াও ভাল হাতের লেখায় ছেদ, যতি, বিরামচিহ্নের যথাযথ প্রকাশ ঘটবে। হাতের লেখা শেখাবার জন্য অনুলিখনের (Transcription) সাহায্য গ্রহণ করা হয়। হাতের লেখার গতি বাড়াবার জন্য শ্রুতলিখনের অভ্যাস করানো যেতে পারে।

২) লেখার জন্য শিক্ষার্থীর আগ্রহ, মনোযোগ, সক্রিয়তা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষক একারণে লেখার জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির ধারণা স্পষ্ট করবার চেষ্টা করবেন।

৩) লিখন কার্যাবলীর লক্ষ্য বস্তু ও কাম্য সামর্থ্য সম্পর্কে ধারণা দেবেন।

৪) শিক্ষার্থীদের বয়স, শ্রেণি, ভাষাগত সামর্থ্য, আগ্রহ অনুযায়ী লিখনের কাজ (Task) নির্বাচন করুন।

৫। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, গল্পের বই, ছড়া, কবিতা, ভ্রমণকাহিনী, আত্মকথা, রম্যরচনা ইত্যাদি যাবতীয় লেখার নমুনা পড়ার বিষয়ে উৎসাহিত করুন।

৬। বলবার বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাদি, শব্দভাণ্ডার, ব্যাকরণের জ্ঞান, বাংলা ভাষারীতি ইত্যাদি বিষয়ে সাহায্য করুন।

৭। লেখা শুরুর আগে থেকে মানসিক ভাবে প্রস্তুতি নেবার সময় দিন। যাতে তারা বক্তব্যটিকে মনের মধ্যে সাজিয়ে গুছিয়ে নিতে পারে।

৮। সংগঠন সম্পর্কে (স্তবক ভাগ, অনুচ্ছেদ, পত্ররচনার নিয়ম) সচেতন করুন।

৯। বানানের নির্ভুলতা রক্ষার বিষয়ে সচেতন করুন।

১০। লিখনের জন্য প্রয়োজনীয় সময়সীমা নির্দিষ্ট করুন।

১১। প্রয়োজনে পছন্দের বিষয়ে লিখতে সুযোগ করে দিন।

১২। নিজের মতামত প্রকাশে উৎসাহিত করুন।

১৩। সহায়কের ভূমিকায় থাকুন। সমালোচকের ভূমিকা পরিহার করুন।

১৪। প্রারম্ভিক বাক্যটি তৈরিতে সাহায্য করে লেখার সাবলীলতা রচনা করুন।

১৫। নিজেদের লেখা সম্পর্কে নিজেদের মূল্যায়ন করতে দিন।

১৬। প্রয়োজনীয় সাহায্য দিন এবং ত্রুটি সংশোধন করুন।

ছ. লিখন দক্ষতা বিকাশের উপায়

১। কয়েকটি ছবি দেখিয়ে ঘটনাটি ভাষায় লিখতে বলা যায়।

২। কবিতা মুখস্থ লিখতে দেওয়া চলে।

৩। বিভিন্ন পরিস্থিতি নির্বাচন করে তার পরিপ্রেক্ষিতে সম্ভাব্য সংলাপ রচনায় উৎসাহী করা চলে।

৪। গল্প লেখার প্রতি শিশু কিশোরদের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকে। সেটি কাজে লাগানো যেতে পারে।

৫। বিভিন্ন জনের কাছে পত্র রচনার কাজ দেওয়া চলে।

৬। বিভিন্ন আবেদনপত্র পূরণের কাজ দেওয়া চলে

৭। চারপাশে ঘটে যাওয়া বিভিন্ন ঘটনা বিষয়ে লিখতে বলা চলে।

৮। ছেদ, যতি, বিরাম চিহ্ন বসাবার কাজ দেওয়া যায়।

৯। বাক্য সম্পূর্ণ করার কাজ দেওয়া চলে

১০। একটি অনুচ্ছেদ পড়তে দিয়ে তার থেকে মূল বক্তব্যটি লিখতে বলতে পারেন

১১। প্রথম এবং শেষ বাক্যটি লিখে দিয়ে শিক্ষার্থীদের বাকী অনুচ্ছেদ ভরাট করতে বলবেন

১২। বিদ্যালয় জীবনের যে কোন ঘটনা বা বিষয়কেই লেখার বিষয় ভাবতে পারেন। তাহলে তা জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত হবে। নিজেদের মনের কথা লেখার মধ্যে প্রকাশ করার চেষ্টা করবে।

৩.৪ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা, ব্যবহার ও উপযোগিতা: প্রশ্নকরণ, কৃষ্ণফলকের ব্যবহার, কাজের পাতা, প্রতিকৃতি ও প্রতিরূপ, দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ, ভাষা পরীক্ষাগার ও ভাষা ক্রীড়া।

৩.৪.১ শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োজনীয়তা :

শিক্ষাদানের সঙ্গে শিক্ষণ কৌশল ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। উপযুক্ত পরিবেশ পরিমণ্ডল সৃষ্ট না হলে, যথাযথ কৌশল না অবলম্বন করলে শিক্ষাদান যথার্থ হয়ে ওঠে না। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত জরুরী। শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয় ও মনোগ্রাহী করে তোলার জন্য শিক্ষকের সক্রিয়তাভিত্তিক শিখন কৌশল সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন। শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে যে শিক্ষা লাভ হয় তা শুধুমাত্র পঠনের মাধ্যমে হয় না। তাই পাঠ এককের সঙ্গে শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতাকে সম্পর্কযুক্ত করা, বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থী যে জ্ঞান লাভ করে থাকে তা শিক্ষার্থীকে ভবিষ্যৎ জীবনে চলার ক্ষেত্রেও সাহায্য করে থাকে। সাধারণত দেখা গেছে যে পড়ে, শুনে, দেখে এবং দেখা ও শোনা একত্রে লব্ধ জ্ঞান যতটা দীর্ঘস্থায়ী সমৃদ্ধিতে ধরে রাখা যায় তার চেয়ে অনেক বেশি দীর্ঘস্থায়ী সম্মতিতে ধরে রাখা যায় সক্রিয় অংশ গ্রহণের মাধ্যমে লব্ধ জ্ঞানের দ্বারা। তাই সঠিক শিক্ষণ কৌশলের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সক্রিয়তা, বোধগম্যতা, পূর্ব শিখন অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন ভিন্ন ভিন্ন শিখন প্রণালীর প্রয়োগ এই সব কিছুতেই শিক্ষক ইতিবাচক ভূমিকা পালন করতে পারেন। এই কারণেই শিক্ষকের শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণার প্রয়োজন।

৩.৪.২ শিক্ষণ কৌশলের ব্যবহার ও উপযোগিতা :

শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ার সাফল্যের জন্য শিক্ষকের পেশাগত দক্ষতা থাকাটা অত্যন্ত জরুরী। পেশাগত যোগ্যতা বলতে বিশেষ পেশার জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় যোগ্যতাকেই বোঝানো হয়ে তাকে। প্রত্যেক পেশাতেই সাফল্য অর্জনের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সামর্থ্য বা দক্ষতা অর্জন করা প্রয়োজন। শিক্ষকতার পেশাটা এমন একটা পেশা যেখানে মন নিয়ে কাজ করতে হয়। আবার সেই মনটা হল অপরিণত শিশুমন। যে মনের উপরে শৈশবে যে আঁচড় পড়বে সারা জীবন যেন সেই দাগ বহন করে বেড়াবে। তাই সেই দাগটা এমনই হওয়া উচিৎ যার ঔজ্জ্বল্য কোনোদিনই ম্লান না হয়। আর তার জন্যই শিক্ষকদের নানান কৌশল বা উপকরণের যথাযথ ব্যবহারের পারঙ্গমতা অর্জনের প্রয়োজন। শিক্ষকের পেশাগত সামর্থ্যের ধারণাটিকে একটি চিত্রের সাহায্যে বোঝানো যেতে পারে।

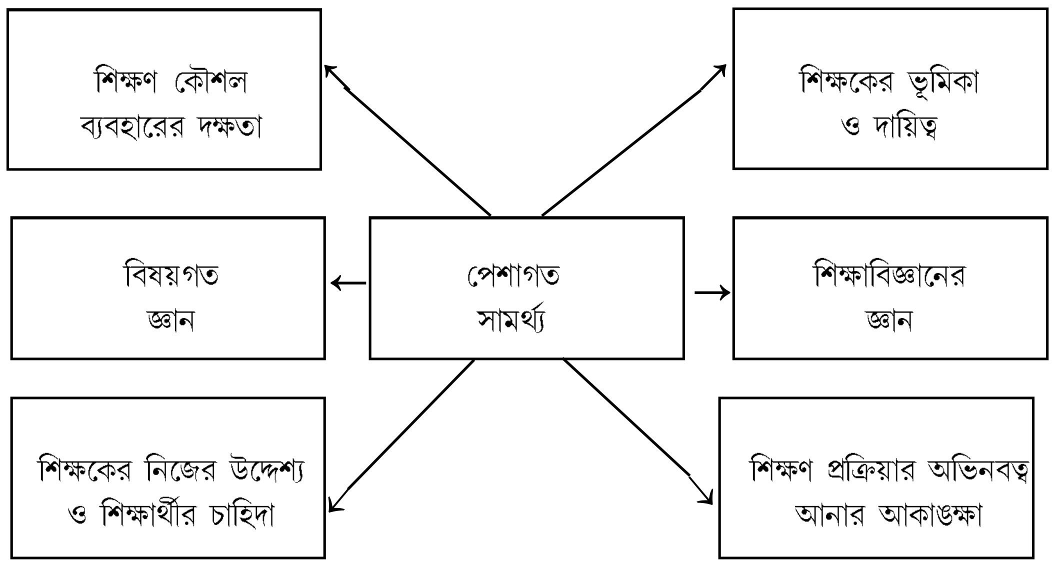

শিক্ষকের পেশাগত সামর্থ্যের ধারণার রেখাচিত্র

৩.৪.৩ প্রশ্নকরণ :

পেশাগত জীবনে একজন শিক্ষক অসংখ্য প্রশ্ন ব্যবহার করে থাকেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এটিই, যে এই পেশায় শিক্ষকেরা এমন সব প্রশ্ন করেন যাদের উত্তর তাদের জানা। মানুষের কৌতূহল জাগ্রত হওয়ার সময় থেকেই প্রশ্ন করার কথা সৃষ্ট হয়েছে। যুগ যুগ ধরে প্রশ্নের উপযুক্ত প্রয়োগ বিষয়ে ভাবনা-চিন্তা চলে আসছে এবং শিক্ষকতা পেশার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। ভাষা শিক্ষক হিসাবে পাঠদানের ক্ষেত্রে পারদর্শিতা অর্জনের মূল্যায়নের জন্যও প্রশ্নকরণ কৌশলটা বোঝা খুবই জরুরি।

Brown এবং Wragg (1993) প্রশ্নকরণ দক্ষতার গুরুত্বের কারণ বোঝাতে গিয়ে বলেছেন—"what makes questioning such a useful but complex skill is that it can be used *in a number of different ways*, ranging from a simple and quick check that a particular pupil has been paying attention, to an intergral part of *developing a dialogue* and *genuine discussion* with a pupil about the topic in hand."

উপরের মন্তব্যে এটি স্পষ্ট, যে শিক্ষক বিভিন্ন উদ্দেশ্যে এই কৌশলটি ব্যবহার করে থাকেন। ছাত্রদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, পূর্বজ্ঞান যাচাই করার জন্য, পাঠ-উপস্থাপন পর্বের কাজটিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য, কখনো বা পঠিত বিষয়ে শিক্ষার্থীর অর্জিত জ্ঞানের পারদর্শিতা মূল্যায়নের জন্য। বিষয়গত এই বিস্তৃতিই এই কৌশলটির গুরুত্ব বৃদ্ধির অন্যতম কারণ।

ক) প্রশ্নকরণের গুরুত্ব :

অ) যে কোন শিক্ষণ-প্রক্রিয়ার সাফল্যের মূল চাবিকাঠিটি লুকিয়ে আছে প্রশ্নকরণ কৌশলের যথাযথ

প্রয়োগের উপর। Brown এবং Edmondson শিক্ষকদের মতামত পর্যালোচনা করে শ্রেণিকক্ষে প্রশ্ন করার কারণগুলিকে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেনঃ

(১) চিন্তাশক্তিকে উৎসাহদান, ভাবনাগুলিকে বুঝে নেওয়া, বিভিন্ন ঘটনাগত তথ্য, ধারণা, পদ্ধতি ও বিচারবোধকে বুঝে নেওয়া।

(২) জ্ঞান, বোধ, দক্ষতাকে যাচাই করা

(৩) কাজে মনোযোগ আনা, (পূর্বজ্ঞান ভিত্তিক) প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের মূল বিষয়ের দিকে এগিয়ে আনা।

(৪) আগে শেখা বা কিছুক্ষণ আগে আলোচিত বিষয়ে পুনর্বিচার, পুনরুদ্রেক করার প্রয়োজনে

(৫) শৃঙ্খলারক্ষার কারণে, শিক্ষক বা পাঠ্য বিষয়ের দিকে মনোযোগী করার জন্য, নিজেদের মধ্যে কথা বলার ব্যাঘাত ঘটাতে কিম্বা সাবধান করার জন্য

(৬) সমগ্র শ্রেণির ছাত্রদের পাঠদান প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করানোর জন্য

(৭) বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের ও উত্তরদানে সহায়তা করে অন্যদেরকে উৎসাহ দেওয়া

(৮) লাজুক শিক্ষার্থীদেরও এগিয়ে আসতে উৎসাহদান

(৯) শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করা এবং প্রয়োজনে অন্যান্য ছাত্র-ছাত্রীদের দিকেও প্রশ্নগুলিকে ছড়িয়ে দেওয়া।

(১০) শিক্ষার্থীদের নিজস্ব আবেগ, অনুভূতি ও সহানুভূতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সুযোগ এনে দেওয়া।

আ) প্রশ্নের বিভিন্ন ধরন :

প্রথমেই এই বিষয়টি বুঝে নেওয়া প্রয়োজন যে প্রশ্নের ধরনের উপরেও উত্তর দেবার বিষয়টি নির্ভরশীল। কারণ যদি বদ্ধপ্রান্তিক (closed) প্রশ্ন করা হয় তাহলে একটি মাত্র উত্তর আসার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু যদি মুক্তপ্রান্তিক প্রশ্ন করা হয় তাহলে অনেক সংখ্যক সঠিক উত্তর আসার সম্ভাবনা থাকে। যদি এমন প্রশ্ন করা হয় যেখানে 'হ্যাঁ' বা 'না' উত্তরের সম্ভাবনা থাকে সেই প্রশ্ন কখনোই কাম্য নয় কারণ এতে আলোচনা এগিয়ে নিয়ে যাবার সম্ভাবনাকে বিনষ্ট করার আশঙ্কা। থাকে আরেকটি ধরনেরও প্রশ্ন করা যায়। সেটি হল উচ্চমানের (Higher Order) প্রশ্ন ও নিম্নমানের (Lower Order) প্রশ্ন। উচ্চমানের প্রশ্ন বলতে বোঝায় যেখানে যুক্তিবোধ, বিশ্লেষণ, সৃজন এবং মূল্যায়নের প্রসঙ্গটি জড়িত। তুলনায় নিম্নমানের প্রশ্ন বলতে সেগুলিকেই বোঝানো হচ্ছে যেখানে সাধারণ পুনরুদ্রেক স্মরণ বা শনাক্তকরণ বোঝানো হচ্ছে।
–"Another useful distinction can be made between 'higher order' questions and 'lower order' questions. Higher order questions involve reasoning, analysis and evaluation, wheres lower order questions and concerned with simple recall or comprehension."

–Choris Kyriacon

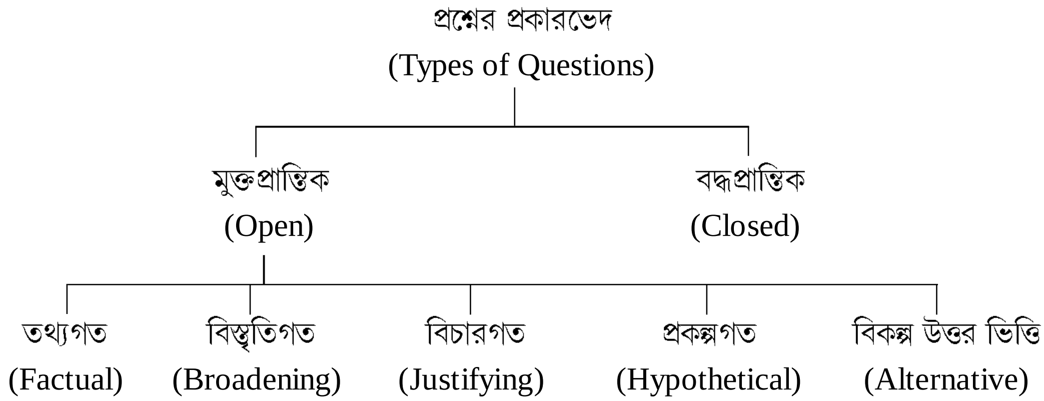

(১) তথ্যগত প্রশ্ন: এই ধরনের প্রশ্ন ব্যবহৃত হয় মূলত তথ্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে এবং ধারণাগত জ্ঞান পুনর্বিচারের ক্ষেত্রে। এর মধ্যে পড়ে কী, কে, কোথায়, কখন?

উদাহরণ :

কবিতাটির/গদ্যটির উৎসগ্রন্থের নাম কী?

(২) বিস্তৃত প্রশ্ন: অতিরিক্ত তথ্য সংযোজনের জন্য বা বিশ্লেষণে উৎসাহিত করার জন্য এই ধরনের প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়। উদাহরণ

—শিখন ও শিক্ষণের মধ্যে সম্পর্ক কোথায়?

(৩) বিচারগত: পুরনো ধ্যানধারণাকে নস্যাৎ করার কারণে বা নতুন কোন যুক্তি আনার প্রয়োজনে এ ধরনের প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উদাহরণ

—তুমি এই মত পোষণ করছ কেন?

—এই বক্তব্যের সমর্থনে তোমার যুক্তি কী?

(বলাবাহুল্য এই প্রশ্নের কোন একটি নির্দিষ্ট সঠিক উত্তর নেই। একজন ভাষাশিক্ষক হিসেবে আপনি শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতাকে গুরুত্ব দিতে চাইবেন এবং কিভাবে শিক্ষার্থীরা নতুন কোন দৃষ্টিভঙ্গিতে বিষয়টিকে লক্ষ্য করতে চাইছে তা বিচার করে দেখবেন।)

(৪) প্রকল্পধর্মী প্রশ্ন: এক্ষেত্রে নতুন কোন দিক আবিষ্কারের দিকে লক্ষ্য থাকে। আলোচনার গতিপথটিকে নতুন কোন দিকে পরিচালিত করার প্রয়াস থাকে। উদাহরণ—

—যদি ঘটনাটির পরিণতি এমন হোত তবে কি ঘটতে পারত?

(৫) বিকল্প উত্তরভিত্তিক প্রশ্ন: যেক্ষেত্রে কোন একটি দলকে নানা বিকল্প উত্তরের মধ্য থেকে সঠিক উত্তরটি বেছে নিতে হয় এবং ভাবনার নিরিখে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হয় সেক্ষেত্রে এই ধরনের প্রশ্ন ব্যবহৃত হয়।

উদাহরণ—জনপ্রিয়তার নিরিখে কোন্ কবিকে তুমি অগ্রাধিকার দেবে ঃ রবীন্দ্র কবিতা না নজরুলের কবিতা?

আমাদের আলোচনার লক্ষ্য এটি নয় যে একজন শিক্ষককে প্রশ্ন করার সময় সচেতনভাবে এই বিভাগগুলিকে স্মরণ করতে হবে। তবে তার বুঝে নেওয়া প্রয়োজন আলোচনার অভিমুখটিকে সচল রাখার কারণে প্রশ্ন করার বিভিন্ন ধরন আছে। প্রয়োজন অনুসারে তিনি এই প্রশ্নকরণ কৌশলটিকে ব্যবহার করে পাঠদান প্রক্রিয়াটিকে ফলপ্রসূ করে তুলতে পারেন।

ই) শ্রেণিকক্ষের পরিবেশ

শ্রেণিকক্ষের পঠন পাঠনের অগ্রগতি তখনই সফলতা পায় যদি শ্রেণিকক্ষের শিখন-কার্যাবলিকে সঠিক ভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করা যায়। শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে যদি পারস্পরিক শ্রদ্ধার সম্পর্ক বা সুসম্পর্ক গড়ে না ওঠে তাহলে শিক্ষক পাঠপরিকল্পনার উদ্দেশ্যগুলিকে সহজে বাস্তবায়িত করতে পারেন না। দু'পক্ষের নির্ভরতা ও আত্মবিশ্বাসের উপর প্রশ্নকরণ দক্ষতার বাস্তবায়ন অনেকাংশেই নির্ভরশীল। মনে রাখা প্রয়োজন—

(১) অনেকের সামনে কোনো প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় অনেক শিক্ষার্থীর মধ্যেই একধরনের দ্বিধা বা জড়তা কাজ করে থাকে। এক্ষেত্রে সে যেন উত্তর দেবার বিষয়ে স্বচ্ছন্দ বোধ করে সে বিষয়টি শিক্ষকের গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করা উচিত।

(২) অনেক শিক্ষার্থীই প্রশ্নের উত্তর দেবার বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চায়। শিক্ষকের সঙ্গে কোনো ধরনের তর্কবিতর্কে জড়াতে ভয় পায়। এক্ষেত্রে সেই শিক্ষার্থীদের ও সক্রিয় করার বিষয়ে শিক্ষককে অগ্রণী হতে হবে।

(৩) সচেতন শ্রোতা হিসেবে শিক্ষার্থীদেরকে তৈরি করে নেওয়াও একজন সফল শিক্ষকের অন্যতম বড়ো দায়িত্ব তারা নিজেরাই যেন উত্তর দেবার বিষয়ে আগ্রহ বোধ করে এবং উত্তর শোনার জন্য নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে পারে। অন্যদের উত্তর মনোযোগ দিয়ে শুনতে আগ্রহী হয় এবং প্রয়োজনে নিজের ভুল সংশোধন করতে পারে। প্রত্যেক শ্রেণিকক্ষের একটি অলিখিত নিয়মকানুন থাকে যা শিক্ষার্থীদের মেনে চলতে হয়। শিক্ষার্থীরা যেন আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে নিজেদেরকে অভিযোজিত করতে সক্ষম হয়।

(৪) উত্তর দানের সহায়তা মূলক প্রশ্ন: কোন শিক্ষার্থী যদি উত্তর দিতে অপারগ হয় বা ত্রুটিপূর্ণ উত্তর দেয় তাহলে শিক্ষক এ ধরনের প্রশ্ন করে থাকেন। মূল প্রশ্নটিকে কয়েকটি ছোট ছোট প্রশ্নে ভেঙ্গে শিক্ষার্থীকে সঠিক উত্তর সন্ধান করতে বা সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করবেন।

প্রশ্ন করার সময় শিক্ষক মনে রাখবেন—

(১) পাঠের উদ্দেশ্যের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(২) একটি ভাবকে কেন্দ্র করেই যেন প্রশ্নটি করা হয় সংক্ষিপ্ত, যথাযথ ও স্বচ্ছভাষায়।

(৩) ট্যাক্সোনমিক স্তরগত বিভিন্নতাকে খেয়াল করে যেন প্রশ্নের বিভাজনের ভারসাম্য রক্ষিত হয়।

(৪) শিক্ষার্থীদের চাহিদা ও আগ্রহের সঙ্গে যেন সামঞ্জস্যপূর্ণ হয়।

(৫) শিক্ষার্থীদের মনে রাখার পক্ষে যেন সংক্ষিপ্ত হয়।

(৬) শ্রেণির সকল শিক্ষার্থীদের মধ্যে যেন সমভাবে বণ্টন হয়।

(৭) প্রশ্ন করার সময় এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করুন যাতে বোঝা যায় যে আপনি উত্তরটি গ্রহণ করার জন্য বিশেষভাবে আগ্রহী। চোখের সংযোগ রক্ষা করুন।

(৮) প্রশ্ন করার উদ্দেশ্য এটিই নয় যে আপনি কেবলমাত্র সঠিক উত্তরটি সন্ধান করছেন বরং এটিই জানার চেষ্টা করা ছাত্রটি কোন যুক্তিতে এই ধরনের ভুল উত্তর দিল।

খ) আদর্শ প্রশ্নের বৈশিষ্ট্য

সঠিক প্রশ্নকরণে শুধুমাত্র শিক্ষার্থীর পরীক্ষাই নয়—শিক্ষকেরও পারদর্শিতার বিচার ঘটে। তিনি কি প্রশ্ন করবেন? কখন কোন্ ধরনের প্রশ্ন করবেন? শ্রেণিকক্ষের মধ্যে কিভাবে প্রশ্নের বণ্টন করবেন? কখন অনুসন্ধানী প্রশ্ন ব্যবহার করবেন? কখনই বা শিক্ষার্থীদের সহায়তা করার উদ্দেশ্যে কিছু ইঙ্গিত দেবেন? উত্তরই বা কিভাবে গ্রহণ করবেন? কত সময় শিক্ষার্থীদের আলোচনাভিত্তিক ভাবের আদান-প্রদানে ব্যয় করবেন তার মধ্য দিয়ে তার যোগ্যতার পরিমাপ করা চলে। এই কাজটি তিনি যত পারঙ্গমতার সঙ্গে সম্পাদন করতে পারবেন তার উপরে তার পাঠদান প্রক্রিয়ার অগ্রগতিও নির্ভরশীল।

(অ) উদ্ধৃতি ১

By a conscious process of good questioning, an intelligent teacher can lead his educational traveller through unfamiliar regions to a desired destination. The right question is the Psychological basic of all learning. It is certainly the best means of stimulating thought. A teacher's skill can be measured by the way he handles the most important pedagogical instrument.

[instruction of Indian Secondary Schools–Ed. E.A. MACNEE]

উদ্ধৃতি-২

In looking at the skills underling effective questioning, four key aspects stand out:

1. Quality
2. Targetting
3. Interacting
4. Feedback

1. **Quality :** Quality of the question itself in terms of clarity and appropriate for meeting its intended function, is clearly of importance.

2. **Targetting :** The targetting question refers to the way in which teacher select pupils to answer.

3. **Interesting :** It refers to the technique used by teachers to ask questions and to respond to pupils.

4. **Feedback :** The role of feedback concerns the effect on pupils of the teacher's use of questions.

[Effective Teaching in Schools :CHIRS KYRIACOW]

উপরের উদ্ধৃতি দুটি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে—

১। একজন বুদ্ধিমান শিক্ষক আদর্শ প্রশ্ন ব্যবহারের মাধ্যমে একজন শিক্ষার্থীর ভাবনাকে উদ্দীপ্ত করতে পারেন।

২। যথাযথ প্রশ্ন ব্যবহার শিখনের মনস্তাত্ত্বিক ভিত্তি।

৩। এই কৌশল যথাযথ ব্যবহারের উপরেই শিখনের অগ্রগতি নির্ভর করে।

৪। সঠিন প্রশ্নকরণের বিষয়ে চারটি দিক নজরে আসে—

(১) গুণগত মান (Quality)

(২) লক্ষ্য নির্ধারণ (Targetting)

(৩) ভাবের আদান প্রদান (Interactions)

(৪) প্রতিপুষ্টি (Feed back)

৫। গুণগতমান বলতে বোঝায়—যে উদ্দেশ্যে প্রশ্নটি করা হচ্ছে তার প্রয়োজনটিকে মেটাবার মত ভাষাগত স্বচ্ছতা ও যাথার্থ্য তার আছে কিনা?

৬। লক্ষ্য নির্ধারণ-এর অর্থ হল যে ভাবনার প্রেক্ষিতে শিক্ষক প্রশ্নের উত্তরকারীকে নির্বাচন করছেন তা সঠিক কিনা?

৭। ভাবের আদানপ্রদান বিষয়টি এই কারণে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই মাধ্যমেই শিক্ষক পূর্বজ্ঞান যাচাই করতে পারেন। পূর্বজ্ঞানের সঙ্গে পাঠ্য বিষয়ের যোগ সাধন করতে পারেন। পাঠ্য বিষয়টির অগ্রগতি ঘটাতে পারেন, শিক্ষার্থীদের জ্ঞানের গভীরতা যাচাই করতে পারেন আবার মূল্যায়নের কাজটিকেও এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

৩.৪.৪ কৃষ্ণফলকের ব্যবহার

আধুনিক যুগে শিক্ষা সহায়ক নানা উপকরণ শিক্ষকের কাছে অনায়াস লভ্য হলেও সব বিদ্যালয়ে সব রকমের উপকরণ ব্যবহারের পরিকাঠামো থাকে না। যে শিক্ষা সহায়ক উপকরণটি প্রত্যেক বিদ্যালয়ের আবশ্যিক অঙ্গ সেটি হল কৃষ্ণফলক বা ব্ল্যাকবোর্ড। একটি কৃষ্ণফলক এবং কয়েক টুকরো চকের সাহায্যে শিক্ষক শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে আকর্ষণীয় এবং কার্যকর করে তুলতে পারেন। এই কৃষ্ণফলককে সঠিকভাবে ব্যবহারের পদ্ধতি জানাটাও শিক্ষকের অবশ্য কর্তব্য। এখন দেখা যাক কৃষ্ণফলকের ব্যবহারের সূত্রপাত কীভাবে ঘটে।

ক কৃষ্ণফলকের ইতিহাস ও ধারণা

(অ) কৃষ্ণফলকের ইতিহাস

আজ আমরা শ্রেণিকক্ষে যে কৃষ্ণফলক দেখি তার আদিরূপ দেখা গেছে ব্যাবিলন এবং সুমেরীয় সভ্যতায়— যেখানে মাটির খন্ডের ওপর একটি কিছুর টুকরো দিয়ে লেখার প্রচলন ছিল। আলবেরুনির লেখা পড়ে আমরা জানতে পারি একাদশ শতকে ভারতেও লেখার জন্য স্লেটপাথর ব্যবহার করা হত। ইউরোপে ষোড়শ শতকে সংগীতশিক্ষার ক্লাসে স্লেটপাথর ব্যবহার হত।

আধুনিক যুগে একে সফলভাবে ব্যবহার করেন স্কটল্যান্ডের এক প্রধানশিক্ষক। ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্কটল্যান্ডের এডিনবরার ওল্ড হাই স্কুলের প্রধানশিক্ষক জেমস পিলিয়ানস ভূগোল ক্লাসে একটি বড় স্লেটপাথরের টুকরো দেওয়ালে ঝুলিয়ে দেন। সম্ভবত সেটিই শ্রেণিকক্ষের দেওয়ালে ঝোলানো প্রথম আধুনিক কৃষ্ণফলক।

(আ) কৃষ্ণফলকের সাধারণ ধারণা

কৃষ্ণফলক পুনর্ব্যবহারযোগ্য একটি লেখা অথবা আঁকার জায়গা যেখানে লেখা আঁকার জন্য চকের টুকরো ব্যবহার করা হয়। প্রাথমিকভাবে কালো অথবা ধূসর বর্ণের স্লেটপাথরের মসৃণ, পাতলা টুকরো কৃষ্ণফলক হিসেবে ব্যবহৃত হত। বর্তমানে চোখের আরামের জন্য গ্রিনবোর্ডের ব্যবহার বৃদ্ধি পাচ্ছে।

চকের টুকরো থেকে নানারকম সমস্যা ও দূষণ হতে পারে, তাই হোয়াইট বোর্ডের ব্যবহার এখন অনেক শ্রেণিকক্ষেই দেখা যায়। অত্যাধুনিক বিদ্যালয়গুলিতে স্মার্ট বোর্ড-ও দেখা যায়, যা অত্যন্ত আধুনিক প্রযুক্তির হলেও যথেষ্ট ব্যয়সাধ্য।

অর্থাৎ, কৃষ্ণফলকের ধারণাটি নিম্নলিখিতভাবে পালটে যাচ্ছে—

ব্ল্যাকবোর্ড——গ্রিনবোর্ড——হোয়াইটবোর্ড——স্মার্টবোর্ড

কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে বেশিরভাগ বিদ্যালয়েই যে বোর্ডটি সর্বাধিক ব্যবহার করা হয় তা হল ব্ল্যাকবোর্ড তথা কৃষ্ণফলক।

(খ) শিক্ষাসহায়ক উপকরণ হিসাবে কৃষ্ণফলকের উপযোগিতা

আগেই বলা হয়েছে শিক্ষকের কাছে সব থেকে অনায়াসলভ্য যে দুটি শিক্ষাসহায়ক উপকরণ সে দুটি হল কৃষ্ণফলক ও চক। শিক্ষাসহায়ক উপকরণ হিসাবে কৃষ্ণফলকের উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপ—

১. শিক্ষণের কার্যকারিতা

- শিক্ষণের বক্তৃতা/আলোচনার গতি নিয়ন্ত্রণ করে, তিনি একটানা না বলে মাঝে মাঝে বোর্ডে লেখেন।
- বলা ও লেখার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে বিষয়বস্তু উন্মোচিত হয়।

২. শ্রেণিকক্ষের ব্যবস্থাপনা

শিক্ষার্থীদের শুধু শ্রবণ নয়, তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যায় বোর্ডে লেখার মাধ্যমে। সব শিক্ষার্থী বোর্ডের প্রতি নজর রাখছে কিনা, তারা উৎসাহী হচ্ছে কিনা, সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষক শ্রেণিকক্ষের পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন।

৩. শিক্ষার্থীর অনুধাবন

- বোর্ডে যখন কোন কিছু লেখা হয়, শিক্ষার্থীরা বুঝতে পারে সেটি পাঠের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ।
- শিক্ষক কোন নির্দেশ মৌখিকভাবে দিলে সেটি খাতায় লিখতে শিক্ষার্থীর ভুল হতে পারে, বোর্ডে লিখিতভাবে কোন নির্দেশ দিলে শিক্ষার্থী সঠিকভাবে সেটি নিজের খাতায় লিখে নিতে পারে।

৪. শিক্ষার্থীর পাঠে অংশগ্রহণ

- বোর্ডে লিখলে পাঠের একঘেয়েমি কাটে, শিক্ষার্থীরা মনোযোগী হয়।
- শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মধ্যে সক্রিয়তা আনতে সক্ষম হন।

শিক্ষার্থী ও শিক্ষকের মধ্যে সংযোগ রক্ষার ক্ষেত্রে, শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে কার্যকর করার ক্ষেত্রে কৃষ্ণফলক একটি গুরুত্বপূর্ণ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ভূমিকা গ্রহণ করে।

(গ) কৃষ্ণফলক ব্যবহারের কৌশল ও শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষক কৃষ্ণফলক ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি যত্নবান হবেন—

১। উদ্দেশ্যের স্পষ্টতা—যে বিষয়ে পাঠদান করবেন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে ব্ল্যাকবোর্ড ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে শিক্ষক সচেতন থাকবেন।

২। লিখনের সক্ষমতা—স্পষ্ট, সুন্দর হস্তাক্ষরে নির্ভুল বানানে শিক্ষক বোর্ডে লিখবেন।

৩। শব্দ ও পংক্তির মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান রক্ষা-শিক্ষক একই সরলরেখায় শব্দ ও পংক্তির মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান রেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখবেন, শুধুমাত্র মূল তথ্যগুলিই তিনি লিখবেন।

৪। উপযুক্ত উপকরণ ব্যবহার—তথ্য সরবরাহের ক্ষেত্রে রঙিন চক, তালিকা বৃত্ত প্রভৃতি আঁকার প্রয়োজনে স্কেল, কম্পাস, প্রভৃতি শিক্ষক ব্যবহার করবেন।

৫। শিক্ষার্থীর উত্তরসূত্রে পরবর্তী বোর্ডের কাজ—শিক্ষক প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে দিনের পাঠে অগ্রসর হবেন, এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর উত্তরের প্রেক্ষিতে তিনি পরবর্তী বোর্ডের কাজ করবেন।

(সূত্র—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২০১২-২০১৩ শিক্ষাবর্ষ পর্যন্ত প্রচলিত পাঠক্রমের অনুকৃতি পাঠে কৃষ্ণফলক ব্যবহারের দক্ষতা)

কৃষ্ণফলক ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণে রাখা প্রয়োজন—

১. শ্রেণিকক্ষের সব জায়গা থেকে শিক্ষার্থীরা যেন কৃষ্ণফলকের লেখা দেখতে পায়।

২. শিক্ষকের লেখা নিজেদের খাতায় লিখে নেওয়ার জন্য শিক্ষার্থীরা যেন যথেষ্ট সময় পায় সেদিকে শিক্ষক লক্ষ্য রাখবেন।

৩. কৃষ্ণফলকের একেবারে নীচের দিকে শিক্ষক কিছু লিখবেন না।

৪. সংগঠিতভাবে কৃষ্ণফলকে লিখবেন, ছড়িয়ে ছিটিয়ে লিখবেন না।

৫. শিক্ষার্থীরা নিজেদের খাতায় বোর্ডের লেখা টুকে নেওয়ার আগে শিক্ষক তা মুছে দেবেন না।

৬. বড় স্পষ্ট হরফে শিক্ষক লিখবেন।

৭. অন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ অর্থাৎ চার্ট, ছবিতে যা লেখা আছে, শিক্ষক বোর্ডে সেটির পুনরাবৃত্তি করবেন না।

৩.৪.৫ কাজের পাতা

শিক্ষা উপকরণ হিসেবে কাজের পাতার ব্যবহার অপেক্ষাকৃত আধুনিক। শিক্ষার মনোবৈজ্ঞানিক নীতিকে অনুসরণ করে কাজের পাতা আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতির অঙ্গ হয়ে উঠেছে। দিনের পাঠ শেষ হওয়ার পর গৃহকাজ দেওয়ার সঙ্গে কাজের পাতার কাজের পার্থক্য আছে। তাই শিক্ষার্থী শিক্ষকদের কাজের পাতা সম্পর্কে সম্যক ধারণা হওয়াটা বাঞ্ছনীয়।

কাজের পাতার ধারণা, উদ্দেশ্য ও ব্যবহারনীতি

কাজের পাতার ধারণা

কাজের পাতা হল একক-উপযোগী শ্রেণিকাজ, প্রশ্ন ইত্যাদি সম্বলিত একটি পৃষ্ঠা যা শ্রেণিকক্ষে পাঠ চলাকালীন শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ করে।

পাঠ উপস্থাপনের স্তরে কাজের পাতা ব্যবহৃত হয়। শিক্ষক পাঠ শুরুর আগেই কিছু আকর্ষণীয় শ্রেণিকাজ সম্বলিত কাজের পাতা শিক্ষার্থীদের দিয়ে দেন। শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া চলাকালীন শিক্ষার্থী পাঠের সঙ্গে গতি রেখে কাজের পাতার কাজগুলি করে। শিক্ষক উপযুক্ত সময়ে উত্তরগুলি যাচাই করে নেন।

কাজের পাতা ব্যবহারের উদ্দেশ্য

পাঠক্রম রচনার সময় এবং শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিক্ষণের সময় একটি লক্ষ্য স্থির করে নেওয়া হয়, শিক্ষার্থীর শিখনগত পরিবর্তনের মাধ্যমে সেই লক্ষ্যে পৌঁছনর কথা ভাবা হয়। এর জন্য কিছু উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়, শিক্ষাবিজ্ঞানের ভাষায় সেই উদ্দেশ্যগুলিকে SMART উদ্দেশ্য বলা হয়। SMART শব্দটিকে ভাঙলে আমরা পাঁচটি শব্দ পাই—Specific, Measurable, Attainable, Result Oriented and Relevant,

Time Bound. কাজের পাতা ব্যবহারের উদ্দেশ্য নির্ধারণের জন্য আমরা এই পাঁচটি শব্দ ধরেই এগোতে পারি—

Specific—শিখনের নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য কাজের পাতা সহযোগী ভূমিকা পালন করে।

Measurable—কাজের পাতার কাজের উত্তর পরিমাপের মাধ্যমে শিক্ষক বুঝতে পারেন উদ্দেশ্যগুলি সঠিকভাবে চরিতার্থ হচ্ছে কিনা।

Attainable—বর্তমান শিখন পরিস্থিতি, সময় প্রভৃতি পরিপ্রেক্ষিতে পাঠ-একক শিখন-শিক্ষণ কতখানি সম্ভব তাও কাজের পাতার কাজের উপর পরিমাপের মাধ্যমে বুঝতে পারেন শিক্ষক।

Result Oriented and Relevant—কাজের পাতায় সুনির্দিষ্ট, সুচিন্তিত কাজ লক্ষ্যমুখী হয়।

Time Bound—নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে শিখন-শিক্ষণ সম্পূর্ণ করার সহায়ক কাজের পাতা।

কাজের পাতার ব্যবহার নীতি /কৌশল

কাজের পাতা ব্যবহারের সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন—

- পাঠ উপস্থাপনের স্তরে ব্যবহার করতে হবে।
- এক পৃষ্ঠার বেশি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়।
- পাঁচ থেকে পনেরোটি প্রশ্নের বেশি কাজ দেওয়া হবে না।
- প্রত্যেক শিক্ষার্থী কাজের পাতার কাজ একই সময়ে শুরু এবং শেষ করবে।
- কাজের পাতার কাজগুলির মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন

কাজের পাতার উপযোগিতা, অসুবিধা ও নমুনা

কাজের পাতার উপযোগিতা

আধুনিক শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ কাজের পাতা ব্যবহারের উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপ—

১. কাজের পাতা উপস্থাপন-স্তরে ব্যবহার করা হয়, তাৎক্ষণিকভাবে এর উত্তরগুলিও সহজে যাচাই করা যায়।

২. শিক্ষার্থীরা কাজের পাতার কাজগুলি করার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষক সমান্তরালভাবে শিক্ষণ প্রক্রিয়া চালু রাখতে পারেন।

৩. এককের মূল বিষয়গুলি অনুধাবনে শিক্ষার্থীর সহায়ক।

৪. শিক্ষকের সক্রিয় সহযোগিতা ছাড়াই শিক্ষার্থী কাজের পাতার কাজ সম্পূর্ণ করতে পারে।

৫. শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়া কতটা সম্পূর্ণ হয়েছে, কাজের পাতা তার একটা নথি হিসাবে কাজ করে

৬. শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীকে মনোযোগী এবং সক্রিয় করে তোলে।

৭. পাঠকে আকর্ষণীয় করে তোলে।

৮. 'দেখা' এবং 'করা'র মধ্যে দূরত্ব কমায়, অর্থাৎ শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থী শুধুমাত্র নীরব দর্শক হয়ে না থেকে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে।

৯. এটিকে 'Think-Pair-Share' পদ্ধতি বলা যায়, অর্থাৎ শিখন-শিক্ষণ সংক্রান্ত ভাবনা প্রশ্নের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের কাছে পৌঁছে দেন কাজের পাতার মাধ্যমে, শিক্ষার্থী উত্তরের মাধ্যমে সেই ভাবনায় অংশগ্রহণ করে।

কাজের পাতার অসুবিধা

কাজের পাতা শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে কার্যকরী করে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করলেও এর কিছু অসুবিধাও আছে—

- কাজের পাতা-কেন্দ্রিক শিখন দীর্ঘস্থায়ী স্মৃতিতে নাও থাকতে পারে।
- কাজের পাতার কাজ অতি সংক্ষিপ্ত অথবা নৈর্ব্যক্তিক হয়, ফলে শিক্ষার্থী সঠিক উত্তর দিলেও বিষয়বস্তু যথার্থ ভাবে অনুধাবনে সে সক্ষম হয়েছে কিনা, তা বোঝা কঠিন।
- কাজের পাতার কাজ বাস্তব জীবনের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত করা হয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই, তা প্রধানত পাঠ-একক কেন্দ্রিক হয়ে থাকে।
- বর্তমানে একটি শব্দবন্ধ শোনা যায়—'Worksheet Education'-এর অর্থ শ্রেণিকক্ষের শিক্ষা কাজের পাতা ভিত্তিক হয়ে যাওয়া, শিক্ষা জ্ঞানমূলক স্তরে আবদ্ধ হয়ে থাকা, বোধমূলক স্তরকে অবহেলা করা। একথা মনে রাখা প্রয়োজন কাজের পাতা একটি শিক্ষা সহায়ক উপকরণ মাত্র, শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া যেন অত্যধিক কাজের পাতা নির্ভর হয়ে না পড়ে।
- কাজের পাতার কাজগুলির মূল্যায়ন হওয়া প্রয়োজন

কাজের পাতার নমুনা

বাংলা ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে চার ধরনের পাঠ একক থাকে—গদ্য, কবিতা, ব্যাকরণ, নির্মিতি। প্রতিটি ক্ষেত্রেই আকর্ষণীয় কাজের পাতার ব্যবহার শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে অধিক কার্যকরী করে তুলতে পারে।

নানা ধরনের কাজের পাতার নমুনা এখানে দেওয়া হ.ল

নীচের শব্দগুলিকে সম্পর্ক বুঝে দুই ঝুড়িতে রাখি ঃ

দুর্ভিক্ষ গান

শান্তি উপবাস

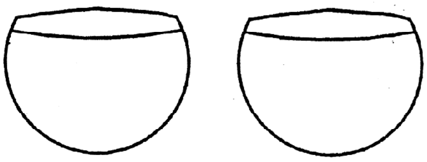

মিল করে লিখি ঃ

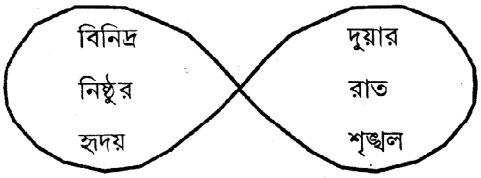

১) ____________________

২) ____________________

৩) ____________________

নীচের কথাগুলিকে সঠিক করে বসাই ঃ

ক) চাহিলে তাহার পানে

খ) নেমেছে গল্পের রাজা

গ) ঘরে এনেছিনু তারে

ঘ) ধান বোনা জমি আছে পড়ে

শুধু কবিতায় ব্যবহার হয়	গদ্যে ও কবিতায় দুটোতেই ব্যবহার হয়

হারিয়ে যাওয়া শব্দ ঝুড়ি থেকে খুঁজে লিখি ঃ

বিশ্বজোড়া................ মোর, সবার আমি ছাত্র,

নানান ভাবে নতুন জিনিস শিখছি ....।

দাগ দিয়ে অর্থ মেলাই ঃ

নিষেধ • • নরম

দীন • • বারণ

কোমল • • গরীব

() **অর্থ ঠিক রেখে শব্দ বদল করি ঃ**

ক) এখনো তোমার গানে সহসা (চঞ্চল) হয়ে উঠি

খ) নেমেছে গল্পের রাজা বাস্তবের (খোলাপথ পরে)

• শহর জুড়ে
• প্রকাশ্য রাস্তায়
• উদ্বেল
• বিরক্ত

() **দাগ দেওয়া অংশের কোন মানেটা আসল, তা লিখি ঃ**

ক) আমার <u>বসন্ত</u> কাটে খাদ্যের সারিতে প্রতীক্ষায়

খ) নির্ভয়ে উপেক্ষা করি <u>জঠরের নিঃশব্দ ভ্রূকুটি</u>

ঋতু	রোগ	যৌবন
ক্ষুধা	চীৎকার	চুপচাপ

() **নীচের কথাগুলি কোন্ প্রসঙ্গে তা টিক্ (√) দিই ঃ**

তেলের শিশি ভাঙলো বলে

খুকুর পরে রাগ করো

তোমরা যে সব ধেড়ে খোকা

বাংলা ভেঙে ভাগ করো।

তার বেলা?

◯ শিশি ভাঙা

◯ দেশ ভাগ

◯ মান ভাঙা

() **নীচের চরণগুলির ভিতরের অর্থ কী, তা টিক্ (√) দিই ঃ**

রানার ! রানার !

এবোঝা টানার

দিন কবে শেষ হবে?

রাত শেষ হয়ে সূর্য উঠবে কবে?

◯ মাথা থেকে বোঝা নামিয়ে রাখা

◯ অক্লান্ত শ্রম থেকে মুক্তি পাওয়া

() **ছবিটার কী নাম হতে পারে টিক্ (√) দিই ঃ**

ছবি ঃ অনেকগুলি মুঠ করা হাত আকাশের দিকে তোলা আছে

◯ শান্তি

◯ বিদ্রোহ

◯ ক্ষমা

() ছবিটার নীচে কোন কথা গুলো মানায় তা লিখি (কথার বাক্স থেকে) ঃ

ছবি ঃ একটি কিশোরী, ছেঁড়া পুরনো ফ্রক পরা। এক হাতে একটি বস্ত্রহীন শীর্ণ বালকের (ছোটো) হাত ধরা। তাদের হাতে ভাঙা থালা। তুলে ধরে যেন কিছু চাইছে।

কথা ঃ • থাকব নাকো বদ্ধ ঘরে দেখব এবার জগৎটাকে • এদেশে জন্মে পদাঘাতই শুধু পেলাম।

() যে শব্দ / শব্দগুচ্ছে ছবি বা চিত্র তৈরি হয়েছে তা গোল করি ঃ

শিশু-ফুলগুলি তোমারে ঘেরিয়া ফোটে।

() আকার যুক্ত ও আকার হীন চিত্রের নীচে দাগ দিই ঃ

- দুরন্ত রোদের টিলা পেরিয়ে এলাম
- প্রাণ পাখি তার উড়ে গেছে।

() এখানকার ছবিতে যা বোঝানো হয়েছে, সেটায় টিক (√) দিই ঃ

এই পৃথিবীর বিরাট খাতায় পাঠ্য যে সব পাতায় পাতায়
শিখছি সে সব কৌতূহলে, সন্দেহ নেই মাত্র।

◯ পৃথিবীর অগণিত বিষয় জানার কথা
◯ পৃথিবীর সব গাছের পাতা সম্পর্কে লিখে রাখার কথা।

() যেটা ঠিক তার পাশে টিক (√) দিই ঃ

ক) ওই আমাদের আশার প্রদীপ ওই আমাদের ছেলের দল — তুলনা ঃ ◯ আছে ◯ নেই

খ) ওই আমাদের ছেলেরা সব নেই কো দ্বিধা তাদের প্রাণে। — তুলনা ঃ ◯ আছে ◯ নেই

() তুলনা করা হয়েছে এমন জায়গাটার নীচে দাগ দিই ঃ

ডুমুর গাছে চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড়ো পাতাটির নীচে বসে আছে ভোরের দোয়েল পাখি।

() সম্পর্ক বুঝে মিল করে লিখি ঃ

চরণ	জনম দুখিনীর ঘর
নিষ্ঠুর শৃঙ্খল	ধূলা
পিদিমের আলো	দুই হাতে

১) ____________________

২) ____________________

৩) ____________________

- **কী কী তুলনা করা হয়েছে টিক (√) দিই ঃ**

  ক) হে মৃত্তিকা তুমি মায়ের মতন

  খ) মনটি চির বাঁধন-হারা পাখির মতো উড়ন্ত

◯ মায়ের সঙ্গে মাটির ◯ মাটির সঙ্গে তোমার
◯ মনের সঙ্গে পাখির ◯ বাঁধনহারা পাখির সঙ্গে ওড়ার

- **কী ভাব / সংবেদন হয় তাতে টিক (√) দিন ঃ**

(দেশলাই কাঠি) আমাদের কী অসীম শক্তি
তা তো অনুভব করেছ বারংবার;
তবু কেন বোঝ না,
আমরা বন্দী থাকব না তোমাদের পকেটে পকেটে
আমরা বেরিয়ে পড়ব, আমরা ছড়িয়ে পড়ব
শহরে, গঞ্জে, গ্রামে— দিগন্ত থেকে দিগন্তে।

◯ শান্তি সুখ

◯ বিপ্লব / সংগ্রাম

◯ দুঃখ /কষ্ট

- **ভেবে লিখি (যা মনে আসে) ঃ**

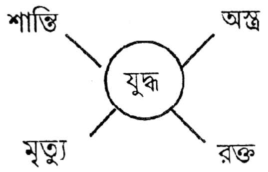

____
____
____
____
____

- **নীচের অংশ পড়ে তিনটি প্রশ্ন করি ঃ**

ভারতবর্ষ সূর্যের এক নাম
আমরা রয়েছি সেই সূর্যের দেশে
....
গঙ্গ যমুনা ভাগীরথী যেথা মেশে

১.

২.

৩.

কাকে কী বলে ঝুড়ি থেকে বেছে নিয়ে লিখি ঃ

ক) পড়ে থাকা এঁটো খাবার —

খ) অনেক দিনের ক্ষুধার আলোয় শুকনো মুখ —

গ) আসলের অনুকরণে বিদ্রূপ সূচক ছবি —

ব্যঙ্গচিত্র উচ্ছিষ্ট
ক্ষুধা শীর্ণ মুখ

হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজে লিখি ঃ

রাজপথে কচি কচি এইসব ——— মাতৃস্তন্যহীন

——— হাড় ছিল এর চেয়ে আরো কি কঠিন?

দধীচির
শিশুর কঙ্কাল

ঘটনা প্রবাহ বুঝে সাজাই ঃ (সংখ্যা লিখি) ঃ

◯ গ্রামের কৃষকরা বাঁচার জন্যে শহরে আসছে

◯ কৃষকেরা মাঠে চাষ করছে

◯ রাজপথে মৃত শিশু ও মানুষের ছড়াছড়ি

◯ ফসল নষ্ট হল অনাবৃষ্টিতে

◯ শহরের পথে পথে নিরন্ন মানুষেরা গৃহস্থ বাড়িতে ফ্যান চাইছে

ভেবে লিখি ঃ

কৃষক — ফসল — হাসি ____________________

____

'ক্ষুধা' শব্দ দিয়ে ২টি বাক্য লিখি ঃ

ক) ____________________

খ) ____________________

শব্দগুলিকে সঠিক ঘরে বসাই ঃ

ঠাণ্ডা / কঙ্কাল / নিষ্ঠুর / দধীচি

নাম	গুণ

সম্পর্ক বুঝে শব্দগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করি ঃ

ক্ষুধা	রাস্তা
ভিড়	অন্ন
ফ্যান	নগর

১.	১.
২.	২.
৩.	৩.

মিল করে লিখি ঃ

রাজ	কঙ্কাল
উচ্ছিষ্টের	পথ
শিশুর	আস্তাকুঁড়

১) ——————————

২) ——————————

৩) ——————————

স্বাধীন গদ্যে গুছিয়ে লিখি ঃ

ক) মনে হয় সাধি একি পৈশাচিক নিষ্ঠুর কল্যাণ

ক)

খ) একদিন এরা বুঝি চষেছিল মাটি

খ)

হারিয়ে যাওয়া শব্দ খুঁজে লিখি ঃ

——— মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়

উচ্ছিষ্টের ——— বসে বসে ধোঁকে

আস্তাকুঁড়ে

জঞ্জালের

দাগ দিয়ে অর্থ মেলাই ঃ

কলিজা	•	•	দয়ামায়াহীন
নিষ্ঠুর	•	•	মদ
সুরা	•	•	হৃদপিণ্ড

প্রসঙ্গ উল্লেখ করি ঃ

ক) উচ্ছিষ্টের আস্তাকুঁড়ে বসে বসে ধোঁকে আর ফ্যান চায় • ———

খ) জানে নাকো আছে এক সমুদ্রের ঢেউ/পাহাড় টলানো • ———

ক্ষুধা
ভাত
জনতার শ্রম
জলের স্রোত

() কীসের / কার কথা বোঝানো হয়েছে টিক (√) দিই ঃ

ক) অদ্ভুত এক জীব ◯ শহরের ধনীদের কথা ◯ অনাহারী শরণার্থী কৃষকের কথা

খ) মানুষের সৎভাই ◯ বিভিন্ন জীব জন্তুর কথা ◯ ক্ষুধার্ত মানুষের কথা

() ছবির কথা মনে হয় যে শব্দ / শব্দ গুচ্ছে, তা লিখি ঃ

ঠিক মানুষের মতো

কিংবা ঠিক নয়

যেন তার

() কীসের সঙ্গে কার তুলনা করা হয়েছে তা লিখি ঃ

জঞ্জালের মতো জমে রাস্তায় রাস্তায়।

____

() তুলনা করা হয়েছে এমন অংশের নীচে দাগ দিই ঃ

রক্ত নয়, মাংস নয়

নয় কোনো পাথরের মতো ঠাণ্ডা সবুজ কলিজা।

() কী ভাব / সংবেদন তৈরি হয় লিখি ঃ

রাজ পথে কচি কচি এইসব শিশুর কঙ্কাল— মাতৃস্তন্য হীন

☐ বিদ্রোহের সংবেদন

☐ দুর্ভিক্ষ-মৃত্যুর সংবেদন

() ভেবে লিখি ঃ

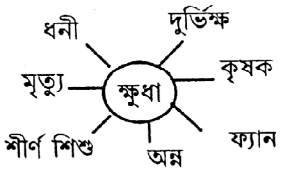

____

____

____

____

____

____

৩.৪.৬ প্রতিকৃতি ও প্রতিরূপ

বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষা দান অত্যন্ত জরুরী। কারণ শিক্ষার্থীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও তাদের চাহিদাকে প্রাধান্য দিতে গেলে সহায়ক উপকরণ যথেষ্ট সাহায্য করে থাকে। শিক্ষা প্রক্রিয়াকে প্রাঞ্জল, চিত্তাকর্ষক ও সাবলীল করে তোলার জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হিসাবে প্রতিকৃতি ও প্রতিরূপের ব্যবহার অনস্বীকার্য।

(অ) প্রতিকৃতি

শিক্ষণের ক্ষেত্রে কোনো বিষয়বস্তুর অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিশ্লেষণের জন্য চার্ট বা প্রতিকৃতি সাধারণত ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই প্রসঙ্গে Edger Dale-এর চার্টের সংজ্ঞাটি উল্লেখ করা যেতে পারে। চার্টের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে তিনি বলছেন—"Chart is a visual symbol, summarizing, comparing, contrasting or performing other helpful services in explaining subject matter." অর্থাৎ পাঠ্য বিষয়বস্তুর মূল বক্তব্যকে বা তুলনামূলক বিশ্লেষণকে শিক্ষার্থীদের সামনে মূর্ত করে তোলার জন্য দর্শনধর্মী কৌশলকেই বলা হয় চার্ট বা প্রতিকৃতি। বিষয়বস্তুকে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য প্রতিকৃতির ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। বিষয়বস্তু ও পরিবেশনের প্রকৃতি অনুযায়ী প্রতিকৃতি নানা ধরনের হতে পারে। শিক্ষক তার শেখানোর ক্ষেত্রে প্রয়োজন অনুযায়ী সেগুলি ব্যবহার করবেন।

(ক) প্রতিকৃতির প্রকার

(১) তালিকামূলক প্রতিকৃতি (Table Chart) : সাধারণত দুই বা ততোধিক বিষয়বস্তুর মধ্যে তুলনামূলক বিচার করার ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিকৃতি ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের প্রতিকৃতিতে প্রয়োজনমত কতকগুলি স্তম্ভ থাকে এবং প্রত্যেক স্তম্ভে এক একটি তুলনীয় বিষয়বস্তুর স্থান নির্দ্দিষ্ট করা হয়। পরে প্রত্যেক সারিতে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের পরিপ্রেক্ষিতে তুলনামূলক বিচার করা হয়। কেবলমাত্র ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেই নয়, বিজ্ঞান, গণিত, ইতিহাস, ভূগোল সকল বিষয়ের ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রতিকৃতি ব্যবহার করা যায়।

(২) শাখামূলক প্রতিকৃতি (Branching Chart) :

কোনো বিশেষ ধারণার বিকাশ কিভাবে সংঘটিত হয়েছে, তা দেখানোর জন্য এই ধরনের প্রতিকৃতির ব্যবহার ঘটে থাকে। এই ধরনের প্রতিকৃতিতে সম্পূর্ণ জ্ঞানের বিষয়বস্তুকে একটি গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং তার বিভিন্ন দিকের বিকাশ শাখা প্রশাখার মাধ্যমে দেখানো হয়। ভাষার ক্রমবিকাশ দেখানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিকৃতি ব্যবহার করা উচিত।

(৩) ধারাবাহিক প্রতিকৃতি (Flow Chart) : বিষয়বস্তুর অন্তর্ভুক্ত সমন্বয়কে পরিস্ফুট করতে এই ধরনের প্রতিকৃতি কার্যকর। সাধারণ তীর চিহ্নের সাহায্যে বিষয়বস্তুর বিভিন্ন অংশের মধ্যে সম্পর্ক বোঝানো হয়ে থাকে।

(৪) চিত্রযুক্ত প্রতিকৃতি (Pictorial Chart) :

বিষয়বস্তুর প্রকৃতি বোঝানোর জন্য কোনো সাংকেতিক (Symbolic) বা কখনো প্রকৃত বস্তুর ছবি এবং ছবির সংখ্যার দ্বারা কোনো বিশেষ বিষয়ের পরিসংখ্যান বোঝানো হয় এই ধরনের প্রতিকৃতিতে।

(৫) বৃত্তীয় প্রতিকৃতি (Pie Chart) : একটি বৃত্তকে বিভিন্ন অংশে ভাগ করে প্রত্যেক অংশে কোনো বিষয়ের পরিমাণগত দিক বোঝানোর ক্ষেত্রে এই ধরনের প্রতিকৃতির ব্যবহার হয়।

(খ) প্রতিকৃতির উপযোগিতা

শিক্ষামূলক সহায়ক উপকরণ হিসেবে প্রতিকৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। বইয়ের লেখাগুলোই যখন প্রতিকৃতিতে বড় হরফে লিখে পড়ানো হয় তখন শিক্ষার্থীর আলাদা একটা আকর্ষণ সৃষ্টি হয়। যার ফল স্বরূপ শিক্ষার্থী সহজে বিষয়টিকে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়।

শাখামূলক প্রতিকৃতির মাধ্যমে যখন কোনো বিষয়কে উপস্থাপন করা হয় তখন তা শিক্ষার্থীর স্মৃতিতে ধরে রাখতে সাহায্য করে।

কোনো কবিতা বা গল্প চিত্রযুক্ত প্রতিকৃতির মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামনে উপস্থাপিত করতে পারলে শিক্ষার্থীরা সহজে তা উপলব্ধি করতে পারে।

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তালিকামূলক প্রতিকৃতি খুবই কার্যকর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ধরনের প্রতিকৃতির মাধ্যমে শিক্ষাদানে শিক্ষার্থীর ব্যাকরণ ভীতি দূরীভূত হয়। শিক্ষার্থীরা অতি সহজ ব্যাকরণ জ্ঞান আয়ত্ত করতে সক্ষম হয়।

(গ) প্রতিকৃতির ব্যবহার

প্রতিকৃতি ব্যবহারের ক্ষেত্রে কিছু বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বন করা উচিৎ। প্রতিকৃতিতে আঁকা ছবি বা লেখা স্পষ্ট ও সুন্দর হওয়া উচিত।

শ্রেণিকক্ষের সকল শিক্ষার্থী যেন প্রতিকৃতি দেখতে পায় সেদিকে লক্ষ্য রাখা উচিত।

শিক্ষক যে বিষয়ে পাঠদান করবেন তার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং প্রাসঙ্গিকভাবে প্রতিকৃতি ব্যবহারের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকবেন।

প্রতিকৃতিতে ব্যবহৃত শব্দ ও পংক্তির মধ্যে উপযুক্ত ব্যবধান যাতে থাকে সেদিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন।

(আ) প্রতিরূপ

প্রতিরূপ হল কোনো বাস্তব বস্তুর বা ব্যক্তির অবিকল কৃত্রিম যান্ত্রিক অচল অনুকৃতি। ইংরেজিতে যাকে মডেল বলা হয় বাংলায় তাকেই প্রতিরূপ বলা হয়ে থাকে। মাটি, কাগজ, প্লাস্টারয়। প্রতিরূপ বস্তুর আকৃতির সমান হতে পারে অথবা ছোট বড় দুইই হতে পারে। প্রতিরূপ সাধারণত ত্রিমাত্রিক (Three dimentional) হয়। যে সব ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ বস্তুকে শ্রেণিকক্ষে নিয়ে আসা সম্ভব হয় না, সে ক্ষেত্রে শিক্ষণকে সহায়তার জন্য প্রতিরূপ বা মডেল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। বিদ্যালয়ে পাঠ্য বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষণের ক্ষেত্রে প্রতিরূপ ব্যবহার করা যায়। প্রতিরূপের মাধ্যমে বর্তমান ও অতীত উভয়কেই শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন করা যায়। প্রতিরূপের আরেকটি সুবিধা হল প্রয়োজন অনুযায়ী ছোট বস্তুকে বড় করে বা বড় বস্তুকে ছোট করেও শ্রেণিকক্ষে উপস্থাপন সম্ভব। তাই ক্ষেত্র বিশেষে প্রতিরূপের ব্যবহার শিক্ষণকে অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল করে তোলে। যেমন সপ্তম শ্রেণিতে পাঠ্য রামকিঙ্কর বেইজ-এর আত্মজীবনী পড়ানোর সময় যদি রামকিঙ্কর বেইজ-এর একটি প্রতিরূপ ব্যবহার করা যায় বা তার ভাস্কর্য-এর নিদর্শন স্বরূপ কোনো ছোট প্রতিরূপ ব্যবহার করা যায় তবে তা একাধারে যেমন শিক্ষার্থীদের মনোযোগ আকর্ষণ করতে সহায়তা করবে অপরদিকে শিক্ষার্থীর মনে সুস্পষ্ট ছাপ ফেলতেও সাহায্য করবে। শ্রেণিকক্ষে বিভিন্ন ধরণের প্রতিরূপ ব্যবহার করা যায়।

(ক) প্রতিরূপের প্রকার

(১) সঠিক পরিমাপসম্পন্ন প্রতিরূপ (Scaled Model) :

শ্রেণিকক্ষে অনেক সময় তথ্যের নির্ভুলতা বজায় রাখতে হয়। সাধারণত তথ্য প্রধান বিষয়বস্তুর শিক্ষণের

সময় তথ্যের উপরই বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। এই ধরনের পাঠে প্রতিরূপ ব্যবহার করতে হলে প্রতিরূপ নিঁখুত হওয়া প্রয়োজন। অর্থাৎ কোনো প্রকৃত বিষয়বস্তুকে প্রতিরূপে রূপান্তরিত করার সময় নির্দিষ্ট স্কেল অনুযায়ী করা উচিত।

(২) সহজীকৃত প্রতিরূপ (Simplified Model) :

ক্ষেত্র বিশেষে পাঠ্য বিষয়বস্তুকে মূর্ত করে তুলতে প্রতিরূপের প্রয়োজন হলেও প্রতিরূপ একেবারে নিঁখুত হওয়ার প্রয়োজন হয় না। সেক্ষেত্রে প্রতিরূপের বাইরের গঠনই পাঠদানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট। নিম্ন শ্রেণিতে যেখানে বস্তুর সঙ্গে পরিচিতির জন্য বস্তু প্রত্যক্ষণের প্রয়োজন হয়, সেখানে এই ধরনের প্রতিরূপ শিক্ষণের পক্ষে বিশেষ উপযোগী।

(৩) সক্রিয় প্রতিরূপ (Working Model) :

কোনো বিশেষ পরিকল্পনার সক্রিয়তাকে শিক্ষণের মধ্যে বাস্তবায়িত করার জন্য এই ধরনের প্রতিরূপ ব্যবহৃত হয়। সাধারণত ভূগোল, বিজ্ঞান বা গণিতের ক্ষেত্রেই এটি বিশেষ কার্যকর। সক্রিয় বস্তু সম্পর্কে অভিজ্ঞতা গ্রহণে সহায়তা করার জন্য শিক্ষকের সক্রিয় প্রতিরূপ ব্যবহার করা উচিত।

(৪) প্রতিরূপের প্রস্থচ্ছেদ (Cross-sectional Model) :

কোনো বস্তুর ভেতরের অবস্থাকে শিক্ষার্থীদের সামনে মূর্ত করে তোলার জন্য এই ধরনের প্রতিরূপ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। সাধারণত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই এই ধরনের প্রতিরূপের গুরুত্ব বেশি।

(৫) হাস্যকর প্রতিরূপ (Mock-ups) :

অনেক সময় পাঠ্য বিষয়বস্তুকে হৃদয়গ্রাহী করার জন্য কোনো বস্তুর অংশ বিশেষকে ত্রি-মাত্রিক রূপ দান করা হয় অর্থাৎ এই ধরনের প্রতিরূপে সম্পূর্ণভাবে বস্তুটির প্রতিরূপ তৈরি করা হয় না। ফলে প্রতিরূপটি দেখতে হাস্যকর হয়। এই জাতীয় প্রতিরূপ কেবলমাত্র শিক্ষণের ক্ষেত্রে উপযোগী। অন্য কোনো কাজে লাগে না।

(খ) প্রতিরূপের উপযোগিতা

—যথাযথ প্রতিরূপ বিষয়কে বুঝতে সহায়তা করে।

—বিমূর্ত বিষয় প্রতিরূপের মাধ্যমে মূর্ত হয়ে ওঠে বলে স্মৃতিতে ধরে রাখা সহজ হয়।

—সঠিক প্রতিরূপের ব্যবহার যথার্থ জ্ঞান আহরণেও সাহায্য করে থাকে।

শিক্ষক/শিক্ষিকা তথা শিক্ষার্থী সমাজ সকলেরই একথা মনে রাখা অত্যন্ত জরুরি যে, অনুকৃতি বা প্রতিরূপ এমনভাবে নির্মিত হবে প্রথমত তা যেন মজবুত হয়। কারণ শিক্ষার্থীদের হাতের স্পর্শে ব্যবহৃত হবার সময় তা যেন ভেঙে না যায় বা নষ্ট যেন না হয়ে যায়। দ্বিতীয়ত আয়তন ও আকৃতি এমন মাপের হবে যাতে তা শ্রেণিকক্ষের টেবিলের ওপর বা ঘরের কোণে একটি যে কোনো আসবাবের ওপর সহজেই প্রতিস্থাপিত করা যায়।

সবশেষে একথাই বলা যায় প্রতিকৃতি বা প্রতিরূপ কোনোটিই যেন এমন না হয় যা শিক্ষার ভারমুক্ত করা অপেক্ষা শিক্ষাকে ভারবাহী করে তোলে।

৩.৪.৭ দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ

শিক্ষা হল একটি জটিল প্রক্রিয়া। শিক্ষাদান অপেক্ষ'াকৃত বেশি কঠিন প্রক্রিয়া কেন না, এতে শিক্ষ'া সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয় শিক্ষার্থীর কাছে এমনভাবে উপস্থাপিত করতে হয় যাতে শিক্ষার্থীর বিষয় উপলব্ধিতে কোন অসুবিধে থাকে না। শিক্ষার্থীরা যাতে সহজভাবে বিষয়ের জ্ঞান লাভ ও অনুশীলন করতে পারে, গভীরে প্রবেশ করতে পারে, রসাস্বাদন করতে পারে ও সৃজনমূলক ও বিশ্লেষণাত্মক প্রকাশে উৎসাহী হতে পারে তার জন্যই শিক্ষা-সহায়ক উপকরণের একটি বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হল সে-সব শিক্ষাদান সংক্রান্ত বিষয়বস্তু যেগুলি শিক্ষার্থীদের শিক্ষা গ্রহণে বিষয়-অনুধ্যানে সহায়তা করে এবং ধারণার আয়ত্তীকরণে সাহায্য করে। শিক্ষা-সহায়ক উপকরণগুলি সাধারণভাবে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ হল তারই একটি ভাগ।

এমন কতকগুলি উপকরণ আছে যেগুলি একই সঙ্গে দৃষ্টি নির্ভর ও শ্রুতি নির্ভর। দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর এই উপকরণগুলিকেই দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণ বলা হয়ে থাকে। যেমন—সবাক চলচ্চিত্র, টেলিভিশন, কম্পিউটার, বিতর্ক, অভিনয়, আবৃত্তি, গান প্রভৃতি। এদের ব্যবহারে শিক্ষা আকর্ষণীয়, আনন্দদায়ক ও মনোগ্রাহী হয়।

(ক) **সবাক চলচ্চিত্র**—সবাক চলচ্চিত্রে শিশু বাস্তব জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। তাই শিশুর শিক্ষার প্রয়োজনীয় বিষয়বস্তুকে যদি সুপরিকল্পিতভাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করা যায় তাহলে তা শিশু মনের উপরে সুদূর প্রসারী প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে। বিভিন্ন মহাপুরুষের জীবন কাহিনী, বিভিন্ন ঐতিহাসিক-ভৌগোলিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ, বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার ইত্যাদি যথাযথভাবে চলচ্চিত্রের মাধ্যমে উপস্থাপন করলে শিশু খুব ভালোভাবে সবকিছু শিখতে সমর্থ হয়। চলচ্চিত্রের মাধ্যমে বিভিন্ন বিষয় যথাযথভাবে পরিবেশিত হলে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাকে শিশুদের কাছে যথেষ্ট আকর্ষণীয় ও সজীব করে তোলা সম্ভবপর হবে।

(খ) **টেলিভিশন**—টেলিভিশনকে বাংলায় দূরদর্শন বলা হয়ে থাকে। এটি এমন একটি মাধ্যম যাকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে পারলে শিক্ষার্থী সহ সমাজেরও উন্নয়ন সম্ভব। আমাদের শেখা বা জানার অনেকটা অংশই নির্ভর করে দৃষ্টির উপর। তাই কোনো বিষয় যখন শিক্ষার্থীরা টেলিভিশনের মাধ্যমে দেখে তখন তা ভালোভাবে স্মৃতিতে ধরে রাখতে পারে। সুতরাং বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে টেলিভিশনকে একটি উল্লেখযোগ্য মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। টেলিভিশনের পর্দায় শিক্ষার্থীরা প্রকৃতি, পরিবেশ ও মানব জীবনের হুবহু প্রতিচ্ছবি প্রত্যক্ষ করার সুযোগ পায় বলে তাদের কাছে এর আকর্ষণ অত্যন্ত বেশি হয়। ঘরে বসেই বিশ্বের যাবতীয় খবরাখবর পাওয়া যায় বলে এর মাধ্যমে শিক্ষাও সহজ হয়ে যায়। আবৃত্তি, নাটক, গল্প, উপন্যাস, সাহিত্য সম্পর্কিত বিভিন্ন আলোচনা এর মাধ্যমে সম্প্রচারিত হলে শিক্ষার্থীরা সহজে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারে এবং বাংলা ভাষার প্রতি তাদের একটা আগ্রহ সৃষ্টি হয়।

(গ) **কম্পিউটার**—বর্তমান যুগের একটি অতি পরিচিত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ হল কম্পিউটার। যার দৌলতে বিশ্বের সমস্ত তথ্য আজ হাতের মুঠোয়। অন্যান্য দেশের তুলনায় যদিও ভারতবর্ষ অনেক দেরিতে একে শিক্ষাক্ষেত্রে ব্যবহার করেছে, তবে বর্তমানে এর বিপুল প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। নানাভাবে কম্পিউটার শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপস্থাপিত হয়ে থাকে।

বিতর্ক, অভিনয়, আবৃত্তি, গান প্রভৃতি বিষয়গুলিও দৃষ্টি ও শ্রুতি নির্ভর উপকরণ হিসাবে ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই জাতীয় উপকরণগুলি শিক্ষার্থীর মনে গভীর প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

৩.৪.৮ ভাষা পরীক্ষাগার

(ক) ধারণা

ভাষা পরীক্ষাগারের ধারণাটি ভারতে প্রায় নতুন হলেও প্রথম ভাষা পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছিল একশো বছরেরও বেশি সময় আগে। ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের গেনোবল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম ভাষা পরীক্ষাগার স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী অর্ধশতাব্দীর মধ্যে আমেরিকা ও ইংল্যান্ডে এর বহুল প্রচলন দেখা যায়। নব্বই-এর দশক পর্যন্ত ভাষা পরীক্ষাগার মূলত টেপরেকর্ডার ভিত্তিক হলেও এরপর অত্যন্ত দ্রুত এর উপকরণগুলির পরিবর্তন ঘটতে থাকে। বর্তমানে কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়াভিত্তিক ভাষা পরীক্ষাগার ভারতের অনেক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেই আছে।

(খ) ভাষা পরীক্ষাগার-এর সংজ্ঞা

ভাষা পরীক্ষাগার-এর কোন নির্দিষ্ট সর্বজনসম্মত সংজ্ঞা না থাকলেও সাধারণভাবে ভাষা পরীক্ষাগার এমন একটি কক্ষ যেখানে ভাষা শেখানোর উপযোগী নানা উপকরণ যেমন—টেপ-রেকর্ডার, ভিডিও ক্যাসেট রেকর্ডার, কম্পিউটার প্রভৃতি থাকে যা শিক্ষার্থীকে এককভাবে অথবা দলগতভাবে সঠিকভাবে ভাষা শুনতে এবং বলতে শেখায়।

(গ) ভাষা-পরীক্ষাগারের প্রয়োজনীয়তা

ভাষা-পরীক্ষাগার স্থাপন করলে ভাষা শিক্ষার নিম্নলিখিত উদ্দেশ্যগুলি সিদ্ধ হবে—

১) ভাষা-পরীক্ষাগারের সঠিক ব্যবহারে শিক্ষার্থী নানা ভাষা বলায় দক্ষ হয়ে উঠবে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়—কাজী সব্যসাচী, পার্থ ঘোষ, প্রদীপ ঘোষ, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ বিখ্যাত আবৃত্তিশিল্পীদের বলা আবৃত্তি শুনে সঠিক বাংলা উচ্চারণে, শ্বাসাঘাতের সঠিক প্রয়োগে দক্ষ হয়ে উঠবে। আবার হিন্দী অথবা ইংরাজি কথোপকথন শুনে সেই ভাষার কথনে দক্ষতা আসবে।

২) ভারত বহু ভাষাভাষীর দেশ। ভাষাগত পরিচিতি জাতীয় সংহতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ভাষা পরীক্ষাগার বিভিন্ন ভাষার সঙ্গে অপরিচয়ের গন্ডি অতিক্রমে সহায়ক, কারণ অ-চেনা ভাষা সঠিকভাবে বলতে ও শুনতে শেখায় ভাষা পরীক্ষাগার।

৩) ভাষা পরীক্ষাগার শিক্ষার্থীদের সক্রিয় ভূমিকা নিতে সাহায্য করে, একই সঙ্গে বিভিন্ন শিক্ষার্থীদের আলোচনা ও মতবিনিময়ের সুযোগ দেয়।

৪) শিক্ষার্থীদের স্বয়ংশিখনে আগ্রহী করে।

৫) স্বয়ংশিখনের সময় শিক্ষার্থী বারবার নিজের শিখনের পুনরাবৃত্তি-র সুযোগ পায়, ফলে স্বয়ং-সংশোধনের সুযোগ থাকে।

৬) আন্তর্জালের সুযোগ থাকায় তথ্য দ্রুত সংগ্রহের সুযোগ থাকে।

৭) কম পরিসরে অধিক তথ্য নথিভুক্ত করার সুযোগ থাকে।

৮) শিক্ষা সহায়ক উপকরণের উপযোগিতার কথা সব শিক্ষাবিদই স্বীকার করেন। ভাষা-পরীক্ষাগারে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে উপযোগী ছবি, গান, চলচ্চিত্রের অংশ সংযুক্ত করার সুবিধা থাকে।

৯) স্বয়ংশিখনের সুবিধা থাকায় প্রত্যেক শিক্ষার্থী তার নিজস্ব গতি অনুযায়ী অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পায়।

১০) অনলাইন-পরীক্ষা সহায়ক।

১ ভাষা পরীক্ষাগারের সংগঠন

ভাষা-পরীক্ষাগারের সঙ্গে সাধারণ শ্রেণিকক্ষের পার্থক্য থাকে। সাধারণ শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মুখোমুখি থাকেন। ভাষা পরীক্ষাগারে শিক্ষকের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের এবং শিক্ষার্থীদের নিজেদের মধ্যে সংযোগ থাকে।

নিচের ছককে দেখলে বিষয়টি পরিষ্কার হবে—

সাধারণ শ্রেণিকক্ষ

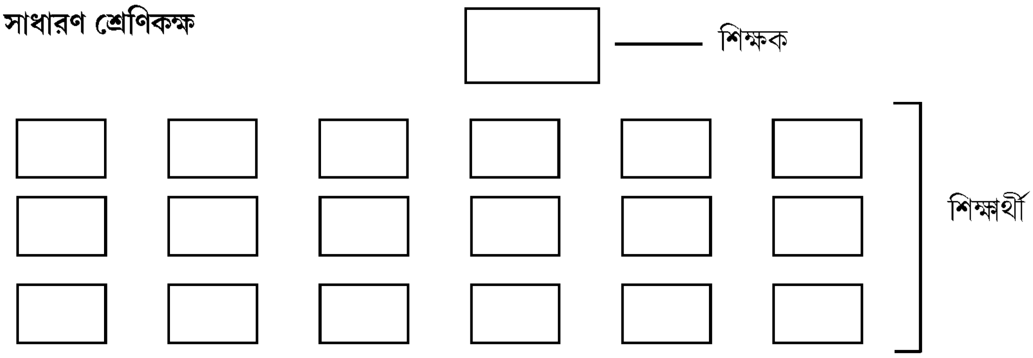

ভাষা পরীক্ষাগার

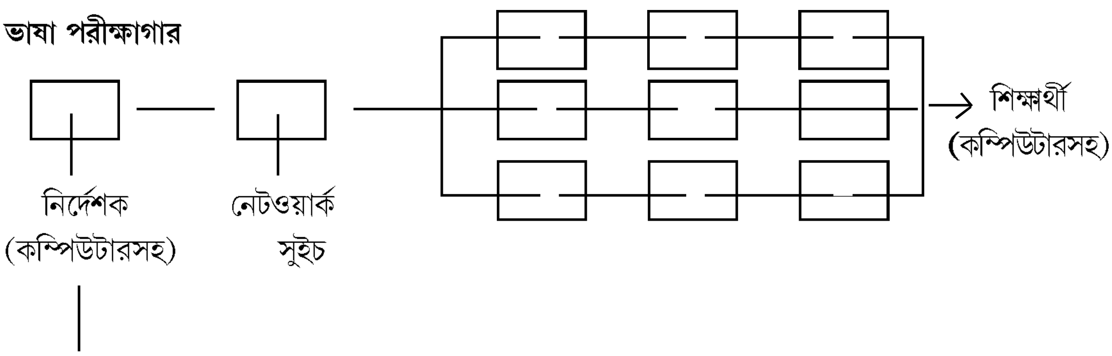

এখানে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীর সংযোগ রক্ষা হয় লোকাল এরিয়া নেটওয়ার্ক (LAN) বা ওয়্যারলেস এরিয়া নেটওয়ার্ক (WLAN) দ্বারা।

ভাষা পরীক্ষাগারের বিভাগ এবং প্রক্রিয়া

একটি ভাষা পরীক্ষাগারে তিনটি বিভাগ আছে—

● হিয়ারিং বুথ ● কনসোল বা অ্যাডভাইসার'স বুথ ● কনট্রোল রুম

- **হিয়ারিং বুথ—**একটি ভাষা পরীক্ষাগারে ১৬ থেকে ২০টি হিয়ারিং বুথ থাকে। শ্রবণ বুথে শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থা থাকে। কনসোল বুথের সঙ্গে ইয়ার ফোনে শিক্ষার্থীর সংযোগ থাকে, সুইচ অন করলে শিক্ষার্থী-কন্ট্রোল রুমের টেপের প্রয়োজনীয় অংশ শুনতে পায়, নিজের স্বর রেকর্ড করতে পারে, পুনরাবৃত্তি করতে পারে।
- **কনসোল বা অ্যাডভাইসার'স বুথ—**এখানে মাস্টার টেপের সঙ্গে এক বা একাধিক টেপের ব্যবস্থা থাকে, মনিটর থাকে। কনসোলের সুইচগুলি হল—
  - ✡ ডিস্ট্রিবিউশন সুইচ—মাস্টার টেপ থেকে রেকর্ডেড প্রোগ্রাম বিভিন্ন বুথে পাঠানোর সুইচ।
  - ✡ মনিটারিং সুইচ—শিক্ষার্থীর শোনা এবং বলা এই সুইচ চালিয়ে অ্যাডভাইসার (শিক্ষক) শুনতে পান, যা মূল্যায়ন এবং সংশোধনে সাহায্য করে।
  - ✡ ইন্টারকম সুইচ—কোন একজন শিক্ষার্থীর সঙ্গে ব্যক্তিগত কথা বলার জন্য দ্বিমুখী যোগাযোগ।
  - ✡ গ্রুপ কল সুইচ—যারা একই টেপ শুনছে তাদের সবার কাছে এক ঘোষণা করার জন্য।
  - ✡ অল কল সুইচ—ভাষা পরীক্ষাগারের সবার কাছে ঘোষণা পৌঁছনর জন্য।
- **কনট্রোল রুম—**এখানে সমস্ত টেপ, যন্ত্রপাতি, নথি থাকবে।

পদ্ধতি

শিক্ষক মাস্টার টেপ চালান

↓

প্রত্যেক বুথে রাখা টেপে প্রয়োজনীয় শব্দ তুলে নিয়ে রেকর্ড করা

↓

শিক্ষার্থী নিজস্ব টেপ বাজিয়ে শোনে

↓

শিক্ষার্থী প্রয়োজনমতো মৌখিক প্রতিক্রিয়া করে

↓

শিক্ষার্থী নিজের প্রতিক্রিয়াও রেকর্ড করে

↓

প্রয়োজনমতো নিজের টেপ ও মাস্টার টেপ বাজিয়ে তুলনা করে

↓

কাম্য সাফল্য অর্জিত না হওয়া পর্যন্ত পুনরাবৃত্তি করে

এইভাবে শিক্ষার্থী তার জন্য শিখনসামর্থ্য অর্জন করে।.

ভাষা পরীক্ষাগারের প্রকারভেদ

ভাষা পরীক্ষাগারের সাধারণত চারটি প্রকার দেখা যায়—

১. **কনভেনশনাল—**এক্ষেত্রে শিক্ষক টেপ বাজিয়ে শোনান, শিক্ষার্থীরা একসঙ্গে শোনে। সাধারণ শ্রেণিকক্ষেই এটি সম্ভব।

২. **লিঙ্গুয়া ফোন ল্যাব—**এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীকে হেডসেট দেওয়া হয়, শিক্ষকের বাজানো টেপ শিক্ষার্থী হেডসেটে শোনে এবং শেখে।

৩. **কম্পিউটার অ্যাসিস্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব CALL—**এক্ষেত্রে পড়ার সমস্ত বিষয় অর্থাৎ কোর্স মেটেরিয়াল কম্পিউটারে থাকে। একে আবার তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়—

- বিহেভিয়ারিস্টিক কল
- কমিউনিকেটিভ কল
- ইন্টিগ্রেটিভ কল

কম্পিউটারে অ্যাসিস্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব-এ যখন ইন্টারনেট-এর সংযোগ থাকে, তখন একে বলা হয় ওয়েব অ্যাসিস্টেড ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব **(WALL)**।

৪. **মাল্টিমিডিয়া হাইটেক ল্যাঙ্গুয়েজ ল্যাব—**ওপরের সুবিধাগুলির সঙ্গে এখানে নানা ধরনের সফ্‌টওয়্যার ব্যবহারের সুবিধা থাকে। বলা বাহুল্য, এই ধরনের ভাষা পরীক্ষাগার সব থেকে আধুনিক এবং কার্যকর আবার সব থেকে ব্যয়সাধ্যও।

ভাষা পরীক্ষাগারের সীমাবদ্ধতা

আধুনিক জ্ঞানের জগতে এক যুগান্তকারী অগ্রগতি ঘটে চলেছে। বিজ্ঞান এবং সমাজবিজ্ঞান-বিষয়ক পরীক্ষাগারগুলির ধারণাকে অতিক্রম করে ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রেও ভাষা-পরীক্ষাগারের ধারণা এখন আধুনিক শিক্ষার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ। ভাষা-শিক্ষার ক্ষেত্রে এর উপযোগিতাকে অস্বীকার করা না গেলেও এর কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে, যেমন—

১। সময়তালিকায় বিজ্ঞানের বিষয় যেমন জীবন বিজ্ঞান, ভৌত বিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞানের বিষয় যেমন ভূগোলের ব্যবহারিক শিক্ষা (প্র্যাকটিকাল)-র জন্য পৃথক পিরিয়ড বরাদ্দ থাকে, কিন্তু ভাষা-শিক্ষার জন্য এরকম কোন পিরিয়ড বরাদ্দ থাকে না।

২। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে ভাষা পরীক্ষাগার থাকে না।

৩। ভাষা-পরীক্ষাগারের যন্ত্রপাতি অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ, এছাড়া বিদ্যালয়ে ভাষা-পরীক্ষাগার থাকা বাধ্যতামূলক নয়, তাই বিদ্যালয়গুলি এই ব্যয় বহন করতে চায় না।

৪। ভাষা পরীক্ষাগার সঠিকভাবে ব্যবহার করার জন্য প্রযুক্তিতে এবং বিষয়ে—উভয় দিকেই দক্ষ শিক্ষকের প্রয়োজন হয়, অনেক সময়ই এরকম দক্ষ শিক্ষকের অভাব দেখা যায়।

৫। ভাষা-শিক্ষার চারটি দিক থাকে—শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখন। ভাষা-পরীক্ষাগার প্রথম দুটি বিষয়ের উৎকর্ষ সাধন করে, কিন্তু শেষ দুটি বিষয় পঠন এবং লিখনে ভাষা-পরীক্ষাগার কোন সদর্থক ভূমিকা পালন করে না।

৬। ভাষা-পরীক্ষাগারে একসঙ্গে ১৬-২০ জনের বেশি শিক্ষার্থীর শিখনের ব্যবস্থা থাকে না, বিদ্যালয়গুলিতে সাধারণ শিক্ষার্থীর সংখ্যা একটি শ্রেণিতে ২০ জনের অনেক বেশি থাকে, সবাইকে একসঙ্গে শিক্ষা দেওয়া এক্ষেত্রে সম্ভব হয় না।

৩. ৪. ৯ ভাষা ক্রীড়া

ক্রীড়া শব্দটির সাথে আমরা সকলেই খুব পরিচিত। সাধারণত ক্রীড়ার সমার্থক হিসেবে খেলা শব্দটিকেই ব্যবহার করা যায়।ক্রীড়া শব্দটির সাথে যেমন শরীরচর্চার সম্পর্ক আছে, ঠিক তেমনই ভাষাক্রীড়ার সাথে ভাষা এবং মস্তিষ্কের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক বিদ্যমান।যেহেতু খেলাচ্ছলে শব্দ সৃষ্ট হয় বা শব্দের অর্থ জানা যায় তাতে আনন্দ থাকে।আর সেই জন্যই তা ভাষা ক্রীড়া বলে বিভূষিত হয়।ভাষা ক্রীড়া শব্দটি শুনতে হয়তো নতুন লাগছে , শব্দটি কি সত্যিই নতুন? নিত্যদিনের খবরের কাগজ খুললেই, তা সে যে ভাষারই হোক না কেন , ভাষা ক্রীড়ার নমুনা দেখতে পাই।সেই শব্দ- কথা বা ভাষা- কথা নিয়ে আমাদের চিন্তার অন্ত নেই।ঘন্টার পর ঘন্টা ভেবে ভেবে আমরা শব্দ ছকের সমাধান করি।আবার যাঁরা এই শব্দ ছক নির্মাণ করছেন তাঁরাও নিরন্তর ভেবে চলেছেন।

ভাষা ক্রীড়ার বড় উদাহরণ হিসেবে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ‘বর্ণপরিচয়’ বা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘সহজপাঠ’ উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।‘অ’- অজগর আসছে তেড়ে , ’আ’- আমটি আমি খাব পেড়ে শিশু মনে যে আনন্দ উদ্রেক করে তাতেই তার শেখার আগ্রহ সৃষ্টি হয়। আবার রবীন্দ্রনাথ নাথ ঠাকুরের ,‘ছোটো খোকা বলে অ,আ / শেখেনি সে কথা কওয়া’ শিশু মনে যে মজা বা আনন্দর উপলব্ধি ঘটায় তাতেই শিশুর দ্রুত শিক্ষা লাভ হতে থাকে।যেহেতু জোর করে শেখানো হয় না বা মুখস্থ করানো হয় না সেই কারণে শিশুর শিখতেও কষ্ট হয় না।

কেবলমাত্র প্রাক্- প্রাথমিক স্তরেই নয়,প্রাথমিক ,মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরেও ভাষা ক্রীড়ার গুরুত্ব অপরিসীম।এ প্রসঙ্গে অন্তাক্ষরির উল্লেখ করা যেতে পারে।এ ক্ষেত্রেও গানের মাধ্যমে ক্রমাগত ভাষা নিয়ে খেলা করা হয়। একটি গানের লাইনেরশেষ বর্ণটি দিয়ে একটি নতুন গান গাওয়া হয়।ঠিক একই রকম ভাবে একটি শব্দের শেষ বর্ণটি দিয়ে যখন একটি নতুন শব্দ তৈরি করা হচ্ছে সেটাও এক ধরনের খেলা হচ্ছে।যেমন- কলম- মলম, কলা- লাঠি ইত্যাদি।

সমার্থক শব্দ, বিপরীতার্থক শব্দ এগুলিকেও এক ধরনের ভাষা ক্রীড়া বলা যেতে পারে।যেমন- সব অর্থ সকল , শব অর্থ মৃতদেহ।উচ্চারণের দিক থেকে এক হলেও বানানের দিক থেকে আলাদা হওয়ায় অর্থের পার্থক্য দেখা যাচ্ছে।আবার বানানের দিক থেকে এক হলেও অর্থের পার্থক্য দেখা যায়।যেমন- সন্দেশ শব্দটির একটি অর্থ মিষ্টি জাতীয় খাবার আবার আরেকটি অর্থ খবর।

ইংরেজীতে প্যালিনড্রোম বলে একটা শব্দ আছে, যার বানান palindrome। বাংলা করলে যার অর্থ দাঁড়ায় যে শব্দ সোজা ও উল্টো উভয় দিক থেকেই এক ।যেমন- কনক , নয়ন ইত্যাদি।অথবা সুবল বসু যদি কারো নাম হয় তবে তা যেদিক থেকেই দেখা যাক তা একই থাকে। রমাকান্ত কামার, এই নামটির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। খুঁজলে হয়তো এরকম আরও উদাহরণ পাওয়া যাবে।ইংরেজীতেও এরকম প্রচুর শব্দ পাওয়া যায়।যেমন –eye, madam ইত্যাদি।সুতরাং দেখা যাচ্ছে আনন্দের সাথে ভাষা নিয়ে নানান রকম কারিকুরি করাকেই ভাষা ক্রীড়া বলা যেতে পারে।

ভাষা ক্রীড়ার গুরুত্ব

খাদ্য যেমন শরীরের পুষ্টি জোগায়,ভাষা ক্রীড়াও তেমন মস্তিষ্কের পুষ্টি জোগায়।শুধু তাই নয় মস্তিষ্ককে সচল রাখার জন্য এবং ভাষায় দখল আনার জন্য ভাষা ক্রীড়া আধুনিক ভাষা তত্বের একটি বিশেষ উপাদান।বর্তমানে মনস্তত্ত্ববিদেরাও ভাষা ক্রীড়ার উপর গুরুত্ব দিচ্ছেন।শৈশব থেকেই যদি এ ব্যপারে নজর দেওয়া যায় তবে যেকোনো ভাষা শিক্ষাই শিশুর কাছে সহজ লব্ধ হয়ে ওঠে।আধুনিক বিজ্ঞানে জেরেন্তলজিতেও ভাষা ক্রীড়ার উপর গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে ,কারণ এর দ্বারা স্মিৃতি ভ্রম থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে।

বিদ্যালয় স্তরে ভাষা ক্রীড়ার উপযোগিতা

- ভাষা ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যাকরণ জ্ঞান তথা ভাষা জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
- ভাষা ক্রীড়া শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক চিন্তায় উদবুদ্ধ করে।
- ভাষা ক্রীড়ার দ্বারা শিক্ষার্থী ব্যাকরণের স্থানকে বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পকিত করতে পারে।
- শ্রেণিকক্ষে প্রশ্নোত্তর পর্বে ভাষা ক্রীড়ার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে।

ভাষা ক্রীড়া ব্যবহারের স্তর

সাধারনত ভাষা ক্রীড়া ব্যবহারের ক্ষেত্রে তিনটি স্তর থাকে

- ভাষা ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুতি
- ভাষা ক্রীড়ায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ
- ভাষা ক্রীড়ার দ্বারা অধীত ভাষা জ্ঞান

ভাষা ক্রীড়ার জন্য প্রস্তুতি

এই পর্যায়ে শিক্ষক

- ভাষা সংক্রান্ত বিষয়টি উপস্থাপিত করবেন
- শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান জন্য প্রয়োজনীয় উদাহরণ দেবেন
- কাজ সম্পাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেবেন

ভাষা ক্রীড়ায় শিক্ষার্থীর অংশগ্রহণ

এই পর্যায়ে

- শিক্ষার্থী ব্যাক্তিগতভাবে, যুগ্মভাবে অথবা দলগতভাবে কেন্দ্রীয় কাজ সম্পাদন করবে।
- শিক্ষার্থীদের ক্রীড়ায় অংশগ্রহণের সময় শিক্ষক তাদের কাজটি বুঝতে সাহায্য করবেন।
- সময়সীমার প্রতিলক্ষ্য রাখতে হবে।
- দলগতকাজে উৎসাহ প্রদান করতে হবে।

ভাষা ক্রীড়ার দ্বারা অধীত ভাষা জ্ঞান

এই পর্যায়ে

- কেন্দ্রীয় ভাবনাটিকে অন্যত্র স্থাপন করতে পারবে।
- বিশেষ করে এক্ষেত্রে উদ্দেশ্য হল ব্যাকরণের জ্ঞানকে নির্দিষ্ট ভাষার গঠন এবং ব্যবহারে নির্ভুলতা প্রদান করাড়ে

ভাষা শিক্ষায় শিক্ষক নিম্নলিখিত ভাষা ক্রীড়াগুলি ব্যবহার করতে পারেন

তালিকা তৈরিঃ শিক্ষার্থীরা নতুন শব্দের তালিকা তৈরি কোরে তার অর্থ অনুসন্ধান করবে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেই শব্দগুলি ব্যবহার করবে।

ক্রমপর্যায়ে সাজানোঃ স্থান নির্ণয় ও শ্রেণিকরণের ভিত্তিতে ব্যাকরণের সূত্রগুলি ক্রমপর্যায়ে সাজাবে।

তুলনাকরণঃ একই ধরনের বিষয়গুলি একত্রিত কোরে তাদের মধ্যে পার্থক্য অনুসন্ধান করবে।

সমস্যা সমাধানঃ ব্যাকরণ শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন কোরে তার সমাধানে উদবুদ্ধ করবেন।

ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অন্যের সঙ্গে ভাগ করাঃ শিক্ষার্থী এখানে যে কোনো ভাষাগত সমস্যার সমাধানে তার ব্যাক্তিগত অভিজ্ঞতাকে অন্যের সঙ্গে ভাগ কোরে নেবে ও দলগতভাবে সমস্যা সমাধানে অগ্রস্র হবে।

সিদ্ধান্ত গ্রহণঃ যেকোনো ধরনের ভাষাগত সমস্যার সমাধানে বিকল্প পথ কি হতে পাড়ে তা নিয়ে আলোচনা কোরে সর্বোত্তমটি গ্রহণ করবে।

ভাষা ক্ররীড়ার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর অংশ গ্রহণকে নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করা যায়—

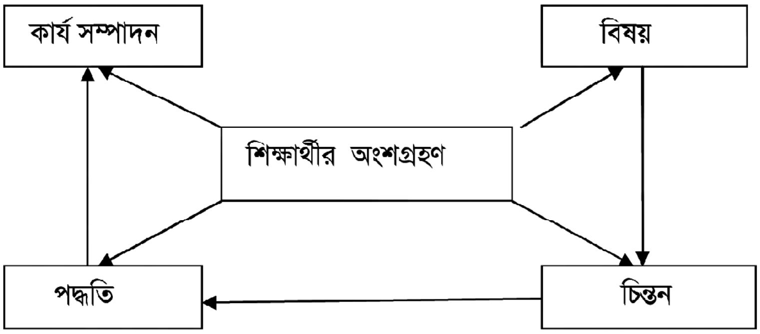

ভাষা ক্রীড়ার রূপরেখা

ব্যাকরণ শিক্ষার প্রেক্ষিতে একটি নমুনা—

মনে করা যাক , দুই বন্ধু অনিতা আর সুতপা কাগজ কলম নিয়ে খেলতে বসেছে।তাদের বুলা হল বিশেষ কোনো অক্ষর (একটি স্বরবর্ণ ও একটি ব্যাঞ্জনবর্ণ) দিয়ে নীচের ছকটি পূরণ কর। প্রতিটির জন্য ১ নম্বর পাওয়া যাবে।

অংশগ্রহণকারী	খেলোয়ারের নাম	ফুল	ফল	স্থান	প্রাণী	নাম	অ
	অনিতা	অতসী		অসম	অজ	অয়ন	
	সুতপা	অপরাজিতা		অম্বিকাকালনা	অজগর	অপর্না	

অংশগ্রহণকারী	খেলোয়ারের নাম	ফুল	ফল	স্থান	প্রাণী	নাম	গ
	অনিতা	গাঁদা	গাব	গোয়ালিয়র	গরু	গগন	
	সুতপা	গন্ধরাজ		গোয়া	গাধা	গোবিন্দ	

এখানে দেখা যাচ্ছে স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে দুজনেই একটি করে ঘর পূর্ণ করতে পারেনি।আবার ব্যাঞ্জনবর্ণের ক্ষেত্রে একজন একটি ঘর পূর্ণ করতে পারেনি।তাই একজনের ১নম্বর ও একজনের ২নম্বর কাটা গেল।এবার যদি প্রশ্ন করা হয় এখানে কী কী ফুলের নাম পাওয়া গেল?উত্তর যা পাওয়া গেল তার থেকে এটাই বোঝানো যায় যে যে পদ দিয়ে কোনো কিছুর নাম বোঝানো হয় তাকে নাম পদ বা বিশেষ্য পদ বলে।এইভাবে খেলার মাধ্যমে তারা অজস্র বিশেষ্যপদ চিহ্নিত করতে পারবে।

সুতরাং ভাষা ক্রীড়াও ভাষা শিক্ষার একটা বিশেষ মাধ্যম বলা যেতে পারে।

৩.৫ বিশেষ শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব, প্রস্তুতি ও শিক্ষকের ভূমিকা

শিক্ষা শিশুর মৌলিক অধিকার। সে শিশু সাধারণই হোক বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্নই হোক। শিশুর প্রথম পরিচয়ই হল সে শিশু। স্বাভাবিক নিয়মেই শিশুর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা হওয়া প্রয়োজন। কারণ আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থা শিশুকেন্দ্রিক। শিশু স্বাভাবিকই হোক বা বিশেষ চাহিদা সম্পন্নই হোক তার আগ্রহ, চাহিদা ও সামর্থ্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে শিক্ষার পরিবেশ রচিত হওয়া উচিত। আধুনিক শিক্ষার স্লোগান তাই ভার মুক্ত শিখন (Learning without burden)। যার উদ্দেশ্য হল ভারমুক্ত আনন্দময় হৃদয়ে শিখতে শেখা। বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার জন্য প্রয়োজন একটু ধৈর্য্যের। কারণ কিছু অসুবিধা তাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছু প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে। সেই প্রতিবন্ধকতাকে দূর করে তাদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে অন্যান্য

অনেক কিছুর ভূমিকা থাকলেও শিক্ষা সহায়ক উপকরণ একটা বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। যদিও এই শিক্ষা সহায়ক উপকরণগুলির দ্বারা যে কেবলমাত্র বিশেষ শিশুরাই উপকৃত হয় তা নয়, সাধারণ শিশুরাও উপকৃত হয়ে থাকে। তাই বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এবং সেই শিক্ষা সহায়ক উপকরণেও বিশেষ চাহিদার উপর নির্ভর করেই গড়ে ওঠা উচিত। এক্ষেত্রে উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার সবটাই নির্ভর করে শিক্ষকের উপর। কারণ তিনিই শিক্ষার্থীর প্রয়োজন অনুধাবন করে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ নির্বাচন করে থাকেন। একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীর মনোযোগ আকর্ষণের জন্য, প্রেষণা সৃষ্টির জন্য, পাঠদান প্রক্রিয়াকে মূর্ত্ত করার জন্য, বৈচিত্র্য সৃষ্টির জন্য, হাতে কলমে নিজে বিষয়টিকে বুঝে নেবার প্রয়োজনে শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করেন। ইন্দ্রিয়ের যথাযথ ব্যবহারে পাঠদান প্রক্রিয়াটিকে ফলপ্রসূ করে তোলার জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার একান্ত আবশ্যক।

৩.৫.১ শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ধারণা

জাতীয় পাঠক্রম রূপরেখা (২০০৫) অনুসারে শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্যের অভিমুখের যে প্রধান পরিবর্তন (Shift) গুলি লক্ষ্য করা যাচ্ছে তার কয়েকটি দিক হল—

- Understanding the **learner needs** to be given **priority**. The Learner is seen as an **active participant** rather than a passive lisntener in the process of learning and his/her **capabilities and potentials** are seen not as fixed but as dynamic and capable of being development **though direct self experiences**.
- View knowledge not as an external reality embeded in textbooks, but as **Constructed** in the **shared context of teaching learning and personal experiences**.
- View learning as a search for meaning out of personal experience and **knowledge generation** as a **continuously evolving process of reflecting learning**.

প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতিগুলির বিশেষণে কয়েকটি উল্লেখযোগ্য দিক চোখে পড়ে—

১. শিক্ষার্থীর চাহিদাকেই প্রাধান্য দান।

২. শিক্ষার্থী সক্রিয় অংশগ্রহণকারী।

৩. তার সামর্থ্য ও সম্ভাবনা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পরিণত হয়।

৪. জ্ঞান শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে থেকে শিক্ষার্থীর মধ্যে প্রবেশ করে না। শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়া ও ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার ভাব-বিনিময়েই জ্ঞানের নির্মাণ ঘটে।

৫। শিখনকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অর্থ সন্ধানের প্রক্রিয়া হিসাবে দেখা যেতে পারে।

৬। শিক্ষার্থীর মনে অনবরত যে নানান চিন্তাভাবনার আলোড়ন চলছে তার মধ্য থেকে জ্ঞানের নির্মাণ ঘটেছে।

৩.৫.২ শিক্ষাসহায়ক উপকরণগুলি গুরুত্ব

- প্রত্যক্ষ আবেদন সৃষ্টির মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারণাকে পূর্ণতা দান করে।
- পঠিত বিষয়ের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার সংযোগ ঘটাতে সক্ষম।
- শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা, বিশ্লেষণী শক্তি ও বিচারবোধের পরিণমন ঘটে।
- বিমূর্ত ধারণাকে মূর্ত করে তুলতে সাহায্য করে।
- উপকরণগুলির ব্যবহারে পাঠদান প্রক্রিয়া আকর্ষণীয়, বৈচিত্র্যমণ্ডিত ও আনন্দময় হয়।
- শিক্ষার্থীদের বক্তব্য বিষয়ের দিকে মনোযোগী ও আগ্রহী করে তোলা সম্ভব।
- পাঠদান প্রক্রিয়াটিকে ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আকর্ষণীয় করে তোলা সম্ভব।
- শিক্ষা সহায়ক উপকরণকে ব্যবহার করে প্রশ্নকরণ কৌশলকে ফলপ্রসূ করে তোলা যায়।
- শিক্ষার্থীদের কল্পনাশক্তিকে উজ্জীবিত করা সম্ভব।
- বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অনুবন্ধ (correlation) সংযোগ ঘটানো সম্ভব।

➢ **শ্রুতিনির্ভর উপকরণ** : যে সমস্ত উপকরণগুলির আবেদন মূলত শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কাছে সেগুলিকে শ্রুতি নির্ভর উপকরণ বলা চলে। যেমন—রেডিও, গ্রামোফোন, টেপরেকর্ডার, মোবাইল ইত্যাদি। বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আবৃত্তি, গান, বক্তৃতা আলোচনা ব্যবহার করে শোনানো যেতে পারে।

➢ **দৃষ্টি-শ্রুতি নির্ভর উপকরণ** : যে সমস্ত উপকরণগুলির আবেদন যুগপৎ দৃষ্টি ও শ্রবণ ইন্দ্রিয়ের কাছে তাদের দৃষ্টি-শ্রুতি নির্ভর উপকরণ বলে। দূরদর্শন, কম্পিউটার, ইন্টারনেট, চলচ্চিত্র ইত্যাদি। শিক্ষাগত ও তথ্যসমৃদ্ধ বিভিন্ন অংশ নির্বাচন করে ব্যবহার করতে পারলে শিখন প্রক্রিয়াটি আকর্ষণীয় ও ফলপ্রসূ হয়।

৩.৫.৩ ব্যবহারের ক্ষেত্রে সবচেয়ে স্মরণীয় দিক

- উপকরণগুলি যেন শিক্ষাদান প্রক্রিয়ার সহায়ক হয়। কেবলমাত্র দেখাবার জন্য নয়, যথাযোগ্য স্থানে যথাযোগ্য সময়ে দক্ষতার সঙ্গে ব্যবহার করা প্রয়োজন।
- ব্যবহৃত তথ্যাদি ও সাল তারিখ যেন নির্ভুল হয়।
- শিক্ষাসহায়ক উপকরণ পাঠের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষককে প্রস্তুত করে নিতে জানতে হবে।

- উপকরণ তৈরির কারণে গ্রন্থাগার, ইন্টারনেট, অভিধান, বিভিন্ন পত্রপত্রিকা, সংবাদপত্র ইত্যাদির সাহায্য গ্রহণ করা যেতে পারে।
- সহজলভ্য জিনিসকে ব্যবহংার করে উপকরণ তৈরিতে উৎসাহী হওয়া প্রয়োজন।
- সৃজনধর্মী প্রচেষ্টাকে উৎসাহিত করা দরকার।
- ভাষা গবেষণাগার তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণে ভাষা শিক্ষকের উদ্যোগ বিশেষ জরুরি।
- লেখার আকৃতি যেন দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য—There is a vast range of resources and materials available for use in the classroom, including video tapes, slides, overhead projector transparencies, worksheets and work cards, computer packages and simulation materials. Perhaps the golden rule concerning their use is always to check their quality and appropriateness for the lesson.

৩.৫.৪ শিক্ষাসহায়ক উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার

- ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষক পাঠ-সংশ্লিষ্ট উপকরণগুলি সুপরিকল্পিতভাবে প্রস্তুত করবেন।
- কবি পরিচিতি বা লেখক পরিচিতির চার্ট তৈরিতে সময়কাল, জীবন সম্পর্কিত গুরুত্বপূর্ণ তথ্যাদি, প্রতিকৃতির নমুনা, সাহিত্যসৃষ্টির প্রয়োজনীয় তথ্যাদি করতে পারেন।
- কোন বিশেষ ঘটনা, ব্যক্তি বা বস্তুকে নির্দেশে করতে ছবি দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের প্রশ্ন করতে পারেন।
- সাহিত্য বিষয়ের পাঠের ভাবের সঙ্গে সমধর্মী বিভিন্ন উদ্ধৃতি সম্বলিত চার্ট সময়মত ব্যবহার করে দুটি বিষয়ে সাদৃশ্য বিষয়ক আলোচনা করতে পারেন।
- ব্যাকরণ শিক্ষায় সচিত্র শব্দতালিকা ও বাক্যতালিকা ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের সক্রিয় করে তুলতে পারেন।
- গদ্য বা পদ্য পাঠদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিমূর্ত বিষয়ের চিত্র দেখিয়ে বিষয়টিকে মূর্ত করে তুলতে পারেন।
- খবরের কাগজ বা বাজার চলতি বিভিন্ন পত্র পত্রিকার অংশ বিশেষ দিয়ে কোলাজ তৈরি করে পাঠ্যবিষয়ের সঙ্গে এর সাজুয্যবিধান করতে পারেন। এটি সহজলভ্য।
- গ্রন্থাগার থেকে উৎসগ্রন্থ এনে শিক্ষার্থীদের দেখাতে পারেন।
- মোবাইলে বিভিন্ন গান, আবৃত্তি বা বক্তৃতার অংশবিশেষ সংগ্রহ করে প্রয়োজনমত শিক্ষার্থীদের শোনাতে পারেন।
- কম্পিউটার বা ল্যাপটপে বিভিন্ন দৃশ্য দেখিয়ে শিক্ষার্থীদের অনুপ্রাণিত করতে পারেন।
- রঙিন চকের ব্যবহারে কৃষ্ণফলকের কাজকে আকর্ষণীয় করে তুলতে পারেন।
- অনুবন্ধ ঘটাবার প্রয়োজনে অন্যান্য বিষয়ের শিক্ষা সহায়ক উপকরণকেও ব্যবহার করা চলে।

- শিক্ষক এই উপকরণগুলি প্রস্তুতির ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারেন।
- কাজের পাতা ব্যবহারের মাধ্যমে শিক্ষার্থীকে সক্রিয় করা সম্ভব।

বলাবাহুল্য শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহারে গতানুগতিক মানসিকতা ততটা আশাপ্রদ নয়। অনেকেই মনে করেন এভাবে শ্রেণিকক্ষে পাঠদান অবাস্তব পরিকল্পনা। শিক্ষকদের প্রথমেই এই নৈতিকবাদী মনোভাব থেকে সরে আসতে হবে। বুঝতে হবে আধুনিক শিশুকেন্দ্রিক, সক্রিয়তা ভিত্তিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষাসহায়ক উপকরণের ব্যবহারের কোন বিকল্প নেই। শিক্ষকের মানসিকতার পরিবর্তন তাই প্রধান বিবেচ্য বিষয়। তিনি তাঁর বিদ্যালয়ের সংস্থানমত উপকরণগুলি নিজেই প্রস্তুত করে নেবেন এবং প্রয়োজনে ব্যবহার করে শিক্ষার্থীদের শিক্ষণের যথাযোগ্য পরিবেশ সৃজন করবেন।

৩.৫.৫ শিক্ষকের ভূমিকা

প্রযুক্তিগত বিস্তার শিক্ষকের ভূমিকায় বিশেষ পরিবর্তন এনে দিয়েছে। একটা সময় পর্যন্ত বই-ই ছিল জ্ঞান অর্জনের একমাত্র অবলম্বন। কিন্তু বর্তমানে তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক প্রসারে, মুদ্রণ ও বৈদ্যুতিন মাধ্যমের বহুল প্রচলনে ও ইন্টারনেটের দৌলতে তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়েছে। বর্তমান প্রজন্মের শিক্ষকের দায়িত্ব তাই শুধু তথ্য বিতরণের মধ্যেই সীমিত নেই বরং শিক্ষার্থীদের এটিই শেখানো যাতে তারা প্রতিফলনাত্মক চিন্তনে সাবলীল হয়, সমস্যার সমাধান করতে পারে, নিজস্ব বিচারবোধের উন্মেষ ঘটাতে পারে এবং জ্ঞানের সৃজন ঘটাতে পারে যার দ্বারা নিজেদের তথা সমাজের উপকার সাধন সম্ভব হয়। এই দিকের বিচারে শিক্ষাসহায়ক উপকরণের গুরুত্ব অপরিসীম। এমনকি শ্রেণিকক্ষের ধারণা মধ্যে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে গেছে। বর্তমানে শিখন শুধুমাত্র শ্রেণিকক্ষের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। শিক্ষকের উচিত শিক্ষার্থীকে এটিই বোঝানো যে পারিপার্শ্বিক পরিবেশ থেকেও সে অনেক কিছু শিখতে পারে। তাদের এ বিষয়ে সচেতন করা এবং শিখনের পরিকল্পনা করতে শেখানো বিশেষ জরুরি বিষয়। সচেতন পর্যবেক্ষণ এবং নিজস্ব অভিজ্ঞতা ও পরীক্ষার মাধ্যমে যে জ্ঞানের নির্মাণ ঘটে এই চেতনায় শিক্ষার্থীকে ঋদ্ধ করাই শিক্ষকের প্রধান কর্তব্য।

বিশেষ করে বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য শিক্ষা সহায়ক উপকরণ নির্মাণ ও ব্যবহারে শিক্ষককে অতিমাত্রায় সচেতন থাকতে হবে। কারণ কি ধরনের চাহিদাসম্পন্ন শিশু সেদিকে লক্ষ্য রেখে যদি সহায়ক উপকরণ ব্যবহৃত হয় তবেই তা সঠিক কার্যকরি ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। যেমন একটা উদাহরণ দিয়ে বলা যাক বাংলা কোনো প্রকৃতি বিষয়ক কবিতা পাঠদান কালে যদি সেই প্রকৃতির চিত্র ব্যবহার করা হয় এবং সেই চিত্রই যদি কেবলমাত্র রঙ দিয়েই প্রকাশ না করে স্পর্শযোগ্য বিষয় দিয়ে প্রস্তুত করা হয় তবে তা একাধারে সাধারণ শিশুদের মনে যেমন একটা ভাবের সৃষ্টি করবে তেমনি শ্রবণ অক্ষমদের ক্ষেত্রে রঙের প্রতিক্রিয়া একটা ভাব সৃষ্টি করবে এবং দৃষ্টি অক্ষমদের ক্ষেত্রেও স্পর্শের মাধ্যমে একটা প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে। তাই যে কোনো বিষয় পাঠদান কালেই কি ধরনের শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করা হবে তা সবটাই নির্ভর করবে শিক্ষকের উপর।

৩.৬ বিশেষ শিশুদের শিক্ষায় অনুবন্ধন প্রণালীর গুরুত্ব ও অনুবন্ধ স্থাপনে শিক্ষকের ভূমিকা

৩.৬.১ অনুবন্ধ প্রণালীর ধারণা

শিশুর শিক্ষার মূল দুটি স্থান হল পরিবার ও বিদ্যালয়। জন্মের পর থেকে বিদ্যালয়ে আসার পূর্ব পর্যন্ত। শিশু যে জ্ঞান আহরণ করে তার প্রায় সবটাই বলা যায় পরিবার থেকে। বাকি কিছু অংশের শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজ থেকে। শিক্ষার বেশিরভাগ অংশই হয়ে থাকে চোখে দেখা, কানে শোনা ও বৌদ্ধিক বিকাশের ক্রমবর্ধমানতার সাথে সাথে। শিশুদের মধ্যে নকল করার প্রবণতাও দেখা যায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে। তাই শিশুরা স্বাভাবিকই হোক আর বিশেষই হোক সকলের ক্ষেত্রেই যদি বিভিন্ন বিষয়ের সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে শিক্ষা প্রদান করা যায়, তাহলে সকল শিশুই যে কোন বিষয় অনেক সহজে শিখতে পারে। বিশেষ শিশুদেরও যদি আবার দুটি ভাগে ভাগ করে দেখি, যেমন অতিরিক্ত বুদ্ধি সম্পন্ন শিশু এবং বিশেষ অসুবিধা সম্পন্ন শিশু সকলের ক্ষেত্রেই অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষা গুরুত্ব লাভ করে থাকে। বিভিন্ন বিষয়কে জ্ঞানের উপকরণ হিসাবে ভাবলে সমস্ত বিষয়কে একসূত্রে বাঁধলে তবেই অখণ্ড জ্ঞান সম্ভব। একবিংশ শতকের শিক্ষা ভাবনার একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শিক্ষার্থীদের সমন্বয়িত, সামগ্রিক, অর্থপূর্ণ জ্ঞান অর্জনে সহায়তা করা। অর্থাৎ সামগ্রিক জ্ঞানলাভের জন্য বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে সংযোগ স্থাপন প্রয়োজন। সুতরাং অনুবন্ধ প্রণালী বলতে সেই প্রণালীকে বোঝানো হয়ে থাকে, যে প্রণালীর দ্বারা পাঠ্যক্রমের অন্তর্গত বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে অথবা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সাথে পাঠ্য বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে জ্ঞানকে স্থায়ী করা যায়।

৩.৬.২ অনুবন্ধন প্রণালীর প্রকারভেদ

অনুবন্ধ প্রণালীর প্রকারভেদ

অনুবন্ধের ধরণের ওপর ভিত্তি করে একে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়—

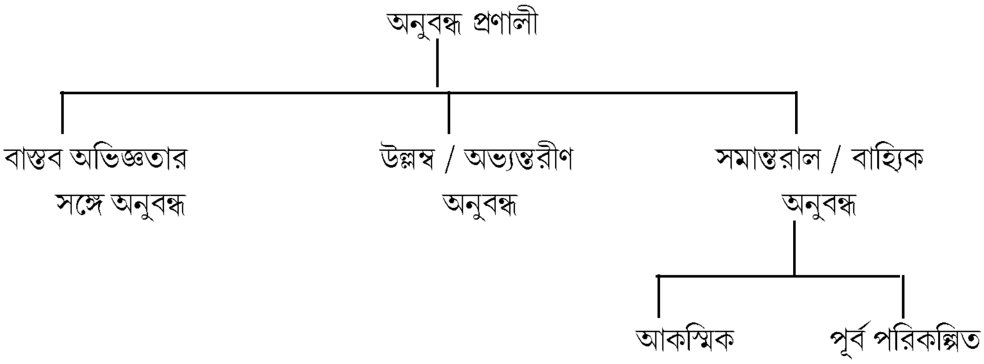

বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনুবন্ধ — শিক্ষার্থীর নতুন জ্ঞান নির্মাণের প্রক্রিয়ার ভিত্তি তার পূর্ব অভিজ্ঞতা। শিক্ষার্থী তার সমাজ-পরিবেশ থেকে প্রতিনিয়ত অভিজ্ঞতা অর্জন এবং সঞ্চয় করে। নতুন পাঠ্য এককের

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 143 28.07.2007

শিখন-শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক এই বাস্তব অভিজ্ঞতার সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করে পড়ালে শিক্ষার্থী খুব সহজেই নতুন পাঠ্যবিষয় আয়ত্ত করতে পারে।

উদাহরণস্বরূপ বলা যায় - কাজী নজরুল ইসলাম-এর 'কুলি মজুর' কবিতাটি পাঠের ক্ষেত্রে সমাজের শোষিত, অসহায় মানুষগুলির প্রতি নিয়ত হয়ে চলা অন্যায়ের সঙ্গে পাঠ্য এককের অন্বয় স্থাপন করলে শিক্ষার্থীর কবিতার মূল ভাবনাটি অনুধাবন করতে কোন অসুবিধা হয় না।

উল্লম্ব / অভ্যন্তরীণ অনুবন্ধ — একই বিষয়ের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে যে অনুবন্ধ স্থাপন করা হয়, তাকে বলা হয় উল্লম্ব অথবা অভ্যন্তরীণ অনুবন্ধ। 'দুই বিঘা জমি' কবিতাটি পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক 'মহেশ' গল্পটির সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন করতে পারেন। কবিতার সঙ্গে গদ্যের অথবা গদ্যের সঙ্গে কবিতার অনুবন্ধ পাঠ্যবিষয়ভাবনাকে সহজবোধ্য করে তোলে।

সমান্তরাল / বাহ্যিক অনুবন্ধ — এক বিষয়ের সঙ্গে অন্য বিষয়ের অনুবন্ধ স্থাপন করার পদ্ধতিকে সমান্তরাল বা বাহ্যিক অনুবন্ধ বলা হয়। অনেক ক্ষেত্রে এই ধরনের অনুবন্ধ স্থাপন আকস্মিকভাবেই হয়, যেমন 'বিদ্যেবোঝাই বাবুমশাই' পাঠের ক্ষেত্রে মাঝির পেশার সঙ্গে জোয়ার ভাটার জ্ঞানের ক্ষেত্রটি কীভাবে সম্পর্কিত সেই আলোচনাটি এসে যেতেই পারে, একে আমরা আকস্মিক সমান্তরাল অনুবন্ধ বলতে পারি। আবার 'দুই বিঘা জমি' অথবা 'মহেশ' পাঠের ক্ষেত্রে বিষয়ভাবনাটি প্রাঞ্জল করার জন্য জমিদারিপ্রথার কুফল-এর প্রসঙ্গ আনা জরুরি। এই অনুবন্ধ প্রণালীতে আমরা পূর্ব পরিকল্পিত সমান্তরাল অনুবন্ধ প্রণালী নামে অভিহিত করব।

৩.৬.৩ অনুবন্ধ প্রণালীর উপযোগিতা এবং সীমাবদ্ধতা

প্রাচীন যুগে অংক শেখানোর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম ছিল ধাঁধা। বাংলা ছড়ার একটি শ্রেণি ধাঁধার ব্যবহার প্রাচীন যুগের গণিতবিদ্‌দের অনুবন্ধ প্রণালীর ব্যবহারের একটি প্রাসঙ্গিক উদাহরণ।

অনুবন্ধ প্রণালীর উপযোগিতাগুলি নিম্নরূপ—

(১) শিক্ষার্থীর প্রায়োগিক জ্ঞান বৃদ্ধি পায়।
(২) পাঠ্যবিষয়ের একঘেয়েমি কাটায়।
(৩) সামগ্রিক জ্ঞানের ধারণা দেয়।
(৪) বিভিন্ন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ তৈরি করে।
(৫) কল্পনাশক্তি, যৌক্তিক চিন্তন, বিশ্লেষণাত্মক শক্তির মত মানসিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।
(৬) জ্ঞানকে মূর্ত এবং স্থায়ী করে।
(৭) পাঠ সহজ করে।
(৮) যান্ত্রিক স্মৃতিনির্ভরতা থেকে মুক্তি দেয়।
(৯) বিষয়শিক্ষকদের মধ্যে জ্ঞানের আদানপ্রদান ঘটায়।
(১০) পাঠক্রমের বোঝা হালকা করে।

অনুবন্ধ প্রণালীর সীমাবদ্ধতা

(১) সব পাঠ্য একককে অনুবন্ধ প্রণালী দ্বারা অন্বিত করা যায় না।

(২) অনুবন্ধ প্রণালীতে শিক্ষাদান করতে হলে শিক্ষকের বিভিন্ন প্রাসঙ্গিক বিষয়ে জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

(৩) শিক্ষার্থীদের মানসিক বয়সের পরিণমন প্রয়োজন, না হলে তারা নিজেরা অনুবন্ধ স্থাপনে আগ্রহী হবে না।

(৪) বড় শ্রেণিকক্ষে অধিক সংখ্যক শিক্ষার্থীকে এই প্রণালীতে আগ্রহী করা কষ্টসাধ্য।

(৫) রসসঞ্চারী সাহিত্যের সঙ্গে প্রজ্ঞামূলক অন্যান্য বিষয়ের অনুবন্ধ অনেক সময়ই সম্ভব হয় না।

৩.৬.৪ অনুবন্ধ প্রণালীর নীতি

মহাত্মাগান্ধী তাঁর 'বুনিয়াদি শিক্ষা'র রূপায়ণে অনুবন্ধ প্রণালীর সফল ব্যবহার দেখিয়েছিলেন। হস্তশিল্পকে কেন্দ্র করে ভাষা-সাহিত্য-গণিত-সমাজবিদ্যা শিক্ষার কথা তিনি বলেছিলেন।

অনুবন্ধ প্রণালী সঠিকভাবে প্রয়োগ করার জন্য কিছু সাধারণ নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন—

১) একসঙ্গে একাধিক ভাবনার অনুবন্ধ স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় নয়।

২) স্বাভাবিকভাবে অনুবন্ধ স্থাপন করতে হবে, কষ্টকল্পিতভাবে নয়।

৩) শিক্ষার্থীর পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্কিত করা প্রয়োজন।

৪) কেন্দ্রীয় ভাবনাটির সঠিক নির্বাচন প্রয়োজন।

৫) কেন্দ্রীয় ভাবনার সঙ্গে অন্য বিষয়ের যতটুকু অংশের অনুবন্ধ স্থাপন সম্ভব ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে।

দুইভাবে এই নীতিগুলি অনুসরণ করা যেতে পারে—

১) ভাবনাভিত্তিক ২) এককভিত্তিক

প্রথমে ভাবনাভিত্তিক অনুবন্ধ প্রণালীর উদাহরণে আসা যাক। ধরা যাক কেন্দ্রীয় ভাবনা **চন্দ্রগ্রহণ**। সেক্ষেত্রে নিচের ছকটি অনুসরণ করা যেতে পারে —

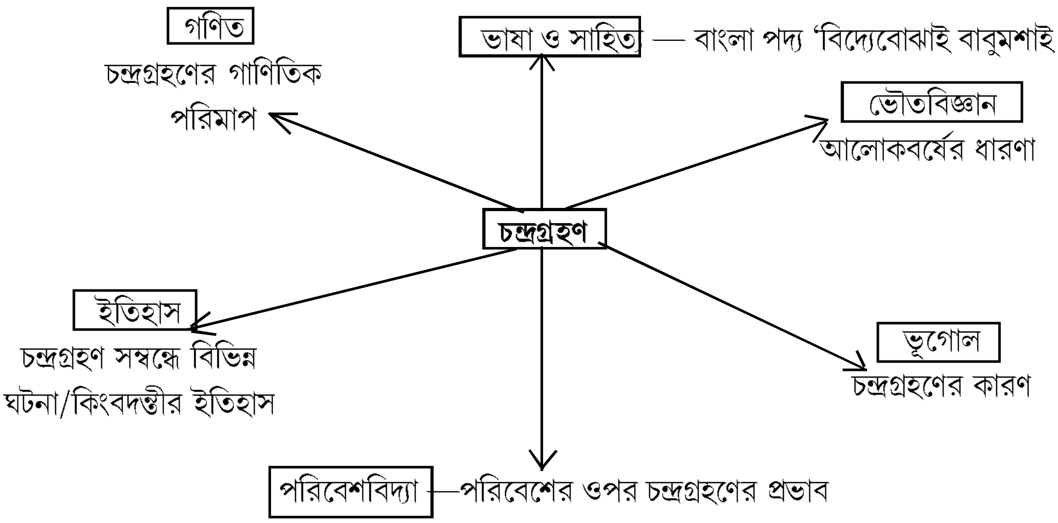

I5/D/ Netaj_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 145 28.07.2007

একক ভিত্তিক অনুবন্ধ প্রণালীর ক্ষেত্রে প্রথমে এমন একক নির্বাচন করা প্রয়োজন, যে এককের ক্ষেত্রে সফলভাবে অনুবন্ধ প্রণালী ব্যবহার করা যেতে পারে।

ধরা যাক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের '**দুই বিঘা জমি**' কবিতাটি নির্বাচন করা হল। সেক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে অনুবন্ধ স্থাপন করা যেতে পারে —

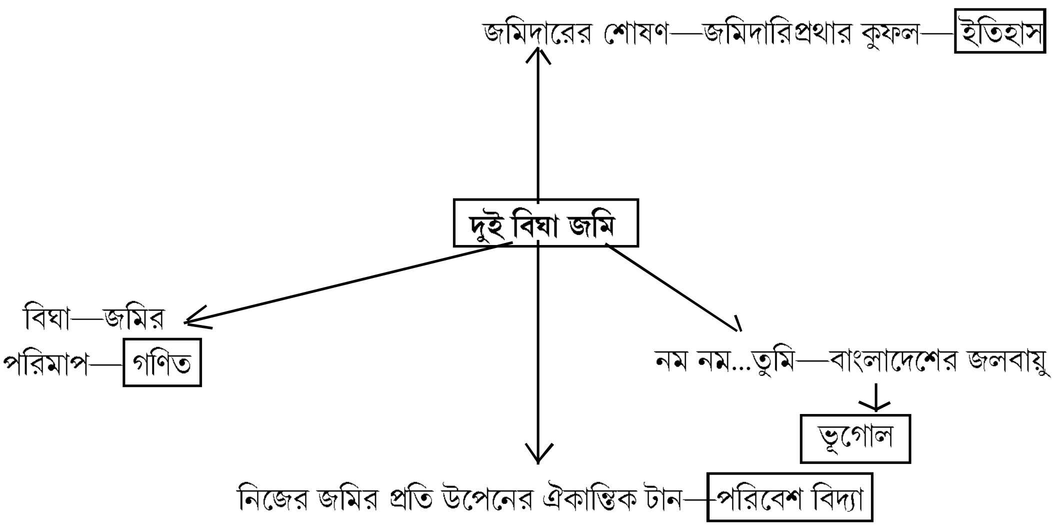

৩.৬.৫ বিশেষ শিশুদের শিক্ষায় অনুবন্ধন প্রণালীর গুরুত্ব ও শিক্ষকের ভূমিকা

পূর্বেই আলোচিত হয়েছে যে বিশেষ শিশু বলতে বৃহদার্থে দু প্রকার শিশুর কথা বলতে পারি। যেমন— মেধাবী শিশু এবং বিশেষ কোনো চাহিদা সম্পন্ন শিশু। বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুরা আবার নানা ধরনের হতে পারে। শিশুর অক্ষমতার নিরিখে সেই বিভাজন করা যেতে পারে। মেধাবী শিশুদের ক্ষেত্রে শিক্ষায় অনুবন্ধন প্রণালী শিশুর জ্ঞানের ভাণ্ডারকে বর্ধিত করতে সাহায্য করে। কল্পনাশক্তি, চিন্তন প্রক্রিয়াকেও বাড়িয়ে তোলে অনুবন্ধন প্রক্রিয়া। আবার, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের ক্ষেত্রেও তাদের অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে যদি অনুবন্ধ প্রণালীকে ব্যবহার করা যায় তবে তাদেরও জ্ঞানের পরিধিকে বাড়ানো যায়। যেমন—বাংলায় যদি তিতুমীরের কাহিনী পড়ানো হয় তবে তিতুমীর সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার ঐতিহাসিক ভূমিকার উল্লেখ করা প্রয়োজন এতে একদিকে যেমন বাংলা পড়ানো হবে তার সাথে ইতিহাস সম্পর্কেও একটা ধারণা হবে। এইভাবেই বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপনের মধ্য দিয়ে সকল ধরনের শিক্ষার্থীকে শিক্ষা দান করা সম্ভব।

তবে অনুবন্ধ প্রণালীতে শিখন-শিক্ষণে শিক্ষকের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শিক্ষার্থীর চিন্তাকে সঠিক দিকে চালিত করার ক্ষেত্রে শিক্ষক পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করবেন। এই প্রণালীতে শিক্ষাদানের জন্য শিক্ষকের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা বাঞ্ছনীয়—

(১) তাঁর বিষয় জ্ঞান হবে গভীর।

(২) অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ থাকবে এবং জ্ঞান থাকবে।

(৩) সঠিক একক নির্বাচনে তিনি সক্ষম হবেন।

(৪) শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, মনোযোগ ইত্যাদি শিক্ষা-মনস্তত্ত্বের বিষয়গুলি সম্বন্ধে শিক্ষক জ্ঞাত থাকবেন।

(৫) অন্যান্য বিষয়-শিক্ষকদের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখবেন।

(৬) শিক্ষার্থীদের মনে বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে আগ্রহ সৃষ্টিতে উৎসাহী হবেন।

(৭) শিক্ষার্থীদের অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রগুলি সম্বন্ধে অবগত থাকবেন।

(৮) সর্বোপরি বিশেষ শিশুদের বিশেষত্ব সম্পর্কে সম্যকভাবে অবহিত থাকবেন।

৩.৭ বাংলা ভাষা-সাহিত্য পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

শিক্ষার ক্ষেত্রে মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষার গুরুত্ব অপরিসীম। সমস্ত শিক্ষাব্যবস্থাই মাতৃভাষাকে অবলম্বন করে বিকশিত হয়। বিশেষত বিদ্যালয় স্তরের পঠন-পাঠনের ক্ষেত্রে মাতৃভাষার স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত। সেক্ষেত্রে মাতৃভাষা তথা বাংলাভাষা-সাহিত্য পাঠদানের বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের থেকে চরিত্রগত দিক থেকে আলাদা। সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান অনেকটা সেই বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাই সেই বিষয়গুলিকে শিক্ষাদানের মধ্যেই শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সার্থক হয়। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিষয়টি একটু অন্য ধরনের। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য বিষয়ের মতো বিষয়বস্তুর পাঠদানও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মনে রাখতে হবে, ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর শিক্ষাদানের মধ্যে শেষ হয়ে যায় না। তাছাড়া ভাষা ও সাহিত্যের একটি সৃজনশীল দিক আছে। ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃষ্টিধর্মী দিকটির বিকাশ সাধন করা।

শিক্ষক হিসাবে একথা জানা প্রয়োজন যে, বাংলা ভাষা শিক্ষা ও সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্য এক নয়। অথচ বিদ্যালয়ে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের সময় ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার উদ্দেশ্যকে সমন্বিত করতে হবে। মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহারে দক্ষ করে তোলা। ভাষা ব্যবহারের কৌশলগুলি শিক্ষা দেওয়া ও শিক্ষাথীদের ভাষা ব্যবহারে সুদক্ষ করে তোলা হবে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। অপরদিকে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্যচেতনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে রসবোধ জাগিয়ে তোলা ও তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে সাহায্য করা সাহিত্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য।

৩.৭.১ কবিতা শিক্ষাদান পদ্ধতি

বাংলা কবিতার তথা বাংলা কাব্যসাহিত্যের সূচনা হয়েছিল খ্রিস্টীয় দশক-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে। চর্যাপদ থেকে বাংলা কাব্যসাহিত্যের জয়যাত্রা শুরু হয়। তারপর থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, লোকসাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য (রামায়ণ ও মহাভারত), বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বাংলা কাব্যের

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 147 28.07.2007

আদি ও মধ্যযুগ অতিক্রান্ত হয়েছে। ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত থেকে বাংলা কাব্য সাহিত্যের আধুনিকতার যাত্রা শুরু। রঙ্গলাল, মধুসূদন, হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্র প্রভৃতির মহাকাব্য; বিহারীলাল, রবীন্দ্রনাথ, দেবেন্দ্রনাথ সেনের গীতিকবিতা—মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, মোহিতলাল প্রমথ চৌধুরীর সনেট; রবীন্দ্রনাথ, নজরুল, জীবনানন্দ দাশ, বিষ্ণু দে, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, অচিন্ত্য সেনগুপ্ত, বুদ্ধদেব বসু, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রভৃতির আধুনিক গদ্য কবিতা; অতি আধুনিক কালে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শক্তি চট্টোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী প্রমুখ কবির কাব্য ও কবিতা বাংলা কাব্য-সাহিত্যের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। বাংলা কাব্য সাহিত্যের ইতিহাস তাই বহু বিস্তৃত। নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা, রীতি ও ছন্দ বৈচিত্র্য ইত্যাদির মধ্য দিয়ে বহু লেখকের লেখনীর যাদুস্পর্শে সমৃদ্ধ বাংলা কাব্যধারার শাখা বহুধা বিভক্ত। বিদ্যালয় শিক্ষার প্রাথমিক স্তর থেকেই শিক্ষার্থীদের সঙ্গে বাংলা কবিতার বিভিন্ন রূপের সঙ্গে পরিচয় সাধন ঘটে। আলোচ্য অধ্যায়ে আমরা কবিতা কী ও কবিতা পাঠদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করব।

(ক) কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

কবিতা কাকে বলে? কবিতা কী? এ বিষয়ে নানা মতামত পাওয়া যায়। সাধারণত 'ছন্দোবদ্ধ পদ'কে-ই কবিতা বলা হয়। সেই অর্থে ছন্দই কবিতার প্রাণ। ছন্দই কবিতাকে তার স্বরূপগত বৈশিষ্ট্যে উন্নীত হতে সাহায্য করে। কিন্তু কেবলমাত্র ছন্দই কবিতার সব কথা ও শেষ কথা নয়। অলঙ্কার কবিতাকে সমৃদ্ধ করে, সুন্দর করে, অপূর্ব শ্রীমন্ডিত করে। অলঙ্কার তাই কবিতার অঙ্গ। কোলরিজের মতে 'অপরিহার্য শব্দের অবশ্যম্ভাবী বাণী বিন্যাসকে কবিতা বলা হয়।' শব্দ-চেতনা তাই কবির অন্যতম অবলম্বন। Wordsworth বলেছেন "Peotry is the Spontaneous overflow of powerful feeling" কবিতার মধ্যে থাকে কবির কল্পনা শক্তির প্রকাশ; অনুভূতির উচ্ছ্বাস কবিতার মধ্যে বাণীমূর্তিতে ধরা পড়ে। কবিতা বা কাব্যের প্রাণ হল রসধ্বনি। ভারতীয় আলঙ্কারিকরা তাই বলেছেন : 'বাক্যম্ রসাত্মকং কাব্যম্' অর্থাৎ রসাত্মক বাক্যই কাব্য। কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ। কাব্য ও কবিতার মধ্যে কবির বলিষ্ঠ জীবন দর্শন ফুটে ওঠে।

কবি কালিদাস কবিতাকে বর্ণনা করেছেন 'অর্ধ নারীশ্বর' এই চিত্রকল্পে। দেবী পার্বতী পরমেশ্বর শিবের দ্বৈতরূপে। পার্বতী হচ্ছেন 'শব্দ' আর 'শিব' অর্থ 'ব্যঞ্জনা'। বঙ্কিমচন্দ্রের মতে, "সৌন্দর্য সৃষ্টিই হল কাব্যের উদ্দেশ্য। কাব্যের উদ্দেশ্য নীতি বিজ্ঞান নয়।" কবি রবীন্দ্রনাথ কবিতাকে ভাব স্বরূপ বলে অনুভব করেছন। তিনি বলেছেন, 'নিজের প্রাণের মধ্যে, পরের প্রাণের মধ্যে ও প্রকৃতির প্রাণের মধ্যে প্রবেশ করিবার ক্ষমতাকেই বলি কবিত্ব।' কবিতা তাই প্রচারধর্মী ও উদ্দেশ্যমুখী নয়। কবির অনুভূতির উচ্ছ্বাস কবিতায় রসস্নিগ্ধ বাণীমূর্তি লাভ করে ও ছন্দের বন্ধনে ধরা পড়ে। সৌন্দর্যসৃষ্টিই কাব্যের প্রধান উদ্দেশ্য।

কবিতার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্ত আসা যায়—"শব্দ ও অর্থের সুসমন্বয়ে মানব মনের ভাবকল্পনা যখন অনুভূতি রসসিক্ত হয়ে যথাবিহিত শব্দ বিন্যাসে তথা অর্থব্যঞ্জনায় ছন্দময় রূপ পরিগ্রহ করে তখনই আমরা তাকে কবিতা বলতে পারি।'

(খ) কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্য

'রস ও কাব্যের জগৎ অলৌকিক মায়ার জগৎ'—কবিতা শিক্ষাদানের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হবে শিক্ষার্থীদের সেই 'অলৌকিক মায়ার জগতে' নিয়ে যাওয়া। রবীন্দ্রনাথ যখন বলেন—

'অন্তর হ'তে আহরি বচন,
আনন্দলোক করি বিরচন
গীতরসধারা করি সিঞ্চন
সংসার ধূলিজালে—

তখন তিনি কবিতার জন্মকথা ও উদ্দেশ্য নির্দেশ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের উক্তি থেকে একথা উপলব্ধি করা যায় যে, কবি নিজের অন্তর থেকে 'বচন' অর্থাৎ কথা বা শব্দসম্ভার সংগ্রহ করে আনন্দলোক সৃষ্টি করে। উদ্দেশ্য প্রসঙ্গে বলা যায়—সংসারে অভাব, অভিযোগ, দুঃখ, দৈন্য, কুশ্রীতা প্রভৃতির ওপর গীতরস সিঞ্চন করে তাদের আরও উজ্জ্বল করে তোলে যার মাধ্যমে পাঠককে আনন্দময় জগতে নিয়ে যায়। অর্থাৎ কবিতার মূল উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্য উপলব্ধির মাধ্যমে আনন্দলাভ। কবিতার প্রধান উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্যসৃষ্টি। সেই সৌন্দর্য উপলব্ধির মাধ্যমে পাঠকচিত্ত আনন্দ উপলব্ধি করে। অতএব কবিতার অপর উদ্দেশ্য হল 'আনন্দদান'।

কবিতা পাঠদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলিকে সাধারণতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—একটি মুখ্য উদ্দেশ্য অপরটি গৌণ উদ্দেশ্য। একটি হল উদ্দিষ্ট কবিতার মধ্য দিয়ে কবি কী উদ্দেশ্য সাধন করতে চাইছেন এবং অপর উদ্দেশ্য হল এই পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষক যে সব সুদূর প্রসারী ফলশ্রুতি চাইছেন তাই অনুভব করা। কবিতা পাঠদানের মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি হল :

১। কবিতার শব্দার্থগুলিকে জানার মধ্য দিয়ে কবিতার বিষয়বস্তু ও ভাবগ্রহণ করা।

২। কবিতার রস উপলব্ধি করা এবং তার মধ্য দিয়ে কবির অনুভূতি, কল্পনা, বর্ণনা প্রভৃতি গ্রহণ করা।

৩। শিক্ষার্থীদের যথোচিত ছন্দ, যতি, গতি ও লয় অনুসারে ভাবানুসারী পাঠের যোগ্যতা অর্জনে সাহায্য করা—আদর্শ সরব পাঠে অভ্যস্থ হওয়া এবং পরে পাঠের মাধ্যমে কবিতা পাঠকে শিল্প সম্মত আবৃত্তির স্তরে নিয়ে যাওয়া।

৪। কবিতার ছন্দ ও অলঙ্কার সম্পর্কে অবহিত হওয়া—

কবিতা পাঠদানের গৌণ উদ্দেশ্যগুলির হল—

(১) কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করা।
(২) কবির জীবনাদর্শ ও বিশেষ কাব্যরীতি সম্পর্কে অবহিত হতে সাহায্য করা
(৩) সৌন্দর্যানুভূতি, কল্পনা, নান্দনিক চেতনার বিকাশ
(৪) সামগ্রিকভাবে সাহিত্যপাঠে শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ বৃদ্ধি করা।

(গ) কবিতা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা

কবিতা পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলি থেকেই কবিতা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তার দিকগুলি বোঝা যায়। কবিতা অনুভবের জিনিস, হৃদয় দিয়ে গ্রহণ করার বিষয়, বুদ্ধি দিয়ে বিচার-তর্কের ব্যাপার নয়। কবিতা পাঠদানের

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 149 28.07.2007

সময় কবির জীবন-দৃষ্টি, মানসিকতা বিচার করে কবিতা পাঠে এগিয়ে যেতে হবে। কবিতার রূপ নির্মিতি, তার ছন্দ, অলঙ্কার সবই শিক্ষাদানকালে বিচার করতে হবে। অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে ছাত্রদের সেই অপরূপ মোহময় জগতে, আনন্দের জগতে নিয়ে যেতে হবে। তাই শিক্ষার্থীর মনে কবি হৃদয়ের আর্তি, আকূতি, ভাব ব্যঞ্জনা, রসানুভূতি সঞ্চারিত করার প্রয়োজনেই কবিতা পাঠদান একান্ত জরুরী। রবীন্দ্রনাথ এ প্রসঙ্গে বলেছেন, ''কবিতার লক্ষ্য হল হৃদয় জয় করা—তা সে পদ্যের ঘোড়ায় চড়ে হোক''—('কাব্য ও ছন্দ' প্রবন্ধ) কবিতা শিক্ষাদানের সময় নিছক পাঠের ওপর গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কবিতা বোঝবার জন্য নয়। অনুভব করার জন্য। এই অনুভব করার জন্য ছন্দোজ্ঞান প্রয়োজন। কিন্তু বিদ্যালয় পাঠক্রমে ছন্দ পাঠ্য নেই। অথচ প্রতি শ্রেণিতেই অনেকগুলি করে কবিতা পাঠ্য আছে। কবিতা পাঠের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর মধ্যে ছন্দবোধের সৃষ্টি করতে পারেন এবং সেটাই হল এক মাত্র পথ।

পাঠের মাধ্যমেই কবিতার রসানুভূতির স্পর্শ পাওয়া সম্ভব। অতএব শিক্ষার্থীর মধ্যে ছন্দোজ্ঞান জাগরণে কবিতা শিক্ষাদানের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

(ঘ) কবিতা পাঠদানের পদ্ধতি

কবিতা পাঠাদান পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা আলোচনার প্রয়োজন তা হল কবিতা শিক্ষাদানের অসুবিধা ও সমস্যা।

(অ) কবিতা শিক্ষাদানের অসুবিধা ও সমস্যা

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে কবিতা শিক্ষাদানের বিভিন্ন অসুবিধা লক্ষ্য করা যায়। পাঠ্যপুস্তকের কবিতাগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুনির্বাচিত না হওয়ার ফলে সেগুলি সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হয় না। প্রচলিত পরীক্ষা ব্যবস্থা বিষয়ধর্মী, পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে বিভিন্ন কবিতার বিষয়বস্তুর ওপর প্রশ্ন দেওয়া থাকে। শিক্ষাদানের সময় তাই কবিতার কাব্যগুণ উপেক্ষিত হয়। কবিতা শিক্ষাদানের পদ্ধতিগুলিও কৃত্রিম, গতানুগতিক ও পরীক্ষাকেন্দ্রিক। স্বাধীন শিক্ষার ব্যবস্থা নেই। শিক্ষাদানের সময় উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ (teaching aids), সমার্থক উদ্ধৃতির চার্ট প্রভৃতি ব্যবহৃত হয় না—ফলে শিক্ষাদান অনেকক্ষেত্রে প্রাণবন্ত হয় না, নীরস হয়ে যায়। কবিতা শিক্ষাদানের সময় ছন্দ ও অলঙ্কার উপেক্ষিত হয়। রসানুভূতি ও সরস পাঠও যথাযথ গুরুত্ব পায় না। কাব্য কবিতার চর্চা ও অনুশীলনের ক্ষেত্রে তাই অনেক পিছিয়ে পড়তে হয়।

কবিতা শিক্ষাদানের সময় শিক্ষক ও দু ধরণের সমস্যার সম্মুখীন হন—বিষয়গত ও পদ্ধতিগত। পাঠ্যপুস্তকের কবিতা নির্বাচনের সময় অনেক সময় কাব্যগুণ ও শিক্ষার্থীর রুচি সামর্থ্য ও চাহিদাকে অনুসরণ করা হয় না। ক্লান্তিকর ও একঘেয়ে কবিতা পড়াতে গিয়ে শিক্ষকদের অসুবিধা হয়। কবিতা শিক্ষাদানের সময় আধুনিক পদ্ধতি ব্যবহৃত না হওয়ায় কবিতা শিক্ষাদান নীরস ও যান্ত্রিক হয়ে পড়ে—ফলে কবিতা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি হয়।

(আ) কবিতা পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতি

বিদ্যালয়ে কবিতা পড়াবার নানা পদ্ধতি প্রচলিত আছে। মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করলে গতানুগতিকতা ও বৈচিত্র্যহীনতা থেকে মুক্তি লাভ করা যায়।

কবিতা পড়ানোর বিভিন্ন পদ্ধতি প্রচলিত আছে। পদ্ধতিগুলি হল :

১। গীত ও অভিনয় প্রণালী :

এমন কিছু কবিতা আছে যেগুলি গানের সাহায্যে মনের মধ্যে সহজেই ঢুকে পড়ে ও মনে চিরস্থায়ী রূপ নেয়। আবার কতকগুলি কবিতা আছে যেগুলি অভিনয়ের ভঙ্গীতে পড়ালে কবিতার অন্তর্গত চরিত্রগুলি জীবন্ত ও বাস্তব হয়ে ওঠে। 'দীনদান', 'দুই বিঘা জমি' কবিতাগুলি এই পাঠদান পদ্ধতিতে যথেষ্ট ফলপ্রসূ।

২। অর্থবোধ প্রণালী :

কবিতার কঠিন কঠিন শব্দগুলির অর্থ বুঝিয়ে শিক্ষার্থীরা যাতে কবিতার বিষয়বস্তু আয়ত্ত করতে পারে, তা দেখা হল এই পদ্ধতির বৈশিষ্ট্য। এই পদ্ধতিকে অর্থবোধ প্রণালী বলে।

৩। তুলনা পদ্ধতি :

কখনো কখনো দুটি কবিতার মধ্যে ভাব, সৌন্দর্য, চিত্রধর্মিতার ক্ষেত্রে সামঞ্জস্য দেখা যায়। তখন একটি কবিতার কোন স্তবকের সঙ্গে অন্য কবিতার বিশ্লেষণ কার্যকরী ভূমিকা পালন করে। এই পদ্ধতিকে তুলনা পদ্ধতি বলে। কিছু কিছু কবিতার আলোচনার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুব-ই কার্যকরী।

৪। স্বাদনা পদ্ধতি :

কবিতা শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য হল রসাস্বাদন। এক্ষেত্রে স্বাদনা পাঠ-ই সর্বোৎকৃষ্ট পদ্ধতি। এমনভাবে কবিতা শিক্ষাদান করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীরা কবিতার রসাস্বাদনে সক্ষম হয়। এই পদ্ধতিকে স্বাদনা পদ্ধতি বলা হয়।

৫। ব্যাখ্যা প্রণালী :

শিক্ষক মহাশয় কবিতার এক একটি স্তবক ধরে তার বিভিন্ন বিষয় আলোচনা করবেন। ছন্দ, অলঙ্কার, রচনা বৈশিষ্ট্য, কবির বিশেষত্ব, বিষয়বস্তু সবই একে একে তুলে ধরবেন। এই পদ্ধতিকে ব্যাখ্যা প্রণালী বলে।

৬। ব্যাস প্রণালী :

কোনো কবিতার বিশ্লেষণ যখন খুবই বিস্তৃত হয়, তখন শিক্ষক এক একটি পদের ভাব, কল্পনা, সৌন্দর্য, লক্ষণ, ব্যঙ্গার্থ, চিত্রবস্তু, রম্যতা সবই বিস্তৃতভাবে তুলে ধরেন। এই পদ্ধতিকে ব্যাস প্রণালী বলে।

I5/D/ Netaj_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 151 28.07.2007

৭। বিশ্লেষণ পদ্ধতি :

বিভিন্ন প্রশ্নের মধ্য দিয়ে কোনো কবিতাকে যখন বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করে কবির সমগ্রভাব ও অনুভূতিসহ তুলে ধরা হয় তখন তাকে বিশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়। বিশ্লেষণের সমস্ত কাজই প্রশ্নের মধ্য দিয়ে সমাধা করতে হয়। প্রশ্নের সাহায্যে শিক্ষার্থীর মধ্যে বিভিন্ন চিত্রকল্প, অনুভূতি ও রসের উদঘাটন ঘটাতে হয়। তবে মনে রাখতে হবে, শিক্ষক যেন তার মূল্য বক্তব্য থেকে সরে না যান।

৮। সংশ্লেষণ পদ্ধতি :

সম্যসামূলক প্রশ্নের মধ্য দিয়ে যখন মূলভাবকে শিক্ষার্থীর কাছে তুলে ধরা হয় তখন তাকে সংশ্লেষণ পদ্ধতি বলা হয়।

৯। সংযুক্ত পদ্ধতি :

কোন কবিতা শিক্ষাদানের সময় যখন যে প্রণালী ও পদ্ধতির প্রয়োজন হয়, সেগুলিকে সমন্বিত করে পাঠদান করার পদ্ধতিকে সংযুক্ত পদ্ধতি বলে। এখানে অনেকগুলি পদ্ধতিকে প্রয়োজন মত একত্রিত করে প্রয়োগ করা হয়।

(ই) কবিতা পাঠদানকে সার্থক করার জন্য উপযুক্ত পদ্ধতি

বিদ্যালয়ে শ্রেণিশিক্ষায় কবিতা শিক্ষাদানকে যথাযথ করতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি প্রয়োগ করতে হবে।

- কাব্যগুণের দিকে লক্ষ্য রেখে পাঠ্যপুস্তকের কবিতা নির্বাচিত করতে হবে। কবিতগুলি কালানুক্রমিকভাবে সংকলিত হবে। সংকলনের সময় শিক্ষার্থীর রুচি, সামর্থ্য চাহিদা ও মানসিক বয়সের কথা স্মরণ রাখতে হবে। কবিতার সংকলনে বিষয় বৈচিত্র্য থাকা চাই। পাঠ্যপুস্তকের বহির্ভূত কবিতা পড়ানোর স্বাধীনতা শিক্ষককে দিতে হবে।
- প্রচলিত শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যবস্থা থেকে কবিতা শিক্ষাকে মুক্ত করতে হবে।
- কবিতা শিক্ষাদানের সময় সরব আবৃত্তির ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।
- কবিতা শিক্ষাদানের সময় সমার্থক ভাব সম্বলিত উদ্ধৃতির চার্ট ও উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণের ব্যবহার করতে হবে। কবিতা শিক্ষাদানের সময় বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরণের ওপর জোর দেওয়া চলবে না। সারাংশ, টীকা-টীপ্পনী, ব্যাখ্যা প্রভৃতি কবিতা শিক্ষাদানের সময় যতদূর সম্ভব বর্জন করতে হবে। কবিতা শিক্ষাদানকে অনাবশ্যক জটিল না করে সহজ ও রসোত্তীর্ণ করতে হবে।
- কবিতা শিক্ষাদানের সময় ছন্দ ও অলঙ্কারের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। কবিতার কাব্যগুণ সম্বন্ধে অবহিত করাই কবিতা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

- শিশু মনস্তত্ত্ব ও শিক্ষাদর্শনের ওপর ভিত্তি করে কবিতা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে আধুনিক শিক্ষাদান পদ্ধতিগুলি ব্যবহার করে কবিতা শিক্ষাদানকে সরস ও প্রাণবন্ত করতে হবে।
- পাঠ্যপুস্তক ছাড়াও অন্যান্যা কাব্যপাঠে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে। এ ব্যাপারে শিক্ষার্থীরা পাঠাগার ব্যবহার করবে।
- কবিতা শিক্ষাদানের সময় ব্যাকরণের আলোচনা বর্জনীয়।
- পাঠটীকা (Lesson Plan) রচনা করে যথার্থ পরিকল্পনা সহকারে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষক কবিতা শিক্ষাদান করবেন।
- কবিতা শিক্ষাদানের পূর্বে শ্রেণিকক্ষে যথাযথ কবিতা পাঠের পরিবেশ তৈরি করতে হবে।
- কবি পরিচিতি ও কাব্যধারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে কবিতাটির উৎস সম্পর্কে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে।
- কবিতা পাঠদানের সময় কবিতাটিকে প্রথমে সামগ্রিকভাবে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করতে হবে, যাতে শিক্ষার্থীর কাছে সামগ্রিক আবেদন পৌঁছতে পারে। তারপর কবিতাটিকে ছোট ছোট শীর্ষে ভাগ করে পড়াতে হবে।
- কবিতা মুখস্থ করানোর অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।
- কবিতার গদ্যরূপ লেখানো কবিতার রসোপলব্ধির পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকর। তাই কবিতার গদ্যরূপ শিক্ষার্থীদের শেখানো চলবে না।
- কবিতার চিত্রধর্মিতা, সঙ্গীতধর্মিতা ও ভাবরসের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে হবে।
- কবিতা পাঠের সঙ্গে সঙ্গে কিছু সৃজনমূলক কাজ করতে দিতে হবে। শিক্ষার্থীরা আবৃত্তি করবে, কবিতা পড়ার পর ছবি এঁকে বিষয় বস্তু প্রকাশ করবে, গদ্যে আপনভাব প্রকাশ করে লিখবে, অনুরূপ ভাব সম্পন্ন কবিতা পাঠ করবে ও লেখার চেষ্টা করবে।

(ঙ) কবিতা শিক্ষাদান ও শিক্ষকের ভূমিকা

কবিতা শিক্ষাদানের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনার সময় শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গে কিছু আলোচনা হয়েছে। এখন কবিতা শিক্ষাদানকে সার্থক করে তুলতে হলে শিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি মনে রাখতে হবে—

- বিভিন্ন ধরণের কবিতা পাঠে শিক্ষার্থীদের উৎসাহী করতে হবে।
- শিক্ষকের পরিবেশন কৌশল, ভাষাজ্ঞান যথার্থ ভাল হওয়া বাঞ্ছনীয়।
- শিক্ষকের স্বর সুমিষ্ট হবে এবং তিনি সার্থক আবৃত্তিতে দক্ষ হবেন। শিক্ষার্থীরা তাঁকে অনুসরণ করে আবৃত্তি ও কবিতাপাঠে উৎসাহী হবে।

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 153 28.07.2007

- ভালো কবিতাগুলি সংগ্রহ করে রাখার জন্য একটি Collection Book তৈরি করার জন্য শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করবেন শিক্ষক।
- শিক্ষার্থীরা যাতে ত্রুটিহীন ভাবে শব্দ উচ্চারণ করে কবিতা পাঠ করতে পারে, সেদিকে শিক্ষককে নজর দিতে হবে।
- শ্রেণিকক্ষে কবিতা পঠন-পাঠনের সময় শিক্ষক মহাশয় আদর্শ সরবপাঠের মধ্য দিয়ে উচ্চারণগত ত্রুটি দূর করে রসসঞ্চারী আলোচনা করবেন। সেইসঙ্গে কবিতায় ব্যবহৃত শব্দের বিশেষত্বের প্রতি প্রথম থেকেই ছাত্রদের সচেতন করে তুলতে হবে।

৩.৭.২ গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি

১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই বাংলা গদ্যের যাত্রা শুরু হয়। বিদেশীদের প্রচেষ্টাতেই মূলত বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা। খ্রিস্টধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে ও ব্রিটিশ প্রশাসন যন্ত্রকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজনীয় আমলা ও কেরানি তৈরির জন্য বিদেশীদের দেশীয় ভাষার উন্নয়নের প্রচেষ্টা শুরু হয়। সেই সুযোগেই বাংলা গদ্য সাহিত্যের সূচনা হয়। বাংলা কাব্যসাহিত্যের ইতিহাস দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যমণ্ডিত হলেও, বাংলা গদ্য সাহিত্যের ইতিহাস বেশিদিনের নয়। বাংলা গদ্য সাহিত্য মূলত আধুনিক কালের ফসল। তবে রামমোহন, বিদ্যাসাগর থেকে শুরু করে, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র, প্রমথচৌধুরী, তারাশঙ্কর, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অন্নদাশঙ্কর রায়, বুদ্ধদেব বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বাণী বসু, সুচিত্রা ভট্টাচার্য, নবনীতা দেবসেন প্রমুখ সার্থক গদ্য শিল্পীদের প্রতিভার আলোকে বাংলা গদ্যসাহিত্য আজ সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। গদ্য সাহিত্যের বিভিন্ন শাখার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে পরিচিতি ঘটে।

(ক) গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

১. গদ্য

গদ্য যা বলে তাই বলে, আর পদ্য যা বলে তার বেশিই বোঝায়। তাই শব্দগুলিকে যখন জ্ঞান, চিন্তা, ও যুক্তির সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত করে ভাষাবিজ্ঞানের সূত্র অনুযায়ী পরিবেশিত হয় তখন তাকেই গদ্য বলা হয়।

গদ্য হল ছন্দ ও মিলহীন বাক্যের পরম্পরা, যার দ্বারা মানুষ মূলত নিজের যুক্তি নির্ভর চিন্তা, তথ্য, সংবাদ ইত্যাদি প্রকাশ করতে পারে। তবে প্রয়োজন হলে রচয়িতা গদ্যের মাধ্যমে কবিতার আবেগ এবং সৌন্দর্যও সৃষ্টি করতে পারেন—কাব্যিক পদ্য ও গদ্য কবিতায় তার প্রকাশ ঘটে। গদ্য মৌখিক ভাবে আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনের ভাষা, আর লিখিতভাবে প্রধানত তা সুশৃঙ্খল চিন্তা প্রকাশের ভাষা। গদ্যের প্রধান ব্যবহার জ্ঞানাত্মক, রসাত্মক নয়।

২. গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

গদ্য পাঠদানের মূল উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা। গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা শিক্ষালাভ করে। গদ্য শিক্ষাদানের দুটি দিক :

১। ভাষাগত দিক

২। সাহিত্যগত দিক।

গদ্যের মধ্যে ভাষা ব্যবহার, শব্দ-সংস্থান, যুক্তি-বিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গি (style) প্রভৃতির প্রাধান্য শিক্ষার্থীকে ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। অন্যদিকে আবার উন্নত গদ্যের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাহিত্য রসাস্বাদনের স্বাদ পায়।

গদ্য শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্যগুলি হল :

- শিক্ষার্থীর পঠন শক্তির উন্মেষ সাধন করা
- বাংলা গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সরব পাঠ ও নীরব পাঠ অভ্যাস করবে।
- শিক্ষার্থীদের পঠের অভ্যাস (Study Habit) ও পাঠের দক্ষতা (Study Skill) বৃদ্ধি করা যায়।
- গদ্য পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করা যায়।
- গদ্য পাঠদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের শব্দজ্ঞান, শব্দচেতনা, রসমাধুর্য শিল্পমণ্ডন কলা প্রভৃতি সম্বন্ধে অবহিত হতে সাহায্য করা।
- গদ্য শিক্ষাদানের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিকতা, বুদ্ধিবৃত্তি, মননশীলতা ও চিন্তাশক্তির বিস্তার হয়।
- গদ্য শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল, শিক্ষার্থীদের যুক্তিশীলতা ও ধী-শক্তির উন্মেষসাধন।
- গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা কোনো বিষয়বস্তুর মর্মোপলব্ধি করতে সমর্থ হয়।
- সর্বোপরি, গদ্য শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের ভাষাজ্ঞান বৃদ্ধি করা। গদ্য পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা প্রধানত ভাষা শিক্ষালাভ করে।

৩. গদ্য পাঠদানের গুরুত্ব

গদ্য পাঠদানের উদ্দেশ্যগুলি থেকেই উপলব্ধি করা যায় গদ্য পাঠদানের গুরুত্ব কতটা। সাধারণভাবে গদ্যাংশের দুটি প্রধান ভাগ দেখা যায়। তার একটি হল প্রবন্ধাংশ অপরটি হল গল্পাংশ। প্রবন্ধাংশের প্রধান বিষয়বস্তু হল আলোচনাত্মক, বিজ্ঞানের ঘটনা সম্বলিত কাহিনি, জীবনমূলক, বিচার ও সংবাদনির্ভর ইত্যাদি। অপরদিকে গল্পাংশের মধ্যে আছে ছোটোগল্প, উপন্যাসের অংশ, নাটকের অংশ রূপকথা, ভ্রমণ কাহিনী প্রভৃতি। প্রবন্ধাংশ পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা বিশেষ শব্দ, বিষয়বস্তু, যুক্তিবিন্যাস, ও লেখকের মুনশিয়ানার সঙ্গে পরিচিত

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 155 28.07.2007

হয়। ছোটোগল্প পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা শব্দচয়ন, আখ্যান চমৎকারিত্ব চরিত্রগঠন, লেখকের বর্ণনা শৈলী ও মানসভাবনার সঙ্গে পরিচিত হতে পারে। বর্ণনামূলক গদ্যাংশ ও ভ্রমণ কাহিনি পাঠে শিক্ষার্থীদের মধ্যে প্রকৃতি প্রেমের জাগরণ, বর্ণনা ও কল্পনা শক্তির বিকাশ সাধন, শিক্ষামূলক ভ্রমণের স্পৃহা ও উৎসাহ বৃদ্ধি করে তাদের মধ্যে আনন্দের সঞ্চার করা যায়। এছাড়া বৈজ্ঞানিক রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সামাজিক ও যুক্তিবাদী চিন্তার সুষ্ঠু বিকাশ, জ্ঞান, বুদ্ধি ও বৈজ্ঞানিক চেতনার বিকাশ সাধন ঘটে। অতএব শিক্ষার্থীকে উপযুক্ত সমাজ তত্ত্বের ধারণা দান করে তাদের সামাজিক যোগ্যতা সম্পন্ন মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে এই বিশাল গদ্য সাহিত্যের সঙ্গে তাদের পরিচয় সাধন অপরিহার্য। বাংলা গদ্য সাহিত্য পাঠদানের সার্থকতা এখানেই।

(খ) গদ্য পাঠদানের পদ্ধতি

বাংলা গদ্য পঠন-পাঠন পদ্ধতি আলোচনা করতে গিয়ে প্রথমেই যেটা আলোচনা করা প্রয়োজন তাহল, গদ্য পঠন-পাঠন ও গদ্য শিক্ষাদানের অসুবিধা।

(গ) গদ্য শিক্ষাদান ও পঠন-পাঠনের অসুবিধা

বিদ্যালয়ে গদ্য শিক্ষাদানের অনেক অসুবিধা আছে। সেগুলি নিম্নরূপ :

- বিদ্যালয়ের পাঠক্রমে গতানুগতিক গদ্যাংশগুলির সংকলন গদ্য শিক্ষাদানের প্রধান বাধা। অনেক ক্ষেত্রেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ অথবা নীতিজ্ঞানমূলক গদ্যাংশগুলিকে পাঠ্যবস্তু করে গদ্য শিক্ষাদানের আসল উদ্দেকেই ব্যাহত করা হয়।
- গদ্য পাঠের ক্ষেত্রে ছন্দের অভাব অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে গদ্যপাঠকে বিরক্তিকর ও একঘেয়ে করে তোলে। তাদের কাছে গদ্যপাঠ নীরস লাগে। তবে গল্পপাঠ এ ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম।
- গদ্যের ভাষায় সমাস বাহুল্য, তৎসম শব্দের আধিক্য, সাধুগদ্যরীতি প্রভৃতি শিক্ষার্থীদের রস উপলব্ধিতে বাধা সৃষ্টি করে।
- গদ্য রচনার মধ্যে প্রাচীন লেখকের রচনারীতির সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় নেই; ফলে শিক্ষাগ্রহণকালে শিক্ষার্থীদের অসুবিধা হয়।
- ব্যাকরণ, শব্দতত্ত্ব, উচ্চারণ তত্ত্ব, যতিচিহ্ন বিন্যাস সম্বন্ধে শিক্ষার্থীদের যথাযথ জ্ঞান না থাকার ফলে গদ্য শিক্ষাদানের সময় অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।
- শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ বৃদ্ধি করার সুযোগ বর্তমান শিক্ষা-ব্যবস্থার মধ্যে নেই। তাই গদ্য শিক্ষাদানের সময় অসুবিধা হয়।
- সর্বোপরি, বিদ্যালয়ে বর্তমান শিক্ষা ও পরীক্ষা ব্যাবস্থা গদ্যাংশগুলির বিষয়বস্তুকে যতটা প্রাধান্য দেয়,

সাহিত্যগুণকে ততটা গুরুত্ব দেয় না। পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিক্ষা-ব্যবস্থা গদ্য শিক্ষাদানের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য পূরণের প্রধান প্রতিবন্ধক।

- মনোবিজ্ঞান সম্মত পদ্ধতিতে পাঠ-পরিকল্পনা অনুযায়ী গদ্য শিক্ষাদানে অনীহা ও উপযুক্ত শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ছাড়া শিক্ষকের গদ্য শিক্ষাদান অনেক ক্ষেত্রে ছাত্রছাত্রীর কাছে বিরক্তিকর হয়ে ওঠে।

(ঘ) গদ্য পাঠদান পদ্ধতি

বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্রেণিতে গদ্য শিক্ষাদানকে সার্থক, সফল ও সুন্দর করে তুলতে হলে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন—

(১) প্রতিটি শ্রেণির পাঠ্যপুস্তকে সাহিত্যগুণ সমন্বিত গদ্য রচনার সংস্থান করতে হবে।

(২) আধুনিক বৈজ্ঞানিক, মনস্তাত্ত্বিক শিক্ষাদান পদ্ধতি অবলম্বন করে গদ্য শিক্ষাদানকে শিক্ষার্থীদের কাছে হৃদয়গ্রাহী ও আনন্দদায়ক করে তুলতে হবে।

(৩) শিক্ষাকে পরীক্ষাকেন্দ্রিকতা থেকে যতটা সম্ভব মুক্ত করতে হবে।

(৪) শিক্ষা সহায়ক নানা উপকরণ (teaching aids) ব্যবহার করে এবং যথাযথ বোর্ডের ব্যবহার করে সরস ও চিত্তাকর্ষক ভঙ্গীতে গদ্য পাঠদান সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে হবে।

(৫) গদ্য শিক্ষাদানের সময় সাহিত্য দর্শনের কথা মনে রাখতে হবে।

(৬) পাঠদানের সময় প্রথমে সরব পাঠ ও পরে নীরব পাঠের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের বিষয়বস্তুর রসাস্বাদন, পাঠের অভ্যাস ও পাঠের দক্ষতা বাড়িয়ে তুলতে হবে।

(৭) গদ্য পাঠদানের সময় নানা উদাহরণ, ঘটনা, প্রবাদ-প্রবচন, বাগ্‌ধারা প্রভৃতি ব্যবহার করে বক্তব্যকে সাবলীল ও প্রাঞ্জল করে তুলতে হবে।

(৮) উপযুক্ত পদ্ধতি অবলম্বন করে সরল ও বৈচিত্র্যময় পথে গদ্য শিক্ষাদান করতে হবে। যাতে শিক্ষাগ্রহণ শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় হয়। গদ্য শিক্ষাদান সরস ও প্রাণবন্ত হতে হবে।

(৯) সাহিত্যের ভাষাগত দিকের কথা মনে রাখতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেন গদ্যসাহিত্যের মধ্যে ভাষা-ব্যবহার, শব্দ সংস্থান, যুক্তি বিন্যাস, বর্ণনাভঙ্গী ইত্যাদিকে গ্রহণ করতে পারে।

(১০) বিদ্যালয়ে সাহিত্যানুশীলনের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। অভিনয়, বিতর্ক সাহিত্য, পাঠচক্র, পত্রিকার প্রকাশনা প্রভৃতি সহপাঠক্রমিক কার্যাবলীর মধ্য দিয়ে সাহিত্যানুশীলনের উপযুক্ত পরিবেশ গড়ে তুলতে হবে।

I5/D/ Netaj_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 157 28.07.2007

(১১) শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সাহিত্যেকের গদ্য রচনা পড়ার সুযোগ করে দিতে হবে। বাংলা গদ্যের কালানুক্রমিক ক্রমবিকাশের ধারাটি যেন শিক্ষার্থীদের কাছে ধরা পড়ে।

(১২) গদ্যপাঠদানের ক্ষেত্রে শিক্ষক উপরের পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করে পাঠদান করবেন। এক্ষেত্রে শিক্ষকের জ্ঞান, ধৈর্য, সহৃদয়তা, পরিশ্রম ও দক্ষতা একান্ত প্রয়োজন। সর্বোপরি উপযুক্ত পাঠ পরিকল্পনা, রচনা করে সেই অনুযায়ী শিক্ষাদান করতে হবে।

শিক্ষকের দক্ষতা ও বিদ্যালয়ের পরিচালনা ব্যবস্থার ওপর শিক্ষার্থীদের গদ্যশিক্ষা গ্রহণ অনেকাংশে নির্ভরশীল, একথা ভুলে গেলে চলবে না। আধুনিক প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে শিক্ষক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে গদ্য শিক্ষাদান করবেন।

৩.৭.৩ দ্রুতপঠন শিক্ষাদান

বর্তমানে মাধ্যমিক স্তরের বাংলাভাষা ও সাহিত্যের পাঠক্রমে প্রত্যেক শ্রেণিতেই দ্রুতপঠন গ্রন্থের পঠন-পাঠন প্রমাণিত রয়েছে। প্রতি শ্রেণিতে একটি করে পাঠ্যপুস্তক বা Text Book ছাড়াও আর একটি উপপাঠ্যগ্রন্থ (Non-detailed Study) পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষা ও সাহিত্যানুশীলনের দিকে লক্ষ্য করে পাঠ্যপুস্তক সংকলিত করা হয় কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের গদ্য ও পদ্য রচনা শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষা ও সাহিত্যচর্চার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তাই পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত ও অবিশেষিত পাঠ (Non-detailed Study) হিসেবে দ্রুতপঠন পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে। শ্রেণি, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা ও সামর্থ্য অনুযায়ী কোন শ্রেণিতে একটি, কোন শ্রেণিতে একাধিক পুস্তক বিদ্যালয়ে দ্রুতপঠনের জন্য নির্দিষ্ট হয়। মূল পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ প্রভৃতির বিস্তৃত ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ ব্যাকরণ, শব্দার্থ, মূলভাব, রস প্রভৃতি গ্রহণের জন্য খুঁটিয়ে পড়তে হয়। অপরপক্ষে দ্রুতপঠনের গ্রন্থটি খুব খুঁটিয়ে পড়ার প্রয়োজন হয় না। কেবলমাত্র, মূলকাহিনী পরিচিত হওয়াই এখনে যথেষ্ট। তাই সমালোচকদের মতে দ্রুতপঠনগুলি মূল পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক।

প্রকৃতপক্ষে দ্রুতপঠন হল পাঠক্রমের অন্তর্গত পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক—এবং শিক্ষার্থীদের ভাষা-শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনিবার্য। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তাই দ্রুতপঠনকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

(ক) দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

১. দ্রুতপঠন শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে দ্রুতপঠনের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এছাড়াও দ্রুতপঠন পঠন-পাঠনের নানা প্রয়োজনীয়তা আছে। তা থেকেই বোঝা যাবে দ্রুতপঠন কেন পড়তে হবে এর কারণগুলি হল :

(ক) শিক্ষার্থীদের অতৃপ্ত রসপিপাসাকে তৃপ্ত করে, সাহিত্যবোধ জাগ্রত করে

পাঠ্যপুস্তকে যেসব গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, নাট্যাংশ সংকলিত থাকে তার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের সাহিত্য রস পিপাসা পরিতৃপ্ত হয় না। শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ যথেষ্ট পরিমাণে সৃষ্ট হয় না, তাদের কৌতূহল শান্ত হয় না। শিক্ষার্থীর মধ্যে সাহিত্যবোধ জাগ্রত করতে দ্রুতপঠন এক অপরিহার্য মাধ্যম।

(খ) শিক্ষার্থীর উদ্বুদ্ধ রসচেতনাকে পরিপূর্ণ করে

পাঠ্যপুস্তকের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের যে সাহিত্যরস জাগ্রত হয় দ্রুতপঠন গ্রন্থ তাতে পূর্ণতা দান করে। পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত 'অচেনার আনন্দ' শিক্ষার্থীদের রসচেতনা উদ্বুদ্ধ করে ও অপুর জীবন কাহিনী জানার জন্য ব্যাকুল করে তোলে। এক্ষেত্রে দ্রুতপঠন হিসেবে 'পথের পাঁচালি' শিক্ষার্থীদের রসপিপাসাকে যথার্থ তৃপ্তি দিয়ে তাদের উদ্বুদ্ধ রসচেতনাকে পরিপূর্ণ করে।

(গ) শিক্ষার্থীদের সামনে পরিণত ফসল ও উন্নত সাহিত্যসৃষ্টি উপস্থিত করা যায়

দ্রুতপঠনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ভাষাশিক্ষাকে প্রকৃতপক্ষে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। পাঠ্যপুস্তকে সংকলিত বিভিন্ন গদ্য ও পদ্য রচনা অনেক সময় সংক্ষিপ্ত ও বিচ্ছিন্ন; লেখকের মূল রচনাকে সংক্ষিপ্ত করে বা মূল রচনার অংশ বিশেষ গ্রহণ করে পাঠ্যপুস্তকের মধ্যে সংকলন করা হয়। তাতে শিক্ষার্থীদের জিজ্ঞাসা ও কৌতূহল চরিতার্থ হয় না। সাহিত্যের নন্দন চেতনা, শিল্প-সৌন্দর্য-মণ্ডনকলা, রসসম্ভোগ ও লেখকের সংবেদশীল অনুভূতি প্রবণ মনের সর্বাংশ ধরা পড়ে না। বাংলা সহিত্যের পরিণত ফসল ও উন্নত সাহিত্য দ্রুতপঠনের মাধ্যমেই শিক্ষার্থীর সামনে উপস্থিত করা সম্ভব। তাই দ্রুতপঠন পাঠ বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয়।

(খ) দ্রুতপঠন শিক্ষাদান পদ্ধতি

১. দ্রুতপঠন গ্রন্থ নির্বাচন

দ্রুতপঠন শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রসঙ্গে আলোচনার ক্ষেত্রে প্রথমেই আসে দ্রুতপঠন গ্রন্থ নির্বাচনের প্রসঙ্গ।

বিদ্যালয়ে প্রতি শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনে বা সংকলনকালে যতটা গুরুত্ব দেওয়া হয়—দ্রুতপঠন গ্রন্থ নির্বাচনের সময় অধিকাংশ ক্ষেত্রে ততটা গুরুত্ব দেওয়া হয় না। গোটা ব্যাপারটাকে অনেক ক্ষেত্রেই অত্যন্ত অবহেলা সহকারে করা হয়। দ্রুতপঠন পুস্তক নির্বাচনে তাই যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন।

দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচনের সময় অনেক সময়ই পুস্তক ব্যবসায়ীদের অনুরোধ ও বন্ধুবান্ধবদের অনুরোধ রক্ষা করা হয় এবং তা করতে গিয়ে পুস্তক নির্বাচনও যথার্থ হয় না।

দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচনের সময় যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে। শিক্ষার্থীদের শ্রেণি, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যত্য, বুদ্ধিবৃত্তি, গ্রহণক্ষমতা ইত্যাদি বিচার করে দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচন করতে হবে।

I5/D/ Netaj_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 159 28.07.2007

দ্রুতপঠন পুস্তকগুলির কাগজের মান ভাল হবে, ছাপা, প্রচ্ছদ, চিত্র ইত্যাদি যথাযথ, আকর্ষণীয় ও নির্ভুল হবে।

দ্রুতপঠনের জন্য নির্বাচিত পুস্তকের মধ্যে সাহিত্যগুণ থাকবে। শিক্ষার্থীরা যেন পুস্তকের সাহিত্যগুণে আকৃষ্ট হয়ে স্বয়ং সাধনার মাধ্যমে স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে দ্রুতপঠনের পুস্তক পড়তে আগ্রহী হয়।

দ্রুতপঠনের পুস্তক পড়ে শিক্ষার্থীরা যেন পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত আরও পুস্তক পড়তে উৎসাহিত হয়।

নীতিবিজ্ঞান ও উদ্দেশ্যমূলক রচনা অপেক্ষা সাহিত্যধর্মী রচনাকে দ্রুতপঠনের পুস্তক নির্বাচনের সময় অধিক গুরুত্ব দিতে হবে।

দ্রুতপঠনের পুস্তকের মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যেন বাংলা সাহিত্যের প্রতিভাধর সাহিত্যিকদের শ্রেষ্ঠ রচনাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়।

সর্বোপরি, বিভিন্ন শ্রেণির জন্য সুনির্বাচিত পরিশীলিত সংকলন গ্রন্থ তৈরি করা উচিত।

দ্রুতপঠন পাঠ্যপুস্তক নির্বাচনের সময় উপরের বিষয়গুলি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া দরকার

২. দ্রুতপঠন শিক্ষাদান পদ্ধতি

দ্রুতপঠন শিক্ষাকে সার্থক ও সুন্দর করে তুলতে হলে নীচের পদ্ধতিগুলি অবলম্বনে দ্রুতপঠন শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। যেমন :

- দ্রুতপঠন পাঠদানের পূর্বে সুপরিকল্পিত ও সুচিন্তিত Lesson plan (পাঠ টীকা) করতে হবে।
- দ্রুতপঠন শিক্ষাদান আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনস্তত্ত্বসম্মত করতে হবে।
- দ্রুতপঠনের যেসব অংশ সরব পাঠের উপযোগী সেগুলিকে সার্থক আবৃত্তি সহকারে পাঠদান করতে হবে।
- শিক্ষার্থীর বয়স ও শ্রেণি অনুযায়ী মানসিক তারতম্য বিচার করে দ্রুতপঠন শিক্ষাদান করতে হবে।
- নীরব পাঠের মাধ্যমে শিক্ষাদানকে গুরুত্ব দিতে হবে।
- যথাযথ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার করে দ্রুতপঠন শিক্ষাদানকে সুন্দর করতে হবে।
- বিষয়বস্তুকে কয়েকটি মূলভাগে ভাগ করে পরপর সেগুলি শিক্ষার্থীর সামনে তুলে ধরতে হবে।
- সংশ্লিষ্ট বিষয়ের কবি ও সাহিত্যিকের রচনাশৈলী ও রচনার বিশেষত্ব শিক্ষার্থীদের অবহিত করতে হবে।
- ভাবগম্ভীর ও জটিল বিষয়গুলি বিশেষ যত্ন নিয়ে গুরুত্ব দিয়ে আলোচনা করতে হবে।
- মাঝে মাঝে ছোট ছোট প্রশ্ন করে শিক্ষার্থীদের পাঠে অগ্রগতি ঘটাতে হবে।
- শিক্ষার্থীদের পাঠে আগ্রহী করাতে পাঠদানকে বৈচিত্র্যময় করতে হবে।

- শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই শিক্ষার্থীরা যাতে দ্রুতপঠন পাঠে অভ্যস্ত ও মনোযোগী হয়, তার জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে।
- বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় দ্রুতপঠন শিক্ষাদানকে সুনির্দিষ্ট করতে হবে।
- পরিপূরক গ্রন্থ ব্যবহারে গ্রন্থাগারের প্রতি শিক্ষার্থীদের আগ্রহী করতে হবে।
- স্বয়ংসাধনার মাধ্যমে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে শিক্ষার্থীরা দ্রুতপঠন পাঠে যাতে অগ্রসর হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- দ্রুতপঠনের মাধ্যমে যাতে শিক্ষার্থীদের সাহিত্যানুরাগ সৃষ্টি হয় সেদিকে গুরুত্ব দিতে হবে—তাই পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত বিভিন্ন পুস্তক পাঠে তাদের আগ্রহ দেখা দেবে—তখনই তাদের ভাষাশিক্ষাদান সার্থক হবে।

৩.৭.৪ রচনা শিক্ষাদান

ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের বাংলা ভাষা শুদ্ধভাবে পড়া, শেখা, বলা ও লেখায় সাহায্য করা। অর্থাৎ তাদের এমনভাবে শেখাতে হবে যাতে তারা সহজে, স্বচ্ছন্দে ও সাবলীলভাবে মাতৃভাষা ব্যবহার করতে পারে। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখেই শিক্ষার্থীদের রচনা শিক্ষা দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছে ও দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত পাঠক্রমে রাখা হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে প্রবন্ধ ও রচনাকে সমার্থক শব্দ হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু সাহিত্য দর্শনের বিচারে প্রবন্ধ ও রচনা ভিন্ন জাতীয় সৃষ্টি—এদের সাহিত্যগুণও ভিন্ন, প্রকৃতিও ভিন্ন। 'প্রবন্ধ' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল 'প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন'। প্রবন্ধ তাই বস্তুনিষ্ঠ সৃষ্টি, —বিষয়বস্তু, তথ্য ও তত্ত্বই প্রবন্ধের মুখ্য কথা। একটি সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুকে নানাভাবে যুক্তি, তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণ ও তথ্য-তত্ত্ব দিয়ে একান্তভাবে বস্তুনিষ্ঠ করে উপস্থিত করাকে প্রবন্ধ বলে। 'রচনা' হল ব্যক্তিনিষ্ঠ তন্ময় সৃষ্টি। 'রচনা' শব্দটির অর্থ হল—নির্মাণ, গ্রন্থন, বিন্যাস বা গঠন। রচনার মধ্যে বিষয়বস্তু বড় কথা নয়; বর্ণনার সাহিত্যকীর্তির তন্ময় প্রতিষ্ঠাই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। কি বলা হল, তাই প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য বিষয়; কিন্তু কেমন করে বলা হল তাই রচনার মূল কথা। বিষয়বস্তু সংগ্রহ করে নানা যুক্তি-তর্ক, বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশন করা প্রবন্ধের কাজ—কিন্তু রচনা সম্পূর্ণ সৃজনশীল আত্মগত সাহিত্যসৃষ্টি, ব্যক্তিমনের নিবিড় অনুভূতির সৌন্দর্য ও শিল্পময় অভিব্যক্তিই যার প্রাণ। প্রবন্ধ ও রচনার মধ্যে তাই গুণগত পার্থক্য আছে।

(ক) রচনা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও গুরুত্ব

১. প্রবন্ধ ও রচনার উদ্দেশ্য

সাধারণভাবে বলতে গেলে কোনো বিশেষ ভাবকে ভাষার বাঁধনে বেঁধে প্রকাশ করার পদ্ধতিকে বলে রচনা আর ত্রুটিহীন বাগ্‌বন্ধনে পরিবেশিত ভাষার বিস্তারকে বলে প্রবন্ধ। বিদ্যালয়ে প্রবন্ধ ও রচনাকে একই অর্থে বিবেচনা করা হয় সেজন্য প্রবন্ধ-রচনার উদ্দেশ্যকে একই সঙ্গে জেনে নেওয়া যাক —

১) ভাষা চর্চা হোল প্রবন্ধ লেখার মূল উদ্দেশ্য।

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 161 28.07.2007

২) চিন্তাশক্তির উদ্বোধনে প্রবন্ধ রচনার গুরুত্ব যথেষ্ট।

৩) প্রবন্ধ-রচনা চিন্তাশক্তি বা অর্জিত জ্ঞানের প্রকাশ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করে।

৪) প্রবন্ধ-রচনা লেখার ফলে শিক্ষার্থীদের সুপ্রযুক্ত শব্দ ব্যবহারের দক্ষতা বাড়ে।

৫) রচনা লেখার ফলে শিক্ষার্থীদের সার্থক ও নির্ভুল বাক্য গঠনের ক্ষমতা বাড়ে।

৬) নির্দিষ্ট একটি ভাবকে সংযত করে প্রকাশ করার ক্ষমতা বাড়ায় রচনা লিখন।

৭) প্রবন্ধ ও রচনা লিখন শিক্ষার্থীর যুক্তিশক্তি ও কল্পনাশক্তি বিকাশে সহায়তা করে।

৮) প্রবন্ধ রচনা শিক্ষার্থীর মধ্যে পরিমিতি বোধ আনতে সাহায্য করে।

৯) ভাষার বাঁধুনিতে ভাবকে প্রকাশ করার ক্ষমতা দান করে।

১০) সহজ সরল ও সাবলীলভাবে ভাবপ্রকাশের দক্ষতা সৃষ্টিতে সাহায্য করে।

২. রচনা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

বিদ্যালয়ে রচনা শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন ও গুরুত্ব যথেষ্ট পরিমাণে আছে। রচনা শিক্ষার সঙ্গে শিশু মনস্তত্ত্বের একটি বিশেষ যোগ আছে। রচনা লেখার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর কল্পনাশক্তি, চিন্তাশক্তি, বোধশক্তি, অনুভূতিশক্তি প্রভৃতি সুকুমার বৃত্তিগুলির যথাযথ বিকাশ ঘটে। রচনার মধ্য দিয়ে শিশু আত্মবিকশিত ও আত্মপ্রকাশিত হতে চায়—নিজেকে প্রকাশ করার আনন্দে শিশু উদ্বেল হয়ে ওঠে—রচনা লেখার মধ্যে দিয়ে শিশু সৃষ্টির আনন্দে মেতে ওঠে—আপন প্রকাশের আনন্দে সে তৃপ্তি লাভ করে। আপন জীবনবিকাশে, আপন অন্তর্নিহিত শক্তির উন্মোচনে রচনা লেখার বিশেষ গুরুত্ব আছে।

রচনা শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নরূপ :—

ক) রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা যথাযথভাবে ভাষাশিক্ষা করতে পারে।

খ) শিক্ষার্থীদের মধ্যে কল্পনা ও চিন্তাগুলির বিকাশ হয়।

গ) যথাযথভাবে ভাবপ্রকাশে সাহায্য করে।

ঘ) শব্দ-ব্যবহার, বাক্যগঠন, যতিচিহ্ন বিন্যাস, বাগধারা প্রয়োগ, শুদ্ধ বানান ব্যবহারের শিক্ষা দেয়।

ঙ) প্রবন্ধ ও রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হয় তাদের মধ্যে সাহিত্য ও শিল্পচেতনা বৃদ্ধি পায়।

চ) রচনার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ব্যক্তিভাবনা আত্মপ্রকাশ করে। ফলে শিক্ষার্থীর প্রবৃত্তি ও প্রক্ষোভজনিত মানসিক জটিলতার উদ্‌গতি সাধন হয়।

ছ) প্রবন্ধ ও রচনার অনুশীলনে শিক্ষার্থীর পর্যবেক্ষণ, বিচার-বিশ্লেষণ, যুক্তি-তর্ক ও চিন্তাভাবনার ক্ষমতা ও দক্ষতা বৃদ্ধি পায়।

জ) কোন একটি নির্দিষ্ট ভাব ও বিষয়কে সুসংহত করে প্রকাশ করার দক্ষতা বাড়ায়।

ঝ) শিক্ষার্থীর লেখার একটি নিজস্ব Style বা রচনারীতি তৈরি হয়।

এইসব কারণে বিদ্যালয় স্তরে শিক্ষার্থীদের রচনা শিক্ষাদান আবশ্যক হয়ে পড়ে।

খ) রচনা শিক্ষাদান পদ্ধতি

১. ভালো রচনার বৈশিষ্ট্য

ভালো ও সার্থক রচনার কতকগুলি বৈশিষ্ট্য আছে। শিক্ষাদানের সময় সেই বৈশিষ্ট্যগুলি মনে রাখতে হবে—

- রচনার ভাষা সহজ, সরল, প্রাঞ্জল, সাবলীল ও বিষয়বস্তু অনুযায়ী হবে।
- বর্ননাভঙ্গি ভাষাকে সমৃদ্ধ করবে। বর্ণনাভঙ্গির মধ্যে স্বাভাবিক স্বাচ্ছন্দ্য থাকবে এবং সাহিত্যগুণে আকর্ষণীয় হবে।
- বিষয়বস্তুকে আকর্ষক ভাবে উপস্থাপন করতে হবে—উপস্থাপন কৌশল রচনার অন্যতম গুণ।
- রচনার মধ্যে লেখকের আত্মগত ভাবনা, ব্যক্তিগত , চেতনা ও সূক্ষ্ম অনুভূতির অনুরণন প্রতিবিম্বিত হবে।
- রচনা সাহিত্যগুণে সমৃদ্ধ হবে—শিল্প মন্ডন কলা, উন্নত হবে।
- ভালো রচনার বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যথার্থই বলেছেন,—''রচনার প্রধান গুণ এবং প্রথম প্রয়োজন সরলতা ও স্পষ্টতা। যে রচনা সকলেই বুঝিতে পারে এবং পড়িবা মাত্র যাহার অর্থ বুঝা যায়, অর্থ গৌরব থাকিলে তাহাই সর্বোৎকৃষ্ট রচনা, তাহার পর ভাষার সরলতা - স্পষ্টতার সহিত সৌন্দর্য মিশাইতে হইবে।''
- মূল বৈশিষ্ট্যগুলি হল (১) বোধ্যতা, (২) সারল্য, (৩) সাবলীলতা, (৪) অর্থযুক্ত, (৫) ভাবগৌরবে সমৃদ্ধ, (৬) সৌন্দর্য।

২. রচনা শিক্ষাদান

রচনা শিক্ষাদানের সময় যে বিষয়টির ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে তা হল শিক্ষার্থীর অনুশীলন। রচনা লেখায় শিক্ষার্থীর চর্চা ও অনুশীলন থাকবে। এই অনুশীলন হবে স্বাভাবিক ও স্বতঃস্ফূর্ত।

রচনা শিক্ষাদানের সময় বিষয়বস্তু নির্বাচনের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে—বিষয়বস্তু সহজ থেকে ক্রমশঃ জটিল হবে, শিক্ষার্থীদের জানা পরিবেশ থেকে শুরু করে ক্রমশঃ তা অজানার দিকে ছড়িয়ে পড়বে। বিষয়বস্তুর উপস্থাপন স্পষ্ট, সহজ ও সাবলীল ভঙ্গিতে হবে—কোথাও ভাবের কোন অস্পষ্টতা থাকবে না।

শিক্ষার্থীরা শিক্ষক মহাশয়ের কাছ থেকে শুনে, বিভিন্ন বই পড়ে, পত্র-পত্রিকা থেকে বিষয়বস্তুর জ্ঞান সংগ্রহ করতে পারে। এরপর সমগ্র রচনাটি কয়েকটি Points এ ভাগ করবে। এসময় শিক্ষক মহাশয় তাদের সাহায্য করবেন। রচনার প্রারম্ভে থাকবে 'সূচনা'—এই পর্যায়ে প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 163 28.07.2007

থাকবে। রচনার শেষ পর্যায়ে থাকবে 'উপসংহার'—যার মধ্যে সমস্ত আলোচনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে। মধ্যে থাকবে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচিত মূল বিষয়বস্তু। রচনার ভাষা ভাবের অনুযায়ী হবে। রচনার শব্দ ব্যবহারও ভাব, ভাষা ও ধ্বনি অনুযায়ী হবে। বাক্যগঠন যথাযথ হবে—সাধু ও চলিতের মিশ্রণ থাকবে না। রচনা শিক্ষাদানকালে শিক্ষাবিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের ওপর প্রতিষ্ঠিত বিভিন্ন আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতিকে ব্যবহার করতে হবে। রচনা লেখার সময় শিক্ষার্থীরা যথাযথ অনুচ্ছেদে ভাগ করে রচনা লিখবে।

শিক্ষার্থীরা সম্পূর্ণ স্বাধীন ও স্বাভাবিকভাবে আপন নিবিড় অনুভূতি দিয়ে সৃজনশীল, সাহিত্যধর্মী রচনাকে সম্ভব করে তুলবে।

৩. রচনা লেখা শেখানোর পদ্ধতি

শ্রেণিকক্ষে শিক্ষার্থীদের রচনা লেখা শেখানোর জন্য কয়েকটি ক্রম অনুসরণ করতে হয়। রচনা শিক্ষাদানের সময় হার্বার্টের পঞ্চসোপান পদ্ধতিতে পাঠ পরিকল্পনা করে তদনুযায়ী রচনা শিক্ষাদানে এগিয়ে যেতে হবে।

প্রথম স্তরে — **পূর্বার্জিত জ্ঞান** : শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত ধারণা রয়েছে ধরে নিয়ে নির্দিষ্ট আলোচনায় এগোতে হবে।

দ্বিতীয় স্তরে — **আচরণের শিখনজাত কাম্য পরিবর্তন** : এই স্তরে জ্ঞান, বোধগম্যতা, প্রয়োগক্ষমতা, অনুভূতিক ক্ষেত্রে ও দক্ষতার ভিত্তিতে শিখনের আচরণগত উদ্দেশ্য নির্ধারণ করতে হবে।

তৃতীয় স্তরে — **শিক্ষণ কৌশল, পদ্ধতি, শিক্ষা উপকরণের ব্যবহার, বোর্ডের কাজ** প্রভৃতি করতে হবে।

শিক্ষণ কৌশল ও পদ্ধতি স্তরে কয়েকটি নিয়ম মেনে চলতে হবে।

(১) বোর্ডে বড় হরফে মূল Points বা সংকেতগুলি লিখে দিতে হবে।

(২) এক একটি Point ক্রমানুযায়ী বিশ্লেষণ করতে হবে।

(৩) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচনাটি এগিয়ে যাবে।

(৪) মূল বিষয় সংক্রান্ত তথ্য শিক্ষক বোর্ডে লিখে দেবেন।

(৫) প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে সাম্প্রতিক তথ্য ব্যবহার করে শিক্ষক পাঠদানে অগ্রসর হবেন।

(৬) কোনো একটি Point আলোচনা হয়ে গেলে সেটি মুছে দিতে হবে।

(৭) বোর্ডের কাজ শিক্ষার্থীরা খাতায় তুলে নেবে।

(৮) পুরো কাজটি চলিতরীতিতে হলেই ভালো হয়।

(৯) প্রয়োজনে শিক্ষক যথার্থ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ও রঙিন চক ব্যবহার করবেন।

(১০) উপসংহার অংশে রচনা লেখকের আপন মতামত ব্যক্ত করতে হবে।

সংহতিকরণ

এই অংশে মূল বিষয়ের ভাব সংক্ষেপ পরিবেশন করতে হবে। এই পর্বে শুধুই গুরুত্বপূর্ণ উপাদানগুলি ব্যবহৃত হবে।

মূল্যায়ন

এই স্তরে যে সমস্ত Points আলোচনা করা হয়েছে তার কয়েকটি মূল্যবান প্রশ্ন শিক্ষার্থীদের সামনে রাখতে হবে। প্রয়োজনে অনুসন্ধানী প্রশ্নও রাখা যেতে পারে।

গৃহকাজ

রচনাটি গৃহকাজের জন্য নির্দেশ দিয়ে শিক্ষক পাঠদান পর্ব শেষ করবেন। গৃহকাজের খাতাগুলি শিক্ষককে অবশ্যই যত্ন করে দেখে দিতে হবে। সম্পূর্ণ সহানুভূতি ও সহযোগিতার দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে সংশোধনাত্মক উপায়ে তিনি শিক্ষার্থীদের রচনা লেখার ত্রুটিগুলি দূর করবেন ও সামগ্রিকভাবে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদানকে সার্থক করে তুলবেন।

৩.৭.৫ ব্যাকরণ শিক্ষাদান

ভাষা হ'ল ভাবের বাহন আর ব্যাকরণ হ'ল সেই বাহনের বিজ্ঞান। অর্থাৎ ব্যাকরণ হল ভাষার বিজ্ঞান। ব্যাকরণ শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হল বিশ্লেষণ (বি+আ+কৃ+অন্ অর্থাৎ বিশেষ এবং সম্যক রূপে বিশ্লেষণ করা)। ভাষাচার্য সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে, "যে বিদ্যার দ্বারা কোনও ভাষাকে বিশ্লেষ করিয়া তাহার স্বরূপটি আলোচিত হয়, এবং সেই ভাষার পঠনে লিখনে এবং কথোপকথনে শুদ্ধরূপে তাহার প্রয়োগ করা যায়, সেই বিদ্যাকে ভাষার ব্যাকরণ বলে।" H. Sweet এ প্রসঙ্গে বলেছেন—'Grammar is the Practical analysis of a language, its anatomy'. প্রকৃতপক্ষে, যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান পড়ে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ শিক্ষালাভ করা যায়, তাই ব্যাকরণ। ব্যাকরণ ভাষাকে শুদ্ধরূপে বিশ্লেষণ করে। ব্যাকরণের মধ্য দিয়ে ভাষার উদ্ভব, বিকাশ, স্বরূপ, প্রকৃতি, বৈশিষ্ট্য, বিশেষত্ব, প্রয়োগ ও লক্ষণগুলি যথাযথভাবে জানা যায়। ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করার বিজ্ঞান। ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়েই ভাষার ব্যবহার যথার্থ হয়—ভাষার বিকাশ হয় সার্থক।

বাংলা ভাষারও বিজ্ঞানসম্মত বিশ্লেষণ, অর্থাৎ ব্যাকরণ আছে। ১৭৩৪ সালে পোর্তুগীজ পাদ্রী মনো এল দ্য আসসুম্পসাম সর্বপ্রথম বিদেশী ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। পরবর্তীকালে ইংরেজ পন্ডিত হ্যালহেড

I5/D/ Netaj_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 165 28.07.2007

বাংলা ভাষায় বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন ও ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে রাজা রামমোহন রায় ইংরেজিতে বাংলা ব্যাকরণ রচনা করেন। পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমুখ ভাষা বিজ্ঞানীরা বাংলা ব্যাকরণকে বৈজ্ঞানিক রূপ দিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। বর্তমানে বাংলা ব্যাকরণ এক স্বয়ংসম্পূর্ণ ভাষা-বিজ্ঞান।

(ক) ব্যাকরণ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা ও উদ্দেশ্য

১. ব্যাকরণ শিক্ষাদানের প্রয়োজনীয়তা

মাতৃভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ব্যাকরণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভাষাকে যথাযথভাবে বিশ্লেষণ করে তাকে বিজ্ঞানে পরিণত করতে ব্যাকরণের নিয়মকানুন জানা প্রয়োজন। বিদেশীদের ভাষা শিক্ষা দেওয়ার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন,—একথা ঠিক; কিন্তু বাংলা যাদের মাতৃভাষা তাদের পক্ষেও ব্যাকরণ পাঠ অপরিহার্য; কারণ ভাষাশিক্ষার পক্ষে ব্যাকরণ সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের প্রয়োজন নিম্নলিখিত কারণগুলির জন্য অনুভূত হয়—

১. ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষাকে শুদ্ধভাবে গ্রহণ করতে ও প্রয়োগ করতে সাহায্য করে। শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের মাধ্যমে ভাষা বিজ্ঞানের নিয়মকানুনগুলি শিক্ষা করে ভাষাকে নির্ভুলভাবে প্রয়োগ করতে শেখে।

২. ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষা প্রয়োগে দক্ষতা বৃদ্ধি করে। ব্যাকরণের বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা ভাষার অন্তর্নিহিত শক্তিকে আয়ত্ত করে। বিভিন্ন নিয়ম ইত্যাদি জানার ফলেও ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা আসে। পরে তাদের মধ্যে ভাষা-ব্যবহারের একটি নিজস্ব Style তৈরি হয়।

৩. ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষাকে দ্রুত পরিবর্তনের হাত থেকে রক্ষা করে তাকে অল্প বিস্তর স্থায়ীরূপ দেয়। নিয়ত পরিবর্তনশীল ভাষাকে ব্যাকরণের বিধিনিষেধ আরোপ করে দৃঢ় করার চেষ্টা করা হয়।

৪. বিভিন্ন বাগধারা ও বিশিষ্টার্থক শব্দের প্রকৃত তাৎপর্য জানা থাকলে সেগুলি প্রয়োগ করে ভাষাকে শক্তিশালী করা যায়।

৫. ব্যাকরণের জ্ঞান অর্জন করলে শিক্ষার্থীরা নির্ভুল ভাবে ভাষা ব্যবহার করবার সাহস অর্জন করতে পারে। ভাষা ব্যবহারে ভুল কম হয়, দক্ষতা বাড়ে ও আত্মপ্রত্যয় বাড়ে।

৬. মাতৃভাষায় ব্যাকরণের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের অন্যান্য বিদেশী ভাষা বা দেশী ভাষা শিখতে সাহায্য করে।

৭. ভাষা ব্যবহারে সঠিকভাবে যতিচিহ্ন বিন্যাস ও ছন্দোবিধির প্রয়োগে সাহায্য করে। ফলে ভাষা সৌন্দর্যময় হয়।

৮. ব্যাকরণের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের বুদ্ধিবৃত্তি, চিন্তাশীলতা ও বিচারশক্তিকে পুষ্ট করে।

৯. ব্যাকরণের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের সৃজনাত্মক ভাষা ব্যবহারের মধ্য দিয়ে সাহিত্য সৃষ্টিতে উৎসাহিত করে।

১০. ব্যাকরণের জ্ঞান শিক্ষার্থীদের শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উপলব্ধিতে সাহায্য করে। ফলে ভাষা ব্যবহারে সঠিক শব্দ প্রয়োগ সম্ভব হয়।

১১. ব্যাকরণের জ্ঞান উচ্চারণতত্ত্বের জ্ঞান বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়। উচ্চারণ তত্ত্বের জ্ঞান স্পষ্ট না থাকলে, উচ্চারিত ধ্বনিসমূহের উদ্ভব ও তাদের প্রকৃতি জানা না থাকলে উচ্চারণ ঠিকভাবে করা যায় না।

১২. ব্যাকরণের জ্ঞান ভাষার লেখ্য রূপে বর্ণের সঠিক ব্যবহারে সাহায্য করে। ফলে বানান ভুল হয় না।

১৩. ব্যাকরণ চর্চার ফলে বিরতি চিহ্ন প্রয়োগের যথাযথ জ্ঞান জন্মায় ও বাক্য সহজেই অর্থবহ হয়ে ওঠে। ভাষার অন্তর্নিহিত প্রাণস্পন্দন এর সাহায্যে উপলব্ধি করা যায়।

১৪. মনস্তত্ত্বের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যায়—ব্যাকরণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের যুক্তি-বোধ ও বিচারশক্তির বিকাশ ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে ব্যাকরণ অপরিহার্য নয়, সহায়ক শক্তি মাত্র। ব্যাকরণ সৃষ্টির বহু আগে ভাষা সৃষ্টি হয়েছিল। মানুষ আগে ভাষা শেখে, পরে ব্যাকরণ। ব্যাকরণ ভাষা ব্যবহারে শুদ্ধ প্রয়োগ, সৌন্দর্যসৃষ্টি ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। ব্যাকরণ ভাষাকে বিজ্ঞানের সুদৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত করে। ব্যাকরণকে ভাষার শরীরতত্ত্ব (Anatomy) বলা হয়। ভাষার শুদ্ধ রূপ রক্ষার জন্য ব্যাকরণ প্রয়োজন। ব্যাকরণ ভাষাকে বিশ্লেষণ করে তার স্বরূপকে উদ্‌ঘাটিত করে, শব্দের ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করে শব্দকে যথাযথ প্রয়োগ করতে সাহায্য করে—বাক্যগঠনের রীতি ও কৌশলগুলি আয়ত্ত করতে সাহায্য করে তাই বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পাঠ আবশ্যক। ব্যাকরণকে বাদ দিয়ে, ভাষা শিক্ষা সফল ও সার্থক হবে না। ব্যাকরণ শিক্ষার মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা বাংলা ভাষার নিজস্ব রূপ আয়ত্ত করবে; বাক্যগুলির গঠন, পদের বিন্যাস, শব্দের গঠন ও অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞান আহরণ করে ভাষার প্রয়োগগত দক্ষতা অর্জন করবে। এখানেই ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সার্থকতা।

২. ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য

ভাষা শিক্ষার মূল উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতার জন্যই ব্যাকরণ শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ভাষা শিক্ষার চারটি মূল উদ্দেশ্য হল—শুদ্ধভাবে লিখতে পারা, বলতে পারা, পড়ে বুঝতে পারা ও শুনে বুঝতে পারা। এই চারপ্রকার উদ্দেশ্যই হল ব্যবহারিক (functional)। ব্যাকরণ শিক্ষার মাধ্যমে এই চার প্রকার উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়। তবে ভাষা ও সাহিত্য থেকে ব্যাকরণের শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা ঠিক নয়। ভাষা-সাহিত্যের সঙ্গে মিলিয়ে ব্যাকরণের শিক্ষা দেওয়া বাঞ্ছনীয়। এর ফলে ব্যবহারিক (functional) ও তাত্ত্বিক (theoretical) উভয় দিকের সমন্বয় সাধিত হয়। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্যগুলি হল—

- বাক্যের মধ্যবর্তী পদগুলির পারস্পরিক সম্পর্ক নির্ণয় এবং বাক্যের মধ্যে শব্দগুলির অবস্থান প্রভৃতি বিষয় যথাযথভাবে শিক্ষার্থীদের উপলব্ধিতে আনাই হল ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য

I5/D/ Netaj_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 167 28.07.2007

- শিক্ষার্থীকে ভাষার জ্ঞানে অনুরাগী করা ও ভাষার নিয়মাবলি সহজ করে উপলব্ধি করানো
- ব্যাকরণ শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থীরা ভাষা প্রয়োগে ক্রমাগত দক্ষ হবে এবং নতুন নতুন শব্দ প্রয়োগের কৌশল আয়ত্ত করবে—তার মধ্য দিয়ে ভাষা ব্যবহারের এক সুন্দর রীতি শিক্ষার্থীরা আয়ত্ত করবে।
- ভাষা প্রয়োগের ভুল কোথায় হয়, বিপদ কোথায় সে সব অবহিত করা ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য
- ব্যাকরণ শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হবে ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করা
- ব্যাকরণের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের সাহিত্যের রসবোধ ও শুদ্ধভাষায় সাহিত্য রচনা করতে উৎসাহিত করবে—এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে। ফলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সৃজনাত্মক রচনাধর্মী শক্তির বিকাশ হবে।
- ব্যাকরণের শিক্ষা শিক্ষার্থীদের যুক্তিবোধ ও বিচারশক্তিকে বিকশিত করে।
- ব্যাকরণ শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীদের অন্যান্য ভাষা শেখার পথ প্রশস্ত করা।
  শিক্ষার্থীরা যাতে শুদ্ধভাবে ভাষা প্রয়োগ করতে পারে, ভাষার অন্তর্নিহিত স্বরূপ শক্তিকে উপলব্ধি করতে পারে ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগী হয়, সেই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে।

(খ) ব্যাকরণ পাঠদানের সমস্যা ও পদ্ধতি

১. ব্যাকরণ পাঠদানের সমস্যা

বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ পড়ানোর বিভিন্ন সমস্যা আছে। ব্যাকরণ একটি শুষ্ক, নীরস ও কঠিন বিষয়। স্বরূপগত বৈচিত্র্যেই ব্যাকরণ জটিল ও কঠিন। তাই ব্যাকরণ শিক্ষায় শিক্ষার্থীরা আগ্রহ অনুভব করে না। এই আপাত কাঠিন্য ব্যাকরণ শিক্ষাদানের একটি বড় সমস্যা।

নানাবিধ নিয়মের জটিলতা থাকায় ব্যাকরণ শিক্ষা শিক্ষার্থীদের কাছে বোঝাস্বরূপ হয়ে ওঠে—যা ব্যাকরণ পড়ানোর ক্ষেত্রে বিশেষ সমস্যা।

বিদ্যালয়ে শ্রেণীতে অনেক শিক্ষকই ব্যাকরণকে সরস, সুন্দর ও আকর্ষণীয় করে পড়াবার আগ্রহ বোধ করেন না—তারা দায়সারা ভাবে ব্যাকরণ পড়ান—যা ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সমস্যা সৃষ্টি করে।

বাংলা ভাষায় ভাল ব্যাকরণ পাঠ্যপুস্তকের অভাব ও ব্যাকরণ পড়ানোর অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে।

ব্যাকরণ পাঠদানের সমস্যাগুলি সংক্ষেপে নিম্নরূপ ঃ-

- যথাযথ পাঠ্যপুস্তকের অভাব
- বিষয়ের শুষ্কতা ও কাঠিন্য

- নানা বিধি নিয়মের জটিলতা
- শিক্ষকদের ব্যাকরণ শিক্ষাদানে অনীহা
- অবৈজ্ঞানিক শিক্ষাদান পদ্ধতির ব্যবহার
- পাঠক্রম রচনার ত্রুটি
- ব্যাকরণের জ্ঞান বাস্তবে প্রয়োগের সীমাবদ্ধতা। কেবলমাত্র পরীক্ষা ছাড়া প্রয়োগের ক্ষেত্র নেই
- যথাযথ শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ব্যবহার হয় না।
- ব্যাকরণ চেতনার অভাব।
- বিদ্যালয়ের সময় তালিকায় (Time-Table) ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে যথার্থ গুরুত্ব না দেওয়া

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ে উপরের সমস্যাগুলি লক্ষ্য করা যায়। সমস্ত সমস্যাকে নিবিড়ভাবে অনুধাবন করে বিদ্যালয়ে যথাযথভাবে ব্যাকরণ পড়ানোর ব্যবস্থা করতে হবে।

২. ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে সার্থক ও সফল করার উপায়

বিদ্যালয়ে ব্যাকরণ শিক্ষাদানকে সফল ও সার্থক করে তুলতে হলে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করতে হবে, নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলিকে সচেতন ভাবে ধৈর্য সহকারে প্রয়োগ করতে হবে ঃ-

১. পাঠক্রম (Curriculum) ঃ ভাষা শিক্ষার স্তর, শিক্ষার্থীদের যোগ্যতা, বুদ্ধি ও শক্তি অনুযায়ী বৈজ্ঞানিক ভাবে বিদ্যালয়ে ব্যাকরণের পাঠক্রম (Curriculum) নির্বাচিত করতে হবে। ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে বেশ কিছু দখল অর্জন করতে না পারলে ব্যাকরণ শিক্ষাদান শুরু করা যাবে না—কারণ আগে ভাষাজ্ঞান অর্জন করতে হবে, তারপরে ব্যাকরণের সাহায্যে তাকে বিশ্লেষণ করতে হবে। O. Jesperson বলেছেন—"No-body should study the grammar until he knows the language." প্রতিটি শ্রেণীর জন্য ব্যাকরণের সুনির্দিষ্ট পাঠক্রম থাকবে। এই পাঠক্রম বিভিন্ন শ্রেণির শিক্ষার্থীদের বুদ্ধি, যোগ্যতা, মানসিক শক্তি, গ্রহণক্ষমতা প্রভৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হবে।

২. শিক্ষক ঃ ব্যাকরণ শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত শিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষকের প্রয়োজন। বিদ্যালয়ে ব্যাকরণের শিক্ষক মহাশয় যথাযথ গুরুত্ব, ধৈর্য ও সহানুভূতি সহকারে ব্যাকরণের শিক্ষা দেবেন। এ ব্যাপারে তাঁর দায়িত্ব অসীম। মনস্তাত্ত্বিক উপায়ে শিক্ষক মহাশয় শিক্ষার্থীদের মানসিকতা যেমন বিচার করবেন, অন্যদিকে বিষয় সম্পর্কেও অবহিত হবেন। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, রুচি, মানসিক সামর্থ্য অনুযায়ী পাঠদান করতে হবে। বিজ্ঞানসম্মত আকর্ষণীয় পদ্ধতিতে সুপরিকল্পিত পাঠটীকার সাহায্যে শিক্ষককে ব্যাকরণের শিক্ষা দিতে হবে।

৩. পাঠ্যপুস্তক ঃ ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক সম্পন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে রচিত প্রচলিত ব্যাকরণ বইগুলি শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষার অন্তরায়। তাই আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুযায়ী ভাষাকে

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 169 28.07.2007

ব্যাকরণের মধ্যে বিশ্লেষণ করতে হবে। ব্যাকরণের সূত্রগুলিকে সহজ ভাষা যুক্তি ও বুদ্ধিগ্রাহ্য করে প্রাঞ্জল ভাবে উপস্থাপিত করতে হবে। প্রথমে সংজ্ঞা না বলে উদাহরণ সহযোগে বিষয়টিকে বুঝিয়ে পরে সংজ্ঞায় নিয়ে যেতে হবে। উদাহরণগুলি বাস্তব জীবনের থেকে সংগ্রহ করতে হবে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীতে বিদ্যালয়ের ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক (Text book) রচিত হবে।

৪. শিক্ষা সহায়ক উপকরণ ঃ ব্যাকরণ শিক্ষাদানের সময় বিভিন্ন শিক্ষাসহায়ক উপকরণ ব্যবহার করতে হবে। ব্যাকরণের ক্লাসে নানাবিধ চার্ট সুন্দর ভাবে সাজিয়ে রাখতে হবে—যাতে শিক্ষার্থীরা ওই সবের প্রতি আকৃষ্ট হয়। শিক্ষাদানের সময় সেগুলিকে যথাযথ স্থানে ব্যবহার করতে হবে। ফলে ব্যাকরণ শিক্ষাদান সরস ও আকর্ষণীয় হবে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানে ব্ল্যাকবোর্ডের ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৫. পাঠ পরিকল্পনা ঃ নির্দিষ্ট পদ্ধতি অনুসরণে পাঠ পরিকল্পনা (Lesson plan) তৈরি করে সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে। হার্বার্টের শিক্ষাদর্শন অনুযায়ী, আরোহী পদ্ধতি অবলম্বনে পাঠ পরিকল্পনা তৈরি করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে।

৬. ব্যাকরণ ভাষাকে অতিক্রম করবে না ঃ ব্যাকরণ কখনোই ভাষা ও সাহিত্যের ওপর প্রভুত্ব করবে না—এই দৃষ্টিভঙ্গীতে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করতে হবে। ব্যাকরণ এমনভাবে শিক্ষা দিতে হবে যাতে ভাষা ও সাহিত্যের আনন্দ-পরিবেশ যেন ব্যাহত না হয়। ব্যাকরণ যেন ভাষাকে অতিক্রম না করতে পারে। ব্যাকরণ সব সময় ভাষা ও সাহিত্যের অনুগামী হবে।

ব্যাকরণ একটি জটিল ও কঠিন বিষয়। সহজে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের দিকে আকৃষ্ট হয় না। উপরের পদ্ধতিগুলি শ্রেণি শিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষক মহাশয় গুরুত্ব দিয়ে অনুসরণ করলে এই নীরস, জটিল ও কঠিন বিষয় ব্যাকরণকে শিক্ষার্থীদের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যাবে।

৩. ব্যাকরণ শিক্ষাদান পদ্ধতি

উপরে আলোচিত বিষয়গুলির কথা মনে রেখে বিদ্যালয়ের বিভিন্ন শ্লেণিতে ব্যাকরণ পাঠদান করতে হবে। প্রতি শ্রেণিতে ব্যাকরণের পাঠ্যসূচী আলাদা সেকথা ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে। বিদ্যালয়ে সাধারণত নিম্নলিখিত পদ্ধতিসমূহ অবলম্বন করে ব্যাকরণ শিক্ষাদান করা হয়। এই পদ্ধতিগুলির স্বরূপ ও গুণাগুণ আলোচনা করা হল ঃ-

১। সূত্র পদ্ধতি

সাধারণত ব্যাকরণ শিক্ষাদানের প্রচলিত পদ্ধতি হল সূত্র পদ্ধতি। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এই পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের সূত্রকে বারবার আবৃত্তি করে, পড়ে তাকে মুখস্থ করে। পরে এই সূত্রকে উদাহরণের মাধ্যমে প্রয়োগ করে দেখানো হয়। এই পদ্ধতি বহু পুরাতন পদ্ধতি। বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির প্রয়োগ আছে। অধিকাংশ পাঠ্যপুস্তক এই পদ্ধতিতে লিখিত; অধিকাংশ বিদ্যালয়ে এই পদ্ধতিতেই ব্যাকরণ শিক্ষা দেওয়া হয়। ব্যাকরণের কোন সূত্র, নিয়ম বা সিদ্ধান্ত মুখস্থের মধ্য দিয়ে ঐ পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় বলে একে সিদ্ধান্ত পদ্ধতিও বলা হয়। কিন্তু ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগ না করলে ব্যাকরণ শিক্ষা সার্থক হয় না। শিক্ষার্থীরা না বুঝে সূত্র মুখস্থ করে—ফলে তা তাদের মনে দীর্ঘস্থায়ী হয় না—এই পদ্ধতি তাই অবৈজ্ঞানিক।

২। ভাষা পদ্ধতি

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ভাষা-প্রণালীতে রচনা, অনুশীলন, অভ্যাস ও প্রয়োগের মাধ্যমে ভাষার বিশুদ্ধতা শেখানো হয়,—ভাষা বিশ্লেষণ করা হয়। এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পুস্তকের প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়াই অনেক ক্ষেত্রে শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ করতে শেখে। সেই পদ্ধতি ও রীতির ওপর ভিত্তি করেই ব্যাকরণ শিক্ষাদানের এই ভাষা-প্রণালী গড়ে উঠেছে। কিন্তু এই পদ্ধতির প্রয়োগে ভাষা শিক্ষায় অনেক সময় লাগে, এটি একটি সম্পূর্ণ পদ্ধতি নয়। এখনও এই পদ্ধতির ওপর পরীক্ষা-নিরীক্ষার যথেষ্ট অবকাশ আছে। অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে শুদ্ধ ভাষা প্রয়োগ শিখতে পারে না।

৩। পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি

বিদ্যালয়ে প্রতিশ্রেণির জন্য নির্দিষ্ট পাঠ্যসূচির ভিত্তিতে ব্যাকরণের পাঠ্যপুস্তক থাকে। সেই পাঠ্যপুস্তকে ব্যাকরণের বিভিন্ন সূত্র, নিয়ম নানাপ্রকার উদাহরণ দিয়ে সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করা থাকে। শিক্ষক মহাশয়রা যদি গভীর ধৈর্য ও অধ্যবসায়ের সঙ্গে ব্যাকরণের প্রতিটি অধ্যায় সাবলীলভাবে বুঝিয়ে দেন—তবে ছাত্ররা ব্যাকরণ পাঠে উৎসাহী হতে পারে। এক্ষেত্রেও শিক্ষার্থীরা অতিমাত্রায় পুস্তক কেন্দ্রিক ও মুখস্থ নির্ভর হয়ে পড়ে।

৪। প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি

কথাবার্তা, আলাপ-আলোচনা, সাহিত্যের আলোচনা, রচনা লেখা প্রভৃতির মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক ভাবেও ব্যাকরণের শিক্ষা দেওয়া যায়। একে 'প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি' বলা হয়। প্রচলিত পাঠক্রমে Texual Grammar অনেকটা এই জাতীয়। এই পদ্ধতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে খুবই কার্যকরী। কারণ সুন্দর সুন্দর প্রয়োগের মধ্য থেকেই শিক্ষার্থীরা ব্যাকরণের জ্ঞান আহরণ করে। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের লক্ষ্য নিয়ে সুনির্বাচিত অংশগুলিকে সুকৌশলে শিক্ষার্থীদের কাছে উপস্থাপিত করা হয়। ফলে শিক্ষার্থীরাও পাঠগ্রহণে আনন্দ ও আকর্ষণ অনুভব করে। কিন্তু প্রসঙ্গের অবতারণা সুনিপুণ ও সুনির্বাচিত হওয়া চাই। তবেই এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণের ধারাবাহিক বৈজ্ঞানিক রূপটি অব্যাহত থাকে। এই পদ্ধতির প্রয়োগ সময় সাপেক্ষ; এবং শিক্ষার্থীরা এই পদ্ধতিতে দুরূহ অংশগুলিকে সহজে গ্রহণ করতে পারে না।

৫। বিশ্লেষণ পদ্ধতি

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের কোনো সূত্র শেখানোর জন্য সেই সূত্রের উপযোগী অনেকগুলি উদাহরণ তাদের সামনে তুলে ধরা হয়। শিক্ষার্থীরা সেই সব উদাহরণগুলিকে পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে নির্দিষ্ট সূত্রে বা সিদ্ধান্তে উপনীত হয়। তারপর আবার তারা অন্য উদাহরণের মধ্যে ঐ সূত্র বা সিদ্ধান্তকে প্রয়োগ করে দেখে। এক্ষেত্রে উপস্থাপিত উদাহরণগুলি সুনির্বাচিত, প্রাসঙ্গিক ও ধারাবাহিক হলে শিক্ষার্থীদের কাছে সূত্রটি সম্বন্ধে একটি ধারণা তৈরি হবে—তবে ব্যাকরণ শিক্ষাদান সার্থক হবে।

৬। আরোহী পদ্ধতি

আরোহী পদ্ধতি (Inductive method) আরোহমূলক তর্কবিজ্ঞানের (Inductive logic) মূলনীতির

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 171 28.07.2007

ওপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই পদ্ধতি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে সর্বাধিক কার্যকরী ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এই পদ্ধতি আধুনিক শিক্ষাদর্শন ও মনোবিজ্ঞানের সার্থক অনুসারী। এই পদ্ধতির মূল কথা হল ‘উদাহরণ থেকে সূত্র’। শিক্ষার্থীদের কাছে প্রথমে কতকগুলি উদাহরণ তুলে ধরতে হবে, তারা এই উদাহরণগুলিতে বিচার বিশ্লেষণ করে নিজস্ব চিন্তা ও যুক্তি-বিন্যাস ক্ষমতার সাহায্যে স্বাভাবিক পথে সূত্রে বা সিদ্ধান্তে পৌঁছবে। মনে রাখতে হবে উদাহরণ ও দৃষ্টান্তগুলি সুনির্বাচিত হবে—শিক্ষার্থীদের বাস্তব অভিজ্ঞতার ভান্ডার থেকে উদাহরণগুলি সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয়। শিক্ষার্থীরা এই উদাহরণগুলিকে পর্যবেক্ষণ, বিশ্লেষণ, বিচার-বিবেচনা, চিন্তাভাবনা ও যুক্তিতর্ক দিয়ে যাচাই করে নিজেরাই সূত্র গঠন করবে। তারপর এই সূত্রগুলিকে আবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে দেখবে। তর্কবিজ্ঞানে এই পদ্ধতি স্বীকৃত হয়েছে। যেমন—

রাম মরণশীল।
লক্ষণ মরণশীল।
কবিতা মরণশীল।
সুমিতা মরণশীল।
তারা সকলেই মানুষ।
সুতরাং সমস্ত মানুষই মরণশীল।

একজন, দুজন, তিনজন, চারজন মানুষকে মরণশীল দেখে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া গেল যে, সমস্ত মানুষই মরণশীল। এ থেকে সিদ্ধান্তে আসা যায় যে মৃত্যু মানবজীবনে অপরিহার্য, চরম সত্য। এক্ষেত্রে অভিজ্ঞতাগুলিকে পুনর্গঠিত করে ও বিন্যস্ত করে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতিকে ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতে হবে। যেমন-

উদাহরণ ঃ		সিদ্ধান্ত
(ক) বাংলা দেশে নবান্ন একটি বড় উৎসব নব (অ) + (অ) অন্ন = নবান্ন	⟶	∴ অ + অ = আ
(খ) গ্রামে একটি দেবালয় আছে দেব (অ) + (আ) আলয় = দেবালয়	⟶	∴ অ + আ = আ
(গ) মহাষ্টমী একটি ভাল তিথি মহা (আ) + (অ) অষ্টমী = মহাষ্টমী	⟶	∴ আ + অ = আ
(ঘ) বাড়ির কাছে বড় বিদ্যালয় আছে বিদ্যা (আ) + (আ) আলয় = বিদ্যালয়	⟶	∴ আ + আ = আ

অতএব উপরের উদাহরণগুলি বিশ্লেষণ করে তা থেকে প্রাপ্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সূত্র হল—

‘‘অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্ণে যুক্ত হয়। (স্বরসন্ধির ১ম সূত্র)

এই পদ্ধতি শিক্ষা বিজ্ঞান ও মনোবিজ্ঞানের দৃঢ় ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা দানের ফলে শিক্ষার্থীদের আগ্রহ, উৎসাহ, কৌতূহল, পর্যবেক্ষণ স্পৃহা, বিশ্লেষণী ক্ষমতা প্রভৃতি বাড়ে। শিক্ষা তখন শিক্ষার্থীদের কাছে আনন্দদায়ক ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। সর্বোপরি বলা যায় জ্ঞান নির্মাণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে—যা জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা ২০০৫ অনুযায়ী পঠন-পাঠন পদ্ধতির বড় কথা।

শুদ্ধভাবে ভাষা-ব্যবহার, ভাষা বিশ্লেষণ, ভাষাগত দক্ষতা বৃদ্ধি যদি ব্যাকরণ শিক্ষাদানের মূল উদ্দেশ্য হয়। তবে তা আরোহী পদ্ধতির মাধ্যমেই অর্জন করা যায়।

৭। অবরোহী পদ্ধতি

অবরোহী পদ্ধতি (Deductive method) আরোহী পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিপরীত। এক্ষেত্রে ''সূত্র থেকে উদাহরণে'' যাওয়া হয়। সূত্র থেকে উদাহরণের জ্ঞান আহরণের রীতিকে তর্কবিজ্ঞানে অবরোহী পদ্ধতি বলে।

যেমন সূত্র হল— সকল মানুষই মরণশীল।
রমা একজন মানুষ
সুতরাং রমা মরণশীল।

এক্ষেত্রে আগেই সূত্রটিকে গ্রহণ করা হয়েছে। তারপর বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাকে প্রয়োগ করে তার নির্ভুলতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া গেছে। ব্যাকরণ শিক্ষায় এই পদ্ধতিকে নিম্নলিখিত রূপে গ্রহণ করা হয়েছে,— যেমন—

সূত্র ঃ- ''অ-কার কিংবা আ-কারের পর অ-কার কিংবা আ-কার থাকলে উভয়ে মিলে আ-কার হয়। আ-কার পূর্ববর্নে যুক্ত হয়।

(স্বরসন্ধির ১ম সূত্র)

উদাহরণ ঃ হিম (অ) + (আ) আলয় = হিমালয় অর্থাৎ অ + আ = আ
নব (অ) + (অ) অন্ন = নবান্ন অর্থাৎ অ + অ = আ
মহা (আ) + (অ) অরণ্য = মহারণ্য অর্থাৎ আ + অ = আ
বিদ্যা (আ) + (আ) আলয় = বিদ্যালয় অর্থাৎ আ + আ = আ

বারবার এই ধরণের নানা উদাহরণ দিয়ে অনুশীলনের মাধ্যমে সূত্রটিকে সুপ্রতিষ্ঠিত ও সুদৃঢ় করা হয়। এই পদ্ধতিতে শিক্ষাদানের সময় শিক্ষার্থীর মুখস্থ বিদ্যার প্রতি প্রবণতা বা ঝোঁক দেখা যায়। এই শিক্ষা তাই মনোবিজ্ঞানের বিরোধী। শিক্ষাদানের যে সব মূল কৌশল অর্থাৎ জানা থেকে অজানায় যাওয়া, মূর্ত বিষয় থেকে শুরু করে বিমূর্ত বিষয়ের দিকে নিয়ে যাওয়া প্রভৃতি এই পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ ভাবে উপেক্ষিত। শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীদের কোন সক্রিয় ভূমিকা থাকে না। তাই এই পদ্ধতি শিক্ষাতত্ত্ব ও মনোবিজ্ঞান বিরোধী।

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 173 28.07.2007

তবুও একথা মানতে হয় যে, ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহার ও ভাষা-ব্যবহারের দক্ষতা বৃদ্ধির দিক থেকে এই পদ্ধতি খুবই গুরুত্বপূর্ণ; কারণ ভাষার ক্ষেত্রে যথাযথভাবে প্রয়োগ ছাড়া নিছক ব্যাকরণের জ্ঞান অনাবশ্যক। আরোহী ও অবরোহী পদ্ধতির তুলনামূলক আলোচনা একটি ছকের সাহায্যে দেখানো যায়।

আরোহী পদ্ধতি	অবরোহী পদ্ধতি
১. উদাহরণ থেকে সূত্রে যাওয়া হয়।	১. সূত্র থেকে উদাহরণে যাওয়া হয়।
২. বিশেষ থেকে সাধারণের দিকে যায়। (From Particular to general)	২. সাধারণ থেকে বিশেষের দিকে যায়। (From general to Particular)
৩. পাঠ্যপুস্তকের সাহায্যে ব্যাকরণ পড়ানো হয়।	৩. ব্যাকরণের একটি বিশেষ বিষয় হিসেবে শিক্ষা দেওয়া হয়।
৪. ব্যাকরণ ভাষাকে অনুসরণ করে। (Grammar follows language)	৪. ভাষা ব্যাকরণকে অনুসরণ করে। (Language follows grammar)
৫. এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পাঠদান অধিক সময় সাপেক্ষ	৫. এই পদ্ধতিতে ব্যাকরণ পাঠদান অপেক্ষাকৃত কম সময়ে দেওয়া যায়।
৬. শিশু ও কিশোর শিক্ষার্থীর পক্ষে উপযোগী।	৬. উন্নত শ্রেণি বা উচ্চ শ্রেণির পক্ষে উপযোগী।
৭. সূত্র গঠনে শিক্ষার্থীরা সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে।	৭. সূত্র বাইরে থেকে প্রযুক্ত হয়। এক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর কোনো ভূমিকা থাকে না।
৮. ব্যাকরণ পঠন-পাঠন শিশুদের কাছে আনন্দময় ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।	৮. ব্যাকরণ পাঠ নিষ্প্রাণ ও আনন্দহীন হয়।

ব্যাকরণ শিক্ষাদানের যে সব পদ্ধতি আলোচিত হল, তা থেকে একথা স্পষ্ট যে আরোহী পদ্ধতি ব্যাকরণ পাঠদানের ক্ষেত্রে উৎকৃষ্ট পদ্ধতি। তবে ব্যাকরণের সূত্র গঠনের ক্ষেত্রে আরোহী পদ্ধতি ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে অবরোহী পদ্ধতি গ্রহণ করলে ভাল হয়। এই দুই পদ্ধতির সমন্বয়ই ব্যাকরণ শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে উপযুক্ত পদ্ধতি। উভয় পদ্ধতি পরস্পরের পরিপূরক। আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা ও অবরোহী পদ্ধতিতে তার প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেওয়া বাঞ্ছনীয়। D.C. Wren এ প্রসঙ্গে যথার্থই বলেছেন ঃ "Teach grammar inductively and apply it deductively." অর্থাৎ আরোহী পদ্ধতিতে ব্যাকরণ শিক্ষা দিতে হবে, অবরোহী পদ্ধতিতে তা প্রয়োগ করে শিক্ষার ভিত্তিকে সুদৃঢ় করতে হবে। ব্যাকরণের সূত্রগুলির বিভিন্ন দৃষ্টান্ত ও উদাহরণের সাহায্যে প্রয়োগ করে শিক্ষা দিতে হবে। তবেই ব্যাকরণ ভাষাকে নিয়ন্ত্রণ করবে না বরং ভাষাই ব্যাকরণকে আপন গতিতে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

৩.৮ আসুন সংক্ষেপ করি

ভাষার মাধ্যমে মানুষের চিন্তার উৎকৃষ্ট ফসল যুগ যুগান্তর ধরে সাহিত্যের ভাণ্ডারে সঞ্চিত হয়ে আসছে। তাই ভাষা প্রয়োগের যথাযথ কৌশল আয়ত্ত করা খুবই প্রয়োজন। ভাষা শিক্ষার দক্ষতা অর্জনের ক্ষেত্রে মূল ভিত্তি স্বরূপ যার উল্লেখ করা খুবই জরুরী তা হল—

(অ) জানার জন্য শিক্ষা (Learning to know)

(আ) কাজ করার জন্য শিক্ষা (Learning to do)

(ই) সকলের জন্য মিলে মিশে থাকার জন্য শিক্ষা (Learning to live together)

(ঈ) জীবনে কিছু হয়ে ওঠার জন্য শিক্ষা (Learning to be)

(উ) ব্যক্তিগত সামাজিক উত্তরণের জন্য শিক্ষা (Being to transform one self & society)

ভাষার দক্ষতা অর্জন বলতে শ্রবণ, কথন, পঠন, লিখন ইত্যাদি ক্ষমতার পারদর্শিতার প্রসঙ্গ এসে পড়ে। মনোযোগ সহকারে শোনাকেই শ্রবণ বলা চলে। শ্রবণ মূলত দু-ধরনের হয়। যথা—(১) একপাক্ষিক ও (২) দ্বিপাক্ষিক। ভাষা বিশেষজ্ঞরা দুধরনের শ্রবণ কৌশলের ধারণা দিয়েছেন। তা হল—Top Down Strategy যেখানে মূল ভাবনাটিকে বোঝার চেষ্টা থাকে এবং Bottom up Strategy যেখানে ভাষার প্রতিটি অংশকে খুঁটিয়ে বিচার করা হয়।

মৌলিক ভাষা দক্ষতার বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রবণের পরই যে বিষয়টি আসে তা হল কথন। কথন দক্ষতা অর্জন বলতে সমাজের মূলস্রোতের ভাষা হিসাবে যেটি স্বীকৃত সেই ভাষায় দক্ষতা অর্জন বোঝায়। সুন্দর কথা বলার জন্য যে গুণগুলি থাকা আবশ্যিক তা হল শ্রবণযোগ্যতা, স্পষ্টতা, কার্যকরতা, অনায়াসভঙ্গি, বাক্‌পটুত্ব, অনর্গলবলা, সৌন্দর্য বিধান প্রভৃতি। প্রকৃতিগতভাবে কথন দুধরনের হয়ে থাকে। বিষয়ভিত্তিক ও রীতিভিত্তিক। সুবক্তা দুটি দিককেই সুন্দর করে মেলাতে পারেন। শিক্ষার্থীদের গুছিয়ে ও স্পষ্ট ভাবে ও সুন্দরভাবে কথা বলানোর জন্য শিক্ষকের সযত্ন প্রয়াস কাম্য।

ভাষা দক্ষতার বিকাশের আরেক প্রকার হল পঠন। একটি ভাষা-পরিবেশে জন্ম গ্রহণের সুবাদে কোন ব্যক্তি স্বাভাবিকভাবেই তার মাতৃভাষায় কথা বলতে শেখে ও অন্যের কথা শুনে বুঝতে পারে। কিন্তু লেখাপড়া শিখে যখন সে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বৃহত্তর জগত প্রবেশ করতে চায় তখন তাকে পঠনের সাহায্য গ্রহণ করতেই হয়। তাই ভাষা দক্ষতার বিকাশের ক্ষেত্রে পঠন দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। পঠন সরব ও নীরব দু-ধরনেরই হতে পারে। শিক্ষকের উচিৎ দুধরনের পাঠের প্রয়োজনীয়তার কথা বুঝিয়ে শিক্ষার্থীদের পঠনের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি করা।

ভাষা হল ভাব বিনিময় ও ভাব প্রকাশের মাধ্যম। মনের স্বতঃস্ফূর্ত ভাব, অনুভূতি, কল্পনা অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান বা অন্যের রচনা সম্পর্কে নিজস্ব অভিমত স্বাধীনভাবে ব্যক্ত করার অন্যতম প্রধান মাধ্যমই হল শিখন। একজন শিক্ষিত ব্যক্তির জীবনে তাই লিখন দক্ষতার গুরুত্ব অপরিসীম। আর তাই লিখন দক্ষতা অর্জিত হয় বিদ্যালয় স্তর থেকেই। অনেকগুলি বিষয়কে সুকৌশলে পরিচালনা করে লিখন প্রক্রিয়ার নির্মাণ ঘটে। কিছু

I5/D/ Netaji_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 175 28.07.2007

অভ্যাসের মাধ্যমে এই লিখন দক্ষতা আয়ত্ত করা সম্ভব।

শিক্ষাদানের সঙ্গে শিক্ষণ কৌশলের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক। উপযুক্ত পরিবেশ পরিমন্ডল সৃষ্ট হলে ও যথাযথ কৌশল অবলম্বনে করলেই শিক্ষাদান যথার্থ হয়ে ওঠে। ভাষা শিক্ষার ক্ষেত্রে যা অত্যন্ত জরুরী। পড়ে, শুনে, দেখে এবং দেখা ও শোনা একত্রে লব্ধ জ্ঞান অপেক্ষা সক্রিয়তা ভিত্তিক লব্ধ জ্ঞান অনেক বেশি স্থায়ী। আর সেই কারণেই শিক্ষকের শিক্ষণ কৌশলের সম্পর্কে সম্যক ধারণা থাকা প্রয়োজন। বাংলা ভাষা সাহিত্য শিক্ষণের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ কৌশল হল—প্রশ্নকরণ, কৃষ্ণফলকের ব্যবহার, কাজের পাতার ব্যবহার, প্রতিকৃতি ও প্রতিরূপের ব্যবহার, দৃশ্য-শ্রাব্য উপকরণের ব্যবহার প্রভৃতি। এই বিষয়গুলি সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞান থাকলেই একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের যথার্থ শিক্ষা প্রদান করতে সক্ষম হবেন।

কেবলমাত্র সাধারণ শিশুদেরকেই নয় বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন সকল ধরনের শিশুদেরকেই শিক্ষা প্রদান করার জন্য শিক্ষকের বিশেষ জ্ঞান থাকা প্রয়োজনীয়। শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা প্রদান করতে গেলে কি ধরনের শিক্ষা-সহায়ক উপকরণ প্রয়োজন, সেই উপকরণ কিভাবে প্রস্তুত করা যেতে পারে এই সকল বিষয়েই শিক্ষক যদি অবগত থাকেন তবে সব রকমের শিশুরাই ন্যূনতম শিক্ষা প্রাপ্ত হতে পারে।

বিশেষ শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালীর গুরুত্বও অপরিসীম। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ের বা বাস্তবের সঙ্গে বিষয়ের বা শিক্ষার্থীর অভিজ্ঞতার সাথে বিষয়ের সম্পর্ক স্থাপন করে শিক্ষার্থীকে যদি পাঠ দান করা যায় তবে তা যথার্থ শিক্ষা হয়ে উঠতে পারে। তাই অনুবন্ধ প্রণালীর নীতিগুলি সম্পর্কে অবগত থাকা আবশ্যক। এ ব্যাপারে শিক্ষকেরও একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে।

ভাষা ও সাহিত্যের বিষয় সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিষয়ের থেকে চরিত্রগত দিক থেকে আলাদা। সমাজ বিজ্ঞান ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ের শিক্ষাদান অনেকটা সেই বিষয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ কিন্তু ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষাদান কেবলমাত্র বিষয়বস্তুর শিক্ষাদানের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাহিত্য চেতনা সৃষ্টি, তাদের মধ্যে রসবোধ জাগিয়ে তোলা ও তাদের সৃজনশীলতা বিকাশে সাহায্য করা সাহিত্য শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। আত্মপ্রকাশের মাধ্যম রূপে সাহিত্যিক নানারূপকে গ্রহণ করতে পারেন। যেমন—গদ্য, কবিতা, নাটক, ছোটগল্প ইত্যাদি। বিদ্যালয় স্তরে ভাষা-সাহিত্যের যে সব রূপের সাথে শিক্ষার্থীরা পরিচিত হয় তা হল—কবিতা, গদ্য, দ্রুতপঠন, রচনা ও ব্যাকরণ। প্রতিটি বিষয়ের পঠন-পাঠনের পদ্ধতিও ভিন্ন।

কবিতা—ছন্দোবদ্ধ পদকেই কবিতা বলা হয়। কবিতার মধ্যে থাকে কবির কল্পনা শক্তির প্রকাশ যা কবিতার বাণীমূর্তিতে ধরা পড়ে। কবিতার মূল উদ্দেশ্য হল সৌন্দর্যসৃষ্টি ও পাঠককে আনন্দ দান করা। কবিতার চিত্রধর্মিতা, সঙ্গীতধর্মিতা ও ভাবরসের সঙ্গে শিক্ষার্থীদের যুক্ত করতে পারলেই কবিতা শিক্ষার সার্থকতা সম্ভব।

গদ্য—গদ্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল তার নৈর্ব্যক্তিকতা। গদ্যের আবেদন মূলত বুদ্ধির কাছে। অনুভবের উচ্চারণ সচরাচর গদ্যে থাকে না। গদ্যের ব্যবহার জ্ঞানাত্মক রসাত্মক নয়। শিক্ষকের জ্ঞান, ধৈর্য, সহৃদয়তার ওপর গদ্য পঠন-পাঠন অনেকটা নির্ভরশীল। গদ্য শিক্ষাদানকে সার্থক ও প্রাণবন্ত করে তুলতে হলে আধুনিক, বৈজ্ঞানিক ও মনস্তাত্ত্বিক পদ্ধতি অবলম্বন করে গদ্য শিক্ষাদান করতে হবে। দ্রুতপঠন—বিদ্যালয়ের প্রতি

শ্রেণিতে পাঠ্যপুস্তকের অতিরিক্ত অবিশেষিত পাঠ হিসাবে দ্রুতপাঠন পাঠক্রমে স্থান পেয়েছে। দ্রুতপঠন হল পাঠক্রমের অন্তর্গত পাঠ্যপুস্তকের পরিপূরক এবং শিক্ষার্থীদের ভাষা শিক্ষা, সাহিত্যচর্চা ইত্যাদির অনুকূল পরিবেশ ও পরিস্থিতি সৃষ্টিতে অনিবার্য।

রচনা—রচনা হল ব্যক্তিনিষ্ঠ তন্ময় সৃষ্টি। রচনা শব্দের অর্থ হল নির্মাণ, গ্রন্থন, বিন্যাস বা গঠন। রচনার মধ্যে বিষয়বস্তু বড় কথা নয়, বর্ণনার সাহিত্য কীর্তির তন্ময় প্রতিষ্ঠাই রচনার প্রধান বৈশিষ্ট্য। রচনা লেখার অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য হল শিক্ষার্থীর চিন্তাশক্তি ও অর্জিত জ্ঞানের প্রকাশ ক্ষমতাকে বৃদ্ধি করা।

ব্যাকরণ—ভাষা হল ভাবের বাহন আর ব্যাকরণ হল সেই বাহনের বিজ্ঞান। অর্থাৎ ব্যাকরণ হল ভাষার বিজ্ঞান। এ প্রসঙ্গে H. Sweet বলেছেন—"Grammar is the practical analysis of a language, its anatomy." প্রকৃতপক্ষে যে শাস্ত্র বা বিজ্ঞান পড়ে ভাষার শুদ্ধ প্রয়োগ শিক্ষালাভ করা যায়, তাই ব্যাকরণ। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের অন্যতম উদ্দেশ্য হল ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি শিক্ষার্থীদের অনুরাগ সৃষ্টি করা। ব্যাকরণ শিক্ষাদানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি হল—সূত্র পদ্ধতি, ভাষা পদ্ধতি, পাঠ্যপুস্তক পদ্ধতি, প্রাসঙ্গিক পদ্ধতি, বিশ্লেষণ পদ্ধতি, আরোহী পদ্ধতি ও অবরোহী পদ্ধতি।

৩.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

১। শ্রবণ দক্ষতা বিকাশের প্রয়োজনীয়তা কতখানি লিখুন।

২। আদর্শ পাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৩। সুন্দর কথা বলার বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি?

৪। ভাষাগত দক্ষতা হিসেবে লিখনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা আলোচনা করুন?

৫। ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষা সহায়ক উপকরণের প্রকারভেদ ও উপযোগিতার দিকগুলি আলোচনা করুন।

৬। ভাষা পরীক্ষাগার কাকে বলে? প্রথম ভাষা-পরীক্ষাগার কোন বিশ্ব বিদ্যালয়ে স্থাপিত হয়েছিল?

৭। বিশেষ শিশুদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অনুবন্ধ প্রণালীর উপযোগিতা এবং সীমাবদ্ধতা আলোচনা করুন।

৮। কবিতা পাঠদানের বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি আলোচনা করুন।

৯। গদ্য শিক্ষাদানের প্রধান উদ্দেশ্য কি?

১০। দ্রুত পঠন বলতে কী বোঝায়? দ্রুতপঠনের প্রয়োজনীয়তা ও পড়ানোর পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১। ভালো রচনার বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

১২। মাতৃভাষা শিক্ষায় ব্যাকরণ শিক্ষাদানের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা কী?

I5/D/ Netaj_2017/B.Ed. ODL Methodology Bengal/B.Ed. Bengali Unit 3
Ist Proof SPW 177 28.07.2007

৩.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. দাশ শ্রীশ চন্দ্র—সাহিত্য সন্দর্শন—বামাপুস্তকালয়, কলকাতা-৭৩, ৫ম সং ১৯৯৭

২. মিশ্র সত্য গোপাল—বাংলা পড়ানোর রীতি ও পদ্ধতি—সোমা বুক এজেন্সী—কল-৯—নবম সংস্করণ-২০০১-২০০৩

৩. মিশ্র সুবিমল—বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি—রীতা পাবলিকেশন—কল-৭৩—নভেম্বর-২০০৭

৪. রায় অপূর্বকুমার—সাহিত্যরূপ বিচিত্রা—মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ—কল-৭৩, মাঘ-১৪০৮

৫. চট্টোপাধ্যায় হীরেন—সাহিত্য প্রকরণ—বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ-কল-৭৩—১৪০৬

৬. মজুমদার উজ্জ্বলকুমার—সাহিত্য ও সমালোচনার রূপরীতি—দে'জ পাবলিশিং—কলকাতা-৭৩—জানুয়ারি-২০০৩

৭. বসু শুদ্ধসত্ত্ব—বাংলা সাহিত্যের নানারূপ—বিশ্বাস বুক স্টল—কলকাতা-৭৩

৮. বন্দ্যোপাধ্যায় অসিতকুমার—বাংলা সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিবৃত্ত—মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড—কল-৭৩—১৯৯৩।

৯. W.H. Hudson–An Introduction to the Study of Literature. George G. Harrap & Co. LTD. London, 1961.

১০. জাতীয় পাঠক্রমের রূপরেখা—২০০৫—এস.সি.ই.আর.টি

১১. এস.ই.সি.এম-০২।। বাংলা শিক্ষণ পদ্ধতি।। নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

১২. গুপ্ত অশোক, বাংলাভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণ পদ্ধতির রূপরেখা—সেন্ট্রাল লাইব্রেরী, কলকাতা ২০০৬

১৩. মিশ্র সুবিমল—মাতৃভাষা শিক্ষণ প্রসঙ্গে-প্রবাহ প্রকাশন-নভেম্বর—১৯৯৭

১৪. চট্টোপাধ্যায় কৌশিক মাতৃভাষা শিক্ষণ বিষয় ও পদ্ধতি, রীতা পাবলিকেশন, মার্চ ২০১২

১৫. বি. এড. এম. সি-০৬/০৭/(০২) কনটেন্ট কাম মেথডলজি অফ টিচিং বেঙ্গলী, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিদ্যালয়

একক ৪ ❐ সংশোধনী শিক্ষণ

গঠন :

৪.১ প্রস্তাবনা
৪.২ উদ্দেশ্য
৪.৩ সংশোধনী পাঠের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা
৪.৩.১ সংশোধনী পাঠের সংজ্ঞা
৪.৩.২ সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্য
৪.৩.৩ সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা
৪.৪ সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি
৪.৫ বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সংশোধনী পাঠে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা
৪.৬ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য সংশোধনী পাঠে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা
৪.৭ সংশোধনী পাঠ পরিচালনায় শিক্ষকের ভূমিকা :
৪.৮ আসুন সংক্ষেপ করি
৪.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন :
৪.১০ সহায়ক গ্রন্থ

৪.১ প্রস্তাবনা

সংশোধনী শিক্ষণকে সহায়ক শিক্ষণও বলা যেতে পারে। কোনো শিক্ষার্থী যখন তার সহপাঠীদের থেকে পিছিয়ে পড়ে, তখন তার সংশোধনী শিক্ষণ প্রয়োজন হয়। শিক্ষককে সংশোধনী শিক্ষণে অধিক দায়িত্ব নিতে হয়। শিক্ষক বিদ্যালয় ছুটির পর, সপ্তাহান্তের ছুটিতে অথবা অন্য ছুটির দিনে এই ধরনের শিক্ষার্থীকে অধিক সময় দেবেন। তাঁকে চিত্তাকর্ষক শিক্ষণ—শিখন উপকরণ, আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহারে অভিজ্ঞ হতে হবে। শিক্ষার্থীরা সংশোধনী শিক্ষণের ফলে যে বিষয়ে পিছিয়ে ছিল তাতে দক্ষ হয়ে উঠবে এবং স্মৃতিতে তা দারণ করে রাখতে সক্ষম হবে।

৪.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি

- সংশোধনী পাঠ কাকে বলে জানতে পারবেন;
- সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- সংশোধনী পাঠের পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হবেন;
- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের সংশোধনী পাঠে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা নির্ণয় করতে পারবেন।
- পিছিয়ে পড়া শিশুদের সংশোধনী পাঠের বিষয়ে অবহিত হবেন;
- সংশোধনী পাঠের শিক্ষকের ভূমিকা বিশ্লেষণ করতে পারবেন।

৪.৩ সংশোধনী পাঠের সংজ্ঞা, উদ্দেশ্য ও প্রয়োজনীয়তা

৪.৩.১ সংশোধনী পাঠের সংজ্ঞা

শ্রেণীকক্ষে সাধারণ পাঠের অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাহিদা, প্রবণতা ও প্রগতি ভিত্তিক পাঠকে সংশোধনী পাঠ বলে। সাধারণভাবে অল্পবিস্তর পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে কাম্য দক্ষতা অর্জনে সহায়তা করার জন্য সংশোধনী পাঠ প্রদান করা হয়। তবে বুদ্ধিদীপ্ত শিশু ও পিছিয়ে পড়া শিশু—উভয় প্রকার শিশুদের জন্যই সংশোধনী পাঠের প্রয়োজন আছে।

সংশোধনী পাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপ:

● **শিশুর চাহিদাভিত্তিক নির্দেশনা:** শিক্ষার্থী কোনো বিশেষ বিষয়ে পিছিয়ে পড়লে, তার পরিকমন ও চাহিদা অনুযায়ী সংশোধনী পাঠ দেওয়া প্রয়োজন।

● **বহুমুখী পদ্ধতি:** সংশোধনী পাঠের কোন নির্দিষ্ট পদ্ধতি নেই, শিক্ষার্থীর চাহিদা ও প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক প্রয়োজনীয় পদ্ধতি গ্রহণ করবেন।

● **লিখিত, মৌখিক বা কম্পিউটার সহায়ক পাঠদান** : পরিস্থিতি বিষয় ও শিক্ষার্থীর চাহিদা অনুসারে শিক্ষক লিখিতভাবে, মৌখিকভাবে বা কম্পিউটার সহায়ক উপস্থাপনার মাধ্যমে সংশোধনী পাঠ দিতে পারেন।

● **পুনঃশিখন বা পুনঃশিক্ষণ নয়:** শুধুমাত্র পুনঃশিখন বা পুনঃশিক্ষণের মাধ্যমে সংশোধনী পাঠ সম্পূর্ণ হয়না, সম্পূর্ণ নতুনভাবে বিষয়টি উপস্থাপন করে অথবা ভিন্ন পদ্ধতিতে শিক্ষাদানও সংশোধনী পাঠে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

৪.৩.২ সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্য

সংশোধনী পাটের উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ—

● **নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিক্ষণের অতিরিক্ত সহায়তা প্রদান**—সাধারণ শিক্ষণের সঙ্গে যে শিক্ষার্থীরা তাল মিলিয়ে চলতে পারে না, তাদের অতিরিক্ত সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে পাঠে সক্ষম করে তোলা।

● **শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ:**—শিক্ষার্থী যখন অন্য সহপাঠীদের তুলনায় পিছিয়ে পড়ে, তখন তার মধ্যে হীনম্মন্যতা তৈরি হতে পারে, আবার এও হতে পারে শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ হচ্ছে না বলেই সে পিছিয়ে পড়ছে। সংশোধনী পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য-শিক্ষার্থীর মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ করা।

● **শিক্ষার্থীার ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতাকে গুরুত্বপূর্ণ:**—শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় শিক্ষার্থীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতাকে গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্য এই প্রবণতাকে গুরুত্ব দিয়ে শিখতে যথাযথ সহায়তা করা।

● **শিক্ষার্থীকে বিমূর্ত বিষয় অনুধাবন সহায়তা প্রদান:**— শিক্ষার্থীর পাঠের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে তাকে মূর্ত বিষয় থেকে বিমূর্ত বিষয়ে অনুধাবনের প্রতি চালিত করা হয়। যে শিক্ষার্থীর শিখনে সমস্যা থাকে, সে বিমূর্ত বিষয়গুলি সহজে অনুধাবন করতে পারে না। সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্য—বিমূর্ত বিষয় অনুধাবনে সহায়তা করা।

● **শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও দুর্বলতা অনুধাবন**:—শিক্ষার্থীর নিজস্ব ক্ষমতা ও দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি সনাক্ত করা এবং তাকে সাধারণ পাঠের অতিরিক্ত পাঠের সুযোগ দেওয়া সংশোধনী পাঠের অন্যতম উদ্দেশ্য।

● **উদ্দীপক শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার**:— পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীর জন্য উদ্দীপক, আধুনিক, প্রেষণামূলক শিক্ষণ পদ্ধতির সঠিক ব্যবহার সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্য;

● **শিক্ষার্থীকে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে অগ্রসর ছাত্রদের সমপর্যায়ের সফলতা অর্জনের উপযোগী করে তোলা**:— সংশোধনী পাঠের মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থীর শিক্ষণ-সমস্যা সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে দূর করে তাকে সাধারণ শিক্ষণের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনা।

৪.৩.৩ সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা

শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ের ক্ষেত্রেই সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা আছে।
শিক্ষকের ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা—

● নিবিড় পর্যবেক্ষণ:—শিক্ষককে নিবিড় পর্যবেক্ষণে দক্ষ করে তোলা সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্য, যাতে তিনি সাধারণ লিখনের সময় শিক্ষার্থীর সমস্যা চিহ্নিত করতে পারেন।

● ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষন-শিক্ষণ পরিস্থিতিতে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে চিহ্নিত করে তাকে অতিরিক্ত সহায়তা দেওয়া।

● সংশোধনী পাঠ দেওয়ার জন্য নতুন নতুন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণপদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া।

● পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে মূল শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় নিয়ে আসা।

শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা—

● সাধারণ শিক্ষনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা;

● নিজস্ব সমস্যাগুলিকে সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে অতিক্রম করা।

● নিজস্ব চাহিদাকেন্দ্রিক শিখনের সুযোগ পাওয়া।

● হীনম্মন্যতা দূর করে সহপাঠীদের সঙ্গে সহশিখনের উপযোগী হয়ে ওঠা।

৪.৪ সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি

সংশোধনী পাঠ পুনঃপাঠ নয়। শিক্ষক সমানুভূতি নিয়ে শিক্ষার্থীর সমস্যা অনুধাবন করে সংশোধনী পাঠ দেবেন।

সংশোধনী পাঠদানের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত পদ্ধতিগুলি অবলম্বন করা প্রয়োজন।—

● সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ, কথোপকথন ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে অগ্রসর হওয়া প্রয়োজন।

● পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে সনাক্ত করবেন।

● এরপর কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর সমস্যা অনুধাবন করবেন, প্রয়োজনে অভিভাবকের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

● সমস্যা অনুধাবন করার পর শিক্ষক উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত প্রবণতা অনুসারে তা প্রয়োগ করবেন।

● শিক্ষক সপ্তাহে একবার অথবা দু'বার এই পদ্ধতি প্রয়োগ করবেন।

● শিক্ষার্থীর সমস্যা অনুধাবনের জন্য নির্ণায়ক অভীক্ষার সাহায্য নেওয়া হবে।

● নির্ণায়ক অভীক্ষার ভিত্তিতে সংশোধনী পরিকল্পনা গ্রহণ করা হবে।

অর্থাৎ, সংশোধনী পাঠের ধাপগুলি হবে নিম্নরূপ—

শিক্ষক শিখন → মূল্যায়ন → শিক্ষার্থীর যথাযথ ফল লাভ না করা → সমস্যা নির্ণয় → সমস্যার ক্ষেত্র শনাক্তকরণ → সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ → গুণগতভাবে উন্নত শিক্ষণ।

একটি ছকের মাধ্যমে সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

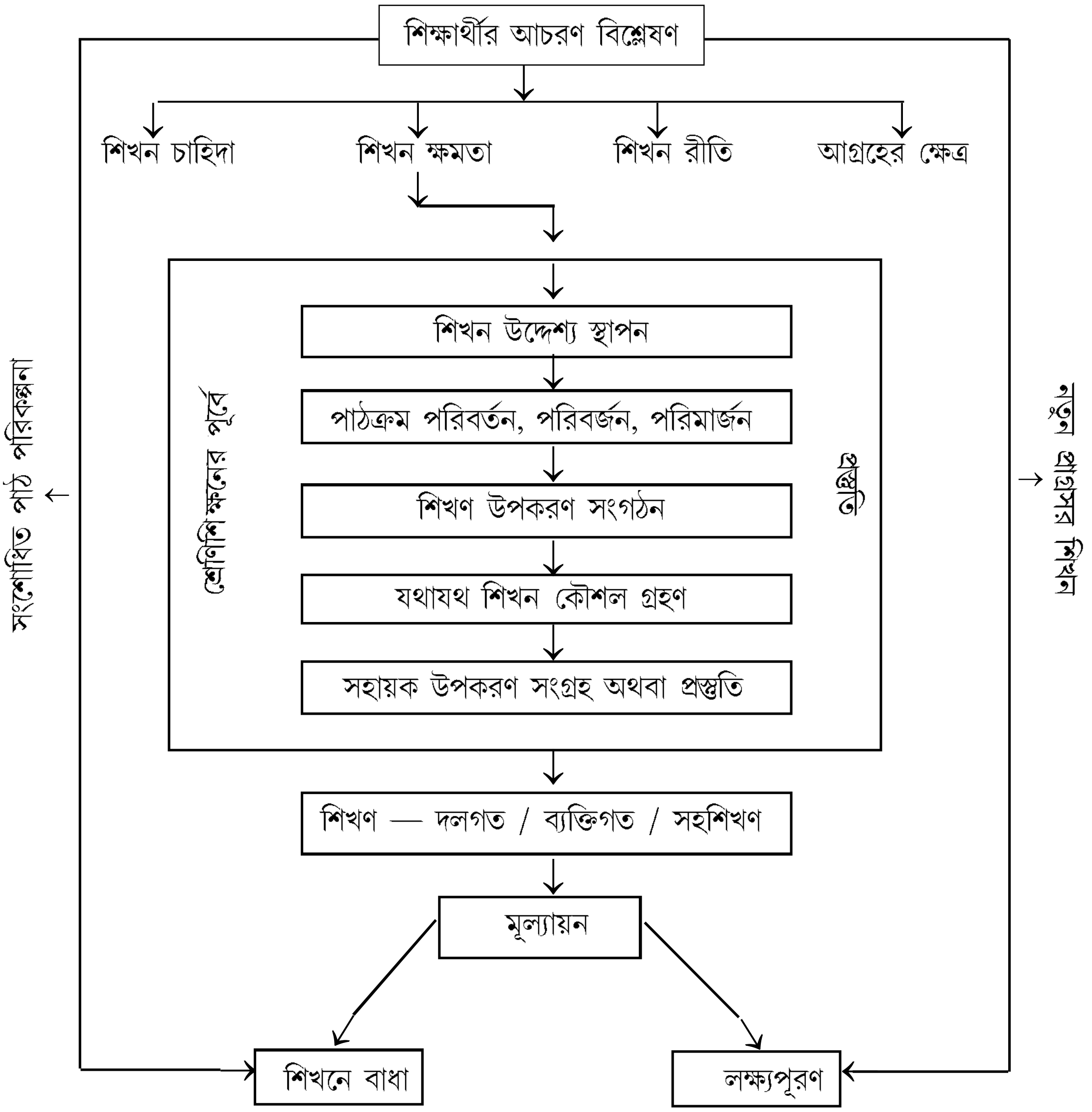

সূত্র: www.edbgov.wk, Chapter 3–Remedial Teaching Strategy

৪.৫ বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীদের জন্য সংশোধনী পাঠে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা

বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীদের সহপাঠীদের তুলনায় বুদ্ধ্যঙ্ক বেশি, বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা এবং যোগ্যতা বেশি। বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের প্রকারভেদ:

১. সফল বুদ্ধিদীপ্ত শিশু - ৯০% পর্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত শিশু পরীক্ষায় সফল হয়।

২. সমস্যাপ্রবণ বুদ্ধিদীপ্ত শিশু - এদের বহুমুখী প্রতিভা থাকে, বেশিরভাগ সময়ই তা বিদ্যালয়ে চিহ্নিত হয় না বলে সমস্যা হয়।

৩. সুপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত শিশু-সহপাঠীদের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখার জন্য এরা নিজেদের প্রতিভার পরিচয় দিতে চায় না।

৪. বিদ্যালয় ছুট বুদ্ধিদীপ্ত শিশু-নিজেদের প্রতিভার যথোচিত মর্যাদা না পেয়ে এরা নিজেদের অবহেলিত মনে করে এবং বিদ্যালয় থেকে নিজেদের সরিয়ে নেয়।

৫. অশনাক্ত বুদ্ধিদীপ্ত শিশু—শ্রেণীর সাধারণ শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় এরা নিজেদের বুদ্ধি প্রতিভার কারণে সঠিকভাবে অংশগ্রহণ করতে পারে না, এদের সংশোধনী পাঠের জন্য চিহ্নিত করা হয়।

৬. স্ব-শিক্ষণে আগ্রহী বুদ্ধিদীপ্ত শিশু—এরা প্রচলিত শিক্ষা ব্যবস্থার মধ্যেই নতুন সুযোগ সৃষ্টি করে নেয়।

প্রত্যেক শ্রেণিতেই বুদ্ধিদীপ্ত শিশু থাকে, তাদের শনাক্ত করে নেওয়া প্রয়োজন।

বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের শ্রেণিকক্ষে শনাক্তকরণের প্রক্রিয়া:

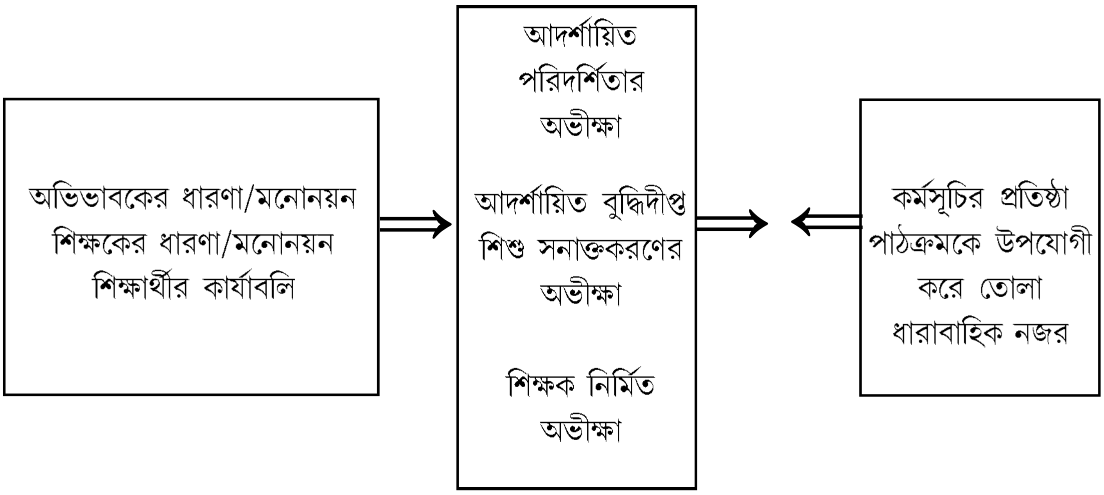

সূত্র: Oakland T 2005, ‘A 21SP century model for identifying for sifted and talented programs, in light of conditions: an emphasis on race and ethinicity.’ Gifted Child Today, Vol. 28, no. 4, pp. 56-58 (www.slideshare.net)

বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের শনাক্ত করতে পারলে তাদের কিছু বৈশিষ্ট্যও চিহ্নিত করা যাবে—
বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্যঃ

- অসাধারণ যৌক্তিক ক্ষমতা
- বৌদ্ধিক কৌতূহল
- দ্রুতগতিতে শিক্ষণ
- বিমূর্ত-ভাবনা অনুধাবন
- জটিল চিন্তনপদ্ধতি
- কল্পনাশক্তি
- নৈতিকতা অনুধাবন
- শিখনে আগ্রহ
- মনোযোগের ক্ষমতা
- বিশ্লেষণী চিন্তন
- বহুমুখী চিন্তন / সৃজনশীলতা
- ন্যায়বোধ

বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যঃ—

- অন্তর্দৃষ্টি সম্পর্ক
- মানসিক উদ্দীপকের চাহিদাসমূহ
- ত্রুটিহীনতা অভিমুখী
- অসাধারণ রসবোধ
- সংবেদনশীলতা
- সমানুভূতি
- গভীরতা
- আত্মসচেতনতা
- পরিবর্তনশীল
- প্রশ্নে আগ্রহী

● প্রগতিশীল (এগিয়ে যাওয়ার) মনোভাব।

অর্থাৎ শ্রেণির সহপাঠীদের থেকে তাদের পার্থক্য অনেকটাই বুদ্ধিদীপ্ত এবং প্রতিভাবান শিশুদের শ্রেণিকক্ষে অন্যদের তুলনায় এগিয়ে থাকার প্রবণতা তাদের সাধারণ শিখন শিক্ষণ প্রক্রিয়ার অন্তর্ভুক্ত হতে দেয়না, তাই এদের সংশোধনী পাঠের প্রয়োজন হয়।

সাধারণভাবে বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের জন্য বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের নিম্নলিখিত ছকের মাধ্যমে সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রগুলি নিরূপণ করা যায়—

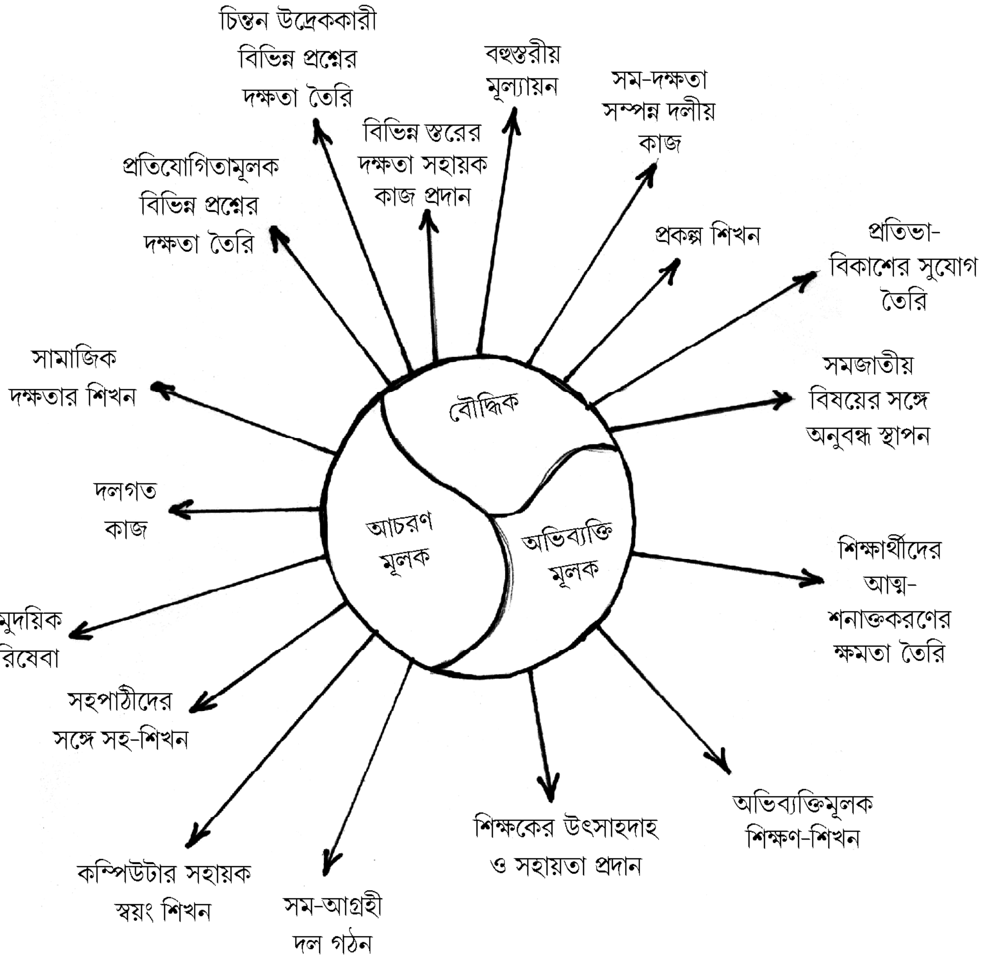

এইভাবে বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের বৌদ্ধিক, অভিব্যক্তিমূলক ও আচরণূলক সংশোধনী পাঠে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভিন্ন পাঠকে ব্যবহার করা যায়।

বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের সংশোধনীপাঠে শুধু পাঠ্যক্রমিক নয়, সহপাঠ্যক্রমিক কাজের অনুর্ভুক্তিও প্রয়োজন।

বুদ্ধিদীপ্ত শিক্ষার্থীর বৈশিষ্ট্য	সংশোধনী পাঠ
১. উন্নত স্মরণশক্তি	১. পাঠ্যবিষয়ের অতিরিক্ত শিখন উপাদান দেওয়া প্রয়োজন, যেমন কোনো পাঠের নির্বাচিত অংশ পাঠ্য হলে, মূল পাঠটি পড়তে উৎসাহদান।
২. তথ্যের প্রাচুর্য	২. অতিরিক্ত তথ্যভিত্তিক পঠন ও লিখন।
৩. নতুন ভাবনা সহজে অনুধাবন	৩. বিমূর্ত ভাষাসমৃদ্ধ সাহিত্যপাঠে উৎসাহী করে তোলা।
৪. যৌগিক ক্রম অনুসরণ	৪. ব্যাকরণ, নির্মিতি প্রভৃতি অংশের অধিক শিখন।
৫. জিজ্ঞাসু মনোভাব	৫. বোধমূলক সাহিত্যপাঠে আগ্রহী করে তোলা।
৬. প্রসারিত দৃষ্টিভঙ্গি, দৃষ্টিভঙ্গির বিস্তার	৬. একাধিক ব্যাখ্যা সম্পন্ন পাঠ, যেমন রূপক কবিতা পাঠ
৭. ভাবনার নিজস্বতা/অনন্য ভাবনা	৭. সৃজনশীল রচনায় উৎসাহদান।
৮. ঝুঁকি নেওয়ার প্রবণতা	৮. নতুন পাঠ, নতুন প্রকল্প গ্রহণে উৎসাহদান।
৯. যৌক্তিক বিষয়ে আগ্রহ	৯. পাঠ সহায়ক বিষয়ে বিতর্ক ও তাৎক্ষণিক বক্তব্যের সুযোগদান।
১০. নতুন কিছু করার ইচ্ছা	১০. সক্রিয়তাভিত্তিক শিখনে উৎসাহদান
১১. শ্রেণিশিখনের অতিরিক্ত বিষয়ে আগ্রহ ১২. সম-মনস্কদের সঙ্গে অধিক স্বাচ্ছন্দ	১১. বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যানুশীলন মূলক সহ-পাঠ্যক্রমিক বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগদান ১২. সমমনস্ক, সমবুদ্ধ্যঙ্কসম্পন্ন—সঙ্গীশিখন
১৩. সাধারণ সহপাঠীদের থেকে দ্রুত পাঠ অনুধাবনের ফলে শিক্ষণে একঘেয়েমি।	১৩. ত্বরণ অথবা উচ্চ-কাঠিন্যমানসম্পন্ন পাঠ্য বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত

৪.৬ পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য সংশোধনী পাঠে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ভূমিকা

শ্রেণিকক্ষে সাধারণ শিখনের সঙ্গে যে শিক্ষার্থীরা সমগতিতে এগিয়ে যেতে পারে না, তাদের বিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী বলা হয়। সাধারণভাবে এই গতির ধারণা করা হয় পরীক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে। বিভিন্ন কারণে পরীক্ষার ফলের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে পড়তে পারে।

পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বৈশিষ্ট্যঃ

- মনোযোগ এবং মনোনিবেশের পরিসর কম হয়।
- প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ধীর
- আত্ম পরিচালনার ক্ষমতা কম
- বিমূর্ত ভাবনা এবং সামান্যীকরণের স্বল্প ক্ষমতা
- পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন তথ্যকে মেলানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা
- শিক্ষণের গতি ধীর এবং বিস্মরণের গতি দ্রুত;
- দৃষ্টিভঙ্গির প্রসার অত্যন্ত কম
- নিজস্বতা এবং সৃজনশীলতার অভাব
- বিশ্লেষণী মনোভাব কম, সমস্যা সমাধানে অপারগতা;
- উচ্চস্তরের মানসিক ক্ষমতার অভাব।

এই বৈশিষ্ট্যগুলির সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষণের ক্ষেত্রে আরও কিছু বৈশিষ্ট্যের ভিত্তিতে শিক্ষক পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সনাক্ত করতে পারেন—

- কথা বলার অসুবিধা—উচ্চারণ অথবা অন্য কোনও সমস্যার কারণে কথা স্বাভাবিকভাবে না বলা;
- ভাষাগত সমস্যা—ভাষা প্রয়োগ অথবা সঠিক, যথাযথ ভাষার ব্যবহারে সমস্যা;
- সীমিত শব্দ সংখ্যা—নিজস্ব শব্দভান্ডার কম;
- শিশুসুলভ ব্যবহার—উচ্চারণ, পাঠ প্রভৃতি ক্ষেত্রে মানসিক পরিণমনের অভাব;
- লেখায় বানান ভুলের প্রবণতা—বানান সম্বন্ধে সমতা অথবা অনবধানতা-জনিত কারণে বানান ভুল;
- শ্রেণীর সঙ্গে গতি রাখতে না পারা—শ্রেণির ভাষা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় সমগতিতে অংশগ্রহণ করতে না পারা।

সংশোধনী পাঠ দেওয়ার আগে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার কারণগুলিকে শনাক্ত করবেন।

শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার সম্ভাব্য কারণ—

● **প্রাক্ক্ষোভিক বিকাশ**—শিক্ষার্থীর প্রাক্ক্ষোভিক বিকাশ যথাযথ না হলে শিক্ষার্থীর শ্রেণিতে সামাজিকীকরণের সমস্যা হয়, সে নিজেকে অবহেলিত মনে করতে পারে, ফলে শ্রেণিশিক্ষণেও পিছিয়ে পড়ে।

● **পরিবেশ**—শিক্ষার্থীর পারিবারিক, সামাজিক, মানবিক পরিবেশ যথাযথ না হলে সে নিরাপত্তাহীনতা বোধ করে, ফলে তার আত্মবিকাশ কমে যায়, শিক্ষণে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে না।

● **শিখনের সুযোগ**—অভিভাবকরা শিখনের সুযোগ যদি শিক্ষার্থীদের কাছে যথাযথভাবে উপস্থিত করতে না পারেন অথবা বিদ্যালয় যদি সেই সুযোগ না দেয়, তাহলে শিক্ষার্থী পিছিয়ে পড়তে পারে।

● **নিরক্ষর অভিভাবক**—অভিভাবকরা যদি নিরক্ষর হন, তাহলে শিক্ষার্থী বাড়িতে শিক্ষার পরিবেশ পায় না, ফলে শ্রেণিশিক্ষনেও পিছিয়ে পড়তে পারে।

● **প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক**—শিক্ষক যদি প্রশিক্ষিত না হন, তাহলে তিনি পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের শনাক্ত করতে পারবেন না অথবা তাদের সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে পারবেন না।

● **দুর্বল স্বাস্থ্য**—শারীরিক বিকাশ অথবা অসুস্থতার কারণে শিক্ষার্থী শ্রেণি-শিক্ষণে পিছিয়ে পড়তে পারে।

● **শিক্ষার মাধ্যম**—শিক্ষার ভাষা মাধ্যম যদি শিক্ষার্থীর কাছে কঠিন অথবা অজানা হয়, তাহলে শিক্ষার্থী শিক্ষণে পিছিয়ে পড়ে।

● **যোগাযোগ/সংযোগের সমস্যা**—শিক্ষক-অভিভাবক-শিক্ষার্থীর মধ্যে সঠিক সংযোগের অভাবে শিক্ষক অথবা অভিভাবক শিক্ষার্থীর সমস্যাগুলি অনুধাবন করতে পারেন না, ফলে শিক্ষার্থীর মধ্যে নেতিবাচক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার জন্য শিক্ষার্থীকে কথন, লিখন, সঠিক বানান ও বাক্যগঠনে দক্ষ করে তোলা প্রয়োজন, এইসব ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের জন্য নিম্নলিখিতভাবে সংশোধনী পাঠের আয়োজন করা সম্ভব—

পঠনের সমস্যার ক্ষেত্রে—

● চার্টে বড় হরফে লিখে শিক্ষার্থীকে দিয়ে ধীরে ধীরে সরব পাঠ করাতে হবে;

● সরব পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ব্যাখ্যা করে দিলে শিক্ষার্থীর মনে রাখতে সুবিধা হবে যা পরবর্তী পাঠে সাহায্য করবে।

● উপভোগ্য, সরব ছোটগল্প, কবিতা পাঠ করাতে হবে;

● চার্টে ছবিতে গল্প লিখে শিক্ষার্থীকে দিয়ে পাঠ করালে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের মনে রাখতে সুবিধা হবে।

লিখনের সমস্যার ক্ষেত্রে—

● পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের লিখনে উৎসাহ দিতে হবে, প্রাথমিক ভাবে বানান ভুলকে খুব বেশি গুরুত্ব না দিয়ে;

● ছোট ছোট বাক্য লেখাতে হবে;

● নির্মিতি অংশে জোর দিতে হবে;

● বিদ্যালয় পত্রিকা, দেওয়াল পত্রিকায় লিখতে উৎসাহ দিতে হবে;

● নিজের কথা বলতে ও লিখতে উৎসাহ দিতে হবে।

বানানের সমস্যার ক্ষেত্রে—

● শিক্ষক বোর্ডে বড় হরফে বানান লিখে দেবেন, বড় বানান ভেঙে ভেঙে লিখবেন, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীরা খাতায় লিখে অভ্যাস করবে;

● একটি বানান বারবার লেখানো যেতে পারে;

● বানানের সাপ্তাহিক পরীক্ষা নিলে ভালো হয়;

● বিভিন্ন ধরনের ভাষা-ক্রীড়া বানান শিক্ষার সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

এছাড়া সাধারণ শিখণ-শিক্ষণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিশুদের সংশোধনী পাঠে বাংলা ভাষা সাহিত্যের শিক্ষক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারেন—

● পাঠক্রমের অন্তর্গত পাঠ্যবিষয়ের বাইরে এই ধরনের শিক্ষার্থীদের আগ্রহভিত্তিক বিষয় চয়ন করতে হবে যা হবে সহজ ভাবনা-ভিত্তিক এবং যেখানে বিমূর্ত ভাবনার খুব বেশি অবকাশ থাকবে না, যেমন কাহিনি-কবিতা;

● সাধারণ শ্রেণিকক্ষের বাইরে বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা থাকবে;

● ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান বাঞ্ছনীয়;

● একই কবিতা বা গদ্য বারবার অনুশীলন করাতে হবে;

● ছোট ছোট কাজের ভিত্তিতে সদার্থক মূল্যায়ন প্রয়োজন;

● শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক তত্ত্বাবধান করতে হবে;

● শিক্ষাসহায়ক আকর্ষণীয় উপকরণ বিশেষত দৃশ্যশ্রাব্য উপকরণের ব্যবহার ইতিবাচক ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে;

● পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের আগ্রহ এবং ভালোবাসার ভিত্তি নতুন নতুন বিষয় পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত

করতে হবে;

- নানা ধরনের বিষয়কেন্দ্রিক বৃত্তিমূলক সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের ব্যবস্থা রাখা প্রয়োজন;
- গান, কবিতা, নাটক প্রভৃতি বিনোদনমূলক কাজে উৎসাহদান করতে হবে।

৪.৭ সংশোধনী পাঠ পরিচালনায় শিক্ষকের ভূমিকা :

সংশোধনী পাঠ পরিকল্পনার ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা হবে সহানুভূতিশীল চিকিৎসকের, যাঁর নিজের সংশোধনী পাঠের চাহিদাসম্পন্ন শিশুদের প্রতি ভালোবাসা এবং যত্ন থাকবে।

নিম্নলিখিতভাবে শিক্ষক সংশোধনী পাঠ প্রক্রিয়ায় অগ্রসর হবেন—

১। সংশোধনী পাঠের প্রয়োজন আছে এমন এমন শিশুদের শনাক্তকরণ:

ক) পরীক্ষার ফল—যারা প্রত্যাশা অনুযায়ী সাফল্য পাচ্ছে না।

খ) শ্রেণিকক্ষে আচরণ—বেশিরভাগ সময় ভুল উত্তর দেওয়া, বিভ্রান্ত হওয়া, চুপ করে থাকা যার অথবা যাদের সাধারণ আচরণ।

গ) গৃহকাজ—পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীরা গৃহকাজ করতে চায় না, করলেও অন্যের নকল করে।

ঘ) একক অভীজ্ঞা—একক অভীজ্ঞায় এরা ধারাবাহিকভাবে খারাপ ফল করে।

ঙ) পাঠের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি—বেশিরভাগ সময় পাঠ-প্রক্রিয়ায় এরা নিরুৎসাহ থাকে, নিষ্ক্রিয় থাকে।

চ) ক্লাস পালানো—যে কোনো অজুহাতে এরা ক্লাস পালাতে চায়।

২। এইসব বিষয়ের মধ্যে দিয়ে পিছিয়ে পড়া শিশুদের সনাক্ত করার পর শিক্ষক তার দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি নির্ণয় করবেন, নিম্নলিখিত বিষয়গুলির অনুধাবনের মাধ্যমে—

ক) বিষয়শিখণ ও ভাবনার শিখণ—বিষয় এবং বিষয়কেন্দ্রিক ভাবনা সম্বন্ধে ধারণা পরিষ্কার নয়, যেমন কোনো কবিতার বিশ্লেষণ করতে না পারা।

খ) সমস্যা সমাধানের কৌশল—বিষয়কেন্দ্রিক সমস্যার যথাযথ সমাধানে অপারগ;

গ) অধীত জ্ঞানের প্রয়োগ—যে জ্ঞানটি অধীত হল, সেটি ভগ্ন ক্ষেত্রে, প্রয়োগে অসুবিধা দেখা যায়, যেমন কোনো নতুন শব্দ শিখলে সেটি দিয়ে বাক্য রচনা সঠিকভাবে করতে না পারা।

৩। দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি নির্ণয় করে সম্ভাব্য কারণ অনুসন্ধান করবেন শিক্ষক—

ক) স্মরণশক্তি—তথ্য এবং তত্ত্ব মনে রাখার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত অক্ষমতা;

খ) অনুধাবনক্ষমতা—পাঠ্য বিষয় অনুধাবনে অক্ষমতা;

গ) উপস্থাপনে অপরাগতা—শব্দভান্ডার বেশি পড়ে ওঠে না, কোনো কিছু বুঝেও সঠিকভাবে উপস্থাপন করতে পারে না।

ঘ) জ্ঞানের অসম্পূর্ণতা—অনুপস্থিতি অথবা অন্যমনস্কতার কারণে বিষয় সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জিত হয় না।;

ঙ) পারিবারিক অবস্থা—অভিভাবকের আর্থসামাজিক অবস্থা ভালো না হওয়া;

চ) অভিভাবকের শিক্ষা—অভিভাবকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা কম থাকলে শিক্ষার্থীরও শিক্ষাক্ষেত্রে সমস্যা হয়;

ছ) অভিভাবকের দৃষ্টিভঙ্গি—অভিভাবকের উদাসীনতা অথবা অতিরিক্ত আশার চাপও শিক্ষার্থীর ওপর প্রভাব ফেলে;

জ) শিক্ষার মাধ্যম—শিক্ষার মাধ্যম বিদেশি ভাষায় হলে বিষয় অনুধাবনে অসুবিধা হতে পারে।

ঝ) শারীরিক অসুবিধা—শারীরিক প্রতিবন্ধকতা অথবা অসুস্থতা শিক্ষণ-শিখন প্রক্রিয়ায় প্রভাব ফেলে;

ঞ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যা—নিম্নলিখিত ব্যক্তিকেন্দ্রিক সমস্যাগুলি কারণ হতে পারে—

- মৌখিক উপস্থাপনে সক্ষম কিন্তু লিখনে অসুবিধা;
- গৃহকাজ করতে অসুবিধা
- পাঠে মনোযোগী হতে না পারা
- আত্মবিশ্বাসের অভাব
- হীনম্মন্যতা
- ব্যর্থতার ভয়
- প্রাক্ষোভিক ভারসাম্যের অভাব

ট) শিক্ষককেন্দ্রিক সমস্যা—শিখক্ষকে কেন্দ্র করেও শিক্ষার্থীর সমস্যা হতে পারে—

- শিক্ষকের আস্থার অভাব;
- ভুল শিক্ষণ পদ্ধতি;
- শিক্ষার্থীকে সক্রিয় হতে উৎসাহ না দেওয়া;

- সঠিক সময়ে, সঠিক পরিস্থিতিতে পরামর্শ ও নির্দেশনার অভাব;
- ব্যক্তিকেন্দ্রিক, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষার অভাব।

৪। কারণ অনুসন্ধানের পর শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে সংশোধনী শিক্ষায় অগ্রসর হবেন—

ক) নির্দিষ্ট সমস্যা সম্পন্ন শিক্ষার্থীদের একসঙ্গে সংশোধনী শিক্ষণ—সংশোধনী শ্রেণিকক্ষে পাঁচ থেকে দশ জনের বেশি শিক্ষার্থী থাকবে না।

খ) ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষণ;

গ) নিরাপত্তা এবং যত্নের মনোভাব।

ঘ) বিশেষ ধরনের সংশোধনী শিক্ষণ যা সরল থেকে জটিলতার দিকে যাবে।

ঙ) পঠন-পুনর্গঠন—শিক্ষণ-পুনর্লিখন-অনুশীলন—এইভাবে সংশোধনী পাঠ অগ্রসর হবে।

চ) দলগত পাঠ এবং দলগত শিক্ষণ।

ছ) অনু-পাঠ।

জ) পাঠ্যসূচির নির্বাচিত অংশ শিক্ষণ।

সংশোধনী পাঠ দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকের নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণে রাখতে হবে—

১। শিক্ষককে হতে হবে সহানুভূতিপ্রবণ, মুক্তমনা, সৃজনশীল, কল্পনাপ্রবণ;

২। শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করার জন্য উপযুক্ত নির্ণায়ক অভীক্ষা চয়নে দক্ষ হতে হবে;

৩। যথাযথ সংশোধনী শিক্ষণ শিখন পরিবেশ তৈরি করতে হবে;

৪। ভবিষ্যতে যাতে আবার সমস্যা না দেখা দেয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিত শিক্ষণ কৌশল ব্যবহার করবেন—

- **ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি (Individualised Education Programme–I.E.P.)**

শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিভিত্তিক শিক্ষণ চাহিদার দিকে দৃষ্টি রেখে শিক্ষক শিক্ষা পদ্ধতি নির্বাচন করবেন। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে—

★ শিক্ষার্থীকে অসুবিধাগুলি অতিক্রম করার মত আত্মবিশ্বাসী করে তোলা প্রয়োজন।

★ শিক্ষক এক্ষেত্রে স্বল্পকালীন এবং দীর্ঘকালীন শিক্ষণ-উদ্দেশ্য স্থির করে নেবেন।

★ শিক্ষার্থীদের খুব ছোট দলে শিক্ষা দিতে হবে।

★ যদি প্রয়োজন হয় বিষয়শিক্ষক, বিশেষক পরামর্শদাতা, সংশোধনী পাঠের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন শিক্ষক এবং অভিভাবক একযোগে কাজ করবেন।

● **সহপাঠী-সহায়তায় শিক্ষা (Peer Support Programme)**

সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক কয়েকজন এগিয়ে থাকা, সমমর্মিতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীকে ক্ষুদ্র শিক্ষক হিসাবে গড়ে তুলবেন। এই 'ক্ষুদ্র শিক্ষক'রা নিম্নলিখিতভাবে কাজ করবে—

★ দলগত শিক্ষণের মাধ্যমে এরা পিছিয়ে পড়া সহপাঠীদের সহায়তা করবে।

★ শ্রেণিকক্ষের বাইরে স্ব-শিক্ষণে সহায়তা করবে।

★ অপেক্ষাকৃত উঁচু শ্রেণিতে এই পদ্ধতি বেশি কার্যকর।

● **পুরস্কার প্রক্রিয়া (Reward Schemes)**

পুরস্কার প্রক্রিয়া পিছিয়ে থাকা শিক্ষার্থীদের প্রেরণা বৃদ্ধিতে ইতিবাচকভাবে সহায়তা করে। এটি শিক্ষার্থীদের মধ্যে এক সন্তোষজনক মনোভাব তৈরি করে। এক্ষেত্রে শিক্ষক নিম্নলিখিতভাবে অগ্রসর হবেন—

★ পুরস্কার অর্জনের জন্য শিক্ষার্থীদের সামনে নির্দিষ্ট লক্ষ্য রাখতে হবে।

★ মৌখিক প্রশংসা অথবা পুরস্কার, লক্ষ্য অর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই দেখা প্রয়োজন।

★ অভিভাবকদের সামনে প্রক্রিয়াটি ঘটাতে পারলে ভালো হয়।

● **শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা সামলানো (Handling Pupil's Behaviour Problems)**

সংশোধনী পাঠ দেওয়ার জন্য শিক্ষককে শিক্ষার্থীর নিম্নলিখিতভাবে আচরণগত সমস্যা সামলানোর দিকে লক্ষ্য রাখবেন—

★ শ্রেণীকক্ষে এবং অন্যান্য দলগত অবস্থানের ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর আচরণগত অসুবিধা পর্যবেক্ষণ করতে হবে।

★ শিক্ষার্থীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ, আশ্বাসমূলক সম্পর্ক গড়ে তুলবেন।

★ অন্যের প্রতি আচরণের প্রভাব সম্বন্ধে শিক্ষার্থীকে সচেতন করবেন।

★ শিক্ষার্থীদের কথা যত্নসহকারে শুনবেন।

★ শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস গড়ে তুলতে সহায়তা করবেন।

★ শিক্ষার্থীর ইতিবাচক ব্যবহারকে উৎসাহদান করবেন।

★ শিক্ষার্থীর সব ধরনের আচরণগত সমস্যায় একসঙ্গে পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন না, একটি সময়ে একটি সমস্যার নিরিখে জ্ঞান করতে হবে।

★ শিক্ষক প্রয়োজনে প্রথমে বিশেষত পরামর্শদাতার সহায়তা গ্রহণ করতে পারেন, সেখানে সমস্যার সমাধান না হলে মনস্তত্ত্ববিদের সহায়তা নেওয়া যেতে পারে।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষক চারস্তরীয় সংশোধনী পাঠ মডেলের সাহায্যে অগ্রসর হতে পারেন—

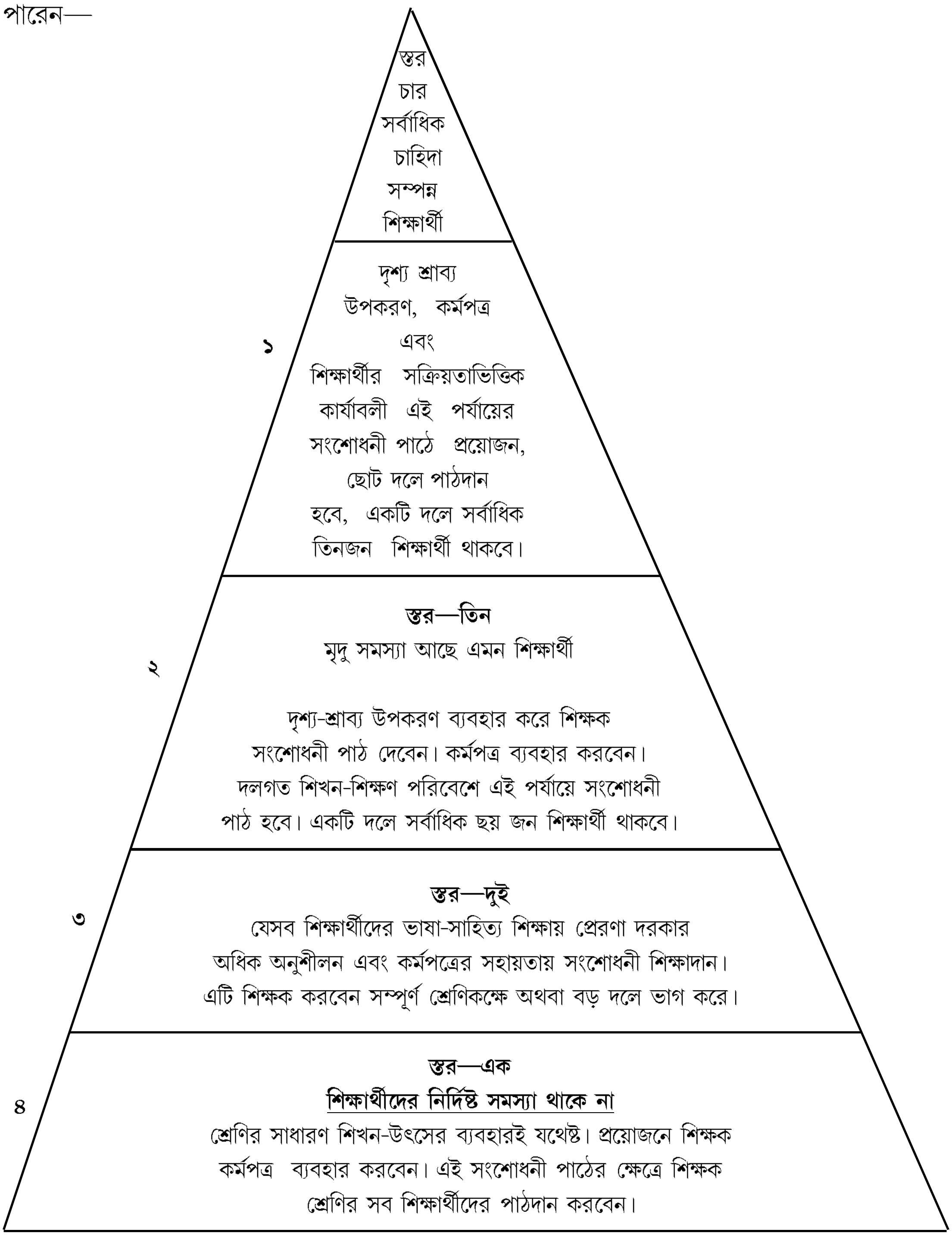

- **প্রথম স্তর :**

  কোনো নির্দিষ্ট অসুবিধা না থাকলেও এই পর্যায়ে সমস্ত শ্রেণির উদ্দেশ্যে সংশোধনী পাঠের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাকরণ, নির্মিতি এবং শব্দভান্ডার বৃদ্ধি করতে পারেন শিক্ষক।

- **দ্বিতীয় স্তর :**

  এই স্তরে যে শিক্ষার্থীদের সংশোধনী পাঠ প্রয়োজন, তাদের শ্রেণিকক্ষের সাধারণ শিক্ষার অতিরিক্ত কিছু শিখন চাহিদা থাকে। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের গৃহকাজ দিতে পারেন। শিক্ষক শিক্ষার্থীদের জন্য কিছু অতিরিক্ত সময় ব্যয় করবেন। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব শব্দ তালিকা বৃদ্ধিতে সহায়তা করবেন। পাঠ্যবিষয়ের বাইরে তাদের আগ্রহের বিষয় অনুধাবন করে অন্যান্য সাহিত্য পাঠে উদ্বুদ্ধ করবেন।

- **তৃতীয় স্তর :**

  এই স্তরে সেই শিক্ষার্থীদের সংশোধনী পাঠদান করা হয়, যাদের ভাষা ও সাহিত্য শিখনে মৃদু অসুবিধা থাকে। শিক্ষার্থীর নির্দিষ্ট অসুবিধার ক্ষেত্রে দৃশ্য শ্রাব্য উপকরণ ব্যবহার করে তাদের কাছে পাঠ্যবিষয়টি সহজ ও আকর্ষক করে তোলার চেষ্টা করবেন শিক্ষক। সহজ, মজার কর্মপত্র ব্যবহার শিক্ষককে সংশোধনী পাঠে সহায়তা করতে পারে।

- **চতুর্থ স্তর :**

  এই স্তরে যে শিক্ষার্থীদের সংশোধনী পাঠ দেওয়া হয়, তাদের ভাষা ও সাহিত্য অনুধাবনে গুরুতর সমস্যা থাকে। শিক্ষার্থীদের ধ্বনির যথাযথ রূপ চিনতে অসুবিধা হতে পারে, স্মরণশক্তি কম থাকতে পারে অথবা কখন ও লিখনের মাধ্যমে উপস্থাপনে অসুবিধা হতে পারে। শিক্ষক সহশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে সক্রিয়তাভিত্তিক কার্যাবলির সহায়তা নিতে পারেন। যেমন—শিক্ষার্থী বাড়ি থেকে বিদ্যালয়ে আসার পথে যা যা দেখেছে, সে সম্বন্ধে অনুচ্ছেদ রচনা করবে, শিক্ষক তার এই বাস্তব অভিজ্ঞতাভিত্তিক উপস্থাপনে তাকে উদ্বুদ্ধ করবেন এবং ত্রুটি সংশোধনের মাধ্যমে তাকে সংশোধনী পাঠ দেবেন।

সাধারণভাবে ভাষা ও সাহিত্যশিক্ষক সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি স্মরণে রেখে অগ্রসর হবেন—

- পাঠ্য বিষয়টি সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছোট ছোট উপএককে ভাগ করে পাঠদান করবেন।
- সহজ ও মূর্ত পাঠ্য বিষয় চয়ন করবেন।
- অভিধান ও গ্রন্থাগার ব্যবহার শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেবেন।
- ছোট ছোট আকর্ষক গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করবেন।
- সহজবোধ্য সরল ভাষায় ছোট ছোট বাক্যে নির্দেশ দান করবেন।
- অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগ রেখে সংশোধনী পাঠের বিস্তার গৃহেও ঘটাবেন।

- বিশেষ কক্ষ, বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক, বিশেষ শিক্ষা উপকরণের সহায়তা গ্রহণ করবেন।

৪.৮ আসুন সংক্ষেপ করি

- শ্রেণিকক্ষে সাধারণ পাঠের অতিরিক্ত শিক্ষার্থীর চাহিদা, প্রবণতা ও প্রগতি-ভিত্তিক পাঠকে সংশোধনী পাঠ বলে।
- সংশোধনী পাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি হল—শিশুর চাহিদাভিত্তিক নির্দেশনা, বহুমুখী পদ্ধতি, লিখিত-মৌখিক-কম্পিউটার সহায়ক পাঠদান, কুইজের ব্যবহার ইত্যাদি; পুনর্লিখন বা পুনর্শিক্ষণ নয়।
- সংশোধনী পাঠের উদ্দেশ্যগুলি হল—শিক্ষার্থীদের সাধারণ শিখনের অতিরিক্ত সহয়তা প্রদান, শিক্ষার্থীদের মনস্তাত্ত্বিক চাহিদা পূরণ, শিক্ষার্থীর ব্যক্তিকেন্দ্রিক প্রবণতাকে গুরুত্বদান, শিক্ষার্থীকে বিমূর্ত বিষয় অনুধাবনে সহায়তাপ্রদান, শিক্ষার্থীর ক্ষমতা ও দুর্বলতা অনুধাবন, উদ্দীপক শিক্ষণ পদ্ধতি ব্যবহার, নিবিড় পর্যবেক্ষণ, শিক্ষার্থীকে সাধারণ শ্রেণিকক্ষে সফলতা অর্জনের উপযোগী করে তোলা।
- শিক্ষকের ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা—পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে ব্যক্তিকেন্দ্রিক সহায়তা দেওয়া, নতুন নতুন শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিক্ষণ পদ্ধতির সঙ্গে পরিচিত হওয়া, পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীকে মূল শিক্ষণস্রোতে নিয়ে আসা।
- শিক্ষার্থীর ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের প্রয়োজনীয়তা—সাধারণ শিখনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলা, নিজস্ব সমস্যাগুলিকে অতিক্রম করা, নিজস্ব চাহিদাভিত্তিক শিখনের সুযোগ পাওয়া, সহপাঠীদের সঙ্গে সহশিখনের উপযোগী হয়ে ওঠা।
- পর্যবেক্ষণ, কথোপকথন ও মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষক সংশোধনী পাঠে অগ্রসর হবেন।
- সংশোধনী পাঠের ধাপ—শিখন শিক্ষণ → মূল্যায়ন → শিক্ষার্থীর যথাযথ ফল লাভ না করা → সমস্যা নির্ণয় → সমস্যার ক্ষেত্র সনাক্তকরণ → সংশোধনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ → গুণগতভাবে উন্নত শিখন।
- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের সংশোধনী পাঠ দেওয়ার আগে তাদের প্রকারভেদ জেনে নেওয়া প্রয়োজন। শ্রেণিতে যে ধরনের বুদ্ধিদীপ্ত শিশু থাকতে পারে, সেই ধরণগুলি হল—সফল বুদ্ধিদীপ্ত শিশু, সমস্যাপ্রবণ বুদ্ধিদীপ্ত শিশু, সুপ্ত বুদ্ধিদীপ্ত শিশু, বিদ্যালয় ছুট বুদ্ধিদীপ্ত শিশু, অশনাক্ত বুদ্ধিদীপ্ত শিশু, স্ব-শিখনে আগ্রহী বুদ্ধিদীপ্ত শিশু।
- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের বৌদ্ধিক বৈশিষ্ট্য—সাধারণ যৌক্তিক ক্ষমতা, বৌদ্ধিক কৌতূহল, দ্রুতগতিতে শিখন, বিমূর্ত ভাবনা অনুধাবন, জটিল চিন্তনপদ্ধতি, কল্পনাশক্তি, নৈতিকতা অনুধাবন, শিখনে আগ্রহ, মনোযোগের ক্ষমতা, বিশ্লেষণী চিন্তন, বহুমুখী চিন্তন, সৃজনশীলতা, ন্যায়বোধ।

- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের ব্যক্তিত্ব সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য—অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন, মানসিক উদ্দীপকের চাহিদাসম্পন্ন, ত্রুটিহীনতা, অসাধারণ রসবোধ, সংবেদনশীলতা, সমানুভূতি, গভীরতা, আত্মসচেতনতা, পরিবর্তনশীল, প্রশ্নে আগ্রহী, প্রগতিশীল মনোভাব।

- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের বৌদ্ধিক ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি—প্রতিযোগিতামূলক এবং নমনীয় কর্মসূচি গ্রহণ, চিন্তন উদ্রেককারী বিভিন্ন প্রশ্নের দক্ষতা তৈরি, বিভিন্ন স্তরের দক্ষতা-সহায়ক কাজ প্রদান বহুস্তরীয় মূল্যায়ণ, সমদক্ষতাসম্পন্ন দলীয় কাজ, প্রকল্প শিখন, প্রতিভা বিকাশের সুযোগ তৈরি, সমজাতীয় বিষয়ের সঙ্গে অনুবন্ধ স্থাপন।

- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের অভিব্যক্তিমূলক ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি—শিক্ষার্থীদের আত্ম-শনাক্তকরণের ক্ষমতা তৈরি, অভিব্যক্তিমূলক শিক্ষণ-শিখন, শিক্ষকের উৎসাহদান ও সহায়তা প্রদান।

- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের আচরণমূলক সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি—সামাজিক দক্ষতার শিক্ষণ, দলগত কাজ, সামুদয়িক পরিষেবা, সহপাঠীদের সঙ্গে সহ-শিক্ষণ কম্পিউটার সহায়ক স্বয়ং-শিক্ষণ, সম-আগ্রহী দল গঠন।

- বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে ব্যবস্থাগুলি গ্রহণ করা প্রয়োজন, তা হল—পাঠ্যবিষয়ের অতিরিক্ত শিখন-উপাদান দেওয়া, অতিরিক্ত তথ্যভিত্তিক পঠন ও শিখন, বিমূর্ত ভাবনাসমৃদ্ধ সাহিত্যপাঠে উৎসাহ দেওয়া, ব্যাকরণ নির্মিতি প্রভৃতি অংশের অধিক শিখন, বোধমূলক সাহিত্যপাঠে আগ্রহী করে তোলা, একাধিক ব্যাখ্যাসম্পন্ন পাঠ দান, সৃজনশীল রচনায় উৎসাহদান পাঠ সহায়ক বিতর্ক অথবা তাৎক্ষণিক বক্তব্যের সুয়োগ দান, সক্রিয়তাভিত্তিক শিখনে উৎসাহ দান বিভিন্ন ধরনের সাহিত্যানুশীলনমূলক সহপাঠ্যশ্রমিক বিষয়ে অংশগ্রহণের সুযোগ দান। সমমনস্ক সমবুদ্ধিসম্পন্ন সঙ্গীশিখন ত্বরণ অথবা উচ্চ কাঠিন্যমানসম্পন্ন পাঠ্যবিষয়ের অন্তর্ভুক্তি।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সংশোধনী পাঠ দেওয়ার আগে তাদের বৈশিষ্ট্যগুলি জেনে নেওয়া প্রয়োজন, যে বৈশিষ্ট্যগুলি হল—মনোযোগ এবং মনোনিবেশের পরিসর কম, প্রতিক্রিয়া অত্যন্ত ধীর, আত্মপরিচালনার ক্ষমতা কম, বিমূর্ত ভাবনা এবং সামান্যীকরণের স্বল্প ক্ষমতা, পূর্ব অভিজ্ঞতার সঙ্গে নতুন তথ্যকে মেলানোর ক্ষেত্রে অসুবিধা, শিখনের গতি ধীর এবং বিস্মরণের গতি দ্রুত, দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতা কম, নিজস্বতা এবং সৃজনশীলতার অভাব, বিশ্লেষণী মনোভাবের অভাব, সমস্যা সমাধানে অপারগতা উচ্চস্তরের মানসিক ক্ষমতার অভাব।

- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ভাষাগত বৈশিষ্ট্য কথা বলার অসুবিধা, ভাষা প্রয়োগ অথবা ব্যবহারে সমস্যা, সীমিত শব্দসংখ্যা, শিশুসুলভ ব্যবহার, বানান ভুলের প্রবণতা, শ্রেণির সঙ্গে গতি রাখতে না পারা।

- শিক্ষার্থীর পিছিয়ে পড়ার সম্ভাব্য কারণ—প্রাক্ক্ষোভিক বিকাশ যথাযথ না হওয়া, পরিবেশনজনিত

নিরাপত্তাহীনতা, শিখনের সুযোগের অভাব, নিরন্তর অভিভাবক, প্রশিক্ষণহীন শিক্ষক, দুর্বল স্বাস্থ্য, শিক্ষার মাধ্যম, যোগাযোগ। সংযোগের অভাব।

- পিছিয়ে পড়ার শিক্ষার্থীদের পঠনজনিত সমস্যার ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি—চার্টে বড় হরফে লিখে শিক্ষার্থীদের ধীরে ধীরে সরব পাঠ করানো, শরব পাঠের সঙ্গে সঙ্গে অর্থ ব্যাখ্যা করে দেওয়া উপভোগ্য সরস ছোটগল্প বা কবিতা পাঠ করানো, ছবিতে গল্প লিখে শিক্ষার্থীদের পাঠ করানো।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের লিখনের সমস্যার ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি—প্রাথমিকভাবে বানানে গুরুত্ব না দিয়ে লিখনে উৎসাহ দেওয়া, ছোট ছোট বাক্য লেখানো নির্মিতি অংশে জোর দেওয়া, বিদ্যালয় পত্রিকা ও দেওয়াল পত্রিকায় লিখতে উৎসাহ দেওয়া।
- পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের বানানের সমস্যার ক্ষেত্রে সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি—শিক্ষক বোর্ডে বড় হরফে ভেঙে ভেঙে বানান লিখে দেবেন এবং শিক্ষার্থী তা খাতায় বারবার লিখে অভ্যাস করবে। বানানের সাপ্তাহিক পরীক্ষা, বিভিন্ন ধরনের ভাষা-ক্রীড়া ব্যবহার।
- সাধারণ শিখন-শিক্ষণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিশুদের জন্য সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি—পাঠক্রমের অন্তর্গত পাঠ্যবিষয়ের বাইরে শিক্ষার্থীর আগ্রহভিত্তিক মূর্ত বিষয়সম্পন্ন সাহিত্যপাঠ বিশেষ শিক্ষণের ব্যবস্থা, ছোট ছোট প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে শিক্ষাদান, বারবার অনুশীলন, ছোট ছোট কাজের ভিত্তিতে সদর্থক মূল্যায়ণ, শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক তত্ত্বাবধান, শিক্ষাসহায়ক আকর্ষণীয় উপকরণ ব্যবহার, শিক্ষার্থীদের আগ্রহের ভিত্তিতে নতুন বিষয়ের পাঠক্রমের অন্তর্ভুক্ত, বিষয়কেন্দ্রিক বৃত্তিমূলক সক্রিয়তাভিত্তিক কাজের ব্যবস্থা, গান কবিতা নাটক প্রভৃতি বিনোদনমূলক কাজের ব্যবস্থা।
- সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক শনাক্তকরণ, দুর্বলতার ক্ষেত্রগুলি নির্ণয়, সম্ভাব্য কারণ অনুসধঅনের পর সংশোধনী শিক্ষায় অগ্রসর হবেন।
- সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক যে কৌশলগুলি অবলম্বন করেন, সেগুলি হল-ব্যক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষাপদ্ধতি, সহপাঠী-সহায়তায় শিক্ষা, পুরস্কার প্রক্রিয়া, শিক্ষার্থীদের আচরণগত সমস্যা সামলানো।
- চারস্তরীয় সংশোধনী পাঠের মডেলের স্তরগুলি হল—যেখানে শিক্ষার্থীদের নির্দিষ্ট সমস্যা থাকে না, যেখানে কিছু শিক্ষার্থীর ভাষা-সাহিত্য শিক্ষার প্রেরণা দরকার, যেখানে কিছু শিক্ষার্থীর মৃদু সমস্যা থাকে, যেখানে সর্বাধিক চাহিদাসম্পন্ন শিক্ষার্থী থাকে।
- সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে ভাষা সাহিত্য শিক্ষকের যে বিষয়গুলি স্মরণে রাখা প্রয়োজন, তা হল—পাঠ্যবিষয়কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে ছোট-ছোট উপএককে বিভক্ত করে নিতে হবে, সহজ ও মূর্ত পাঠ্যবিষয় চয়ন করতে হবে, অভিধান ও গ্রন্থাগার ব্যবহারে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করতে হবে, ছোট ছোট আকর্ষণীয় গল্পের বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করতে হবে, সহজবোধ্য সরল ভাষায় ছোট ছোট বাক্যে নির্দেশ দান করতে হবে। অভিভাবকদের সঙ্গে সংযোগ রেখে গৃহে সংশোধনী পাঠের

বিস্তার ঘটাতে হবে, বিশেষ কল্প বিশেষভাবে প্রশিক্ষিত শিক্ষক বিশেষ শিক্ষা উপকরণের সহায়তা গ্রহণ করতে হবে।

৪.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন :

১. সংশোধনী পাঠের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

২. বুদ্ধিদীপ্ত শিশুদের সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষক কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারেন?

৩. পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের ভাষাগত শিক্ষনের ক্ষেত্রে কী ধরনের সমস্যা হতে পারে?

৪. সাধারণ শিখন শিক্ষণের ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থীদের সংশোধনী পাঠের পদ্ধতি আলোচনা করুন।

৫. সংশোধনী পাঠের ক্ষেত্রে শিক্ষক কী কী কৌশল গ্রহণ করতে পারেন?

৪.১০ সহায়ক গ্রন্থ

- নন্দ, বিষ্ণুপদ, জামান সারাওয়াতারা, ব্যতিক্রমধর্মী শিশু, মাওলা ব্রাদার্স, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫।
- রায়, সুশীল, শিক্ষা মনোবিদ্যা, সোমা বুক এজেন্সি, কলকাতা, নবম সংস্করণ ১৯৯৯-২০০০।
- রাহা, সুজাতা, বসু, বৈশালী, বাংলা শিক্ষণ পরিক্রমা আহেলী পাবলিশার্স, জানুয়ারী, ২০১৫।

একক ৫ □ মূল্যায়ন

গঠন

৫.১ প্রস্তাবনা

৫.২ উদ্দেশ্য

৫.৩ মূল্যায়নের ধারণা : বিষয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

৫.৪ শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন : গঠনগত, সমষ্টিগত ও নির্ণায়ক

৫.৪.১ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

৫.৫ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন : ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

৫.৫.১ ধারণা

৫.৫.২ বৈশিষ্ট্য

৫.৫.৩ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবহার

৫.৫.৩.১ পর্যায়

৫.৫.৩.২ ব্যবহার

৫.৬ পারদর্শিতার অভীক্ষা : ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

৫.৬.১ পারদর্শিতার অভীক্ষার ধারণা

৫.৬.২ পারদর্শিতার অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য

৫.৭ বিশেষ শিশুদের জন্য মূল্যায়ন উপকরণ প্রস্তুতি ও ব্যবহার

৫.৮ আসুন সংক্ষেপ করি

৫.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন

৫.১০ সহায়ক গ্রন্থ

৫.১ প্রস্তাবনা

নতুন অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য ব্যক্তি শিখন প্রক্রিয়াকে ব্যবহার করে। শিক্ষার্থীর শিখনে সহায়তা করার জন্য শিক্ষণ প্রক্রিয়া পরিচালনা করা হয়। আধুনিক কালে শিক্ষা প্রক্রিয়া বলতে শিখন ও শিক্ষণ এই দুই প্রক্রিয়ার সমন্বয়কে বোঝায়। এই উভয় প্রক্রিয়ার সামগ্রিক ফল হিসেবে শিক্ষার্থীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন আসে, এই পরিবর্তনের গতি, প্রকৃতি ও পরিমাণ সম্পর্কে শিক্ষকের ধারণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। শিক্ষার্থীদের বিকাশের ধারা অনুশীলনের জন্য নিয়মতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে পরীক্ষা বলা হয়। শিক্ষাববস্থার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত এই পরীক্ষা ব্যবস্থা জনপ্রিয় হলেও কিছু ত্রুটি ও কুফল আছে তাই এই ব্যবস্থার পরিবর্তন ও সংস্কার ঘটাতে একটি নতুন ধারণা প্রবর্তন করা হয়েছে, যার নাম মূল্যায়ন। মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার

গুরুত্ব হল শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সুপরিচালিত করা এবং মূল্যায়নের ভিত্তিতে শিক্ষা-উদ্দেশ্য, পদ্ধতি, প্রয়োগকৌশলের যথোপযুক্ততা বিচার করা। এই বিচারের প্রেক্ষিতে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়াকে সংশোধন, পরিমার্জন ও নবরূপে পরিকল্পনা করা হয়। মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর চরিত্রের উন্নতি, বুদ্ধির বিকাশ, জ্ঞানের গভীরতা, মননের তীব্রতা প্রভৃতি বিচার করা হয়। শিক্ষার গুণগত ও মানগত পরিমাপই মূল্যায়ন।

৫.২ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করার পর আপনারা—

- মূল্যায়নের সংজ্ঞা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করতে পারবেন।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়ন সম্বন্ধে ধারণা লাভে সামর্থ হবেন।
- গঠনগত, সমষ্টিগত ও নির্ণায়ক মূল্যায়ন সম্বন্ধে অবহিত হবেন।
- নিরবচ্ছিন্ন সঠিক মূল্যায়নের ধারণা ও পদ্ধতি সম্বন্ধে অবগত হবেন।
- পারদর্শিতার অভীক্ষার গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন হবেন।
- বিশেষ শিশুদের জন্য মূল্যায়ন উপকরণের প্রস্তুতি ও ব্যবহার সম্বন্ধে অবগত হবেন।

৫.৩ মূল্যায়নের ধারণাঃ বিষয় বাংলা ভাষা ও সাহিত্য

মূল্যায়ন শব্দটি আধুনিক শিক্ষাবিজ্ঞানে পরিচিত শব্দ। কোন কিছুর ওপর মূল্য আরোপ করাই হল মূল্যায়ন। মূল্যায়ন হল একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে শিক্ষার্থী কতটা সফল হয়েছে তা বিচার করা হয়। শিক্ষার্থীর আচরণের যে দিকগুলো তার সঠিক বিকাশে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হয়, সেগুলো হল জ্ঞান-অর্জনে সম্পর্কিত, অনুভূতি সম্পর্কিত, মনন সম্পর্কিত। এই তিন প্রকার আচরণের মধ্যে প্রথাগত শিক্ষায় মূলত প্রথম প্রকার আচরণের মূল্যায়ন করা হয়, কিন্তু শিক্ষার্থীর যথার্থ অগ্রগতি যাচাই করার জন্য বাকি দুটি আচরণের মূল্যায়নও প্রয়োজন।

মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্যগুলি নিম্নরূপঃ

- সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াই হল মূল্যায়ন।
- শুধু তথ্য সংগ্রহ নয়, তথ্য বিশ্লেষণও করা হয়।
- মূল্যমান বিচার করা হয়।
- সব কিছুর পরে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে মূল্যায়ন করা হয়।

মূল্যায়ন ব্যবস্থা সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারে এবং তার সর্বাঙ্গীণ উন্নতি সাধন করতে পারে। ভারতীয় শিক্ষা কমিশন (১৯৬৪-৬৬) তাই মূল্যায়নকে শিক্ষার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসাবে বর্ণনা করেছেন।

শিক্ষায় মূল্যায়নের গুরুত্ব—

- উদ্দেশ্য সচেতনতা—আধুনিক ধারণা অনুযায়ী শিক্ষা একটি সচেতন ইচ্ছানিয়ন্ত্রিত প্রক্রিয়া। যে কোন সচেতন প্রক্রিয়ার একটি লক্ষ্য থাকা বাঞ্ছনীয়। মূল্যায়নের ধারণা প্রবর্তিত হওয়ার ফলে শিক্ষক এবং শিক্ষার্থী উভয়ে শিক্ষণ ও শিখনের বিশেষ ধর্মী কিছু উদ্দেশ্য সম্বন্ধে প্রথম থেকেই সচেতন থাকেন।
- পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিচার—শিক্ষককে আধুনিক শিক্ষণ পদ্ধতি ও কৌশলসমূহের মধ্য থেকে পরিস্থিতি ও পরিবেশ অনুযায়ী উপযুক্ত পদ্ধতি ও কৌশল নির্বাচন করতে হয়। পাঠদানের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে যথাযথ ধারণা থাকলে শিক্ষকের পক্ষে উপযুক্ত বিষয়বস্তু, পদ্ধতি, কৌশল নির্বাচন করা সহজ হয়। শিক্ষণের উদ্দেশ্য মূল্যায়ন প্রক্রিয়ার মূল ভিত্তি তাই মূল্যায়ন ব্যবস্থায় শিক্ষক প্রথম থেকে উদ্দেশ্য সম্পর্কে সচেতন থাকেন বলে তার পক্ষে উদ্দেশ্য—অভিমুখী সঠিক পদ্ধতি ও কৌশল চয়ন করা সম্ভব হয়।
- পরীক্ষা সংস্কার—গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষার্থীর অগ্রগতি পরিমাপের জন্য শুধু পরীক্ষা কৌশলকেই ব্যবহার করা হয়। মূল্যায়ন ব্যবস্থা প্রবর্তনের ফলে পরীক্ষা ব্যবস্থার সংস্কারে যেমন উৎসাহ বেড়েছে, তেমনই নতুন নতুন পরিমাপক কৌশলও আবিষ্কৃত হয়েছে।
- অগ্রগতির তুলনা—মূল্যায়ন একটি ধারাবাহিক অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থীর ধারাবাহিক অগ্রগতি সম্বন্ধে জানা যায়, যে কোন সময়সীমার মধ্যে শিক্ষার্থীর অগ্রগতির হার পূর্ববর্তী যে কোন সময়ের অগ্রগতির হারের সঙ্গে তুলনামূলকভাবে বিচার করা যায়।
- শিক্ষাগত নির্দেশনা দান—মূল্যায়ন একটি সামগ্রিক প্রক্রিয়া, তাই তা সম্পাদনের জন্য শিক্ষার্থীর জীবন সম্পর্কে ধারাবাহিকভাবে তথ্য সংগ্রহ করা প্রয়োজন। সংগৃহীত তথ্য শিক্ষার্থীকে শিক্ষাগত নির্দেশনা দানে সহায়ক ভূমিকা গ্রহণ করে।
- পাঠক্রম বিচার—মূল্যায়ন ব্যবস্থা পাঠক্রমের যথার্থতা বিচারে সহায়তা করে, যার মাধ্যমে পাঠক্রমের ত্রুটিগুলি নির্ধারণ করে তার সংস্কার করা সহজ হয়।
- সংশোধনমূলক শিক্ষণ—মূল্যায়ন ব্যবস্থার দ্বারা প্রাপ্ত ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে শিক্ষার্থীদের সুবিধা, অসুবিধা, সমস্যা চিহ্নিত করা সহজ হয়, সেই অনুযায়ী শিক্ষার্থীর প্রয়োজনভিত্তিক সংশোধনমূলক শিক্ষণ পরিকল্পনা করা যায়।
- মূল্যায়ন কৌশলের বিচার—মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পরিমাপক কৌশল ব্যবহার করা হয়। এই কৌশলগুলির যথার্থতা মূল্যায়নের মাধ্যমে বিচার করা সম্ভব, অর্থাৎ, মূল্যায়ন এক ধরনের স্বয়ং-সংশোধনমূলক প্রক্রিয়া।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের মূল্যায়ন

নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা দেওয়া হয়। সেই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যগুলি কতটা সফল হচ্ছে, তা বোঝা যায় মূল্যায়নের মাধ্যমে। ভাষার ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারে দক্ষতা অর্জন ও সাহিত্যের

ক্ষেত্রে রসাস্বাদন ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার মূল কথা। বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার মাধ্যমে শিক্ষার্থী শুদ্ধভাবে বাংলা ভাষা বলতে ও লিখতে পারবে, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবহিত হবে, লেখকের বক্তব্য ও লিখনরীতি অনুধাবনে সক্ষম হবে, নিজের স্বাধীন চিন্তা ও কল্পনাশক্তিতে এর প্রভাব পড়বে। সাহিত্য শিক্ষাদানে রসাস্বাদনের দিকটিও গুরুত্ব পাবে। শিক্ষার্থীদের ভাষা ব্যবহারের দক্ষতা অর্জন, রসধ্বনির আস্বাদন ও বিষয়বস্তু আয়ত্তীকরনের সার্থক বিশ্লেষণই হচ্ছে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে সঠিক মূল্যায়ন।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে মূল্যায়নের ধারণা ও উদ্দেশ্যের প্রয়োজনীয়তা

শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার চারটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল শিক্ষার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য, শিক্ষণ পদ্ধতি, মূল্যায়ন। নিচের রেখাচিত্রটি দ্বারা আমরা এই চারটি বিষয়ের সম্পর্ককে চিহ্নিত করতে পারি—

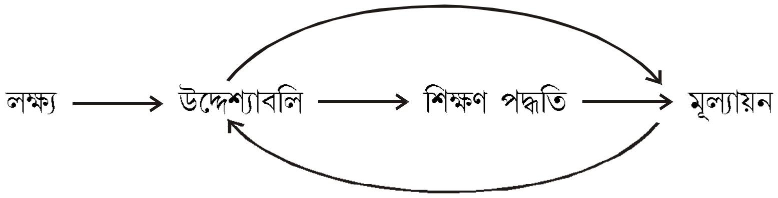

রেখাচিত্রটি থেকে বোঝা যায় শিখনের উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন পরস্পরের উপর নির্ভরশীল এবং সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আচরণের কাঙিক্ষক পরিবর্তন যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই পরিবর্তন বোঝার মাধ্যম হল মূল্যায়ন। একটি উদাহরণ দিয়ে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যেতে পারে—

সপ্তম শ্রেণির পাঠ্যসূচির অন্তর্গত রবীন্দ্রনাথের 'ভারততীর্থ' কবিতাটি পাঠ করলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভারতবর্ষের সুমহান ঐতিহ্য, পরধর্ম-পরমত সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে সচেতনতা সৃষ্টি হবে, তাদের মধ্যে এই ঐতিহ্যের সঞ্চালনা ঘটবে। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই সচেতনতা আগ্রহ হচ্ছে কিনা তা অনুধাবন করার জন্য নিম্নলিখিত প্রশ্ন করা যেতে পারে—

- ভারতকে তীর্থ বলা হয়েছে কেন?
- কোন্ কোন্ বহিরাগত জাতি ভারতে এসেছিল?
- সমজাতীয় আরেকটি কবিতা অথবা গদ্যের নাম বল।

অর্থাৎ ঐতিহ্যের সঞ্চালনা যদি শিক্ষাগত উদ্দেশ্য হয়, তাহলে মূল্যায়নের প্রশ্নও হবে সেই উদ্দেশ্যের অভিমুখী।

শিখনের সাধারণ উদ্দেশ্যর থেকে মূল্যায়নের উদ্দেশ্য কিছুটা পৃথক, বেঞ্জামিন ব্লুম, মেগার মূল্যায়নের এই বিশেষ উদ্দেশ্যগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন।

এই শিক্ষাবিদেরা মূল্যায়নের উদ্দেশ্যের পাঁচটি উপাদান নির্দিষ্ট করেছেন—

- সম্পাদক (performer)
- সম্পাদিত কাজ (action)

- কাজের বিষয়বস্তু (content)
- কাজের শর্তাবলি (conditions)
- কাজের গুণগত মান নির্ধারক বৈশিষ্ট্য (criteria for judgement)

এবার শ্রেণিকক্ষে এই পাঁচটি উপাদান কীভাবে ব্যবহার করা যাবে, দেখা যাক—

- সম্পাদক ⇄ শিক্ষার্থী
- সম্পাদিত কাজ ⇄ শিখন প্রক্রিয়া
- কাজের বিষয়বস্তু ⇄ ছোট ছোট অংশে বিন্যস্ত পাঠ্যাংশ
- কাজের শর্ত ⇄ শিখন প্রক্রিয়ার নির্ভরশীলতা
- মান নির্ধারক বৈশিষ্ট্য ⇄ কাজের বিবরণ

'ভারততীর্থ' কবিতাটির প্রেক্ষিতে উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করা যাক—

সম্পাদক → শিক্ষার্থী

সম্পাদিত কাজ → ব্যাখ্যা করতে পারবে

কাজের বিষয়বস্তু → ভারতীয় ঐতিহ্যের পরম্পরা

কাজের শর্ত → নিজের ভাষায় প্রকাশ করা

মান নির্ধারক বৈশিষ্ট্য → উদাহরণ সহযোগে ব্যাখ্যা

এইভাবে উদ্দেশ্য নির্ধারণ করার পর বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষকের পক্ষে কাম্য শিখন সামর্থ্যের যথাযথ মূল্যায়ন করতে হবে।

৫.৪ শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন : গঠনগত, সমষ্টিগত ও নির্ণায়ক

৫.৪.১ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষার ক্ষেত্রে শিক্ষার্থীর শিখন সামর্থ্য বিকাশের যে ধারা অনুসরণ করা হয়, তা হল জ্ঞান-বোধ-প্রয়োগ-দক্ষতা। এই চার ধরনের বিকাশের সঙ্গে জড়িয়ে আছে শিক্ষার্থীর আচরণধারার পরিবর্তন এবং পূর্ণ সামাজিক মানুষে পরিণত হওয়ার বিষয়টি, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের বিষয়টি অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি আমাদের মাতৃভাষা। এই ভাষার সাহায্যেই আমরা আমাদের ভাব ও ভাবনার প্রকাশ ঘটাই, সমাজের সঙ্গে অভিযোজন করি।

এই ভাষার শিখন-শিক্ষণে শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তাগুলি নিম্নরূপ—

- শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থী ঠিকমত বিষয়টি পড়তে পারছে কি না, উচ্চারণে ত্রুটি আছে কিনা, বিরামচিহ্নের ব্যবহারে দক্ষতা অথবা ব্যর্থতা—সবকিছুই ভালভাবে সনাক্ত করা যায় এবং সমাধান করা যায়।

- ব্যাকরণ পাঠে শিক্ষার্থীর অনীহা ও আলস্য মূল্যায়নের মাধ্যমে চিহ্নিত করে বাস্তব জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে সচেতন করা যায়।
- শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়ন ব্যবস্থায় পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের স্বাভাবিক প্রয়োগে দ্রুততার সঙ্গে সমস্যার সমাধান করা সম্ভব হয়। শিক্ষার্থীর বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং অক্ষমতা বিচার করে তার শোধন করা যায়।
- সাহিত্যের ক্ষেত্রে শব্দ, অলংকার, উপমা ইত্যাদির প্রায়োগিক অর্থ বিশ্লেষণ করে বিষয়ের মর্মার্থ শিক্ষার্থীদের কতটা বোধগম্য হচ্ছে তা প্রশ্নের মাধ্যমে অনুধাবন করা যায়।
- শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ ঘটানো যায়, তাদের আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করা যায়।
- আবেগ নিয়ন্ত্রণে এবং প্রাক্ষোভিক প্রশমনে শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের গুরুত্ব অপরিসীম।
- শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের মধ্যে অন্তর্দলীয় প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো যায়।
- শ্রেণিকক্ষের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা এবং দক্ষতার প্রসার ঘটে।

শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের নানা প্রকারভেদ আছে। সেগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য গঠনগত, সমষ্টিগত ও নির্ণায়ক মূল্যায়ন।

গঠনগত মূল্যায়ন (Formative Evaluation) কে প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নও বলা হয়, অপরপক্ষে সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Summative Evaluation) কে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হিসাবেও উল্লেখ করা হয়। পৃথক আলোচনার আগে মূল্যায়ন প্রক্রিয়ায় এই দুই ধরনের মূল্যায়নের ভূমিকা জেনে নেওয়া প্রয়োজন—

মূল্যায়ন প্রক্রিয়া

বিশ্লেষণ → পরিকল্পনা → বিকাশ → প্রয়োগ → [সমষ্টিগত মূল্যায়ন]

পরিকল্পনা ↓ [গঠনগত মূল্যায়ন]

গঠনগত মূল্যায়ন : শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিক্ষণের প্রস্তুতিপর্বে অথবা উপস্থাপন স্তরে যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলে তাকে বলা হয় গঠনগত মূল্যায়ন।

গঠনগত মূল্যায়নের কারণ—

- গঠনগত মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অভিমুখে যাওয়া সুবিধাজনক হয়।
- শিক্ষার্থীদের আচরণ পরিবর্তনের ধারা বোঝার জন্য গঠনগত মূল্যায়ন প্রয়োজন
- শিক্ষকের নিজের শিক্ষণপ্রক্রিয়ার উন্নতির জন্য গঠনগত মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ায় সংযোজন, পরিবর্জন এবং পরিমার্জনের জন্য গঠনগত মূল্যায়ন প্রয়োজন।

গঠনগত মূল্যায়ন কৌশল—

- শিখন লক্ষ্যকে স্পষ্ট ও বোধগম্য করা
- লক্ষ্য অনুযায়ী পরিকল্পনা গ্রহণ করা
- উদাহরণ সহযোগে বিষয়বস্তু উপস্থাপন করা
- শিক্ষার্থীকে আত্মমূল্যায়নে উদ্বুদ্ধ করা
- পুনরাবৃত্তি করা
- শিক্ষার্থীর কাছ থেকে উত্তর ও মতামত গ্রহণ করা
- শিক্ষার্থীর উত্তর ও মতামতের ভিত্তিতে প্রয়োজনে পুনঃপরিকল্পনা গ্রহণ করা

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ প্রশিক্ষণ পুস্তিকায় গঠনগত/ প্রস্তুতিকালীন মূল্যায়নের যে সূচনাগুলি নির্ধারণ করেছেন সেগুলি হল—

১. অংশগ্রহণ (Participation)
২. প্রশ্ন ও অনুসন্ধান (Questioniar and Experimentation)
৩. ব্যাখ্যা ও প্রয়োগের সামর্থ্য (Interpretation and Application)
৪. সমানুভূতি ও সহযোগিতা (Empathy and Cooperation)
৫. নান্দনিকতা ও সৃষ্টিশীলতার প্রকাশ (Aesthetic and Creative Expression)

গঠনগত মূল্যায়নের উপযোগিতা—

- এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি সঠিকভাবে অনুধাবন করা যায়।
- নির্দেশনাদানের যাথার্থ্য বিচার করা যায়।
- গঠনগত মূল্যায়নের দ্বারা শিক্ষক নিজের শিক্ষণপ্রক্রিয়া এমনভাবে পরিমার্জন করেন যাতে শিক্ষার্থীর শিখন প্রক্রিয়ায় অভিযোজন করতে সুবিধা হয়।
- শিক্ষার্থীরা গঠনগত মূল্যায়নের ফল দেখে নিজের শিখনসামর্থ্য বৃদ্ধি করার চেষ্টা করে।
- গঠনগত মূল্যায়নের ফল অনুসরণে শিক্ষক সংশোধনামূলক শিক্ষণের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে পারেন।
- গঠনমূলক মূল্যায়নে কোন পরিমাপ হয় না, তাই শিক্ষার্থীরা নির্ভাবনায় এর অংসীদার হতে পারে।
- গঠনমূলক মূল্যায়নে শিক্ষক অনুধাবন করতে পারেন কোন্ শিক্ষার্থীর কী ধরনের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে।

গঠনগত মূল্যায়নের অসুবিধা—

- গঠনগত মূল্যায়নের প্রক্রিয়া চলাকালীন পাঠদানের উপযুক্ত সময়ের স্বল্পতা দেখা দিতে পারে।
- গঠনগত মূল্যায়ন করার জন্য শিক্ষকের প্রশিক্ষণের অভাব থাকে।

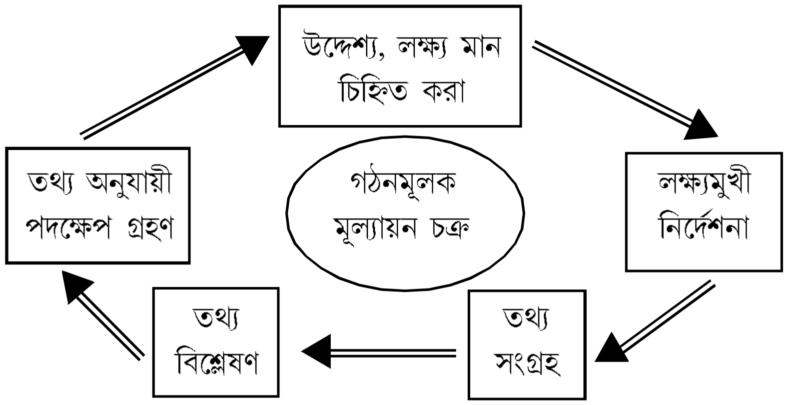

সমষ্টিগত মূল্যায়ন (Summative Evaluation) কোনো কর্মসূচী বা প্রকল্পের শেষে শিক্ষণ উদ্দেশ্যগুলি কতখানি চরিতার্থ হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা কতখানি পারদর্শিতা অর্জন করেছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকেই বলা হয় সমষ্টিগত মূল্যায়ন।

সমষ্টিগত মূল্যায়নের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে শিক্ষাবিদ N. E. Groulued বলেছেন— ''Summative Evaluation typically comes at the end of a course (or unit) of instruction. It is designed to determine the extend to which the instructional objectives have been achieved and is used primarily for assigning course grades or certifying pupil mastery of the intended learning outcomes.''

সমষ্টিগত মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য :

- সমষ্টিগত মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয় কোন বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণের জন্য গৃহীত নির্দেশনামূলক কর্মসূচীর সার্থক রূপায়ণের জন্য।
- পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় শিক্ষার নতুন পাঠক্রমে তিনবার সমষ্টিগত মূল্যায়নের ব্যবস্থা আছে।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে কাঙ্খিত আচরণগত পরিবর্তন উদ্দেশ্যের প্রেক্ষিতে কতটা সম্ভব হয়েছে তা যাচাই করার জন্য সমষ্টিগত মূল্যায়ন প্রয়োজন।
- সমষ্টিগত মূল্যায়ন শিক্ষার্থী এবং কর্মসূচীর সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্পর্কে শিক্ষককে অবগত করে।
- সমষ্টিগত মূল্যায়ন বিশ্লেষণধর্মী
- সমষ্টিগত মূল্যায়নের কৌশলগুলি নির্ভরযোগ্য, যথার্থ এবং সর্বজনগ্রাহ্য।
- সমষ্টিগত মূল্যায়নের উদ্দেশ্যগুলি ব্যাপক।

লিখিত পদ্ধতিতে সমষ্টিগত মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির প্রতি লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন:

- প্রশ্নপত্রের অন্তত এক তৃতীয়াংশ প্রশ্ন হবে মুক্তপ্রান্তিক (open ended)।

- এছাড়া পূর্ণমানের সঙ্গে সমানুপাতিক বিন্যাসে শিক্ষার্থীর বিশ্লেষণী ক্ষমতা ও সৃজনশীলতার লিখিত পরিসরে প্রকাশের যাতে সুযোগ ঘটে, শিক্ষক /শিক্ষিকাকে সে বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে।
- শিক্ষার্থীর মধ্যে অর্জিত মানের ধারণ ক্ষমতা যেন বৃদ্ধি পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।
- শিক্ষার্থীর দুর্বলতা চিহ্নিত করে গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় প্রতিকার করতে হবে।
- প্রথম পর্যায়ে অর্জিত সামর্থ্যগুলির প্রয়োগের পরিসর থাকবে দ্বিতীয় পর্যায়ে, একইভাবে প্রথম এবং দ্বিতীয় পর্যায়ের অর্জিত সামর্থগুলির প্রয়োগের পরিসর থাকবে তৃতীয় পর্যায়ে।
- শিক্ষার্থীর জীবনের প্রারম্ভিক পর্বে গঠনমূলক মূল্যায়ন অধিক গুরুত্ব পায়, ধীরে ধীরে সমষ্টিগত মূল্যায়ন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

গঠনমূলক ও সমষ্টিগত মূল্যায়নের পার্থক্য (Differences between formative and Summative Evaluation)

গঠনমূলক মূল্যায়ন :	**সমষ্টিগত মূল্যায়ন :**
১. কোন প্রকল্প বা কর্মসূচী চলাকালীন প্রত্যাশা অনুযায়ী শিক্ষার্থীদের অগ্রগতি হচ্ছে কিনা তা এই মূল্যায়নের সাহায্যে যাচাই করা হয়।	১. কোন প্রকল্প ও কর্মসূচীর শেষে শিখন উদ্দেশ্য কতটা চরিতার্থ হয়েছে তা এই মূল্যায়নের সাহায্যে যাচাই করা হয়।
২. শ্রেণিকক্ষের ভিতরে ও বাইরে শিখনের সময় গঠনগত মূল্যায়ন চলে।	২. প্রতি শিক্ষাবর্ষে তিনবার সমষ্টিগত মূল্যায়ন চলে।
৩. এই মূল্যায়ন শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়ার প্রত্যাশিত গুণমান বজায় রাখা হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে ধারাবাহিক তদারকি করে।	৩. এই মূল্যায়নের মাধ্যমে কোন কর্মসূচী বা প্রকল্পের সাফল্য ও ব্যর্থতা সম্বন্ধে অবহিত হওয়া যায়।
৪. এই মূল্যায়নের বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত সংকীর্ণ ও বিশেষীকৃত।	৪. এই মূল্যায়নের বিষয়গুলি অপেক্ষাকৃত ব্যাপক ও সাধারণ।

নির্ণায়ক মূল্যায়ন (Diagonstic Evaluation)

বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ধারণা গঠনে যদি কোন ত্রুটি থেকে যায়, তা নির্ণয়ের জন্য ধারণাভিত্তিক যে মূল্যায়ন করা হয় তাকে বলা হয় নির্ণায়ক মূল্যায়ন বা দুর্বলতা নির্ণায়ক মূল্যায়ন বলা হয়। এই ধরনের মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শিক্ষা বিষয়ক ধারণা গঠনে, বিশ্লেষণে, শনাক্তকরণে বা প্রকৃতি নির্ধারণে এবং তার দুর্বলতার গভীরতা নিরূপণে সাহায্য করে। যে শিখন-অসংগতিগুলি বারবার সংশোধিত পদ্ধতি অবলম্বন করা সত্ত্বেও ক্রমাগত হয়েই যেতে থাকে সেইসব ক্ষেত্রে নিখুঁতভাবে পর্যবেক্ষণ ও পরীক্ষণের মাধ্যমে সমস্যা সমাপ্ত করার জন্য নির্ণায়ক মূল্যায়ন প্রয়োজন। অর্থাৎ নির্ণায়ক মূল্যায়নের প্রধান লক্ষ্য শিখন সমস্যার ক্রমাগত

পুনরাবৃত্তির কারণগুলি নির্ধারণ করা, তার সংশোধনের জন্য যথাযথ পরিকল্পনা রচনা করা এবং সেই অনুযায়ী সঠিকভাবে পরিকল্পনার প্রয়োগ ঘটানো।

নির্ণায়ক মূল্যায়নের পদ্ধতি—

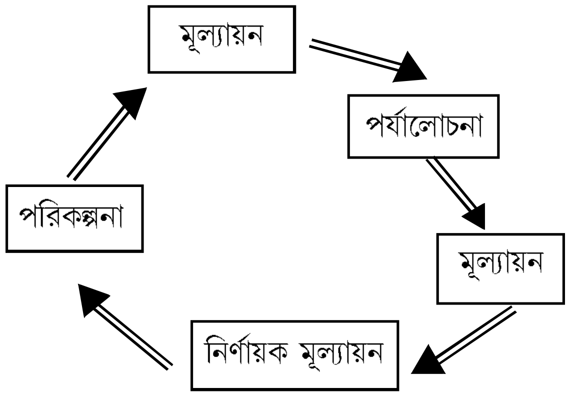

নির্ণায়ক মূল্যায়ন শিক্ষকদের নিম্নলিখিত লক্ষ্য অর্জনে সাহায্য করে—

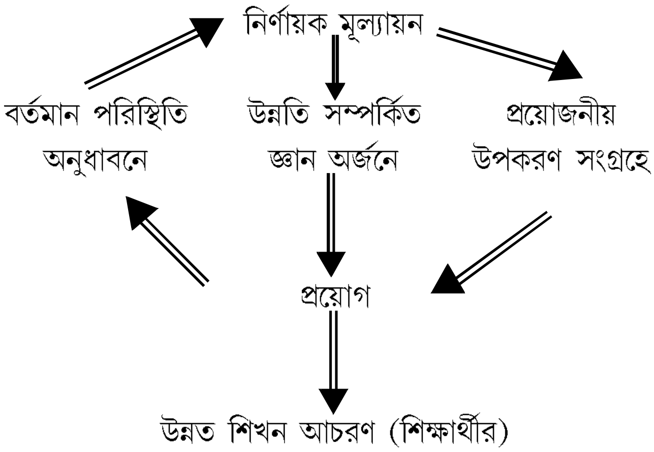

নির্ণায়ক মূল্যায়নের উদাহরণ—

শিক্ষার্থীর পঠনে, শব্দ বিশ্লেষণে ও অর্থবোধে সমস্যার প্রেক্ষিতে ডুরেলে পঠন অসুবিধা নির্ণায়ক মূল্যায়ন (Durrel Analysis of Readings Difficulty) ব্যবহার করা যায়।

৫.৫ নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন : ধারণা, বৈশিষ্ট্য ও ব্যবহার

৫.৫.১ ধারণা

আজ একথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন যে, মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। শিক্ষালয়ের সঙ্গে মূল্যায়ন ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ও শিক্ষা ব্যবস্থার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। শিক্ষার্থীর পড়ার অভ্যাস ও শিক্ষকের শিক্ষা পদ্ধতির উপর মূল্যায়ন পদ্ধতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। যার ফলে মূল্যায়ন শুধু শিক্ষার্থীর কৃতিত্বের পরিমাপ করতেই সাহায্য করে না, উন্নতিতেও সাহায্য করে। অভীপ্সিত পথে শিক্ষার্থী বিকাশ লাভ করছে কিনা, সেই তথ্য সংগৃহীত হয় যে পদ্ধতিতে, তাই হচ্ছে মূল্যায়ন। এই পদ্ধতি হবে নির্ভরযোগ্য, বৈধ ও যুক্তিসিদ্ধ, বস্তুনিষ্ঠ ও বাস্তব। কোঠারী কমিশনের উক্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতেই নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধারণা নিহিত রয়েছে। তথাপি 'সার্বিক' শব্দটির স্বতন্ত্র ব্যাখ্যার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এখানে 'সার্বিক' শব্দটির দ্বারা দৈহিক, মানসিক, বৌদ্ধিক, প্রাক্ষোভিক, নান্দনিক এবং সামাজিক বিকাশের কথা বলা হয়েছে।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন বলতে বোঝায় যে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের অর্থাৎ ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করা যায় তাকেই। পূর্বেই বলা হয়েছে মূল্যায়ন একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়া সারা বছর ধরে চলতে থাকে। সাধারণত সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক এবং বার্ষিক বিভিন্ন প্রকার অভীক্ষার সাহায্যে সারা বছর ধরে শিক্ষার্থীদের সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপ করা হয়। বছরের শেষে তাদের উচ্চতর শ্রেণিতে প্রমোশন দেবার সময় এই সমস্ত অভীক্ষার ফলাফল বিচার করে দেখা হয়। পরীক্ষার চেয়ে মূল্যায়নের পরিধি অনেক ব্যাপক। মূল্যায়নের দ্বারা ছাত্র সমাজের গ্রন্থকেন্দ্রিক এবং গ্রন্থবহির্ভূত উভয় প্রকার জ্ঞান ও দক্ষতার পরিমাপ করা হয়। মূল্যায়নের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হল এর দ্বারা সারা বছর ধরে শিক্ষাগ্রহণের পাশাপাশি ছাত্রদের ব্যক্তিত্বের সামগ্রিক বিকাশের পরিমাপ করার কাজ একই সঙ্গে চলতে থাকে। এক্ষেত্রে শিক্ষাগ্রহণ এবং তার মূল্যায়ন পরস্পর পরস্পরের পরিপূরক। অর্থাৎ ছাত্রদের শিক্ষালাভ সঠিক পথ ধরে চলছে কিনা নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন সে সম্পর্কে শিক্ষক, ছাত্র, অভিভাবক সকলকেই অবহিত করে; আবার ছাত্রদের কোন্ বিষয়ের অগ্রগতি আমরা পরিমাপ করতে চাইছি তার উপর মূল্যায়নের কোন্ পদ্ধতি প্রয়োগ করা হবে তা নির্ভর করে। নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন সারা বছর ধরে ছাত্রকে তার পড়াশোনা ও অন্যান্য কাজকর্মে মনোযোগী হতে সাহায্য করে। এই কারণে আধুনিক শিক্ষাক্ষেত্রে ছাত্রদের নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়। নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, সামর্থ্য, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, আচার আচরণ প্রভৃতি সামগ্রিক যোগ্যতা সম্পর্কে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।

নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন প্রক্রিয়াকে কার্যকরী রূপ দিতে গেলে এবং বিশ্বাসযোগ্যও ফলপ্রসূ করে তুলতে গেলে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কৌশল অবলম্বন করতে হয় এবং সর্বাত্মক পরিচয় পত্রের ব্যবস্থা রাখতে হয়। সার্বিক মূল্যায়নের জন্য প্রথমেই যে নীতি গ্রহণ করা দরকার তা হল শিক্ষা শুরুর সময় শিক্ষার্থীর শারীরিক ও মানসিক অবস্থার পূর্ণ বিবরণ রাখা। সমস্ত শিক্ষাবর্ষে শিক্ষার্থীর জীবনে কি কি পরিবর্তন সূচিত হল, পরীক্ষণ ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে তার বিবরণ রাখা এবং শিক্ষার্থীর জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনের কতটুকু

উন্নয়নমুখী অথবা সার্থকতার পথে এগিয়ে, তার মূল্যায়ন বা প্রমাণভিত্তিক আলোকে বিচার বিবেচনা করা। এককথায় শিক্ষার্থীর শিক্ষাবর্ষ ব্যাপী কৃতকর্মের মূল্যায়ন প্রয়োজন। দেহে মনে, বুদ্ধিতে ও হৃদয়বৃত্তিতে শিক্ষার্থী যদি গণতান্ত্রিক সমাজের আদর্শ সভ্যরূপে এবং রাষ্ট্রের সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠে, তবেই শিক্ষার মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সফল হবে। শিক্ষার্থীর এই পরিচয় পাওয়া যাবে গৃহ পরিবেশে, সমাজের বাস্তব কর্মক্ষেত্রে, শিক্ষামূলক ভ্রমণে, গুরুত্বপূর্ণ স্থান পরিদর্শনে, হাট-বাজার, মেলা-উৎসবে, খেলার মাঠে, বিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে, ক্লাবে ও শ্রেণিকক্ষে। শিক্ষার্থীর এই সামগ্রিক পরিচয় সর্বাত্মক পরিচয় পত্রেই লিখিত হয়।

৫.৫.২ বৈশিষ্ট্য

আধুনিক শিক্ষায় ব্যক্তি বৈষম্য নীতি স্বীকৃত হয়েছে। সুতরাং শিক্ষার্থীর ব্যক্তিগত কর্মধারা, আচার-আচরণ, চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য ইত্যাদির যথাযথ বিবরণ জানা না থাকলে ব্যক্তি বৈষম্যনীতি অনুসারে শিক্ষায় সহায়তা করা যায় না। সর্বাত্মক পরিচয়পত্রে থাকে শিশুর আত্মবিকাশের ধারা। আত্মবিকাশ কোন একটি নির্দিষ্টক্ষণের ঘটনা নয়। মাতৃক্রোড় থেকে শিশু পারিবারিক গণ্ডী পেরিয়ে স্কুল-কলেজে শিক্ষালাভের পর সমাজের বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। এভাবে বিরতিহীন ধারায় শিক্ষার্থীর আত্মবিকাশ সম্ভব হয়। আত্মবিকাশের বিরতিহীন পথটি পরিবর্তনশীল ও ক্রমোন্নয়নশীল, এই আত্মবিকাশের ধারাবিবরণীই হল সর্বাত্মক পরিচয় পত্র। প্রতিদিন, মাস এবং বছরে শিক্ষার্থীর জীবনে কি কি পরিবর্তন, প্রগতি ও বিকাশ লক্ষ করা যায় সবই লিপিবদ্ধ থাকে সর্বাত্মক পরিচয় পত্রে। তাই শিক্ষার্থীর উপর প্রখর দৃষ্টি রেখে ও বিভিন্ন উৎস থেকে তার সম্পর্কে সংবাদ সংগ্রহ করে তার আত্মবিকাশের ধারা লিপিবদ্ধ করতে হয়।

বৈশিষ্ট্য : নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের কতকগুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। যেমন—

- শিক্ষার্থী তার অগ্রগতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার সুযোগ লাভ করে।
- শিক্ষার্থীকে পড়াশোনা সহ অন্যান্য কাজে মনোযোগী হতে সাহায্য করে।
- নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ বজায় থাকে।
- ব্যক্তিবৈষম্য নীতির সাপেক্ষে শিক্ষার্থীকে পরিচালনায় সাহায্য করে।
- সার্বিক বিকাশের পথে বাধাগুলিকে চিহ্নিত করা যায়।
- হীনমন্যতাবোধ রোধে সহায়তা করে।
- অপচয়ের পথ রুদ্ধ হয়।
- ব্যক্তি শিক্ষার্থীর ক্রমোন্নতির পথকে ত্বরান্বিত করে।

৫.৫.৩ বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবহার

বাংলা ভাষা ও সাহিত্য তথা মাতৃভাষা শিক্ষার মৌল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে অর্থাৎ স্পষ্ট উচ্চারণে, অর্থপ্রকাশক ভাবে, সঠিক স্বরভঙ্গিতে কথা বলতে পারা, পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা নিচয়ের বিবরণ সহজ-সরল ভাষায়

লেখার সামর্থ্য অর্জন করা, দ্ব্যর্থহীন ভাবে যুক্তি সহকারে নিজস্ব মনোভাব ও বক্তব্যকে স্পষ্ট ভাবায় প্রকাশ করতে পারা, সাহিত্যের ভাব ও আদর্শ গ্রহণে নিজের জীবনকে সুন্দর ও সার্থক করে তোলা এবং সৃষ্টিশীল কাজে প্রাণিত হওয়ার বিষয়গুলিকে স্মরণে রেখে, বিশেষ কতকগুলি কৌশলের সহায়তায় আমরা অনায়াসেই মাতৃভাষা শিক্ষায় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ব্যবহার করতে পারি।

৫.৫.৩.১ পর্যায় ● প্রথম ধাপ : প্রত্যাশিত শিখনমান নির্ণয় করা—

শিখন প্রক্রিয়া শুরুর আগে অধ্যায়টি ভালভাবে পড়ে শিক্ষার্থীর শিখন চাহিদা বুঝে নিতে হবে। একটি অধ্যায়ের প্রত্যাশিত শিখনমান ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা হল প্রথম ধাপ।

● দ্বিতীয় ধাপ : শিখন-পরিস্থিতি সৃষ্টি করা যাতে শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ শিখনমান বোঝা যায়—

প্রতিটি বিষয় সম্পর্কিত শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া শুরু করতে হবে, সরাসরি প্রশ্ন না করে শিক্ষক শিখন-সহায়ক পরিস্থিতি নির্মাণ করবেন।

● তৃতীয় ধাপ : শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করা—

শিক্ষার্থীর শিখনমান অনুধাবনের পর সিদ্ধান্ত নিতে হবে কোন্ শিখন সহায়ক পরিবেশ উপযুক্ত হবে। একটি অধ্যায় চলাকালীন জ্ঞান নির্মাণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্নভাবে শিখন-পরিবেশ প্রস্তুত করা যায়। শ্রেণিকক্ষে আলোচনা, অভিজ্ঞতা-বিনিময় ইত্যাদি যেমন শিক্ষার্থীর জ্ঞান নির্মিতিতে সাহায্য করে, তেমনই শিক্ষককেও সাহায্য করে শিক্ষার্থীর শিখন মান যাচাই করতে। শিক্ষক শিক্ষার্থীর সম্পর্কে অনেক কিছু জানতে পারবেন তাদের আলোচনা শুনে, তাতে যোগদান করে, প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করে, লেখা দেখে এবং আরো নানাভাবে। সেইভাবে শিক্ষক শিক্ষার্থীকে প্রতিনিয়ত সহায়তা করতে পারবেন তার শিখনের উন্নতির জন্য।

● চতুর্থ ধাপ : শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ—

শিক্ষকই শিক্ষার্থী সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের প্রধান সূত্র। এছাড়াও নিম্নলিখিত সূত্রগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে শিক্ষার্থীর শিখন ও উন্নতির একটি সার্বিক চিত্র পাওয়া যায়—

- অভিভাবক
- সহপাঠী ও বন্ধু
- অন্যান্য শিক্ষক
- বৃহত্তর সমাজের অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ

পোর্টফোলিও শিক্ষার্থীর পরিচিতির একটি প্রধান সূত্র, পোর্টফোলিও শিক্ষার্থীর বিশেষ কর্মদক্ষতার নথি। শিক্ষার্থীর শিখনের মূল্যায়ন ও প্রগতির চিত্র তৈরি করতে এটি বিশেষ প্রয়োজনীয়। বাড়ির কাজ, প্রকল্প ইত্যাদিকেও শিক্ষার্থীর সার্বিক পরিচিতি—চিত্র প্রস্তুতিতে যথেষ্ট গুরুত্ব দিতে হবে।

অভিভাবক-শিক্ষক সভা শিক্ষার্থীর আচরণের বিবিধ দিক সম্পর্কে জানার উল্লেখযোগ্য সূত্র।

● পঞ্চম ধাপ : তথ্য নথিভুক্তিকরণ

শিক্ষার্থী সংক্রান্ত তথ্য দুইভাবে নথিভুক্ত করতে হবে—শিক্ষার্থীর শিখনে আরো উন্নতিতে সহায়তা করার জন্য শিখন প্রক্রিয়া চলাকালীন সংগৃহীত তথ্য শিক্ষক নিজের কাছে রাখবেন। এর মাধ্যমে শিক্ষক শিক্ষার্থীর পূর্বার্জিত মানের সঙ্গে বর্তমান উন্নতির তুলনা করবেন।

সংগৃহীত তথ্য শিক্ষক নথিভুক্ত করবেন প্রতি পর্বের শেষে। একে বলা হয় শিখনের সার্বিক মূল্যায়ন।

শিক্ষণ প্রক্রিয়ার একটি অঙ্গ হল জ্ঞাপন, একটি একক। অংশ সমাপ্তিতে কিছু সূচকের ভিত্তিতে মূল্যায়ন করতে হয় এবং সেই তথ্য সংগ্রহ করে রাখতে হয়। উপযুক্ত বিবরণসহ জ্ঞাপনপত্র প্রস্তুত করতে হবে। যদি এই সার্বিক মূল্যায়ণ তথ্য বছরে তিনবার নির্দিষ্ট মাপকাঠির ভিত্তিতে দেখানো যায় ভালো হয়।

৫.৫.৩.২ ব্যবহার

মাতৃভাষা শিক্ষায় যে ধরনের মূল্যায়নে শিক্ষার্থীর দেহ, মন ও হৃদয়ের সর্বাঙ্গীন পরিবর্তনের পরিমাপ করা সম্ভব তা হল—

- **লিখিত পরীক্ষা** : এই জাতীয় পরীক্ষার দ্বারা ভাষা ও সাহিত্যের সৌন্দর্য উপলব্ধি, রচনা কুশলতাও ভাষা ব্যবহারের ক্ষমতা, তুলনামূলক বিচারশক্তি ও কল্পনাশক্তি প্রয়োগের পরিমাপ করা যায়।
- **মৌখিক পরীক্ষা** : মৌখিক পরীক্ষার দ্বারা শিক্ষার্থীর পঠন ক্ষমতা, উচ্চারণ ভঙ্গি, কথ্যভাষার উপর দখল, স্মরণশক্তি, মানসিক তৎপরতা, স্থিরতা, সপ্রতিভতা, চিন্তার সঙ্গতি জাতীয় দক্ষতাগুলির পরিমাপ করতে পারি। বক্তৃতা-বিতর্ক-আবৃত্তি-নাট্যানুষ্ঠান প্রভৃতি সহ পাঠ্যক্রমিক কার্যাবলীর মাধ্যমে মৌখিক পরীক্ষার সীমানাকে প্রসারিত করতে পারলে শিক্ষার্থীর সামাজিককরণের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত হয়।
- **প্রদত্ত কর্মসম্পাদনী পরীক্ষা ঃ** এই কাজ পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীদের এমন সব প্রশ্নের উত্তর তৈরি করতে বলা হয় যার জন্য তাদের সাহায্যকারী পুস্তক ও পত্র-পত্রিকার সাহায্য গ্রহণ করতে হয়। এর সাহায্যে তাদের সঠিক বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষমতা ও স্বকীয়তার পরিচয় পাওয়া যায়।
- **সৃজনমূলক কর্ম সম্পাদন পরীক্ষা ঃ** এই জাতীয় পরীক্ষায় সৃজনমূলক সাহিত্যকর্মের, মূল্যায়ন করে ভাষা ও সাহিত্য রচনায় দক্ষতার পরিমাপ করা যায়।
- **কর্মভিত্তিক মূল্যায়ন ঃ** শিক্ষা তো দেহ ও মনের সর্বাঙ্গীন বিকাশ। মানসিক বিকাশের মূল্যায়নে লৈখিক ও মৌখিক পরীক্ষা কার্যকর হলেও দৈহিক দক্ষতা ও শক্তির মূল্যায়ন একমাত্র কর্মভিত্তিক মূল্যায়নেই সম্ভব। মাতৃভাষা শিক্ষায় মডেল তৈরি, সহায়ক উপকরণ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের কাজে লাগিয়ে শিক্ষাকে যথাযথভাবে জীবনকেন্দ্রিক ও বাস্তবানুগ করা যায়।

- **পর্যবেক্ষণ ঃ** সারা বছর শিক্ষাকর্ম পরিচালনার সময় শিক্ষক সতর্কতার সঙ্গে শিক্ষার্থীর আগ্রহ, অনুরাগ, অভিরুচি, প্রবণতা, আচার-আচরণ প্রভৃতি পর্যবেক্ষণ করতে এবং সে সম্পর্কে পূর্ণ বিবরণ লিপিবদ্ধ করতে পারেন। শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তন সম্পর্কে এভাবে লিখিত বিবরণ শিক্ষার্থীর কৃতিত্ব বিচারের অনুকূলে অতি অমূল্য সম্পদ।

- **অনুসন্ধান তালিকা ঃ** অনুসন্ধান তালিকার ব্যবহার একপ্রকার প্রশ্নোত্তর সূচক অভীক্ষা। এর মধ্যে কিছু বক্তব্য সহ প্রশ্ন দেওয়া থাকে, বক্তব্যের ভেতর থেকে প্রশ্নের উত্তর করার চেষ্টা করতে হয়। শিক্ষাবর্ষের মাঝে মাঝে এরূপ অনুসন্ধান তালিকা ব্যবহারের দ্বারা শিক্ষার্থীর অনুরাগ ও দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কিত মানসিক গুণাবলীর পরিচয় লাভ করা যায়।

- **বিভিন্ন বিবরণ ঃ** বিবরণ নানা প্রকারের হতে পারে; যেমন—শিক্ষার্থীর দিনলিপি, বিশেষ ঘটনালিপি, এবং সর্বাত্মক পরিচয়পত্র। এইসব বিবরণের সাহায্যে শিক্ষার্থীর আচার ব্যবহার, অভিরুচি, আগ্রহ ইত্যাদি ব্যক্তিত্বের বহুমুখী বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করা যায়।

  উপরিউক্ত কৌশলাদির প্রয়োগ ছাড়া ও শ্রেণিকক্ষের পঠন পাঠনের মধ্য দিয়েই শিক্ষার্থীর নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের সাফল্য ও সার্থকতা নির্ভরশীল।

৫.৬ পারদর্শিতার অভীক্ষা ঃ ধারণা ও বৈশিষ্ট্য

যে কোনও ব্যক্তির কর্মসম্পাদনের ক্ষমতা দু'ভাবে আসতে পারে; জন্মগতভাবে অর্জন করতে পারে বা বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে অর্জন করতে পারে। পারদর্শিতার অভীক্ষা এই দ্বিতীয় ক্ষেত্রটিতে ব্যবহার করা হয়।

ব্যক্তির জন্মগত বৈশিষ্ট্যগুলি, প্রশিক্ষণ এবং নির্দ্দিষ্ট সময় এই ত্রিমাসিক তলের মধ্যে ব্যক্তি জীবনের অগ্রগতি যে অভীক্ষার দ্বারা পরিমাপ করা হয় তাকেই পারদর্শিতার অভীক্ষা বলে। পারদর্শিতার অভীক্ষার ক্ষেত্রে আমরা শিক্ষার্থীদের যে পরিবর্তন বা বৈশিষ্ট্যকে পরিমাপ করছি তার প্রশিক্ষণ কৌশল হতে হয় সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রিত।

৫.৬.১ পারদর্শিতার অভীক্ষার ধারণা ঃ

নির্দ্দিষ্ট সময়ে নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণে ব্যক্তির যে পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা তাকেই বলা যায় পারদর্শিতার অভীক্ষা। (Achievement tests are those which measure the effect of some controlled training programme on an individual for an specific span of time)

শিক্ষার্থীদের শিক্ষামূলক অগ্রগতির পরিমাপ প্রচেষ্টাই পারদর্শিতার অভীক্ষা।

সাংগঠনিক এবং উদ্দেশ্যগত দিক থেকে পারদর্শিতার অভীক্ষাকে নিম্নলিখিত কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়। আবার এইগুলির মধ্যে যে সব পারদর্শিতার অভীক্ষা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে আদর্শায়ন করা হয় তাদের বলা হয় আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা (Standardised achievement test)। আমলে যেসব অভীক্ষায় পদসংখ্যা, অভীক্ষাপদ গঠন পদ্ধতি, প্রয়োগপদ্ধতি ও তাৎপর্য নির্ণয় সবই নিয়ন্ত্রিত তাকে বলা হয় আদর্শায়িত অভীক্ষা।

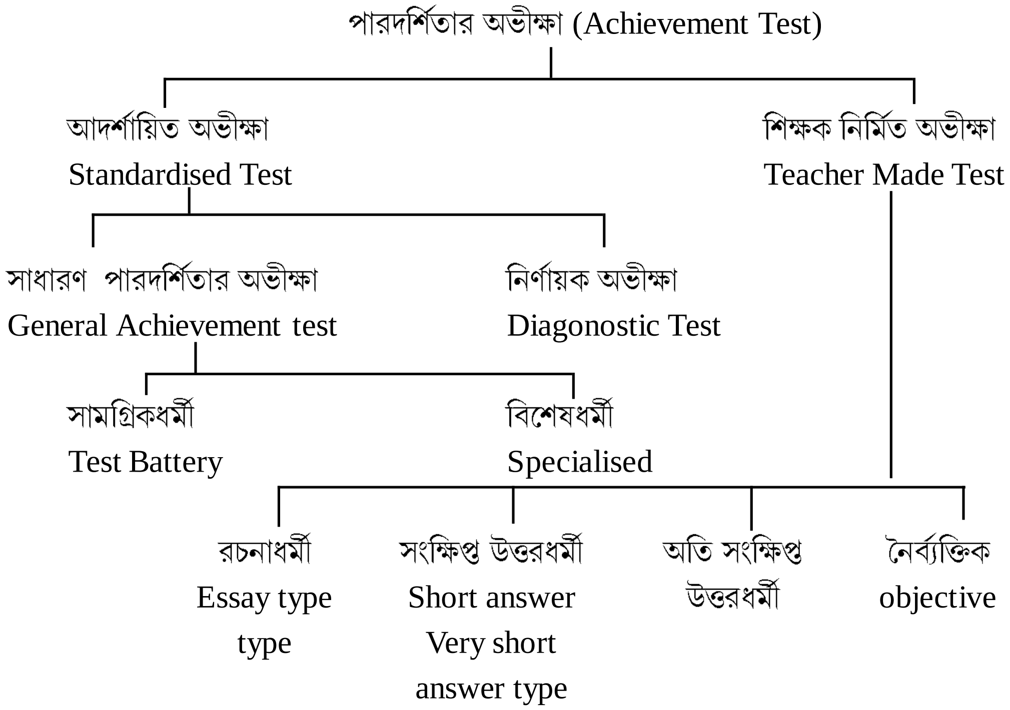

আর যে সব পারদর্শিতার অভীক্ষায় বিশেষ একটি শিক্ষামূলক পরিস্থিতিতে অগ্রগতির পরিমাপ করে একটিমাত্র সাংখ্যমান প্রকাশ করা হয় সেগুলিকে বলা যায় সাধারণ পারদর্শিতার অভীক্ষা। (General Achievement tests are those which express the achievement of pupil in any area by a single scone) এই অর্থে শিক্ষকদের ব্যবহৃত পরীক্ষা ব্যবস্থাও একধরণের পারদর্শিতার অভীক্ষা।

৫.৬.২ পারদর্শিতার অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য ঃ

পারদর্শিতার অভীক্ষাগুলি শিক্ষার্থীদের অগ্রগতির মাত্রা পরিমাপ করলেও প্রাপ্ত পরিমাপকে আমরা বিভিন্ন রকমের সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে পারি। কেবল বিদ্যালয় পরিবেশে নয়; কোনও বিশেষ

জীবিকার ব্যক্তিটাকে কোনও বিশেষ প্রশিক্ষণ দেবার পর তাদের পরিবর্তনকেও অনেক সময় পারদর্শিতার অভীক্ষার মাধ্যমে পরিমাপ করা হয়ে থাকে।

এক।। পারদর্শিতার অভীক্ষা শিক্ষার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা পরিমাপে সাহায্য করে। এই পরিমাপের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যায় যে পরবর্তী স্তরে সে কী ধরণের শিক্ষামূলক অভিজ্ঞতা অর্জন করতে পারে।

দুই। শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে ভর্ত্তির ক্ষেত্রে এই অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়। আবার তাদের জন্য বিদ্যালয়ে কোন ধরণের ব্যবস্থা গ্রহণ প্রয়োজন তাও নির্দ্দিষ্ট করা সম্ভব হয়।

তিন। শিক্ষার্থীদের শ্রেণিতে উত্তরণ (Promotion) কিংবা শ্রেণিবিভাগকরণ (Classification) প্রভৃতিতে এই অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়।

চার। শিক্ষামূলক নির্দেশনা দানে (Vocational Guidance) এই অভীক্ষা সহায়ক হয়।

পাঁচ। সংশোধনমূলক শিক্ষাপরিকল্পনায় (Remedial Teaching) এই অভীক্ষা সহায়ক হয়।

ছয়। শিক্ষার্থীদের ত্রুটির ক্ষেত্রগুলি এই অভীক্ষায় নির্ণয় করা যায়।

সাত। পারদর্শিতার অভীক্ষার ফলাফল শিক্ষার্থীদের শিখনে অনুপ্রাণিত করে। শিক্ষার্থীদের নিজস্ব সাফল্যের ধারণা দিয়ে আত্মবিশ্বাস তৈরী করে।

আট। শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি, পাঠ্যক্রম, অন্যান্য কৌশলের মূল্যায়নেও সহায়তা করে পারদর্শিতার অভীক্ষা।

পারদর্শিতার অভীক্ষার কিছু সীমাবদ্ধতাও আছে। পাঠদান প্রক্রিয়া যান্ত্রিক হয়ে পড়ার জন্য পারদর্শিতার অভীক্ষাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়াই দায়ী। শিক্ষার্থীরা যাতে ভাল স্কোর করতে পারে সেদিকে লক্ষ্য রেখে শিক্ষকও শ্রেণিশিক্ষণ-শিখনকে পরিচালনা করেন। প্রকৃতজ্ঞানের বিস্তৃতিও এই অভীক্ষায় পরিমাপ করা যায় না। বাংলা ভাষাসাহিত্যে এই অভীক্ষা শিক্ষার্থীকে যথার্থভাবে মূল্যায়ন করতে পারে না। শিক্ষার্থীদের আনুভূতিক বিকাশকেও পারদর্শিতার অভীক্ষায় মূল্যায়িত করা যায় না।

আসলে অন্যান্য অভীক্ষা বা বিভিন্ন প্রাপ্ত তথ্যের নিরিখে পারদর্শিতার অভীক্ষায় ফলাফলকে বিচার করলে তবেই তা তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে।

৫.৭ বিশেষ শিশুদের জন্য মূল্যায়ন, তথ্যকরণ প্রস্তুতি ও ব্যবহার

বিশেষ শিশুদের মূল্যায়নের জন্য যে অভীক্ষাগুলি ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা একটি ছকের মাধ্যমে দেখানো হল—

ক্ষেত্র	ব্যবহার	অভীক্ষা
প্রজ্ঞা	● যৌক্তিক ক্ষমতা ● বিমূর্ত ভাবনা ● সমস্যা সমাধান	● ওয়েসলার-WISCIII, WAIS-R, WPPSI-R ● স্ট্যানফোর্ড-বিনের চতুর্থ সংস্করণ
বাচিক প্রজ্ঞা	বাচিক ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারে প্রজ্ঞার ব্যবহার	● ওয়েসলার-Varbal scales ● স্ট্যানফোর্ড-বিনে FE-Verbal Comprehension Factor ● DAS-Verbal Ability
অ-বাচিক প্রজ্ঞা	অ-বাচিক ক্ষেত্রে প্রজ্ঞার ব্যবহার	● ওয়েসলার-Performance Skills ● স্ট্যানফোর্ড-বিনে FE, Non Verbal Reasoning\Visualization Factor ● DAS-Non-verbal Ability ● কফ্‌ম্যান অ্যাসেসমেন্ট ব্যাটারি ফর চিলড্রেন (KABC) Non-verbal scale
গ্রহণধর্মী বাচিক ভাষা	কথিত ভাষা অনুধাবনের ক্ষেত্রে ব্যবহার	● ওয়েলসার Verbal Scales ● ভাষা বিকাশের অভীক্ষা (TOLD-2) Listening Composite ● Peabody Picture Vocabulary Test-Raised
বিকাশধর্মী বাচিক ভাষা	মৌখিক ভাষা দ্বারা ভাবনার সঞ্চালন এবং তথ্যের ব্যবহার	● ওয়েলসার Verbal Scales ● TOLD-2–Spealing Composite ● উডকক-জনসন— Revised-

		Rests of Cognitive ability (WJR-COG). Oral Language Cluster
গ্রহণধর্মী অ-বাচিক ভাষা	চিত্র, মুখের ভাব, বাচিক সূত্র ছাড়া সামাজিক পরিস্থিতি অনুধাবনে ব্যবহার	● ওয়েলসার Picture Completion, Picture Arrangement, Object Assembly ● স্ট্যানফোর্ড-বিনে FE Absurdities
বিকাশধর্মী অ-বাচিক ভাষা	মুখের ভাব, আচরণ, অঙ্কনের মাধ্যমে অর্থ সঞ্চালনে ব্যবহার	● গুডএনফি-হ্যারিস Drawing Test ● Kinetic Family Drawing
	শিক্ষাক্ষেত্রে দক্ষতা এবং সাফল্য	
পঠন এবং ধ্বনিগত দক্ষতা	অপরিচিত শব্দ বিশ্লেষণে, পরিচিত শব্দ সনাক্তকরণে এবং পঠিত বিষয় অনুধাবনে ব্যবহার	● ওয়েলসার Individual Achievement Test: Reading Composite ● উডকক-জনসন— Revised-Tests of Achievements ● কাউফম্যান Test ofEducational Achievement Reading subtests
বানানের দক্ষতা	লিখিতভাবে শব্দের ব্যবহার, বানানবিধির ব্যবহার	● WIAT : Spelling ● K-TEA: Spelling ● Dictated Spelling Tasks
হস্তলিপির দক্ষতা	পরিচ্ছন্নতা, পাণ্ডুলিপি অনুধাবনে মানের ব্যবহার	● WIAT : Written Expresswion ● Test of Written Language–2 (TOWL 2) ● Classroom Writing Samples
লিখিত কপির দক্ষতা	ভাবনার সংগঠনে এবং সঞ্চালনে সংগঠিত মানের ব্যবহার	● WIAT – Writing Composite ● Test of Early Written Language (TEWL) ● WJ-R, Achievement: Written Language Subtests.

এই ধরনের আদর্শায়িত অভীক্ষা ছাড়া শিক্ষক বিশেষ শিশুদের বাংলা ভাষার পঠনপাঠনে নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সাধন করতে পারেন—

পঠন দক্ষতা	**সমস্যা**	**মূল্যায়ন**
ধ্বনিতান্ত্রিক শব্দ-কাঠামো	শব্দ এবং ধ্বনির বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে সমস্যা	শব্দের ধ্বনিতান্ত্রিক বিশ্লেষণের জন্য কর্মপ্রদান
অক্ষর ধ্বনির সংযোগ	স্মৃতি থেকে এই সংযোগ পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে সমস্যা	অক্ষর এবং ধ্বনি সনাক্তকরণে কর্মপ্রকাশ
পঠনে স্বাচ্ছন্দ্য	পঠন অত্যন্ত ধীর	শব্দ এবং পাঠ্য বিষয় পঠনের কর্মসম্প্রদান
পঠন অনুধাবন	পঠিত বিষয় অনুধাবন এবং স্মরণে সমস্যা	পঠিত বিষয়ে অভীক্ষা নির্মাণ
লিখন দক্ষতা	**সমস্যা**	**মূল্যায়ণ**
শব্দ বিশ্লেষণ	শ্রুত শব্দ লিখিত আকারে বিশ্লেষণে সমস্যা	এক অথবা একাধিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কর্মপ্রদান
শব্দ লিখন	শ্রুত শব্দ লিখিত আকারে প্রকাশে সমস্যা	লিখিত পরীক্ষা
সাবলীল লিখন	ধীর অথবা ত্রুটিপূর্ণ লিখন	দ্রুত লিখন শ্রুতি লিখন

৫.৮ আসুন সংক্ষেপ করি :

- মূল্যায়ন একটি বিধিবদ্ধ ব্যবস্থা যার সাহায্যে শিক্ষার্থী শিক্ষার সামগ্রিক উদ্দেশ্য অর্জনে কতটা সফল হয়েছে তা বিচার করা হয়।

- মূল্যায়নের বৈশিষ্ট্য
    - ➟ সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য তথ্য সংগ্রহ
    - ➟ তথ্য বিশ্লেষণ
    - ➟ মূল্যমান বিচার
    - ➟ সিদ্ধান্ত গ্রহণ
- শিক্ষায় মূল্যায়নের গুরুত্ব
    - ➟ উদ্দেশ্য সচেতনতা
    - ➟ শিক্ষণ পদ্ধতির যৌক্তিকতা বিচার
    - ➟ পরীক্ষা সংস্কার
    - ➟ অগ্রগতির তুলনা
    - ➟ শিক্ষাগত নির্দেশনা দান
    - ➟ পাঠক্রম বিচার
    - ➟ সংশোধনমূলক শিক্ষণ
    - ➟ মূল্যায়ন কৌশলের বিচার
- শিখনের উদ্দেশ্য ও মূল্যায়ন পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল এবং সরাসরি সম্পর্কযুক্ত। আচরণের কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য হয়, তাহলে সেই পরিবর্তন বোঝার মাধ্যম মূল্যায়ন।
- বাংলা ভাষার শিখন-শিক্ষণে মূল্যায়নের প্রয়োজনীয়তা—
    - ➟ শিক্ষার্থীর বোধগম্যতা, প্রকাশে পারঙ্গমতা বিচার
    - ➟ দ্রুততার সঙ্গে সমস্যা সমাধান
    - ➟ বিষয়ের বাক্যার্থ এবং ব্যাঙ্গার্থ অনুধাবন হচ্ছে কিনা বোঝা
    - ➟ শিক্ষার্থীর প্রকাশ ক্ষমতার বিকাশ ও আত্মপ্রত্যয় বৃদ্ধি করা
    - ➟ আবেগ নিয়ন্ত্রণ এবং প্রাক্ষোভিক প্রশমন
    - ➟ অন্তর্দলীয় প্রতিযোগিতার অবসান ঘটানো
    - ➟ শিক্ষার্থীদের শিখন ক্ষমতা ও দক্ষতার প্রসার ঘটানো।

- শ্রেণিকক্ষে মূল্যায়নের প্রকারভেদগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য—গঠনগত, সমষ্টিগত ও নির্ণায়ক মূল্যায়ন।
- গঠনগত মূল্যায়নকে প্রস্তাবকালীন মূল্যায়ন এবং সমষ্টিগত মূল্যায়নকে পর্যায়ক্রমিক মূল্যায়ন হিসাবে অভিহিত করা হয়।
- শ্রেণিকক্ষে শিখন-শিক্ষনের প্রস্তুতিপর্বে অথবা উপস্থাপন স্তরে যে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া চলে তাকে বলা হয় গঠনগত মূল্যায়ন।
- কোনো কর্মসূচী বা প্রকল্পের শেষে শিখন উদ্দেশ্যগুলি কতখানি চরিতার্থ হয়েছে এবং শিক্ষার্থীরা কতখানি পারদর্শিতা অর্জন করেছে সে সম্পর্কিত তথ্য সংগ্রহের প্রক্রিয়াকে বলা হয় সমষ্টিগত মূল্যায়ন।
- বিভিন্ন বিষয়ে সঠিক ধারণা গঠনে যদি কোন ত্রুটি থেকে যায়, তা নির্ণয়ের জন্য ধারণাভিত্তিক যে মূল্যায়ন করা হয়—তাকে বলা হয় নির্ণায়ক মূল্যায়ন বা দুর্বলতা-নির্ণায়ক মূল্যায়ন।
- যে মূল্যায়ন পদ্ধতিতে শিক্ষার্থীর সর্বাঙ্গীণ বিকাশের পরিমাপ করা হয় তাকে বলা হয় নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন। এটি একটি নিরবচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যা সারা বছর ধরে চলতে থাকে।
- নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন শিক্ষার্তীর শারীরিক ও মানসিক গুণ, ক্ষমতা, সামর্থ্য, দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, আচরণ প্রভৃতি সম্বন্ধে সামগ্রিকভাবে সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে।
- নিরবচ্ছিন্ন সামগ্রিক মূল্যায়নের জন্য নিম্নলিখিত ধাপগুলি অনুসরণ করতে হয়—
  - ➟ একটি অধ্যায়ের প্রত্যাশিত শিখনমান ও উদ্দেশ্য নির্ণয় করা
  - ➟ শিক্ষার্থীর পূর্বলব্ধ শিখনমান অনুধাবনের উপযোগী শিখন পরিস্থিতি সৃষ্টি করা।
  - ➟ যথাযথভাবে শিখন-শিক্ষণ প্রক্রিয়া আরম্ভ করা
  - ➟ শিক্ষার্থীর শিখন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা
  - ➟ তথ্য নথিভুক্তিকরণ
  - ➟ উপযুক্ত বিবরণসহ জ্ঞাপন পত্র প্রস্তুত করা।
- বাংলা ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষায় নিম্নলিখিতভাবে নিরবচ্ছিন্ন সঠিক মূল্যায়ন করা সম্ভব—
  - ➟ লিখিত পরীক্ষা
  - ➟ মৌখিক পরীক্ষা
  - ➟ প্রদত্ত কর্মসম্পাদনী পরীক্ষা

- ➟ সৃজনমূলক কর্মসম্পাদনী পরীক্ষা
- ➟ কর্মভিত্তিক মূল্যায়ন
- ➟ পর্যবেক্ষণ
- ➟ অনুসন্ধান তালিকা
- ➟ শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিবরণ

- নির্দিষ্ট সময়ে নিয়ন্ত্রিত প্রশিক্ষণে ব্যক্তির যে পরিবর্তন হয় তা পরিমাপ করার জন্য যে অভীক্ষা তাকেই বলা হয় পারদর্শিতার অভীক্ষা।
- যেসব পারদর্শিতার অভীক্ষা বিশেষ পদ্ধতি অনুসরণ করে আদর্শায়ন করা হয় সেগুলিকে বলা হয় আদর্শায়িত পারদর্শিতার অভীক্ষা।
- পারদর্শিতার অভীক্ষার বৈশিষ্ট্য:
  - ➟ শিক্ষার্থীর ন্যূনতম যোগ্যতা পরিমাপে সহায়তা
  - ➟ বিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে ব্যবহার
  - ➟ উত্তরণ এবং শ্রেণিবিভাগকরণ
  - ➟ শিক্ষামূলক নির্দেশনা দান
  - ➟ সংশোধনমূলক শিক্ষাপরিকল্পনা গ্রহণ
  - ➟ শিক্ষার্থীদের ত্রুটি নির্ণয়
  - ➟ শিক্ষকের পাঠদান পদ্ধতি, পাঠক্রম, অন্যান্য কৌশলের মূল্যায়নে সহায়তা
  - ➟ শিক্ষার্থী সম্পর্কিত বিভিন্ন বিবরণ
- বিশেষ শিশুদের জন্য যে আদর্শায়িত অভীক্ষা ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে কয়েকটি হল—
  - ➟ ওয়েসলার WISC III, WAIS-R, WPPSI-R, verbal scales, performance skills, Picture completion, Picture Arrangement, object Assembly, Individual Achievement Test-Reading Composite.
  - ➟ স্ট্যানফোর্ড বিনে—চতুর্থ সংস্করণ, FE. Verbal Comprehension Factor, FE. Non-verbal Reasoning/Visualization Factor
  - ➟ কাউফম্যান অ্যাসেসমেন্ট ব্যাটারি ফর চিলড্রেন— Non-verbal Scale, Test of Educational Achievement-Reading subtests.
- বাংলা ভাষার পঠন-পাঠনে শিক্ষক বিশেষ শিশুদের ক্ষেত্রে নিম্নলিখিতভাবে মূল্যায়ন প্রক্রিয়া সাধন

করতে পারেন—

- শব্দের ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের জন্য কর্মপ্রদান
- অক্ষর এবং ধ্বনি শনাক্তকরণে কর্মপ্রদান
- পঠিত বিষয়ে অভীক্ষা নির্মাণ
- এক বা একাধিক ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের কর্মপ্রদান
- লিখিত পরীক্ষা
- দ্রুত লিখন
- শ্রুতি লিখন

৫.৯ আপনার অগ্রগতি যাচাই করুন—

১. মূল্যায়ন বলতে কী বোঝেন?

২. মূল্যায়নের দুটি গুরুত্ব লিখুন।

৩. গঠনগত ও সমষ্টিগত মূল্যায়নের পার্থক্যগুলি আলোচনা করুন?

৪. নির্ণায়ক মূল্যায়নের পদ্ধতি ছকের সাহায্যে দেখান।

৫. নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়নের ধাপগুলি লিখুন।

৬. পারদর্শিতার অভীক্ষার বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করুন।

৭. বিশেষ শিশুদের মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শিক্ষক কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারেন?

৫.১০ সহায়ক গ্রন্থ:

১. রায়, সুশীল, মূল্যায়ন : নীতি ও কৌশল, সোমা বুক এজেন্সী।

২. সেন, মলয়কুমার, শিক্ষা প্রযুক্তি বিজ্ঞান, সোমা বুক এজেন্সী।

৩. রাহা, সুজাতা, বসু, বৈশালী, বাংলা শিক্ষণ পরিক্রমা আহেলী পাবলিশার্স।

৪. দে, কমলকৃষ্ণ, চট্টোপাধ্যায়, খগেন্দ্রনাথ, ভাট, সুভাষচন্দ্র, শিখনের মূল্যায়ণ, আহেলী পাবলিশার্স।

৫. বি.এড.এম.সি-০৬/০৭ (০২) কনটেন্ট কাম মেথডলজি অফ টিচিং বেঙ্গলী, নেতাজী সুভাষ মুক্ত বিদ্যালয়।

৬. নিরবচ্ছিন্ন সার্বিক মূল্যায়ন, প্রশিক্ষণ সহায়ক পুস্তিকা (উচ্চ প্রাথমিক স্তর), বিদ্যালয় শিক্ষা দপ্তর, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

৭. নিরবচ্ছিন্ন ও সার্বিক মূল্যায়ন বিষয়ক শিক্ষক মডেলঃ প্রশিক্ষণ পুস্তিকা, বিষয়ঃ বাংলা (৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম শ্রেণি), পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ।

মানুষের জ্ঞান ও ভাবকে বইয়ের মধ্যে সঞ্চিত করিবার যে একটা প্রচুর সুবিধা আছে, সে কথা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু সেই সুবিধার দ্বারা মনের স্বাভাবিক শক্তিকে একেবারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিলে বুদ্ধিকে বাবু করিয়া তোলা হয়।

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ভারতের একটা mission আছে, একটা গৌরবময় ভবিষ্যৎ আছে, সেই ভবিষ্যৎ ভারতের উত্তরাধিকারী আমরাই। নূতন ভারতের মুক্তির ইতিহাস আমরাই রচনা করছি এবং করব। এই বিশ্বাস আছে বলেই আমরা সব দুঃখ কষ্ট সহ্য করতে পারি, অন্ধকারময় বর্তমানকে অগ্রাহ্য করতে পারি, বাস্তবের নিষ্ঠুর সত্যগুলি আদর্শের কঠিন আঘাতে ধূলিসাৎ করতে পারি।

— সুভাষচন্দ্র বসু

Any system of education which ignores Indian conditions, requirements, history and sociology is too unscientific to commend itself to any rational support.

— Subhas Chandra Bose

(Not for sale)

Published by : Netaji Subhas Open University, DD-26, Sector-I,
Salt Lake, Kolkata-700 064 & Printed at : The Saraswati Printing Works,
2, Guru Prosad Chowdhury Lane, Kolkata 700 006